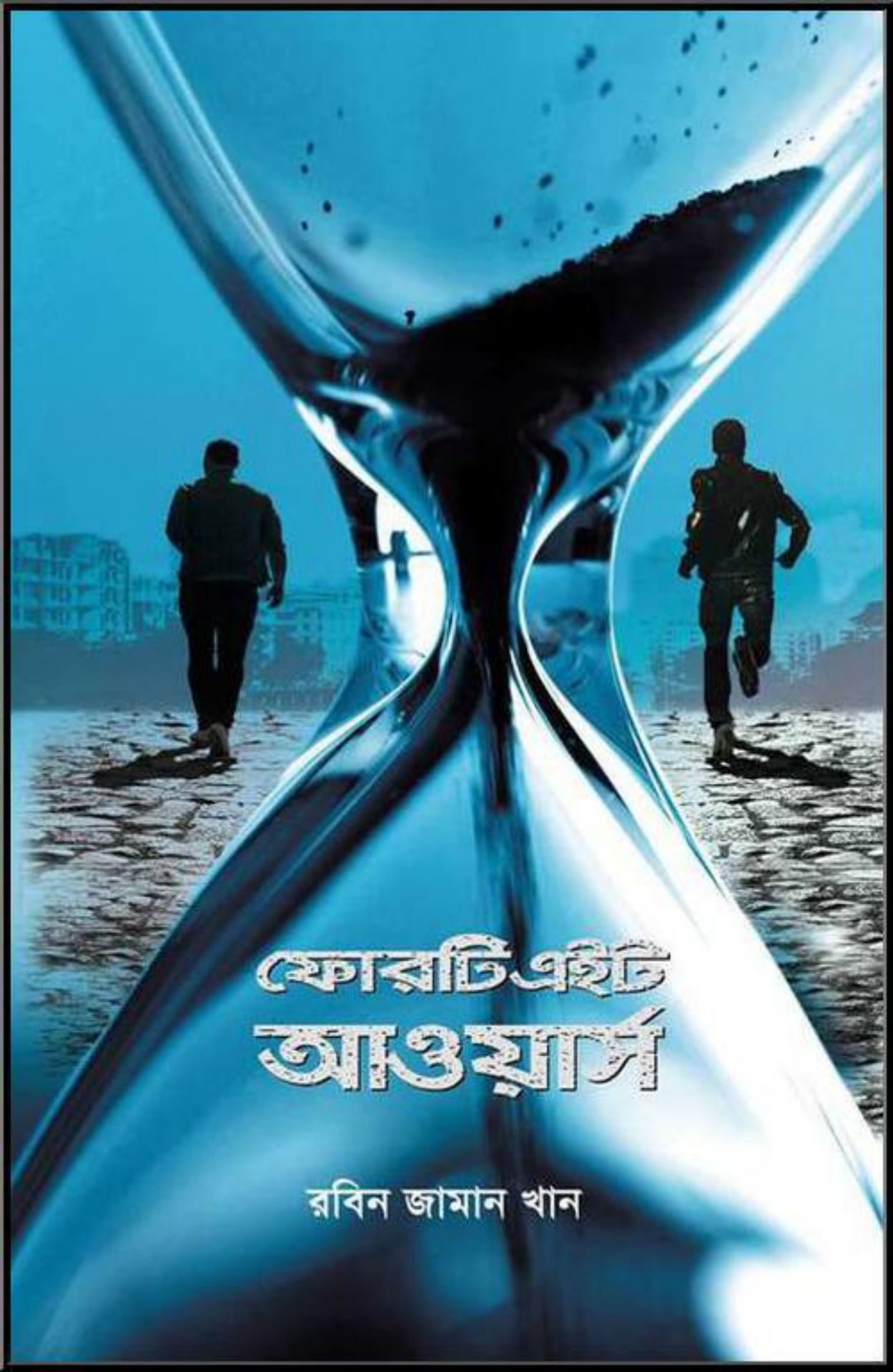
ফোরটিএইট
আওয়ার্স
রবিন জামান খান

পুলিশের সিনিয়র এএসপি মারুফের সাথে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া হবার কিছুক্ষণ পরই খুন হয়ে যায় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জাকির আদনান। সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ে মারুফের ওপর। ডিপার্টমেন্ট, মিডিয়া থেকে শুরু করে খোদ হোমমিনিস্টারও উঠে পড়ে লাগে তাকে খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। এমন পরিস্থিতিতে বড়কর্তা তাকে সাসপেন্ড না করে আটচল্লিশ ঘন্টার সময় বেঁধে দেয় খুনিকে খুঁজে বের করার জন্যে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ডিপার্টমেন্টের এক জুনিয়র এবং একজন আইটি এক্সপার্ট। এ কাজ করার জন্য তাদের হাতে সময় আছে মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা। অসম্ভব এই কাজটি করতে গিয়ে নতুন এক সত্যের মুখোমুখি হতে হলো তাদেরকে। কি সেই সত্য জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে *ফোরটিএইট আওয়ার্স* শেষ হবার আগপর্যন্ত।

২৫শে মার্চখ্যাত রবিন জামান খানের ফোরটিএইট আওয়ার্স টান টান উত্তেজনার একটি মার্ডার মিস্ট্রি পাঠককে আরেকবার বিমোহিত করবে।

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872993-3

ফোরটিএইট আওয়ার্স

রবিন জামান খান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

ফোরটিএইট আওয়ার্স

রবিন জামান খান

Forty-eight Hours

Copyright©2016 by Robin Zaman Khan
স্বত্ব © রবিন জামান খান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

উৎসর্গ :

আমার কাজিন মনিরুল আলম মারুফ ও মেজো মামা মাহবুবুল ইসলাম'কে

...আমার প্রথম মৌলিক উপন্যাস '২৫শে মার্চ' প্রকাশিত হবার মাসে এই দুজন মানুষ এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান। এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে দুজন আপনজনকে চিরতরে হারানোর এই দুঃখ আমি কোনোদিনই পুরোপুরি ভুলতে পারবো না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লেখকের কথা :

প্রথমেই সকল পাঠক এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই উপন্যাসটি একটি মার্ডার মিস্ট্রি থৃলার। আমি পুরো ঘটনাটি বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাজানোর পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের তদন্ত প্রক্রিয়ার অনেক উপাদান মেশানোর চেষ্টা করেছি কাহিনীতে। সে-কারণে পুলিশের র‍্যাঙ্ক থেকে শুরু করে কার্যকলাপ এবং তদন্তপ্রক্রিয়াতে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনতে হয়েছে এবং নিতে হয়েছে কল্পনার আশ্রয়।

একটা সময় ছিলো তদন্তপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে তদন্তকারীদের একমাত্র হাতিয়ার ছিলো তার মেধা। বর্তমান সময়ে মেধার পাশাপাশি যোগ হয়েছে নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তির ব্যবহার। এখনকার দিনে যেকোনো তদন্তে জিপিএস, সিসি-ক্যামের ফুটেজের ব্যবহার থেকে শুরু করে ট্র্যাকার, স্যাটেলাইট ম্যাপিং ইত্যাদির ব্যবহার এতোটাই প্রচলিত যে চাইলেও এগুলোকে বাদ দেয়া বা উপেক্ষা করা সম্ভব না। উন্নত বিশ্বে এসব প্রযুক্তিগত ব্যবহার বর্তমান সময়ে অনেক দূর চলে গেছে এবং আমাদের দেশেও এগুলোর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই আমি এই উপন্যাসে বিশ্বব্যাপী তদন্ত কার্যে প্রচলিত এবং এক্সপেরিমেন্টাল কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার দেখানোর চেষ্টা করেছি। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ডিএনএ বেইজড ডেটা প্রোফাইল এবং ডেটা মাইনিঙের কাজ। এই দুটো বিষয়ের সার্বিক প্রয়োগ এখন সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের জন্যে চ্যালেঞ্জ। এগুলোকে আমি ছোট পরিসরে উপন্যাসে আনার চেষ্টা করেছি। আমার প্রচেষ্টা কতোটুক সফল হয়েছে সেটা পাঠকই বিবেচনা করবেন।

সবশেষে কিছু মানুষকে কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয়। প্রথমত শ্রদ্ধেয় নাজিম ভাইকে, সার্বিক সহায়তা এবং উৎসাহের জন্যে। সেইসাথে আমার বন্ধু নওশের ডন এবং শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জুলফিকার হায়দারকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে উপন্যাসটির নাম-করণের ক্ষেত্রে জুলফিকার ভাইয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বাংলাদেশ পুলিশ এবং

পুলিশের কিছু অফিসারদের। এই উপন্যাস লেখার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ পুলিশের সেইসব সৎ অফিসারদের, সকল অন্যায়ের ভিড়ে আজো যারা নিজেদের সততা বজায় রেখে মানুষের সেবা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সবাইকে ধন্যবাদ।

রবিন জামান খান

ধানমন্ডি, ঢাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

Great Power Brings Greater Responsibility.
Sometimes Big Crime Brings Bigger Responsibility.

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রারম্ভ

জুন, ২০০২
কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিন্যু, ঢাকা

সূর্য সবেমাত্র পশ্চিম আকাশে হেলতে শুরু করেছে। আরেকটু পরেই পুরো পশ্চিম আকাশ জুড়ে হালকা লালীমা ছড়িয়ে টুপ করে দিগন্তে ডুবে যাবে সূর্যটা। ঢাকা শহরের বুকে ইট পাথর আর সিমেন্টের এই জঙ্গলে অবশ্য এতোকিছু দেখা যায় না, শুধু বোঝা যায় দিনের আলোটা কমে গিয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসছে।

আর ঢাকার মানুষের এতোকিছু খেয়াল করার কিংবা অনুভব করার মতো সময়ও নেই। সে-ও কখনো এসব বিষয় খেয়াল করে না। প্রতিদিন গার্মেন্টস থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়িতে। কোনোমতে রাতের রান্না-বান্না শেষ করে করে খেয়ে ঘুম দেয়। তবে আজ তার প্রাত্যহিক নিয়মের পুরোপুরি ব্যতিক্রম ঘটেছে। অন্যরকম লাগছে সবকিছু। কারণ এই মুহূর্তে মনটা অনেক ভালো। অনেক ভালো বললে ভুল হবে আসলে অনেক অনেক অনেক ভালো। অন্যান্য দিন এই সময়ের অনেক পরে ছুটি হয়। তবে আজ ম্যানেজারকে বলে গার্মেন্টস থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছে। যে ম্যানেজার সবসময় চোখ মুখ খিঁচিয়ে ধমকাতে থাকে সে-ও হাসিমুখেই তাকে ছুটি দিয়েছে। কারণ দুপুর বেলা ম্যানেজারের মোবাইলেই খুশির খবরটা এসেছিলো।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার ইচ্ছে করছে চিৎকার করে সবাইকে বলে, 'আজ আমি অনেক খুশি...অনেক অনেক খুশি।' কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না। তাই মৃদু স্বরে একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে দ্রুত গতিতে পা চালালো। এই রাস্তায় একটা রিকশাও নেই, না হলে আজ রিকশা নিয়ে নিতো। তার প্রিয় মানুষটার সাথে দেখা করার জন্যে আর তর সইছে না।

তবে দিনের শুরুটা হয়েছিলো অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে। সকালে কাজ করতে আসার পর কাজেও মন বসছিলো না। বার বার ম্যানেজারের দিকে তাকাচ্ছিলো। কারণ তার মোবাইলেই খবরটা আসার কথা। অবশেষে বেলা দুইটার দিকে যখন খবরটা এলো, খবরটা শুনে সে প্রথমে কী করবে বুঝতে পারছিলো না। প্রথমে হেসে ওঠে তারপর সবার সামনেই কেঁদে ফেলে। মা-বাবা মারা যাবার পর গত কয়টা বছর ধরে যে কষ্টটা করে আসছে তার ফল এটা। বাবা-মা'র পর যে মানুষটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, নিজের রক্ত জল করা পরিশ্রমের উপার্জন দিয়ে যাকে পড়াশুনা

করাচ্ছে সে আজ মেট্রিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে। ম্যানেজার কী জানি বললো 'ফাইভ' 'ফাইভ' না 'এ পেলাস', সে ঠিক বুঝতে পারেনি। তবে তাকে সবাই বলেছে এটা হলো 'স্ট্যান' করার সমান। ছোটো বেলায় সে দেখতো কিভাবে সবাই ভালো ছাত্রছাত্রিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'স্ট্যান' করা ছাত্রছাত্রিদেরকে টিভিতে দেখানো হয়। তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিও যে আজ সে-রকম কিছু একটা অর্জন করেছে এটা ভাবতেই বার বার খুশিতে তার চোখে পানি চলে আসছে। খবরটা শোনার পর আর কাজে মন বসেনি। বার বার ভাবছিলো কখন ছুটি হবে। এরপর ম্যানেজারকে বলে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়েই প্রথমে ঢুকেছে একটা মিষ্টির দোকানে। অনেক ভালো দোকান, প্রতিদিন এটার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, কখনো ঢোকার সাহস হয়নি। আজ বীরদর্পে ওখানে ঢুকে মিষ্টি কিনে এনেছে। কারণ তার প্রিয় মানুষটা মিষ্টি অনেক পছন্দ করে। এরপর হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে বাড়ির কাছে। রাস্তার ওপারেই অপেক্ষা করার কথা তার পরিবারের শেষ মানুষটির। সে ভেবে রেখেছে তারা দুজনে একসাথে মিষ্টি খাবে এরপর বাজার করতে যাবে। অভাবের সংসারে অনেকদিন ভালো কিছু খাওয়া হয়না। আজ রাতে ভালো রান্নাবান্না করবে। আর এর পরের শুক্রবার মা-বাবার নামে দুই-জন ফকির খাওয়ানোর মানত আছে তার।

হাঁটতে হাঁটতে সে চলে এলো বড় রাস্তার কিনারায়। পাশেই বিরাট একটা হোটেল। বড় হোটেলের সামনে রাস্তার অন্যপাশে অপেক্ষা করার কথা তার প্রিয় মানুষটার, ম্যানেজারকে মোবাইলে অন্তত তাই বলেছিলো সে। ওই তো দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে একহাত না দুই হাত নাড়তে লাগলো একসাথে। সে হেসে ফেললো। তারও তর সইছে না।

বড় রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই করে সমানে গাড়ি চলে যাচ্ছে। সে এক দুবার চেষ্টা করলো রাস্তাটা পার হবার। সম্ভব না। সিগন্যালে গাড়িগুলো না দাঁড়ালে কিছুতেই রাস্তা পার হওয়া সম্ভব না। রাস্তার অন্যপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে আরেকবার হাত নাড়লো। হাত নেড়ে মিষ্টির প্যাকেটা দেখালো। ওপাশের মানুষটা হেসে ফেললো।

গাড়িগুলো একে একে থেমে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সবগুলো গাড়ি থেমে গেলো সিগন্যালের ওপাশে। যারা রাস্তা পার হবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলো সবাই রাস্তা পার হতে লাগলো। লোকজনের ঠেলাঠেলিতে একটু পেছনে পড়ে গেলো সে। সবাই রাস্তা পার হয়ে গেছে। সে-ও পার হচ্ছে। প্রায় পার হয়ে এসেছে। অন্যপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে ভাবলো, এর পাগলামি আর গেলো না। আর বড়জোর বিশ গজ গেলেই রাস্তাটা পার হয়ে যাবে, মনে মনে সে বললো, *আমি তো চলেই এসেছি।*

BanglaBook.org

হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে তীব্র গতির একটা জিপ বেরিয়ে এলো সাইড রোড থেকে। সিগন্যাল সম্পূর্ণ অমান্য করে প্রায় নব্বই মাইল বেগে জিপটা ধেয়ে এলো খোলা রাস্তায়। খালি রাস্তা দেখেই মনে হয় গাড়ির চালক গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ যখন চোখে পড়লো সামনে মানুষ, তখন আর কিছুই করার ছিলো না।

রাস্তাটা প্রায় পার হয়ে গেছে সে। তখন প্রিয় মানুষটির কাছ থেকে তার দূরত্ব বড়জোর দশ গজ হবে। তীব্র গতির জিপটা সরাসরি তাকে আঘাত করলো। প্রথম ধাক্কাতেই মিষ্টির প্যাকেটটা উড়ে গেলো। জিপটা এতোই তীব্র গতিতে আঘাত করেছে যে মানুষটা সাথে সাথে একটানে জিপের নিচে চলে গেলো। তার পুরো শরীর জিপের নিচে গিয়ে মাথাটা আটকে গেলো সামনের ডান চাকার নিচে।

গাড়ির চাকার নিচে ইট দিলে যেভাবে গাড়ি থেমে যায় ঠিক সেভাবেই খুলিটা চাকার সাথে এমন শক্তভাবে আটকে গেলো যে প্রায় নব্বই মাইল বেগে চলতে থাকা জিপটা এক মুহূর্তের জন্যে সম্পূর্ণ থেমে গেলো। এই ধাক্কায় জিপের পেছনটা উঠে গেলো শূণ্যে। ঠিক পরমুহূর্তেই চাকার নিচে আটকে থাকা খুলিটা বিস্ফোরিত হলো একটা তরমুজের মতো।

বিস্ফোরিত মস্তক ছিটকে গিয়ে লাগলো রাস্তার অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার মুখে। ঘটনাটা এতো দ্রুত ঘটে গেলো যে নিজের বোনের জন্যে হাত নাড়তে থাকা মানুষটার হাসিমুখের ওপর কলঙ্কের প্রলেপ একে দিলো রক্ত হাঁড় আর মগজের ঝাপটা।

জিপের ড্রাইভার এক মুহূর্তও না থেমে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে একই গতিতে গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১

তেরো বছর পর...
সুইমিংপুল এলাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে সুইমিংপুলে একটা লাশ ভাসছে। খালি গায়ে শুধু হাফপ্যান্ট পরনে একজন মানুষ চিৎ হয়ে ভাসছে পানিতে, একটুও নড়ছে না। তবে আরেকটু ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় সামান্য ওঠানামা করছে তার বুক। আসলে মানুষটা সুইমিংপুলে চিৎ হয়ে পানিতে ভাসতে ভাসতে ভোরের আকাশ দেখছে। ঢাকা শহরের আকাশ তার কাছে সবসময়ই খুব অদ্ভুত মনে হয়। প্রায়ই আগ্রহ নিয়ে ঢাকার আকাশ পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করে সে। যেমন প্রখর রোদ আর গরমের মধ্যে হয়তো জ্যামে বসে আছে, আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে ঝকঝকে আকাশ। তবে সকালবেলার আকাশ দেখার মজাই আলাদা। বিশেষ করে পানিতে ভাসতে ভাসতে। সুইমিংপুলের পানিতে মৃদু দুলতে দুলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিক্ষিপ্ত মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে সে। ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের সিনিয়র এএসপি মনিরুল আলম মারুফের জন্যে গতকালকের দিনটা ছিলো জীবনের সবচেয়ে বাজে দিন। তবে তার কোনো ধারণাই নেই আজকের আসন্ন দিনটা তার জন্যে কতোটা খারাপ হতে যাচ্ছে।

গতকাল তার দিনের শুরুটা হয়েছিলো সিনিয়র এক পুলিশ অফিসারের সাথে ঝগড়া দিয়ে। একদল হায়েনার মাঝখানে একজন ভেড়া থাকলে যা হবার কথা তার সাথে ইদানিং তাই হচ্ছে। ভেড়াটা যতোই শক্তিশালি হোক না কেনো, ভুগতে তাকে হবেই। তার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটছে। চারপাশের তেলবাজি আর অসৎ লোকজনের ভিড়ে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে টিকে থাকা তার জন্যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। দিনকে দিন পরিস্থিতি শুধু খারাপ দিকেই যাচ্ছে। যখন বিসিএস দিয়ে পুলিশ অফিসার হয়েছিল কতো স্বপ্ন ছিলো দু-চোখে। দেশের সেবা করবে, মানুষের সেবা করবে। আর এখন...তবে সে-ও হাল ছেড়ে দেয়নি। দেশে পুলিশ হিসেবে ভালো করার কারণে দ্রুতই প্রমোশন পেয়ে এএসপি থেকে সিনিয়র এএসপি হয়ে গেছে। পরপর দুবার জাতিসংঘ মিশনে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু গত ছয় মাস যাবৎ ক্রমশই সে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠছে এই চাকরির প্রতি। মাঝখানে তার মানসিক পরিস্থিতি এতোটাই খারাপ হয়ে গেছিলো কিছুদিন সাইকো কাউন্সিলরের দ্বারস্থও হতে হয়েছে। এরপর সব কিছু কাটিয়ে উঠে সে ভিন্ন একটা সিদ্ধান্ত নেয়।

BanglaBook.org

পুলিশের চাকরিই যখন ব্রত, দেশে না হোক বিদেশে হলেও এই চাকরিতেই সে থাকবে। তাই কিছুদিন হলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশে না থেকে আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলে চেষ্টা করে দেখবে। সেখানে আবেদন করে পরীক্ষাও দিয়ে এসেছে কিছুদিন আগে। আর সেখান থেকেই সব গন্ডগোলের উৎপত্তি।

এমনিতেই ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র জুনিয়র অনেকেই দেখতে পারে না ওকে। ইন্টারপোলে পরীক্ষা দেবার পর থেকে এই গ্রুপটা যেন জোঁকের মতো পিছু লেগেছে তার। এরাই বড় স্যারের মনও বিষিয়ে তুলেছে তার নামে এটা ওটা বলে। তাই ইদানিং বড় কর্তাদের সাথেও তার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। গতকাল স্বাভাবিকভাবেই সকালবেলা অফিসে এসে রুটিন ওয়ার্ক করছিলো এমন সময় ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে অকর্মণ্য লোক এরশাদ মিয়া তার টেবিলে এসে বসে। এই লোকটাকে সে দুচোখে দেখতে পারে না। চূড়ান্ত মাত্রায় অসৎ, চরিত্রহীন এবং তেলবাজ হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। লোকটা তার ডেস্কে বসে অকারণে তাকে খোঁচানো শুরু করে। কাহাতক সহ্য করা যায়! এক পর্যায়ে তারও মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে সে-ও উত্তর দিতে গিয়ে দুজনে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। তুমুল কথা কাটাকাটি চলছে, পুরো অফিসের সবাই এসে জড়ো হয়ে গেছে ওদের দুজনার চারপাশে এমন সময় বড়কর্তা আসেন। উনি এসে কিছু না শুনেই মারুফকে ধমকাতে শুরু করেন। কী কারণে জানি ও নিজেকে সামলাতে পারে নি। বড়কর্তার সাথেও তর্ক জুড়ে দেয়। পরিস্থিতি বেশি খারাপ হবার আগেই তার জুনিয়র কায়সার এসে বড়কর্তাকে সরি বলে টানতে টানতে ওকে নিয়ে বাইরে চলে আসে। ঘটনা এখানে শেষ হলেও ভালো ছিলো। সকালের এই ঘটনার পর রাতের ডিউটির সময়ে ঘটেছে এরচেয়েও জঘন্য এক ঘটনা। এ-কারণেই তার মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

ভাবতে ভাবতে পানির মৃদু দুলুনিতে প্রায় ঘুম চলে এসেছিলো ওর। নাকে পানি ঢুকে যেতেই হুঁশ হলো। শরীরটাকে একটা ঝটকা দিয়ে ফ্রি-স্টাইলে নিয়ে এলো সে। তারপর ফ্রি-স্টাইলেই সাঁতার কাটতে কাটতে চলে এলো পুলের কিনারায়। কিনারায় দুই হাত রেখে একটানে নিজেকে তুলে ফেললো ওপরে। সকালবেলা এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুইমিংপুলে একটা কাক-পক্ষিও নেই। ভার্সিটির ছেলে-মেয়েদের জন্যে সাঁতার কাটার বরাদ্দ সময় শুরু হবে দশটা থেকে। এখন সবেমাত্র সাতটার মতো বাজে। আসলে এই সময়ে কাউকে সাঁতার কাটতে দেয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু তার জন্যে ব্যাপারটা শিথিল। কারণ সেই ভার্সিটি লাইফের ফার্স্ট ইয়ার থেকে নিয়মিত এখানে সাঁতার কাটার কারণে এই সুইমিংপুলের সবাই তার পরিচিত। তাই কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরও এখনো মাঝে মাঝে এখানে এসে সাঁতার কাটে ও। পুলের কিনারায় পদ্মাসনে বসে বড় বড় ক'রে দম নিতে লাগলো। ঠিক তখনি চোখে

BanglaBook.org

পড়লো জুতো জোড়া। জুতো জোড়া চিনতে না পারলেও ওগুলো পরে যে মানুষটা হেঁটে আসছে তার হাঁটার ধরণটা খুবই পরিচিত ওর। এটা তার ভার্সিটির এবং বর্তমানে কর্মস্থলের জুনিয়র, এএসপি সাজ্জাদ কায়সার। একে তো পুলিশি জুতো তার ওপর কায়সারের প্রতিটি নড়াচড়া ওর মুখস্ত। কতো বছর যাবৎ পরিচয় কায়সারের সাথে। আট বছর...দশ...নাহ, আরো বেশি হবে।

কায়সার তার সামনে এসে থেমে গেলো। মারুফ মুখ তুলে তাকালো তার দিকে। কায়সারের চোখ জোড়া টকটকে লাল, ঠিক ওর চোখের মতোই। গতকাল দুজনেই একসাথে ড্রিঙ্ক করেছে বেশ রাত পর্যন্ত। কিন্তু প্রশ্ন হলো কায়সার এই সাত-সকালে এখানে কেনো। তাও পুরোপুরি পুলিশি পোশাকে। কায়সারের সাথে তার ফোর্সও আছে। বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো মারুফ। বেঞ্চে রাখা প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে কায়সারের চোখের দিকে তাকালো। কায়সার আর ওর উচ্চতা সমানই। তাই সে সরাসরি কায়সারের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "কি ব্যাপার, কায়সার? তুই এই সময়ে এখানে?"

কায়সার ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সুইমিংপুলের পানির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "ভাই, তুমি কাল রাতে কোথায় ছিলে?"

"কোথায় ছিলাম মানে কি? তুই ই তো রাতে আমাকে পিকক বার থেকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে আসলি। কী ব্যাপার, বলতো?"

"তুমি রাতে বাসায় ছিলে না। আমরা এখন তোমার বাসা থেকেই আসলাম। দারোয়ান জানালো কাল রাতে তুমি নাকি বাইরে ছিলে," বলে কায়সার একবার তার সাথে আসা পুলিশ দুজনার দিকে তাকালো। ওরা যথেষ্ঠ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কথা শুনতে পাবে না নিশ্চিত হয়ে বললো, "তুমি কি কাল রাতে মীরা আপার ওখানে ছিলে?"

"হ্যা।"

"কিভাবে? মানে ওনার ফ্যামিলির লোকজন?"

"ওর বাসার সবাই বাইরে গেছে। কি ব্যাপার কায়সার? কি হয়েছে?"

"শিট, ভাই। সর্বনাশ হয়ে গেছে," কায়সারকে দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে।

"ঝেড়ে কাশি দে। কী হয়েছে বল?" মারুফের কেন জানি মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে কাল রাতে।

"ভাই, মানে...ওই জাকির আদনান, মানে, যার সাথে কাল হোটেল সোনার গাঁও'র সামনে তোমার ঝগড়া হয়েছিলো, ওই ব্যাটা নিজের বাসায় খুন হয়ে গেছে কাল রাতে।"

BanglaBook.org

মারুফ ঝট করে কায়সারের দিকে তাকালো, "কী! কি বললি?"

"হ্যা, ভাই, জাকির আদনান কাল রাতে খুন হয়েছে।"

"মাই গড, কিন্তু কিন্তু..." মারুফ কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর মনে হলো পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মাথা ঝাড়া দিয়ে কায়সারের কাছে সে জানতে চাইলো, "তুই কি শিওর?"

"হ্যা, ভাই।"

পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরে মারুফের মুখ থেকে একটা কথাই বেরিয়ে এলো। "ফাক।"

তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কাল রাতের ঘটনা।

* * *

আগের দিন রাতে...

রাত এগারোটা,
কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিন্যু,
হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনার গাঁও'র সামনে

ডিউটি এরিয়া থেকে একটু সাইডে সরে এসে মরুফ পকেট থেকে কেইস বের করে একটা সিগারেট ধারালো। তার জুনিয়র কায়সার এখনো ডিউটি এরিয়ার ভেতরেই আছে। মারুফ ইশারা করলো তার দিকে তাকিয়ে। এই চেকিং খুব বিরক্ত লাগছে মারুফের। আজ এমনিতেই জঘন্য একটা দিন কেটেছে, তাই ভেবেছিলো একটু আগে আগে চলে যাবে বাসায়। সেটা তো হলোই না উল্টো এখনো ইমার্জেন্সি চেকিঙের ডিউটি করতে হচ্ছে। সন্ধ্যার পর দিয়েই ওপর মহল থেকে বিশেষ একটা তথ্যের ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ইমার্জেন্সি চেক পোস্ট বসানো হয়েছে। বিরাট এক ইয়াবার চালান নাকি আজ শহরে প্রবেশ করতে পারে সে-জন্যেই এই বিশেষ চেকিং। মারুফকে যখন হোটের সোনার গাও'র সামনে ডিউটি দেয়া হলো ও একবার ভেবেছিলো মানা করে দেয়। পরমুহূর্তেই চিন্তা করলো এমনিতেই বড় কর্তা খেপে বোম হয়ে আছে, এখন মানা করলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে, তাই ডিউটিতে চলে এসেছে। তবে অনুরোধ করে কায়সারকেও নিয়ে এসেছে ওর সাথে। ও থাকলে সময়টা ভালো কাটবে। সিগারেট টানতে টানতে ঘড়ি দেখলো, ডিউটির আর খুব বেশিক্ষণ বাকি নেই। একটু পরে বড় কর্তা খোদ আসছেন। উনি এলেই আজকের মতো বিদায় নিতে পারবে ওরা।

BanglaBook.org

বাবা মারা গেছে সেই ছোটোবেলায়, বছর কয়েক হলো মা মারা যাবার পর তার বোন কাঠাল বাগানের বাড়িটা ওর নামে লিখে দিয়ে চলে গেছে কানাডা। এরপর থেকে একাই আছে ও। আজ পর্যন্ত কারো সাথে সেভাবে মন বসেনি, তাই বিয়েটাও করা হয়নি। কিন্তু ইদানিং মীরার সাথে অদ্ভুত সম্পর্কটা...

"সরি ভাই, দেরি করে ফেললাম," কায়সার হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। "আর আছে নাকি বিড়ি?"

মারুফ সিগারেট কেইসটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"থ্যাঙ্কু ভাই, তোমার কেনা বিড়ি খাবার মজাই আলাদা," কায়সার হাসতে হাসতে বললো। সবার সামনে কায়সার তাকে স্যার ডাকে কিন্তু নিজেরা কথা বলার সময় ভাই। মারুফও সবার সামনে তাকে ডাকে তুমি, আর নিজেদের ভেতরে তুই।

"হ্যা, সেই ভার্সিটি থেকে আমার বিড়ি খেয়ে খেয়েই তো বড় হয়েছিস। ফাজিল কোথাকার।"

"হা-হা ভাই, আমারে কিন্তু বিড়ি খাওয়া শিখাইছিলা তুমি, মনে আছে?"

"হ্যা, সব কুকর্ম তো তুই আমার কাছ থেকেই শিখেছিস। আর তুই যে দিন রাত–"

"ভাই, বাদ দাও তো। মজা করছি," কায়সার হাসতে হাসতে বললো। "তবে যাই বলো ভার্সিটি লাইফে সেই রাতের বেলা এক বিড়ি তিনজনে ভাগ করে খাবার মধ্যে মজাই ছিলো আলাদা। সেই মজা আর এখন পাই না। আহ্! কী সব দিন ছিলো তাই না!"

"হুম, ওই দিনগুলা আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না রে। কোনোভাবেই না," মারুফের গলায় আফসোসের সুর।

দুজনেই একটু নস্টালজিক হয়ে পুরনো দিনগুলোর কথা মনে করছে হঠাৎ মারুফ বলে উঠলো, "কায়সার, আজ সকালের জন্যে তোকে থ্যাঙ্কস। তুই আমাকে ওখান থেকে না সরালে পরিস্থিতি আরো খারাপ দিকে যেতে পারতো।"

কায়সার সিগারেটে বড় করে একটা টান দিয়ে জবাব দিলো, "ভাই, তুমি কী বলতো! এইসব লোকজনের সাথে লাগো ক্যান? আজাইরা লোকজনের কারণে নিজের ক্যারিয়ারটাকে এভাবে ঝুঁকির ভেতরে ফেলার কোনো মানে আছে, বলো? এরশাদ মিয়ার ব্যাপারটা যা ছিলো ছিলো, তুমি বড় স্যারের সাথে ওভাবে লাগতে গেলা কেন? এমনিতেই তুমি জানো ডিপার্টমেন্টে আমাদের শত্রুর অভাব নেই।"

"আসলে ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি আর পারছি না। আজ সকালে নিজের মেজাজ ধরে রাখতে পারিনি।"

কায়সার বড় ক'রে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মারুফের কাঁধে একটা হাত রাখলো, "ভাই

BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারছি তোমার পরিস্থিতি কিন্তু...আচ্ছা তোমার সাইকো থেরাপি কেমন চলছে?"

"আরে, আর বলিস না। ওখানেও তো আমি জড়িয়ে গেছি। আসলে বুঝতে পারছি না–" মারুফ কথা শেষ করার আগেই ধাম করে একটা শব্দ হলো। কিছু একটা ছিটকে পড়েছে। মারুফ দেখতে পেলো পুলিশের একটা খোলা ভ্যানের সাথে ধাক্কা লেগেছে একটা গাড়ির। ধাক্কাটা এতোই বেমক্কা আর জোরে লেগেছে যে ভ্যানে বসে থাকা দুজন কন্সটেবল ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

"এই, কী হলো?" বলে মারুফ এগিয়ে গেলো ওদিকে। কায়সারও সিগারেটে শেষ টান দিয়ে মাটিতে ফেলে অনুসরণ করলো ওকে।

কাছে এগিয়ে মারুফ দেখতে পেলো একটা কালো বিএমডব্লিউ পুলিশের ভ্যানকে বাড়ি মেরেছে। ইমার্জেন্সি চেকিঙের দুটো পোল ভেঙে গাড়িটা চেকিং এরিয়ার ভেতরে ঢুকে ধাক্কা মেরেছে পুলিশের ভ্যানটাকে। তীব্র ধাক্কার চোটে গাড়িটার একপাশ বিশ্রিভাবে তুবড়ে গেছে আর দফারফা হয়ে গেছে পুলিশ ভ্যানের পেছনটার। জোর ধাক্কার কারণেই জিপের পেছনে বসে থাকা দুজন পুলিশ ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

"আরি শালা, পাগল নাকি!" পাশ থেকে ধমকে উঠে কায়সার মাটিতে পড়ে থাকা এক কন্সটেবলকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলো। ডিউটিতে থাকা সবাই এগিয়ে এসেছে।

মারুফ এক এসআইয়ের কাছে এসে বললো, "পাগল নাকি শালা! দেখতো গাড়ির ভেতরে কে?" ওর রাগ চড়তে শুরু করেছে।

সে আর এসআই জহিরুল গাড়িটার দিকে এড়িয়ে গেলো। ওটার একপাশ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এখনো ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসেনি।

মারুফ আর এস আই, সাথে আরেকজন কন্সটেবলকে নিয়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো এমন সময় গাড়ির সামনের দরজা ধাম করে খুলে গেলো। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা কেউ একজন বকতে বকতে বেরিয়ে এলো গাড়িটার ভেতর থেকে। কপালের একপাশ চেপে ধরে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। মারুফ খেয়াল করলো লোকটা মৃদু টলছে।

"এই খানকির পোলারা, চোখে দেখস না তোরা?" লোকটা এগিয়ে এসে এসআই জহিরুলের কলার ধরে ফেললো। "ওই মাদারচোতেরা এইখানে তগো কি? এইখানে চেক পোস্ট বসাইছস মানুষ যাবে কোনদিক দিয়ে? তোর বাপের হোগার মধ্যে দিয়ে?" লোকটা জহিরুলের কলার চেপে ধরে বলেই যাচ্ছে। "ওই ব্যাটা, কথা কস না ক্যান? আমার দামি গাড়িটার যে ক্ষতি হলো এইটা দিবে কে? তোর খানকি মা?"

এরকম অদ্ভুত ঘটনা মারুফের পুলিশি জীবনে আজতক কখনো ঘটেনি। গত

BanglaBook.org

কয়েক বছরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু এরকম কখনো হয়নি। একজন মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ম ভেঙে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে, কয়েকজন পুলিশকে আহতও করেছে, আবার একজন পুলিশের কলার ধরে যা-তা বলেই চলেছে, মারুফের পায়ের রক্ত এক লাফে মাথায় উঠে গেলো।

"এই, কি হচ্ছে?" সে এক লাফ দিয়ে সামনে এগোলো। "কত্তো বড় সাহস পুলিশের গায়ে হাত দেয়," বলে একটানে জহিরুলকে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটাকে ধাক্কা মারলো। "এই মিস্টার, আপনি পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা মেরেছেন আবার পুলিশের কলার ধরে গালাগালি করছেন! আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করবো।"

"ওই ফকিন্নির বাচ্চা তুই জানিস আমি কে?" লোকটা তার কপাল ডলতে ডলতে সমানতালে চেঁচিয়ে উঠলো। "তোর মতো একশ ফকিন্নির বাচ্চা পুলিশকে আমি–"

"আপনি যে-ই হোন তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, আপনি এভাবে–" পাশ থেকে কায়সার এগিয়ে এসে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলো তাকে আচমকা ধমক মেরে থামিয়ে দিলো লোকটা।

"ওই চুপ, আবার কথা! তোরা জানিস আমি তোদের কি করতে পারি? ফকিন্নির বাচ্চা ফকিন্নি! যেখানে সেখানে ভিক্ষা করতে নেমে যাস। এই হোটেলের সামনে চেক পোস্ট বসাইছস, লোকজন গাড়ি নিয়ে বেরুবে কেমনে? তোরা তো জীবনে গাড়ি চোখেও দেখিসনি। এখন আমার দামি গাড়িটার যে ক্ষতি হলো সেটা কে দিবে। তোর বাপ!" লোকটা কথা বলতে বলতে আবার এগিয়ে এসে কায়সারের কলার ধরে ফেললো। তার চোখ জোড়া টকটকে লাল, মুখ থেকে ভক ভক করে বেরিয়ে আসা হুইস্কির গন্ধে কায়সার মুখ কুঁচকে ফেললো।

মারুফ এগিয়ে এসে আবারো তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। এসব ভিআইপি এলাকায় ডিউটি করার সময় সাধারণত ওরা সবধানে কাজ করে কিন্তু এরকম কখনো দেখেনি ও। অনেকক্ষণ ধরে লোকটা যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। আর সহ্য করা যায় না। এবার সে এগিয়ে গিয়ে লোকটা কলার ধরে ফেললো। "এই, একে অ্যারেস্ট করো।"

কথা নেই বার্তা নেই ধাম করে লোকটা ঘুসি মেরে বসলো মারুফের মুখে। স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত ব্যাপারটা অনুভব করলো মারুফ। ওর চারপাশে থেকে সব পুলিশ, এসআই আর কন্সটেবলরা তাকিয়ে আছে। সে অনুভব করলো রাগের একটা হলকা নেমে গেলো মেরুদন্ড বেয়ে। পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে। কলার ধরে শূণ্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেললো তাকে। স-বুট একটা লাথি তুলতে যাবে, পাশ থেকে কে যেনো এগিয়ে এসে ধরে ফেললো। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলো, অহংকারি দাম্ভিকটাকে মাটির সাথে পিষে ফেলবে।

BanglaBook.org

পাশ থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, "স্টপ ইট! স্টপ ইট!" তবুও মারুফ থামতো না। তাকে শক্ত করে ধরে ফেললো দু-তিনজন এসে। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে আনলো লোকটার সামনে থেকে।

মারুফ আবারো আগে বাড়তে চাইলে আবারো ধমকে উঠলো কণ্ঠটা, "স্টপ ইট মারুফ, স্টপ।"

মারুফ তাকিয়ে দেখলো তার বড় কর্তা, পুলিশ কমিশনার সদরুল আনাম। সে আবারো ধমকে উঠলো, "আই সে স্টপ ইট, মারুফ!"

মারুফ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে গেলো। "সরি স্যার, এই লোকটা–"

"আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনা। তুমি পেয়েছো কি? পুলিশ হয়েছো ব'লে যেখানে যা খুশি তাই করবে," সদরুল সাহেবের মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে।

"স্যার, এই লোকটা–" মারুফকে কথা শেষ করতে না দিয়ে উনি আবারো ধমকে উঠলেন। "চুপ! একদম চুপ! তুমি জানো উনি কে?"

মারুফ কোনো উত্তর দিলো না। ও বুঝে গেছে এখানে কথা বললে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

"কি হলো? কথা বলছো না কেন? জানো উনি কে? দেশের সবচেয়ে বড় গ্রুপ 'আদনান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র অন্যতম কর্ণধার, জাকির আদনান। দেশের অন্যতম মিডিয়া পার্সোনালিটি এবং আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টারের ভাতিজা।"

"স্যার–"

"স্যার-স্যার করছো কেন? তুমি পেয়েছো কি? সিনিয়রদের সাথে সম্মান বজায় রাখতে পারবে না, রাস্তাঘাটে মারামারি করবে, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নাম দেখছি ডুবিয়ে ছাড়বে।"

মারুফ মনে মনে ভাবলো, পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যা নাম চারপাশে, আহা!

"স্যার, আমার মনে হয় একটু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে এখানে। আমরা ডিউটি করছিলাম এমন সময়–"

কায়সার পাশ থেকে সদরুল আনামকে বোঝানোর চেষ্টা করতেই সে আবারো ধমকে উঠলো। "তুমি একদম চুপ। কোনো কথা বলবে না," বলে সে মারুফের দিকে ফিরে তাকালো, "তুমি সরি বলো উনাকে।"

মারুফ ঝট করে মাথা তুললো। একবার সদরুলসাহেবকে দেখলো, তারপর ওই লোকটাকে দেখলো, লোকটার সাথে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় মাত্রই গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সবশেষে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মিদেরকে দেখলো। সবাই চুপ। সবার চোখে আপত্তি কিন্তু কেউই কিছু বলছে না।

BanglaBook.org

"স্যার, আমি কোনো অন্যায় করিনি, আমি সরি বলবো না। বললে উনি বলবেন। উনি আগে আমার গায়ে হাত তুলেছেন।"

"ওই মাদারচোত, তুই শেষ! চাচাকে বলে তরে আমি খাগড়াছড়ি পাঠাবো। তোর জাত-বংশ শেষ করে দিবো। তোর এত্তো বড় সাহস আমার গায়ে হাত দিয়েছিস," লোকটা তার নেশা জড়ানো কণ্ঠে চিৎকার করেই চলেছে।

"সরি বলো, মারুফ।"

মারুফ চুপ, হঠাৎ জাকির আদনানের পাশে দাঁড়ানো লোকটা কথা বলে উঠলো, একটু আগেই সে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। "স্যার, আমার মনে হয় ব্যাপারটা বেশি খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। এখানে আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে–"

লোকটাকে কথা বলতে না দিয়ে আবারো জাকির আদনান চিৎকার করে উঠলো, "এই সাইফুল, তুমি চুপ করো। আমি এই মাদারচোতটার বারোটা বাজাবো।"

"চুপ করো, জাকির। একদম চুপ, আমি দেখছি। স্যার," সে সদরুল আনামের দিকে তাকিয়ে বললো, "সমস্যা দুই তরফ থেকেই হয়েছে। যেহেতু উনি," মারুফকে দেখিয়ে বললো, "আমার বন্ধুর গায়ে হাত তুলেছেন আমার মনে হয় উনি সরি বললেই সব মিটে যায়," তার বন্ধুই যে আগে খারাপ ব্যবহার করেছে, গায়ে হাত তুলেছে, এই কথাটা বেমালুম চেপে গেলো সে।

সদরুলসাহেব বলে উঠলেন, "ঠিক আছে মারুফ, সরি বলো। আদনানসাহেব যাতে ঠান্ডা হয়ে যান আর এই ব্যাপারটা যেনো আগে না বাড়ে সেটা আমি দেখবো।"

মারুফ আবারো একে একে সবাইকে দেখলো, পাশ থেকে কায়সার তাকে ইশারা করলো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে। বড় করে একবার নিঃশ্বাস নিলো সে। জাকির আদনানের দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলো, "সরি।" কথাটা বলে সে মনে মনে ঠিক করলো, আর না, এই চাকরি আর না।

"আমি শুনিনি ও কী বলেছে," জাকির আদনান টলতে টলতে মুখে হাসি নিয়ে বললো।

মারুফ চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। চোখে ভ্যাম কেয়ার ভাব, "আমি সরি," টেনে টেনে বললো সে।

কথা নেই বার্তা নেই জাকির আদনান তার কলার ধরে টেনে একটা গাড়ির সাথে ঠেসে ধরলো। "তোরা পুলিশরা হলি চোরের জাত। দুই পয়সায় বিক্রি হয়ে যাস। তোরা জন্মেছিস আমার মতো লোকের চামচামি করার জন্যে। আর তুই কিনা আমার গায়ে হাত তুলিস। তোরা আমার বালও ধরার ক্ষমতা রাখোস না। এই রাস্তায়, এই

BanglaBook.org

রাস্তায়, ঠিক এইখানে," বলে সে মাটিতে পা ঠুকলো, "আজ থেকে বারো তেরো বছর আগে আমি একটা খানকিরে কুকুরের মতো আমার জিপের তলায় পিষে দিয়ে চলে গেছিলাম। এরকম আরো অসংখ্য ঘটনা আমি ঘটিয়েছি। তোরা হাঁদা পুলিশেরা টেরও পাসনি, আমার বালও ছিড়তে পারিসনি। আর তুই আমার গায়ে হাত তুলিস! মাদারচোত। তোরে আমি–"

সে একটা হাত তুলতেই মারুফ তার হাতটা ধরে ফেললো।

চিবিয়ে চিবিয়ে সে বললো, "অনেক সহ্য করেছি, আর না," বলে সে জাকির আদনানের হাতটা ধরে একটা মোচড় দিতেই তাকে ছেড়ে দিলো লোকটা। এরপর কিছু করার আগেই সাইফুল নামে তার বন্ধুটা টেনে সরিয়ে নিলো তাকে। মারুফকেও টেনে সরিয়ে আনলো অন্যরা।

মারুফকে টেনে একেবারে সাইডে নিয়ে এলো কায়সার আর একজন কন্সটেবল। জাকিরকে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিলো তার বন্ধু। সদরুল সাহেবের সাথে কথা বলে সাইফুলও গাড়িতে উঠলো। সদরুলসাহেব কাছে আসতেই কায়সার কথা বলে উঠলো, "স্যার," তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সদরুলসাহেব বলে উঠলেন, "কোনো কথা না, যাও তুমি," মারুফের দিকে একটা আঙুল তুললেন এবং সেটাকে সরিয়ে এনে কায়সারকেও দেখালেন। "তুমিও, দুজনেই এখন যাও। কায়সার তুমি মারুফকে নিয়ে যাও। এই বিষয়ে আমরা পরে কথা বলবো।"

"স্যার, আপনি কিছু না শুনে এভাবে," মারুফকে কথা শেষ করতে দিলেন না উনি। আবারো ধমকে উঠলেন। "তুমি এখন যাও। অমরা পরে কথা বলবো," বলে উনি কায়সারের দিকে ফিরে আবারো ধমকে উঠলেন, "এই তোমাকে না বললাম ওকে নিয়ে যেতে।"

কায়সারের মুখ পাথরের মতো থমথমে হয়ে গেছে। সে সদরুল সাহেবের কথা শুনে মুখ তুললো। এতোক্ষণ তাকিয়ে ছিলো মাটির দিকে। একবার তার বসকে দেখে নিয়ে যান্ত্রিকভাবে হাত বাড়ালো মারুফের দিকে।

"স্যার, আমি আবারো বলছি, এখানে প্রতিটা পুলিশ সাক্ষি আছে–" মারুফ আবারো কথা বলার চেষ্টা করতেই কায়সার তাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো গাড়ির দিকে। কানের কাছে বিড় বিড় করে বললো "ভাই চলো, এখানে কথা বলে লাভ হবে না।"

"কায়সার, তুই ছাড় আমাকে," মারুফ জোড়াজুড়ি করে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে কায়সার তাকে একহাতে ধরে আরেক হাতে গাড়ির দরজা খুলে ফেললো। ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে ওদের পাশ দিয়ে কালো বিএমডব্লিউটা হুঁশ করে বেরিয়ে গেলো। গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে টিটকিরির

BanglaBook.org

হাসি হাসছে জাকির আদনান। মারুফের আর সহ্য হলো না। সে তার ডান হাতটা তুলে সেটাকে মুঠো করে বৃদ্ধাঙ্গুলটা উঁচু করে ধরলো। তারপর রোমান এম্পায়াররা যেভাবে গ্ল্যাডিয়েটরদের মৃত্যুর আদেশ দেবার সময় সেটাকে উল্টো করে নিচের দিকে নামিয়ে আনে ঠিক সেভাবে নিচের দিকে নামিয়ে আনলো। দূর থেকে হলেও পরিষ্কার দেখতে পেলো জাকির আদনানের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেছে। সে এবার পুরো ফোর্সের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা তার বসের দিকে দেখলো। থমথমে মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সদরুলসাহেব আর পুরো ফোর্সের সবাই। কারো মুখে প্রসংশা, কারো কারো মুখে দ্বিধা। মারুফ আর কিছু করার আগেই কায়সার তাকে টান দিয়ে গাড়িতে তুলে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

গাড়িটা চলতে শুরু করতেই মারুফ বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দুজনেই চুপচাপ নিরব। কেউই কথা বলছে না। মারুফ পকেট থেকে কেইসটা বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আরেকটা বাড়িয়ে দিলো কায়সাররে দিকে। কায়সার কোনো কথা না বলে এক হাতে হুইল সামলে আরেক হাতে ধরালো ওটা।

দুজনেই চুপচাপ সিগারেট টানছে। মারুফই প্রথম নিরবতা ভাঙলো, "কি রে কথা বলছিস না কেন?"

"হুম?"

"হুম, কি? কথা বলছিস না কেনো?" মারুফ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। ওর নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। এর আগে কখনো নিজেকে এতাটা ছোট মনে হয়নি। পুলিশ হিসেবে তার কখনো এতোটা লজ্জা লাগেনি। সে জিজ্ঞেস করার পরও কায়সার এখনো কিছু বলছে না। নিরবতা অহস্য লাগায় সিগারেটের গোড়াটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো ও, "গড ড্যাম ইট! কায়সার, তুই কি বোবা হয়ে গেলি নাকি? কিছু বলছিস না কেন?"

হঠাৎ কায়সার গাড়িটা হার্ড ব্রেক করলো। টায়ারে বিশ্রি শব্দ তুলে স্কিড করে থেমে গেলো সেটা। মারুফ সময়মতো শরীরটাকে সামলে না নিলে আরেকটু হলেই সামনের গ্লাস ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতো।

"কায়সার তুই কি সত্যি পাগল হয়ে গেলি নাকি? এভাবে কেউ গাড়ি থামায়!" মারুফ বুঝতে পারছে না হঠাৎ ছেলেটার হলো কি।

গাড়ি ব্রেক করে কায়সার বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মারুফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো হঠাৎ কায়সার কথা বলতে শুরু করলো, "ভাই, এভাবে আর কতোদিন? আর কতোদিন, বলোতো?"

"কি বলছিস তুই এসব? দেখ, এমন একটা ঘটনার পর–" তার কথা শেষ করতে না দিয়ে কায়সার আবার বলা শুরু করলো।

BanglaBook.org

"ভাই, আমরা পুলিশ। মানুষের সেবা করার জন্যে, মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে আমাদের টাকা দেয়া হয়। আর আমাদেরকে কী করতে হয়! এসব বাদ দিয়ে মন্ত্রি-আমলাদের পেছন পেছন ঘুরতে হয়। বড়লোকদের সমস্ত নোংরামি আর পাগলামিতে সহায়তা করতে হয়। একেকবার একেক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে, তাদের তাবেদারি করতে হয়। আর এসবের বাইরে যে অল্প সময় আমরা পাই সে-সময় আমরা পার করি দুর্নীতি করে আর ঘুষ খেয়ে। এসবের ভেতরেও যে-দুয়েকজন ভালো মানুষ থাকে তাদেরকে পদে পদে হতে হয় হেনস্তা। আজ যেমনটা ঘটলো তোমার সাথে। ভাই, আমরা কি এইজন্যে পুলিশ হয়েছিলাম। আজ তোমার সাথে যা ঘটলো এটা আমরা কিভাবে মেনে নেবো বলো। আমি মেনে নিলেও আমার বিবেক তো মানবে না। এভাবে আর কয়দিন? "

মারুফ কোনো জবাব না দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। আজ যা ঘটে গেলো এরপর তার পুলিশি জীবন কেমন হবে সে আসলে বুঝতে পারছে না। নিজের কাছে এতোটা ছোট এর আগে এভাবে কখনো হতে হয়নি।

"নামো, গাড়ি থেকে নামো," হঠাৎ কায়সার বলে উঠলো।

"মানে! কেন?" মারুফ বুঝতে পারছে না ছেলেটার হঠাৎ হলো কি? কায়সার সবসময়ই খুব ঠান্ডা মাথার আর বাস্তববাদি ছেলে। সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে সব ক্ষেত্রে মারুফকে হিরো মানে। হয়তো তাকে এভাবে হেনস্তা হতে দেখে ছেলেটা মেনে নিতে পারছে না। "কায়সার, শোন..."

"ভাই, নামতে বললাম না। নামো।"

"কিন্তু কেন?"

"ওই দেখো," ওদের গাড়ি পিজি হাসপাতাল পার হয়ে ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকেছে। যেখানে গাড়িটা দাঁড় করানো সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখালো সে। মারুফ উঁকি দিয়ে দেখলো 'পিকক বার এন্ড রেস্তোরাঁ।' ও হেসে ফেললো।

কায়সারও হাসছে। "চলো, এতোসব চিন্তা বাদ দিয়ে মদ খাই। চলো চলো।"

"এভাবে! এই পোশাকে?"

"আরে, বাদ দাও তো। চলো," ওরা নামতে যাবে, কায়সারের ওয়্যারলেসটা বাজতে লাগলো। কায়সার কথা বলতে বলতে মারুফের উদ্দেশ্যে বললো, "ড্যাশবোর্ডে কাগজ কলম আছে একটা ঠিকানা লেখো তো।"

কায়সার ওপাশ থেকে শুনে বলে গেলো মারুফ লিখে নিলো। সে মনোযোগ দিয়ে দেখলো গুলশানের একটা ঠিকানা।

কথা শেষ করে ওয়্যারলেস রাখতে মারুফ জানতে চাইলো, "কার ঠিকানা? তাও গুলশান এলাকার?"

BanglaBook.org

কায়সার কাগজটা দেখিয়ে বললো, "ওই হারামি জাকির আদনানের। ওর গাড়ির নম্বরটা লিখে রেখেছিলাম। আলীমভাইকে কল করে বলেছিলাম ওর ব্যাপারে ডিটেইল জানতে। ওর ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর করতে হবে। তাই ভাবলাম কাজে লাগবে। "

মারুফ কাগজটা ছুঁড়ে দিলো ড্যাশবোর্ডে। "বাদ দে তো, ওই ব্যাটার নামও এই মুহূর্তে মনে করতে চাই না। চল আজ গলা পর্যন্ত মদ খাবো।"

এরপর দুজনে একসাথে রাত একটা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করে। পিকক থেকে বেরিয়ে আসার পর কায়সার ওকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ২

কায়সারের চোখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে মারুফের মনে পড়ে যায় কাল রাতের সব ঘটনা। হঠাৎ কায়সার ওর কাঁধে হাত রাখাতে চমকে উঠলো ও। "ভাই, দ্রুত কাপড় পরে নাও। আমাদেরকে এক্ষুণি যেতে হবে।"

মারুফ শরীরটাকে যথাসম্ভব মুছে নিয়ে কাপড় পরে নিলো। পুলের কিনারায় রাখা ডেক চেয়ারে বসে বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে কায়সারের কাছে জানতে চাইলো, "ওই লোক কখন খুন হয়েছে? কিভাবে খুন হয়েছে? ঘটনাটা খুলে বলতো," বুটের ফিতে বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। "মানে, তুই কখন জানতে পারলি?"

"আমি কাল রাতে তোমাকে বাসায় ড্রপ করে যাবার পর নিজের বাসায় ফিরে ফ্রেশ হয়ে ল্যাপটপে একটা সিনেমা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে যাই," কথা বলতে বলতে দুজনেই পুল এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। "কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ আমার মোবাইলে ফোন আসে। প্রথমে আধো ঘুমে আমি রিসিভ করিনি। একবার দুবার বাজার পর মোবাইলের স্ক্রিন দেখে চমকে উঠি। সদরুলস্যার। আমি ফোন রিসিভ করার পর উনি আমাকে প্রথম জানান জাকির আদনান খুন হবার ব্যাপারটা। এরপর উনিই আমাকে নির্দেশ দেন তোমাকে খুঁজে বের করে নিয়ে যেতে। আমি রেডি হয়ে তোমার মেবাইলে কল দিলে সেটা বন্ধ পেয়ে সরাসরি তোমার বাসায় চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে দুজন ডেপুটি জিপ নিয়ে তোমার বাসার সামনে অপেক্ষা করছে। আমি দারোয়ানের কাছে জানতে পারি তুমি কাল রাতে বেরিয়েছো আর ফিরে যাওনি। চিন্তা করেছিলাম তুমি মীরাআপার ওখানে থাকতে পারো। একবার ভেবেছিলাম আপাকে কল দেই, পরে কল না দিয়ে অনুমান করি তোমাকে এখানে পেতে পারি। তোমাকে এখানে না পেলে অবশ্য আপাকে কল দিতাম।"

ওরা হাঁটতে হাঁটতে জিপের কাছে চলে এসেছে হঠাৎ মারুফ দাঁড়িয়ে গেলো। "কি বললি, সদরুলস্যার আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে? এর মানে কি তুই আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছিস?" বলে মারুফ ঠিক ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ডেপুটি দুজনকে দেখলো একবার।

"আরে, আশ্চর্য! তুমি কি পাগল হলে নাকি?" কায়সারের চোখে বিস্ময়। "আমি তোমাকে অ্যারেস্ট করবো! ভাই, তোমাকে অ্যারেস্ট করার আগে আমি চাকরিতে ইস্তফা দেবো। তুমি আমাকে চেনো না?"

কায়সার একটু থেমে আবারো বললো, "ভাই, গাড়িতে ওঠো, পরিস্থিতি আরো

BanglaBook.org

খারাপ হবার আগে আমাদের উচিত অন-স্পটে পৌছানো। আমি যতোদূর জানি জাকির আদনানের পরিবারের লোকজন আর সাংবাদিকেরা এখনো জানতে পারেনি। ওরা জানতে পারলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে কে জানে!"

মারুফ জিপে উঠে মৃদু স্বরে বললো, "চল।"

"তুমি কাল রাতে মীরাআপার ওখানে গেছিলে কখন?"

"রাত দেড়টার দিকে। বৃষ্টি হবার অনেক আগে। তুই নামিয়ে দেয়ার পর ভালো লাগছিলো না। ওকে কল দিলাম, ও-ই তখন যেতে বললো।"

"শিট।"

"খুন কখন হয়েছে। কিভাবে মারা গেছে? কিছু জানিস?" মারুফ জানতে চাইলো।

"কিভাবে মারা গেছে এসব তো অন-স্পট না গেলে বলতে পারছি না কিন্তু স্যার বললেন রাত তিনটার পর খুন হয়েছে। তারমানে তুমি ওই সময় মীরা আপার ওখানেই ছিলে কিন্তু তোমার কোনো অ্যালিবাই নেই। কারণ মীরা আপা তো–"

"হুম," বলে মারুফ আনমনে মাথা নাড়লো। "আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"গুলশানে, জাকির আদনানেন বাসায়। ওখানেই সে খুন হয়েছে।"

"গুলশানের কোন জায়গায়?" মারুফ ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"দুই নম্বরের আগে, গুলশান আজাদ মসজিদের একটু পরেই," ড্রাইভার উত্তর দেয়ার আগেই কায়সার বললো।

ওদের জিপ সকালবেলার ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে রীতিমতো উড়ে চলেছে। পনেরো মিনিটের মাথায় গাড়ি গুলশান এলাকায় প্রবেশ করলো। ওদের জিপ গুলশান অ্যাভিন্যু ধরে তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে। আগোরা বাস স্ট্যান্ড পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে বামে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়লো আব্দুল মোনেম রোডে। আব্দুল মোনেম রোডে ঢুকে আজাদ মসজিদ পার হতেই মারুফ বুঝে গেলো কোন বাড়িটা জাকির আদনানের। কারণ একটা বাড়ির সামনে অনেকগুলো পুলিশের গাড়ি আর ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। একটা অ্যাম্বুলেন্সও দেখতে পেলো। এতো ভোরবেলা সাধারণত এসব এলাকায় নামাজি আর জগিংরত লোকজন ছাড়া তেমন কাউকে দেখা যায় না। তবে আজ এলাকা মোটামোটি গরমই বলা চলে। আশেপাশের লোকজন বিভিন্ন দিক থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করছে কী ঘটছে এখানে।

মারুফ দেখলো ওদের গাড়ি বিরাট গেটওয়ালা একটা বাড়ির সামনে থেমে গেলো। গেটের সামনেই দুটো পুলিশের জিপের পাশে ফরেনসিকের বড় একটা নীল

BanglaBook.org

রঙের ভ্যান দেখতে পেলো ও। একটা অ্যাম্বুলেন্সও দাঁড়িয়ে আছে লনের ভেতরে। ওদের জিপ গেইটের কাছে থামতে না থামাতেই অন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স তীব্র শব্দ করতে করতে মেইন রোড দিয়ে চলে গেলো। মারুফ লাফিয়ে নেমে এলো জিপ থেকে। সামনে পুলিশের জিপে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক কন্সটেবলের কাছে জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার, লাশ নিয়ে চলে গেলো নাকি?"

ওকে প্রথমে চিনতে পারেনি তাই অলস একটা ভঙ্গিতে হাত নেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলো কন্সটেবল কিন্তু চেনার সাথে সাথে সটান হয়ে গেলো। "কোনটা, স্যার? ওই, ওইডা?" রাস্তা দিয়ে গমনরত অ্যাম্বুলেন্সটা দেখিয়ে বললো।

"হ্যা।"

"না, স্যার, ওইডা অন্য কেস। ওই পাশের কোন বাড়ির কোন এক বুড়া জানি হার্ট অ্যাটাক করছে কাইল রাতে," রাস্তার উল্টো দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললো। "হেরে হাসপাতালে নিয়া গেলো। জাকির সাহেবের লাশ এহনো ভিতরেই আছে, স্যার। সবাই মাত্র আইলো। এহনো ঠিকমতো কামই শুরু অয় নাই।"

"তুমি কি এখানে ডিউটিতে আছো?" কায়সার পাশ থেকে জানতে চাইলো।

"জি, স্যার," কায়সারকে দেখে খটাশ করে বুট ঠুকলো লোকটা।

"এখানে গেট দিয়ে কাউকে ঢুকতে দিবে না। বিশেষ করে কোনো সাংবাদিক আর মিডিয়ার লোকজনকে তো একদমই না। আর কোনো আত্মীয়স্বজন বা অন্য কেউ হলে ঢুকতে দেয়ার আগে ভেতরে আমাদেরকে জানাবে। বুঝেছো?"

"জি, স্যার।"

হা হয়ে খুলে থাকা বিরাট গেটের ভেতরে প্রবেশ করলো ওরা পায়ে হেঁটে। ভেতরে ঢুকে মারুফ শিস দিয়ে উঠলো। ঢাকা শহরের বুকে গুলশানের মতো এলাকায় এরকম বাড়ি এখনো আছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। সাদা রঙের বিরাট বাড়িটাকে এক অর্থে প্রাসাদই বলা চলে। মারুফ ভালো করে দেখে বুঝলো বাড়িটা তিনতলা। গেট পার হয়ে অনেকখানি সরু রাস্তা চলে গেছে বাড়িটার মূল ভবন পর্যন্ত। সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিরাট লন। রাতের বৃষ্টির পর সবুজ ঘাস একদম চকচক করছে। সে অনুমান করলো এগুলো বাংলাদেশি ঘাস না। সম্ভবত বাইরের কোনো দেশ থেকে আমদানি করে এখানে বোনা হয়েছে। লনে বিরাট ফুলের বাগান এবং বাগানের মাঝখানে চেয়ার পাতা।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার ভেতরে চলে এলো। বাইরে বাড়ির আউটলুক একদম পুরনো হলেও ভেতরের ডেকোরেশন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্টেরিওর অত্যন্ত আধুনিক এবং উন্নতমানের। মারুফ অনুমান করলো সম্ভবত ইউরোপের কোনো ডিজাইনারকে দিয়ে ডিজাইন করানো হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বাড়ির ভেতরের

BanglaBook.org

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সবখানে পুলিশের লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফরেনসিকের লোকজন ছবি তুলছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলার চেষ্টা করছে। কায়সারকে দেখে একজন এগিয়ে এলো।

"মর্নিং, স্যার। আমি গুলশান থানার ওসি জামিলুর রশিদ।"

"কি অবস্থা, জামিলসাহেব? লাশ কোথায়?"

"স্যার, ওপরে বেডরুমে। ফরেনসিকের লোকজন কাজ করছে। কিন্তু আপনারা আসছেন শুনে আমরা আর বডিতে হাত দেইনি। এখন হোমিসাইডের ওরা সব চেক করছে।

"ভালো করেছেন। কিভাবে খুন করা হয়েছে?" মারুফ জানতে চাইলো।

জামিলুর রশিদ মারুফকে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিলো, "ছুরি মেরে, স্যার। একবার দুইবার না, অনেকবার। বেডরুমের অবস্থা ভয়াবহ। চলুন, দেখাচ্ছি।"

সবাই মিলে ওপরে রওনা দিলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কায়সার বললো, "এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি। বছরখানেক আগে এক ভিআইপির সাথে সিকিউরিটির কাজে এসেছিলাম এখানে। তবে বাড়ির চেহারা তখন অন্যরকম ছিলো," বলে চারপাশে একবার দেখলো। দেখা শেষ করে ওসির কাছে জানতে চাইলো, "লাশ প্রথম কে আবিষ্কার করে?"

"বাড়ির কাজের ছেলে। এখানে কাজের লোকের একটা পুরো পরিবার থাকে। ওরাই সবকিছু করে। বাবা মা, ছেলে আর মেয়ে। যদিও কেয়ারটেকারের মেয়ে এখন আর এখানে থাকে না। বিয়ে হয়ে যাবার পর স্বামির বাড়িতেই থাকে, তবে এখন এখানেই আছে, বেড়াতে এসেছে। সকালে জাকির আদনান সাধারণত বেলা করে ঘুম থেকে উঠতো। সে ঘুম থেকে উঠে ইন্টারকমে ওদেরকে ডাকলে তবেই আসার নিয়ম। "

"এক মিনিট," মারুফ বাগড়া দিলো ওসির কথার মাঝখানে। "বেলা করেই যদি ওঠার নিয়ম হয়ে থাকে তবে জাকির আদনান মারা গেছে এতো সকালে এটা ওরা টের পেলো কী করে?"

"স্যার, জাকির সাহেবের নাকি একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিলো। সে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যেতো, সেখানে থেকে ফিরে আবার ঘুমাতে যাবার আগে খানিকটা বিয়ার পান করতো। এ-জন্যে বাসার কাজের লোকদের ওপরে ভোরে ছয়টার দিকে প্রতিদিন একটা ঠান্ডা বিয়ারের ক্যান বা বোতল তার বেডের পাশে রেখে আসার নির্দেশ ছিলো। যে ছেলেটা প্রথম লাশ আবিষ্কার করে ওই ছেলেটার ভাষ্যমতে, আজ সকালে সে বিয়ার দিতে গিয়ে দেখে তার স্যারের রুমের দরজা বন্ধ। সে একটু অবাক হয়। কারণ সকালবেলা সাধারণত কখনোই দরজা ভেতর

BanglaBook.org

থেকে বন্ধ থাকে না। সে প্রথমবার এসে দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে আসে। কারণ জাকির আদনান ঘুম থেকে উঠে যদি বিয়ার না পায় তাহলে খবর আছে। এবারও সে দরজা বন্ধ পেয়ে ধাক্কা দেয়। খোলে না। তার বাপকে ডেকে তুলে তার কাছ থেকে স্পেয়ার চাবি এনে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে এই ভায়াবহ অবস্থা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে সে। স্যার, আমরা চলে এসেছি। "

কাঠের কারুকাজ করা ভেজানো দরজাটা ঠেলে ওসি জামিল ভেতরে ঢুকে গেলো। "স্যার, সাবধানে, সব রক্তে একাকার।"

ওসির পেছনেই ঢুকলো কায়সার, তার পেছনে মারুফ। ভেতরে ঢুকেই মারুফ প্রথমে রুমটা দেখে নিলো। বাড়িটা পুরনো তাই আগের দিনের রুমগুলো যেমন বড় হতো ঠিক তেমনি বড় একটা রুম। তবে রুমটা এক কথায় অসাধারণ। বিরাট পরিসর, দেয়ালজোড়া কাঠের আলমারি, সেটার ওপরে আধুনিক একটা এলইডি টিভি লাগানো। টিভিটা চৌষট্টি ইঞ্চির কম হবে না। একপাশে খোলা বারান্দা। আরেকপাশে বিরাট দেয়াল জোড়া একটা জানালা। রুমের ভেতরে চোখ বুলাতে গিয়ে মারুফ আবিষ্কার করলো এককোনে একটা অ্যাটাচ বাথরুমও আছে। চোখ বুলিয়ে সব দেখে নিয়ে মারুফ দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো রুমের মাঝখানে বিরাট মাস্টার বেডটার ওপরে। ওর মুখ দিয়ে অস্ফুটে একটা শব্দই বেরিয়ে এলো, "উফ্।"

কায়সারও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদিকে। মারুফ ডেড বডিটা দেখে এক পা এগিয়ে গেলো। "সর্বনাশ! এতো দেখি এতো...বিভৎস..." তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাশ থেকে কেউ একজন বলে উঠলো,

"বিউটিফুল, তাই না?" মারুফ মুখ ফিরিয়ে দেখলো একদম টাইট ব্লু জিন্স আর সাদা টি-শার্ট পরা একটা মেয়ে। "সামনে এগিয়ে আসুন, মজার কিছু ব্যাপার দেখাচ্ছি।"

মেয়েটাকে দেখে মারুফেরে মনে হলো মডেল, কোনোভাবেই এখানকার পরিবেশের সাথে যাচ্ছে না। না তার পোশাক-আশাক, না তার আচরণ। মারুফ আরেকবার চারপাশে চোখ বুলালো। সম্পূর্ণ রুম জুড়ে ফরেনসিকের লোকজন মনোযোগের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। একজন ছবি তুলছে, ক্রেউ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে।

"কী হলো? এদিকে আসুন," বলে মেয়েটা লাশের ওপরে ঝুঁকে পড়লো।

"বিউটিফুল!" পাশ থেকে কায়সার ভেংচি কাটলো। "এই আপনার বিউটিফুলের নমুনা!"

বিছানার ওপরে এক লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অবশ্যই এটা জাকির আদনান। মারুফের মনে হলো একই মানুষ অথচ কাল রাতে দেখা লোকটার সাথে

BanglaBook.org

এই মৃত মানুষটার কতো পার্থক্য। লাশের পরনে শুধুই একটা ধূসর আন্ডারওয়্যার। তার হাত দুটো দড়ি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে খাটের দুপাশে বাঁধা। পুরো শরীর জুড়ে অসংখ্য ছুরিকাঘাতের চিহ্ন।

"অবশ্যই বিউটিফুল, এতো চমৎকার ক্রাইম সিন আমি এর আগে খুব কমই দেখেছি," মেয়েটার কথা শুনে মারুফ লাশ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো। "পুরো ব্যাপারটা আমি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। যদিও আমার ওপরে নির্দেশ ছিলো আপনারা না আসা পর্যন্ত খুব বেশি কিছু না করার তবুও আমি আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে ফেলেছি। আমরা শুরু করবো খুনির ভেতরে প্রবেশ দিয়ে। খুনি সম্ভবত বাড়ির পেছনদিকের দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করেছে। সম্ভবত বলছি এই কারণে, ওদিকটাতে আমার লোকজন এখনো কাজ করে যাচ্ছে, ওদের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। আর রাতে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে অনেক কিছুই মুছে গেছে। বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করার পর খুনি এই দিকের নিচ তলার জানালার কার্নিশের ওপরে উঠে আসে। এরপর সেখানে থেকে খানিটা ডানে সরে লাফিয়ে আরেকটা কার্নিশ ধরে উঠে আসে দোতলা পর্যন্ত। পুরনো দিনের বাড়ি হওয়াতে তাকে খুব বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়নি। সেখান থেকে পাইপ বেয়ে খানিকটা এসে সে ল্যান্ড করে এই বারান্দায়। নিচের কার্নিশ থেকে শুরু করে সর্বত্র আমরা এক জোড়া বুটের ছাপ দেখতে পেয়েছি। এই বারান্দার রেলিঙেও লনের মাটি এবং ঘাসের টুকরো পাওয়া গেছে," বলে সে বারান্দার দরজা দেখালো। "বারান্দায় ল্যান্ড করার পর তার কাজ পানির মতো সহজ হয়ে যায় কারণ বারান্দার দরজা ছিলো খোলা, ওটাতে কোন জোরাজুরির চিহ্ন নেই। খুনি ভেতরে প্রবেশ করে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমেই সে সম্ভবত বিছানার পাশের বেড সাইড টেবিল থেকে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে আঘাত করে ঘুমন্ত মি. জাকিরের মাথায়।" বলে সে বিছানার পাশে রক্তের ভেতরে স্বচ্ছ একটা কাঁচের ফুলদানির টুকরোগুলো দেখালো। "মি. জাকির এতে জ্ঞান হারান। এরপর খুনি তারই একটা শার্ট নিয়ে সেটাকে ছিড়ে তার হাত-পা আর মুখ বেঁধে ফেলে। ছেড়া শার্টের অংশগুলো মেঝেতে পড়ে আছে। আর লাশের হাত ও মুখও বাঁধা হয়েছে একই শার্ট দিয়ে।"

"হাত-পা বাঁধার পর মি. জাকিরের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয় পানির ঝাপটা দিয়ে। বিছানায় আমরা পানির শুকনো দাগ পেয়েছি। এরপর খুনির সাথে জাকির আদনানের কথোপকথোন হয়। আসলে খুনিই বলে যায় জাকির শুধু শোনেন কারণ তার মুখ বাঁধা ছিলো। কথা বলার সময়টাতে খুনি খুবই উত্তেজিত ছিলো। সে ঘরের ভেতরে পায়চারি করছিলো। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে সে ছুরি দিয়ে জাকির আদনানেন তলপেটে আঘাত করে। "

BanglaBook.org

মেয়েটা তার হাতের নোটবুক দেখে দেখে বলছে আর বলার সময় পুরো ঘটনাটা সবার সামনে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। রুমের সবাই কাজ বাদ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছে। "এই আঘাতের ব্যাপারে আমার হাইপোথিসিস হলো, এখানে আঘাত করার কারণ, শরীরের এই জায়গাতে গুলি করলে বা ছুরি মারলে সবচেয়ে বেশি ব্যথা পাওয়া যায়। প্রথমবার আঘাত করার পর খুনি উন্মাদ হয়ে যায়। এরপর সে একের পর এক আঘাত করতেই থাকে।" বলে সে লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো দেখালো। "সবশেষে সে আঘাত করে এখানে," বলে মেয়েটা লাশের থুতনির নিচে দেখালো। "এই আঘাতে খুনির ছুরি জাকির আদনানের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে তৎক্ষণাত মৃত্যু ঘটায় তার," বলে সে লাশের থুতনিটা টান দিয়ে মুখটা খুলে ফেললেতেই ভেতর থেকে টুকরো হয়ে যাওয়া জিহ্বা মুখের বাইরে গড়িয়ে পড়ে গেলো।

* * *

বেসিনের ফ্ল্যাপটা লাগিয়ে দিয়ে প্রথমে ঠান্ডা পানি দিয়ে পুরো বেসিনটা ভর্তি করলো সে। তারপর মাথাটা ডুবিয়ে রাখলো অনেকক্ষণ। পানি থেকে মাথা তুলে বড় বড় ক'রে দম নিয়ে আবার মাথাটা ডুবিয়ে দিলো পানিতে। পর পর কয়েকবার এমন করার পর একটু ঠান্ডা হলো মাথাটা। লম্বা ভেজা চুলগুলো মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে কম্পিত হাতে সিগারেট ধরালো একটা। শরীর এবং মস্তিষ্ক দুটোর কোনোটাই তার নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। মুখের ওপরের অংশে ব্যথা টের পেলো, কাল সন্ধ্যের মারামারির ফল। সিগারেটে ঘনঘন টান দিতে দিতে কাল রাতের বিভৎস দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

পুরো জীবটাই তার ঘটনাবহুল। কিন্তু এরকম বিভৎস ঘটনা এমনকি সে-ও কোনোদিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেনি। রাতের দৃশ্যটা মনে পড়াতে পুরো শরীরটা একবার কেঁপে উঠলো। নিজেকে শান্ত করতে আরেকটা সিগারেট ধরালো। সিগারেট টানতে টানতে একবার চারপাশে দেখলো সে। এই জায়গা এখন তার জন্যে নরক হয়ে উঠতে পারে যেকোনো সময়। এখান থেকে ভাগতে হবে। আসলে এই দেশ ছেড়েই ভাগতে হবে তাকে। অনেক বেশি জেনে ফেলেছে। দেশে থাকার সমস্ত কারণ এবং উপায় বিলুপ্ত হয়েছে তার। দেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু তার আগে টাকা দরকার। অনেক টাকা। এটা তার পাওনা টাকা।

ফোনটা তুলে নিয়ে একটা বিশেষ নম্বরে ডায়াল করতে লাগলো। একবার, দুবার, তিনবার। রিঙ বেজেই চললো, ওপাশ থেকে কল রিসিভ করলো না বিশেষ ব্যক্তিটি।

BanglaBook.org

* * *

বিভৎস দৃশ্যটা দেখে অনেকেই মুখ বিকৃত করে উঠলো। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলো মেয়েটা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে বেশ মজা পাচ্ছে। "আমি যা যা বললাম তার বেশিরভাগই অ্যানালিসিস, আর কিছুটা হাইপোথিসিস। আমার টিম কাজ করছে পায়ের ছাপ, ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিয়ে। পুরো টিমের এক অংশের কাজ শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভেতরেই। বাই দ্য ওয়ে, আমি অ্যাডলিন, অ্যাডলিন ডি কস্টা। ক্রাইম সিন অ্যানালিস্ট, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট।"

ওরাও দুজন নিজেদের পরিচিয় দিলো। "হোমিসাইডে ক্রাইম সিন অ্যানালিসিস ডিভিশন আছে? জানতাম না তো।"

"বাংলাদেশ পুলিশে যে বিরাট একটা টেলি-কমিউনিকেশন সেকশন আছে সেটা জানেন? দেশের প্রতিটা এনআইডিধারীর বিশাল একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ আছে, সেটা জানেন? আমাদের দেশে সব জনগণের ডিএনএ প্রোফাইল নিয়ে ডেটা মাইনিঙের কাজ চলছে, সেটা জানেন? আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি না," বলে সে একটু বিরতি দিয়ে মারুফের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, "যদিও এটা আমার সেকশন না তবুও জানতে ইচ্ছে করছে। আপনিই সেই অফিসার, তাই না? যার সাথে কাল রাতে জাকির আদনানের গন্ডগোল হয়েছিল?"

"হুম," মারুফ জবাব দিলো। "আচ্ছা খুনির ব্যাপারে সম্ভাব্য কি কি বোঝা গেছে?"

"আমি সেটা কিছুক্ষণের ভেতরেই আপনাকে জানাতে পারবো। আমার টিমের কাজ এতোক্ষণে শেষ হয়ে যাবার কথা," বলে সে ছোট্ট একটা ওয়াকিটকি কোমর থেকে খুলে নিয়ে কথা বলতে লাগলো। "হ্যা, জাহাঙ্গীর বলো।"

কথা শেষ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, "ওরা নিচে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছে। চলুন, আপনার সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো আমরা।" সবাই মিলে রুম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। ওসিসাহেব নির্দেশ দিলেন লাশসহ সব প্যাকআপ করে ফেলতে।

তিনতলা থেকে ওরা নেমে এলো নিচে। আসতে আসতে মারুফ খেয়াল করলো বাড়ির অনেক জায়গায় রঙের এবং ইন্টেরিওরের কাজ চলছে, তারমানে, পুরো বাসার কাজ এখনো শেষ হয়নি। ড্রয়িং রুমে এসে মারুফ দেখলো বেশ কয়েকজন এখানে বসে ল্যাপটপ আর বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। অ্যাডলিন ওদের সাথে তার টিমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো, "আর কতোক্ষণ লাগবে?"

"প্রায় হয়ে গেছে, ম্যাডাম। আর কয়েক মিনিট। আপনি যেভাবে যেভাবে

BanglaBook.org

বলেছিলেন সেভাবেই করার চেষ্টা করেছি। একদম পরিচ্ছন্ন একটা পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে লনে। সেটাকে তুলে ডাটাবেজে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। আশা করছি পুরো ব্যাপারটা একদম বলতে পারবো।"

"আমি ক্রাইম সিন মোটামুটি ব্যাখ্যা করে ফেলেছি। তুমি খুনির ব্যাপারে ডিটেইল বললেই চলবে।"

"ওকে ম্যাডাম," বলে সে ল্যাপটপে বসে থাকা দুজনার দিকে ফিরে ইশারা করলো। "ডান?" ল্যাপটপের ছেলেটাকে ইশারা করতেই সে শুরু করলো। "ওকে ম্যাডাম, খুনি বাড়ির পেছন দিকের দেয়াল টপকে প্রবেশ করে। দেয়ালে বেয়ে ওঠার চিহ্ন পেয়েছি আমরা। সে সম্ভবত বাইক নিয়ে এসেছিলো। দেয়ালের বাইরে ফুটপাথে আমরা খুব সামান্য পরিমাণে পোড়া তেলের ফোঁটা পেয়েছি। দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে সে জাকিরসাহেবের বারান্দার নিচের কার্নিশে–"

ছেলেটার কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললো, "এগুলো আমরা জানি। তুমি খুনির ব্যাপারে বলো, ফিঙ্গার-প্রিন্টসহ অন্যান্য ইস্যু ব্যাখ্যা করো। "

"ঠিক আছে, ম্যাডাম। যদিও রাতের বৃষ্টিতে বেশিরভাগ চিহ্ন মুছে গেছে, তারপরও আমরা কার্নিশের নিচে একটা পরিস্কার পায়ের ছাপ পেয়েছি। ওটা প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে তুলে এন্ট্রি দিয়েছি আমাদের ডাটাবেইজে। প্রথমত, খুনি সম্ভবত পাঁচ ফিট নয় বা দশ ইঞ্চি লম্বা। জুতোর সাইজ এবং কার্নিশে ওঠার পর সে লাফিয়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেটার অ্যানালিসিস তাই বলে। "

মারুফ মনে মনে প্রমোদ গুনলো, সে নিজে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা।

"সে শারীরিকভাবে দারুণ ফিট, না-হলে দেয়াল টপকে এবং কার্নিশ বেয়ে ওভাবে উঠতে পারতো না। কোথাও কোনো হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। তারমানে খুনি গ্লাভস পরে ছিলো। তবে বারান্দার স্লাইডিং ডোরে আমরা এক ধরণের গুঁড়ো পেয়েছি। এই ধরণের পাউডার থাকে সার্জিক্যাল গ্লাভসে। এরমানে খুনি সার্জিক্যাল গ্লাভস পরে ছিলো হাতে। পুরো বাড়িতে এবং ক্রাইম সিনে আমরা কোনো চুল বা অন্য কোনো আলামত পাইনি। তবে ক্রাইম সিনের এক জায়গায় একটা সূতো পেয়েছি। এই ধরণের সূতো শার্ট বা প্যান্টে ব্যবহার করা হয় না। এটা সম্ভবত খুনির রুমাল কিংবা মুখোশের। আমার মনে হয় খুনি মুখে সাদা রঙের মুখোশ পরে ছিলো। সব মিলিয়ে আমরা পাচ্ছি খুনি পাঁচ ফিট নয় বা দশ ইঞ্চি লম্বা, শারীরিকভাবে ফিট, ভিক্টিমের শরীরের আঘাতের চিহ্ন প্রমাণ করে সে হিউম্যান অ্যানাটমি সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে, হাতে গ্লাভস পরে ছিলো, সম্ভবত মুখে ছিলো সাদা রঙের মুখোশ। বাইকে করে এখানে এসেছিলো। যদিও বৃষ্টির পানিতে প্রায় ধুয়ে গেছে তারপরও পোড়া তেলের যে নমুনা আমরা পেয়েছি তাতে তাই মনে হয় আর যেভাবে সে খুন করেছে তাতে প্রমাণ হয় সে প্রচন্ড রাগের মাথায় একের পর এক আঘাত করে গেছে।

BanglaBook.org

ভিক্টিমকে প্রায় ষোল বার ছুরি মারা হয়েছে। এটা তার তীব্র রাগ কিংবা প্রতিশোধপরায়ন আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, খুনি হয় প্রফেশনাল কিলার অথবা এইসব বিষয়ে খুব ভালো জ্ঞান রাখে, যেটা শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারি সংস্থার লোকদের পক্ষেই সম্ভব।"

ছেলেটা কথা শেষ করে ল্যাপটপের কাছে গিয়ে অন্য আরেকজনের সাথে কথা বলতে লাগলো। রুমে নিরবতা নেমে এসেছে। এতোক্ষণ সবাই শুনছিলো, এবার সবাই চুপ হয়ে আছে। কায়সার মাথা নিচু করে আছে আর সবাই তাকিয়ে আছে মারুফের দিকে। এমন সময় জাহাঙ্গীর আবার ফিরে এলো, ল্যাপটপে কী জানি একটা দেখালো অ্যাডলিনকে, তারপর ফিরে তাকালো সবার দিকে। হাতে ধরে আছে ল্যাপটপটা। অন্য ছেলেটার হাতে সাদা রঙের একটা জিনিস।

জাহাঙ্গীর সাদা জিনিসটা দেখিয়ে বললো, "আমি আগেই বলেছি বৃষ্টির পানিতে বেশিরভাগ ছাপ মুছে গেলেও কার্নিশের নিচ থেকে একটা সম্পূর্ণ ছাপ উদ্ধার করতে পেরেছিলাম আমরা। প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে সেটা তুলে আমরা ডাটাবেইজে এন্ট্রি দেই। এখান থেকে যা পেয়েছি সেটা অনেকটা এরকম। এটা একটা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ডান পায়ের জুতোর ছাপ। জুতো না বলে বলা উচিত বুটের। হিল এবং সোলের স্ট্রাকচার অনুযায়ি আমাদের ডাটাবেইজ বলে এই ধরণের সোল সাধারণত একটা ব্র্যান্ডের বুটেরই হয়ে থাকে। ব্র্যান্ডের নাম 'ফাইটার'...মূলত চায়নিজ ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের আসল বুট বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। তবে এই ফাইটার ব্র্যান্ডের এ-গ্রেড রেপ্লিকা পাওয়া যায় নয়া পল্টন পলওয়েল মার্কেট এবং গুলশান ডিসিসি মার্কেটে। বুটগুলো দেখতে হয় এরকম," বলে সে ল্যাপটপটা সবার দিকে ঘুরিয়ে দিলো।

সবাই তাকিয়ে আছে স্ক্রিনের দিকে। মারুফ মনে মনে চমকে উঠলো, সবার দৃষ্টি ঘুরে গেলো ওর পায়ের দিকে। হুবুহু একই ধরণের, বলতে গেলে একই সাইজের বুট পরে আছে সে। গতমাসেই সে আর কায়সার একসাথে শপিং করেছিলো পলওয়েল মার্কেটে। তখনই এই 'ফাইটার' ব্র্যান্ডের বুট জোড়া সাড়ে ছয় হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলো ও।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

বিশেষ নম্বরটিতে এখন পর্যন্ত প্রায় দশবার কল করেছে সে। তিনটা মেসেজ পাঠিয়েছে কিন্তু কোনো উত্তর নেই। এমনিতেই অস্থির হয়ে ছিলো, এখন সবকিছু অসহ্য লাগছে তার কাছে। আরো আধাঘন্টা চুপচাপ বসে একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করে চললো কিন্তু কোনো কাজ হলো না। না ওপাশ থেকে কোনো কল এলো, না তার অস্থিরতা কমলো।

আরেকবার কল করার জন্যে ফোনটা হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলো একটা কল এসেছে। তড়িৎ গতিতে কলটা রিসিভ করলো সে। "হ্যালো।" কোনো জবাব নেই ওপাশে। "হ্যালো।"

"কি ব্যাপার, এতোবার কল করছো কেন?" ওপাশ থেকে শান্ত গলার উত্তর।

"কল করবো না? এতোকিছু ঘটে গেছে এখন আমি..."

সে কথা শুরু করতেই ওপাশ থেকে ধমকে উঠলো গলার মালিক। "চুপ। আমি সবই জানতে পেরেছি। তুমি সব গুবলেট করে ফেলেছো। আমি না তোমাকে বলেছি এই নম্বরে কল করবে না। গাধা কোথাকার! তা-ও নিজের নম্বর থেকে কল করেছো।"

এবার সে আর নিজের টেম্পার ধরে রাখতে পারলো না। "দেখুন, যাই ঘটে থাক, যেভাবেই ঘটে থাক, আমি আমার টাকাটা চাই। আমি কোনো কথা শুনবো না। আমার টাকা দিতে হবে। এক্ষুণি। না-হলে..."

"এই গাধার বাচ্চা, একদম চুপ। একটাও কথা বলবি না। তোর তো সাহস কম না, আমার সাথে উঁচু গলায় কথা বলিস! একদম চুপ। তুই জানিস না আমি চাইলে তোকে যেকোনো সময় পিষে ফেলতে পারি," ওপাশের ব্যক্তিটি উত্তেজিত হয়ে গেছে। অন্য যেকোনো সময় হলে এই ধমক খেয়ে কুঁকড়ে যেতো কিন্তু এখন সে মরিয়া। টাকা তার পেতেই হবে না-হলে অন্য দেশে যেতে পারলেও বাকি জীবন ভিক্ষে করে কাটাতে হবে।

সে-ও সমানতালে চিৎকার করে উঠলো, "দেখুন, এতো কথা বলে লাভ নেই। আমি টাকা চাই। এক্ষুণি।"

ওপাশে আবারো নিরবতা, শুধু নিঃশ্বাস নেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। "ঠিক আছে, আমি দেখছি। আমার কলের জন্যে অপেক্ষা করো। সবকিছু ম্যানেজ করে জানাচ্ছি তোমাকে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু আমি..." তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কলটা কেটে গেলো।

ফোনটা রেখে বিছানায় আধাশোয়া হয়ে রইলো সে। উপায় নেই, অপেক্ষা করতেই হবে। এক ঘন্টা, দু ঘন্টা, তিন ঘন্টা...কিন্তু কোনো কল এলো না।

* * *

"আপনারা এতো শিওর হচ্ছেন কিভাবে এই ব্যাপারে?" কায়সার একটু রাগের সাথেই প্রশ্ন করলো। "আপনারা এমনভাবে ঘটনা বিশ্লেষণ করছেন যেন ক্রাইম ঘটার সময় এখানেই ছিলেন।"

জাহাঙ্গীর ছেলেটা একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলো কায়সারের প্রশ্নটা শুনে। কিন্তু অ্যাডলিনের মুখের মৃদু হাসি মলিন হলো না একটুও। "আমি বুঝতে পারছি আপনি এই ধরণের অ্যানালিসিস এবং কনসেপ্টের সাথে পরিচিত না। কিন্তু সত্যি কথা হলো, এটাই আমাদের কাজ, এই কাজেই আমরা এক্সপার্ট এবং আমরা যা বলেছি সত্যিকারের এভিডেন্সের ভিত্তিতেই এই তথ্যগুলো দাঁড় করিয়ে তারপর বলেছি। এখানে কাউকে ইন্ডিকেট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়," বলে সে একবার মারুফকে দেখলো।

"সরি, ওর আচরণের জন্যে আমি দুখিঃত," অ্যাডলিনকে বললো মারুফ। "আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমি–"

মারুফ কথা শেষ করার আগেই ওসি জামিলের ওয়াকিটকি খরখর করে উঠলো। সে ওয়াকিটকিতে কথা বলছে, মারুফ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন কন্সটেবলের কাছে জানতে চাইলো, "মৃতের আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেখছি না যে। সবাই কোথায়? তাদেরকে জানানো হয়নি? আর–" কথা শেষ করার আগেই চেঁচামেচি শোনা গেলো বাইরে। সবাই সদর দরজার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। বাইরে একটা বড় গাড়ি এসে থামার শব্দ শোনা গেলো। একটু পরেই সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো বেশ মোটামতো একজন লোক। এই সকালবেলাও তার সাথে অনেক লোকজন। মারুফের তাকে না চেনার কোনো কারণ নেই।

হোম মিনিস্টার ফারুক আদনান।

"হোম মিনিস্টার?" কায়সার বেশ কৌতুহলের সাথে প্রশ্ন করলো। "এখানে?"

"কাল রাতে সদরুলস্যার বলেছিলেন, তুই ভুলে গেছিস? হোম মিনিস্টার খুন হওয়া জাকির আদনানের আপন চাচা," মারুফ বললো।

"শিট," বলে কায়সার মারুফকে টেনে নিয়ে একপাশে চলে এলো। মন্ত্রিসাহেবকে দেখেই ওসি জামিল সামনে এগিয়ে গেছে। মন্ত্রিসাহেব ভেতরে ঢুকেই

BanglaBook.org

কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি করে সে এক এলাহি অবস্থা সৃষ্টি করলেন। মন্ত্রি ফারুক যখন করিডোর ধরে এগোচ্ছেন ঠিক তখুনি লাশটাকে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে আনা হচ্ছিলো। মন্ত্রিসাহেব লাশটাকে দেখে একরকম ওটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। উনি হাউমাউ করে কাঁদছেন আর চিৎকার করছেন। তার আশেপাশের লোকজন কোনোমতে তাকে শান্ত করার পর পুলিশের লোকজন লাশটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো। মন্ত্রিসাহেবকে এনে সোফায় বসানো হলো। উনি এখন অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছেন। ঠিক এই সোফাটা থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে মারুফ আর কায়সার। অন্যপাশে অ্যাডলিনের টিম।

"আমার একমাত্র ভাতিজা, একমাত্র ভাতিজা! বাপমরা ছেলেটারে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি আদর করতাম আমি। তার এই পরিণতি! আমি নিজে দেশের আইন-কানুন কিভাবে ঠিক রাখবো? নিজের পরিবারের নিরাপত্তা যদি দিতে না পারি তবে দেশের মানুষের নিরাপত্তা কিভাবে দিবো?" মন্ত্রিসাহেব চিৎকার করতে করতে কথা বলছেন। মারুফরা দুজন আর অ্যাডলিনের টিম একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছে। ওরা কিছু বলতেও পারছে না, বেরুতেও পারছে না। অ্যাডলিন মারুফের দিকে ফিরে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো।

মন্ত্রিসাহেবের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যক্তিগত বডিগার্ড সাদেক। পাহাড়ের মতো বিশাল লোকটা সবসময় তার সাথে থাকে। এই মুহূর্তে সে একটু পর পর উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকা মন্ত্রিসাহেব কে শান্ত করার চেষ্টা করছে। "আরে, রাখো তুমি, আমি চুপ থাকবো? আমি জানি এই কাজ কে করেছে। ওই পুলিশ অফিসার। কাল রাতে জাকির আমারে ফোন করে বলেছিলো। এক পুলিশ অফিসারের সাথে ঝগড়া হবার পর সে ওরে থ্রেট দিছে। আমি নিশ্চিত, এইটা ওই অফিসারেরই কাজ। ওরে খুইজ্জা বাইর করতে হবে...ওরে..."

মন্ত্রির কথা শেষ হবার আগেই কায়সার ইশারা করলো মারুফকে। "ভাই, চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হচ্ছে না।"

"হ্যা, চল," বলে মারুফ অ্যাডলিনের দিকে ফিরে বললো। "আপনিও চলুন আমাদের সাথে।"

ওরা দ্রুত নিজেদের ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে নিয়ে রওনা দিলো। ড্রইং রুমের সর্বত্র মন্ত্রির লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে কোনোমতে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

"থ্যাঙ্কস," মারুফ আর কায়সারের দিকে তাকিয়ে অ্যাডলিন বললো। "উফ্ ভাগ্যিস আগেভাগে কিছুটা কাজ শেষ করতে পেরেছিলাম, না-হলে সব বরবাদ হয়ে যেতো।"

BanglaBook.org

"আপনাদের কাজ কি শেষ?" মারুফ জানতে চাইলো।

"না, পুরোপুরি শেষ হয়নি। আমরা তো স্রেফ ক্রাইম-সিনটা চেক করতে পেরেছিলাম। পুরো বাসাটা আবারো চেক করে দেখতে হবে। বাগানটার একটা বড় অংশ এখনো চেক করা বাকি। তবে আমার যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে, যেভাবে এখন লোকজন আসছে যাচ্ছে তাতে কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে কিনা।"

"হুমম...আমারও তাই মনে হচ্ছে," মারুফ বললো। "আচ্ছা, আমাকে একটা ব্যাপার বলুন তো, বুটের ব্যাপারটা কি শিওর? মানে, আমি জানতে চাইছি আপনারা নিশ্চিত?"

"মি. মারুফফ, আমরা নন-প্রফেশনাল কাজ করি না।"

"বুঝতে পারলাম।"

"আমারও একটা প্রশ্ন আছে?" এবার অ্যাডলিন প্রশ্ন করলো। মারুফ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে জানতে চাইলো, "আপনার সাথে কি সত্যিই মি. জাকিরের কাল রাতে ঝগড়া হয়েছিলো?"

"হ্যা, হয়েছিলো...খুব বাজেভাবেই হয়েছিলো।"

"আপনি নাকি তাকে মেরে ফেলার থ্রেট দিয়েছিলেন?"

"কে বলেছে আপনাকে? এটা একদম ঠিক না," কায়সার রীতিমতো তেড়ে ফুঁড়ে জানতে চাইলো।

অ্যাডলিন হেসে উঠলো, "আপনাদের কি ধারণা কথা চাপা থাকে? আমি আজ সকালে যখন এখানে আসার নির্দেশ পাই, বাসা থেকে এখানে আসার পথে জিপের ড্রাইভারই আমাকে এ-ব্যাপারে জানায়। তারমানে, যাই ঘটে থাকুক ইতিমধ্যেই সেটা রঙ চড়তে শুরু করেছে। মি. মারুফ আমি আপনাকে একটা কথাই বলবো। খুন যে-ই করে থাকুক, আপনি খুব বাজেভাবে ফেঁসে গেছেন। বি কেয়ারফুল। এটা আমার কার্ড, যেকোনো প্রয়োজনে ফোন করবেন।"

অ্যাডলিনকে ধন্যবাদ দিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো। লন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মারুফ আর কায়সার গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, গেটের কাছাকাছি এসে কায়সার আনমনেই বলে উঠলো, "শিট। মিডিয়ার লোকজন জেনে গেছে।"

সামনে মূল গেইটের বাইরে কম ক'রে হলেও দশ পনেরোটা মিডিয়ার ভ্যান আর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একদল সাংবাদিক হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে অপেক্ষা করছে গেটের বাইরে।

"সর্বনাশ, এদেরকে কে জানালো? এখন বেরুবো কিভাবে?" মারুফ জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

"সমস্যা হবে না। যেহেতু ভেতরে ঢুকতে পারেনি তারমানে এরা এখনো তেমন কিছু জানে ব'লে মনে হয় না। আমাদের কি! আমরা স্রেফ গিয়ে জিপে উঠতে পারলেই হলো। চলো।"

ওরা সামনে এগিয়ে যেতে দারোয়ান গেট খুলে দিলো। খুলতেই চারপাশ থেকে ওদেরকে ঘিরে ধরলো সাংবাদিকেরা। একের পর এক প্রশ্ন।

'ভেতরে কি ঘটছে?' 'মি. জাকির কি আসলেই মারা গেছেন?' 'উনি কিভাবে মারা গেছেন?' 'উনি কি খুন হয়েছেন?' 'আপনারা কি এই কেসের তদন্তকারি অফিসার?' হাজারো পদের প্রশ্ন। ওরা কোনোমতে সাংবাদিকদেরকে এড়িয়ে জিপের কাছে যেতে চাইছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলো। সাংবাদিকসহ সবাই সেদিকে ফিরে তাকালো।

"এই দাঁড়া।" চিৎকারটা মারুফও শুনতে পেয়েছে। চিৎকারটা এসেছে গেটের ভেতরের দিক থেকে। মারুফ ওদিকে ফিরে তাকিয়ে যা দেখতে পেলো তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। হোম মিনিস্টার ফারুক আদনান তার বিশাল দেহ নিয়ে দৌড়ে আসছে এদিকে, তার থেকে খানিকটা পেছনে দৌড়াচ্ছে তার বডিগার্ড সাদেক, তাদের থেকে আরেকটু পেছনে দৌড়াচ্ছে মন্ত্রিসাহেবের লোকজন আর কয়েকজন পুলিশ।

ওরা কিছু বুছে ওঠার আগেই মন্ত্রিসাহেব গেটের কাছে চলে এলেন। দারোয়ার গেট খোলার আগেই উনি এক লাথিতে খুলে ফেললেন ওটা। গেট খুলে যেতেই মন্ত্রি উড়ে এসে পড়লো মারুফের ওপরে।

"হারামজাদা, বাইনচোত, তুই খুন করছোস আমার ভাতিজারে।"

বিশালদেহী ফারুক আদনান মারুফের কলার চেপে ধরতেই মাটিতে পড়ে গেলো ওরা। ওদের দুজনার ধাক্কায় দুয়েকজন সাংবাদিকও পড়ে গেলো মাটিতে। ক্যামেরা ছিটকে পড়লো এদিক সেদিক। মারুফ কোনোমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে কিন্তু বিশালদেহি মন্ত্রির শরীরের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় কিছুতেই পারছে না। মন্ত্রিসাহেব মারুফকে চেপে ধরে রেখেছে আর তার মুখ থেকে ছুটছে খিস্তি।

চারপাশে পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কেউই মন্ত্রিসাহেবকে থামানোর সাহস করছে না। আর সাংবাদিকদের মাঝে উৎসব লেগে গেছে ছবি তোলার আর ভিডিও করার। এমন অসাধারণ ঘটনা কভার করার সুযোগ তাদের সাংবাদিকতার ক্যারিয়ারে খুবই কম এসেছে। প্রথমে মন্ত্রির বডিগার্ড সাদেকের হুঁশ হলো। সে মন্ত্রির পেছন পেছন দৌড়ে আসছিলো কিন্তু ফারুকসাহেবকে মারুফের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে দেখে বুঝতে পারছিলো না আসলে কী করবে। যখন দেখলো পরিস্থিতি বেশি খারাপ হয়ে

BanglaBook.org

যাচ্ছে তখন ফারুকসাহেবকে মারুফের ওপর থেকে টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলো। কায়সারও তার সাথে হাত লাগালো। দুজনে মিলে কোনোমতে তাকে সরিয়ে আনলো। কোনোভাবেই ধরে রাখা যাচ্ছে না তাকে। বার বার মারুফের দিকে তেড়ে যেতে চাইছে। সাদেক আর কায়সার মিলে তাকে শক্ত করে ধরে রাখলো। মারুফ উঠে বসেছে মাটি থেকে। সে নিজেও ঘটনার আকস্মিকতায় এতোটাই হতবাক হয়ে গেছে যে দাঁড়াতে পারছে না ঠিকমতো। হঠাৎ কেউ একজন ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাতটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে থ্যাঙ্কস দিলো মারুফ। ভালোভাবে তাকাতেই লোকটাকে চেনা চেনা লাগলো ওর কাছে। পরনে ট্রাউজার আর টি-শার্ট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। হঠাতই লোকটাকে চিনতে পারলো ও। গতকাল এই লোকটাই জাকির আদনানের সাথে ছিলো, তার বন্ধু। কাল অবশ্য অন্যরকম লাগছিলো ফরমাল পোশাকে।

লোকটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইলো, "আর ইউ ওকে?"

"হ্যা," মারুফ গায়ের জামা ঝাড়তে জবাব দিলো।

"ঘটনা কি? যা শুনলাম তা কি সত্যি? জাকিরকে নাকি–" তার কথা শেষ হবার আগেই আবারো মন্ত্রি ফারুক চিৎকার করে উঠলো। "হ্যা, জাকির খুন হয়েছে এবং এই বানচোতটা ওকে খুন করেছে," সে আবারো সাদেক আর কায়সারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মারুফের দিকে এগিয়ে আসছিলো কিন্তু জাকিরের বন্ধু ওদের দুজনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলো দেয়ালের মতো। "না, আঙ্কেল, ফারুক আঙ্কেল পাগলামি করবেন না, প্লিজ।" সে ফারুকসাহেবকে ধরে সাদেকের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো তাকে ভেতরে নিয়ে যেতে। সাদেক মন্ত্রিসাহেবকে টানতে টানতে বাড়ির ভেতরের দিকে রওনা দিলো। জাকিরের বন্ধুও মারুফের দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হেসে পিছু নিলো ওদের।

মারুফ দাঁড়িয়ে রইলো একা। চারপাশে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ পড়ছে, সাংবাদিকেরা বৃষ্টির মতো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে কিন্তু কিছুই কানে ঢুকছে না ওর। যেনো কিছু বুঝতেও পারছে না। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো ও। কায়সার এসে এক হাত ধরে ওকে ভিড়ের ভেতর থেকে টেনে বার করে জিপে এসে উঠলো। কোনোমতে জিপ স্টার্ট দিয়েই ছেড়ে দিলো কায়সার।

"উফ্, বড় বাঁচা বাঁচলাম। আর কিছুক্ষণ থাকলে আর রক্ষে ছিলো না," কায়সার জিপ চালাতে চালাতে বললো।

মারুফ কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ বলে উঠলো, "কায়সার ওখানে কী হলো বলতো? তোর কি মনে হয়–"

মারুফ কথা শেষ করার আগেই কায়সারের ওয়াকিটকিতে খর-খর শব্দ হতে

BanglaBook.org

লাগলো। কায়সার ওয়াকিটকিতে কথা শেষ করে মারুফের দিকে ফিরে তাকালো। "মারুফ ভাই, বসের সাথে কথা হলো।"

"কী বললো? তোর কাছে সিগারেট আছে?"

কায়সার একহাতে স্টিয়ারিং ধরে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিতে দিতে বললো, "সদরুলস্যার নাকি তোমাকে মোবাইলে ট্রাই করে পাচ্ছেন না। তাই আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। আমাকে বললো, এক্ষুণি তোমাকে নিয়ে উনার অফিসে যেতে।" বলে একটু বিরতি দিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে আরো ঝামেলা বাড়বে।"

"হ্যা," সিগারেটে বড় একটা টান দিয়ে মারুফ জবাব দিলো। "এখন সবকিছু নির্ভর করছে স্যারের ওপর। উনি ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন তার ওপর। তবে পরিস্থিতি তো এমনিতেই আর কম খারাপ না। এরচেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে!" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

"তুমি তো কাল রাতে মীরাআপার ওখানে ছিলে। কোনোভাবে কি সেটা–" কায়সার শেষ করার আগেই মারুফ জবাব দিলো, "এমনিতেই তো পরিস্থিতি কতোটা খারাপ দেখতেই পাচ্ছিস। এখন তুই কি চাস, এর সাথে ওকে জড়িয়ে আমি ওর সংসারটাও শেষ করি?"

"কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত–"

"সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না," কায়সারকে এক কথায় থামিয়ে দিলো ও।

পরের রাস্তাটুকু দুজনেই চুপ হয়ে রইলো। পরিস্থিতির ঘনত্ব অনুভব করে কেউই কথা বললো না। একটু পরেই ওদের জিপ হেড কোয়ার্টারের গেইট দিয়ে প্রবেশ করলো ভেতরে।

জিপ থেকে নেমে দুজনেই চলে এলো ভেতরে। বেলা মাত্র নয়টা বাজতে চলেছে। এখানে প্রতিদিনের ব্যস্ততা এখনো সেভাবে শুরু হয়নি। অনেকেই মাত্র অফিসে এসেছে। অনেকের সামনেই সকালের চায়ের কাপ, পত্রিকা। শুধু সদরুল স্যারের পিএ-কে দেখা গেলো ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। ওরা ভেতরে প্রবেশ করা মাত্রই সবার দৃষ্টি ঘুরে গেলো ওদের দিকে। ওদেরকে দেখতে পেয়ে আইটি'র প্রধান আলীম পাটোয়ারী দৌড়ে এলো।

"এই মারুফ, ঘটনা কি?" এই লোকটা ওদের দুজনকেই বেশ পছন্দ করে।

কিন্তু মারুফ জবাব দেয়ার আগেই একজন সবাইকে ডেকে উঠলো। রিমোট হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে রুমের বড় এলসিডি টিভিটার সামনে। জাকির আদনান খুনের ঘটনার রিপোর্ট লাইভ দেখাচ্ছে, সবাই টিভির সামনে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো। রিপোর্টার লাইভ ক্যামেরায় সামনে বলে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জাকির আদনানের বাড়ির সামনে। আমাদের জানামতে এই বাড়িতেই কাল রাতে নিজ শোবার ঘরে জাকির আদনান বিভৎসভাবে খুন হয়েছেন। আমরা এখনো বাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাইনি কিন্তু তার মৃত্যু এবং খুন হবার ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছে একাধিক সূত্র। সম্ভাব্য খুনির ব্যাপারে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি কিন্তু একটু আগে এই বাড়ির গেটে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার বদৌলতে আমরা জানতে পেরেছি, একজন পুলিশ অফিসারকেই এই খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করা হচ্ছে। গতকাল রাতে এক ঝগড়ার সূত্র ধরে এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, জাকির আদনানের আরেকটি পরিচয়, উনি আমাদের মাননীয় হোমমিনিস্টার ফারুক আদনানের আপন ভাতিজা। একটু আগে উনি নিজ ভাতিজার মৃতদেহ দেখতে এলে এখানে ঘটে যায় আরেকটি নাটকিয় ঘটনা। এখন আপনাদেরকে একটু আগের ঘটনার ফুটেজ দেখানো হবে-'

সাথে সাথে ভিডিওতে দেখা গেলো মন্ত্রি ফারুক আদনান মারুফের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন...

সবাই অবাক হয়ে দেখছে এই দৃশ্য হঠাৎ অট্টহাসির শব্দ শোনা গেলো। মারুফ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো এরশাদ মিয়া, যার সাথে কাল মারুফের কথা কাটাকাটি হয়েছিলো সে উচ্চস্বরে হাসছে।

হাসতে হাসতেই সে বললো, "হিরো! পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হিরো," মারুফের দিকে দেখালো, "এই তার পরিণতি! হিরো এখন খুনের আসামি।"

কায়সার রীতিমতো তার দিলে তেড়ে গেলো, "স্যার, মুখ সামলে কথা বলুন।"

"এই ছোকরা, তুমি মুখ সামলে কথা বলো," দুজনেই দুজনার মখোমুখি, হঠাৎ ভারি গলার ধমকে থেমে গেলো তারা।

"কী শুরু করেছো তোমরা। থামো!" সদরুলসাহেব তার রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। "একদম চুপ সবাই। মারুফ আর কায়সার তোমরা দুজন আমার রুমে এসো," বলে উনি ভেতরে চলে গেলেন।

মারুফ আলীম পাটেয়ারীর দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গি করে ফুঁসতে থাকা এরশাদ মিয়ার সামনে থেকে কায়সারকে টেনে সরিয়ে সদরুলসাহেবের রুমের দিকে রওনা দিলো।

ওরা রুমের ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলো সদরুলসাহেব ফোনে কথা বলছেন। সম্ভবত ওপরের লেভেলের কারো সাথে কথা হচ্ছে। কারণ প্রতিটা বাক্যের শুরুতে এবং শেষে উনি দুবার করে 'স্যার' বলছেন। কথার ধরণ শুনে মারুফ অনুমান করলো সম্ভবত কথা হচ্ছে ওর ব্যাপারেই। কথা শেষ করে ফোনটা একবার ডায়ালে রেখে উনি আবারো সেটা তুলে নিলেন। ফোনে আলীম পাটোয়ারীকে ডাকলেন।

BanglaBook.org

ফোন ডায়ালে নামিয়ে রেখে ওদের দুজনার দিকে ফিরে তাকালেন। তার দুই চোখ টকটকে লাল। দেখেই বোঝায় যায় তাকে কাঁচাঁ ঘুম থেকে উঠে আসতে হয়েছে। "মারুফ, ঘটনা কি বলো?"

"স্যার, আমি কিছুই জানি না এসবের। বিশ্বাস করুন আজ সকালে সুইমিং করছিলাম এমন সময় কায়সার ওখানে যায়। ওর কাছ থেকে আমি জানতে পারি জাকির আদনান খুন হয়েছে।"

"কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?"

"স্যার, আমি বাসায়ই ছিলাম।"

"মারুফ, আমার কাছে মিথ্যে বলবে না। এমনিতেই তুমি অনেক বিপদের মধ্যে আছো, বিপদ আর বাড়িয়ো না। আমি খবর নিয়ে জেনেছি তুমি কাল রাতে বাসায় ছিলে না। "

"স্যার, আপনার কি মনে হয় আমি জাকির আদনানকে খুন করেছি?"

সদরুলসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। "শোনো মারুফ। বিষয়টা আমি কী মনে করি তার ওপর আর সীমাবদ্ধ নেই। দেশের একজন স্বনামধন্য লোকের সাথে তোমার কাল রাতে ঝগড়া হলো। সবার সামনে তাকে তুমি থ্রেট দিলে। পরের দিন সকালে নিজ বাসভবনে তার রক্তাক্ত খুন হওয়া মৃতদেহ আবিষ্কার হলো। তুমি আমাকে বলো, আমার জায়গায় তুমি থাকলে নিজে কী ভাবতে?"

মারুফ চুপ করে আছে। ওর কাছে কোনো উত্তর নেই।

"স্যার, এখানে আমার একটা কথা বলার আছে," পাশ থেকে কায়সার বলে উঠলো। "ব্যাপারটা এরকমও তো হতে পারে, যদিও এখনো বিস্তারিত জানি না, কিন্তু জাকির আদনান খুব একটা সুবিধার লোক ছিলো না। তার শত্রুর শেষ নেই। মারুফ স্যারের সাথে তার ঝগড়ার ব্যাপারটা সবার সামনেই ঘটেছে, হয়তো কেউ প্রটার সুযোগ নিয়েছে। হয়তো কেউ–"

"জি, স্যার, এই ব্যাপারটা আমাদের ভেবে দেখা উচিত," আলীম পাটোয়ারী কায়সারকে সমর্থন দিলো।

"হ্যা, কিন্তু সেটা ভাবার মতো পরিস্থিতি কি তুমি রেখেছো? এমনিতেই এই জাকির আদনান ছিলো মিডিয়ার লোক। তার খুনের ব্যাপারে মিডিয়ার উৎপাতের সীমা থাকবে না, তার ওপর এ-ধরণের বিভৎস খুন। তা-ও ব্যাপার ছিলো না কিন্তু মিডিয়ার সামনে ওভাবে হোমমিনিস্টারের সাথে মারামারি...মারুফ তোমার কোনো ধারণাই নেই কী হতে পারে। পুরো দেশ, সব রাজনৈতিক সংগঠন আর মিডিয়া আমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।"

"স্যার, ওই ঘটনায় আমার কোনো দোষই নেই। উনি ওভাবে–"

BanglaBook.org

"দোষ-গুনের কথা এখানে হচ্ছে না। কথা হলো–"

সদরুলসাহেব কথা শেষ করার আগেই বাইরে শোরগোল শোনা গেলো। তার রুমের দরজা খুলে গেলো ধাম করে। হোমমিনিস্টার ফারুক আদনান তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে সদরুল সাহেবের রুমে প্রবেশ করলেন বীরদর্পে। তার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে এরশাদ মিয়া।

সদরুলসাহেব দাঁড়িয়ে তাকে সালাম দিয়ে বসতে বললেন।

"আমি বসতে আসিনি। আমার ভাতিজা এরকম বিভৎসভাবে খুন হয়েছে আর আপনি তার খুনির সাথে বসে গল্প করছেন!"

"স্যার, আমি ব্যাপারটা দেখছি–"

"রাখেন আপনার দেখাদেখি। এই লোকটা, কাল রাতে গায়ে পড়ে আমার ভাতিজার সাথে ঝগড়া করেছে, সবার সামনে তাকে থ্রেট দিয়েছে। দেয়নি, বলেন আপনি? আপনিও তো ওখানে ছিলেন। কাল রাতেই জাকির আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলো ব্যাপারটা। আর আজ সকালে তার খুন হওয়া মৃতদেহ পাওয়া গেলো। তাহলে আমাকে বলেন, এখনো কেন আপনি এই লোকটাকে অ্যারেস্ট করছেন না? আমি হোমমিনিস্টারের হয়ে যদি নিজের আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তা দিতে না পারি তবে দেশের লোকজনেরটা পারবো কী করে! বলেন আমাকে?"

"মারুফ, কায়সার, আলীম, তোমরা বাইরে যাও, আমি স্যারের সাথে কথা বলে তোমাদেরকে ডাকবো," সদরুলসাহেব ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

ওরা বাইরে বেরিয়ে আসার দশ মিনিট পর হোম মিনিস্টার বেরিয়ে চলে গেলেন। ভেতর থেকে ডাক এলো একটু পরেই। ওরা রুমের ভেতরে প্রবেশ করতে আবারো দেখতে পেলো উনি ফোনে কথা বলছেন।

কথা শেষ করে উনি মারুফের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মারুফ, কিছু করার নেই, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। হোমমিনিস্টার পাগল হয়ে গেছেন। মিডিয়া পাগল হয়ে গেছে। সবাই শুধু একজন আসামি চায়। আর ওদের সবার চোখে তুমিই একমাত্র সম্ভাব্য আসামি। এখন বলো আমি কী করবো? তোমাকে সাসপেন্ড করা ছাড়া–"

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই কায়সার বলে উঠলো, "স্যার, আমাকে একটু সময় দিন। আমি প্রমাণ করতে পারবো মারুফ স্যার নির্দোষ। প্লিজ, আমি বুঝতে পারছি পরিস্থিতি কিন্তু এইটুক আপনি পারবেন। প্লিজ স্যার, একটু সময় দিন। এর ভেতরে আমি প্রমাণ করে দেবো মারুফ স্যার নির্দোষ।"

মারুফ নিশ্চুপ, কায়সারের মরিয়া ভাব দেখে সদরুলসাহেব একটু দ্বিধান্বিত। "ঠিক আছে, আমি আইজিস্যারের সাথে কথা বলে দেখি," বলে উনি ফোন তুলে নিলেন। টানা প্রায় ছয় সাত মিনিট কথা বলে ফোন রাখলেন।

BanglaBook.org

"মারুফ, আমি সরি- "

এই পর্যন্ত বলতেই মারুফ বলে উঠলো, "কিন্তু স্যার–" সদরুলসাহেব একটা আঙুল তুললেন। "আমি কথা শেষ করিনি। আইজিস্যার বললেন আপাতত সবাইকে ঠান্ডা করতে হলে কিছু একটা করতেই হবে। তোমাকে সাসপেন্ড করতেই হবে। তবে সাসপেন্ড এবং অ্যারেস্ট করার আগে আমি তোমাকে ফোরটি এইট আওয়ার্স টাইম দিবো, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে। এই সময়ের ভেতরে তুমি যদি আসল খুনিকে প্রমাণসহ ধরতে পারো তবে তোমার কিছুই হবে না। কেউ যাতে তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে না পারে সেটা আমি দেখবো। আর যদি সেটা না পারো তবে..."

উনি কথাটা শেষ না করে একটু বিরতি নিলেন। তারপর আবারো শুরু করলেন, "তোমার হাতে ফোরটি এইট আওয়ার্স আছে," বলে সদরুলসাহেব আবারো একটু থেমে বললেন, "ফোরটি এইট আওয়ার্স মারুফ, এই ফোরটি এইট আওয়ার্স এর ওপরে নির্ভর করছে তোমার জীবন, ক্যারিয়ার এবং ভবিষ্যত।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৪

আটচল্লিশ ঘন্টা...

মারুফ অসহায়ের মতো সদরুল সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলো। "স্যার...মাত্র দুইদিনে কী করে–"

ওর মুখের কথা কেড়ে নিলো কায়সার, "স্যার, আপনি তো জানেন এইসব মার্ডার কেসে অনেক ধরণের ব্যাপার থাকে। মাসের পর মাস কেটে যায় এইসব কেসে। অনেক কেস আছে বছর পার হয়ে গেছে এখনো কিছুই হয়নি। এরকম একটা কেস মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায়...অসম্ভব!"

"তার ওপর মারুফকে কাজ করতে হবে..." আলীম পাটোয়ারী যোগ করলো।

পাটোয়ারীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলে উঠলেন, "আমি দুঃখিত কিছুই করার নেই। পুরো ব্যাপারটার কিছুই আমার হাতে নেই। ওর জন্যে এই দু-দিন সময় আদায় করতে আমার জীবন বের হয়ে গেছে। এজন্যে আমাকে আরো কতো জবাবদিহি করতে হবে কে জানে। মিডিয়া, ওপরওয়ালা সবাই চায় এই মুহূর্তেই ওকে সাসপেন্ড করে অ্যারেস্ট করতে," বলে উনি থামলেন। "ঠিক আছে মাই বয়। তুমি," বলে উনি কায়সারকে দেখালেন, "তোমাকে আমি এই কেসের অফিসিয়াল দায়িত্ব দিচ্ছি। আর তুমি," আলীম পাটোয়ারীকে বললেন, "তুমি ওদেরকে সব ধরণের সাপোর্ট দেবে। আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে আমাকে জাকির আদনানের খুনি এনে দেবে, অবশ্যই প্রমাণসহ। যদি সেটা করতে পারো তবে তোমাকে যাতে কেউ ছুঁতে না পারে আমি দেখবো। এখন আমার ঘড়িতে বাজে প্রায় সকাল নয়টা। এখন থেকে ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টা। পরশুদিন সকাল নয়টার ভেতরে এই কেস আমি সমাধান হওয়া চাই। তা না-হলে আমি মারুফকে সাসপেন্ড করে অ্যারেস্ট করার আদেশ দেবো। এখন তোমরা আমার রুম থেকে বেরিয়ে কাজে নামো, যাও।"

* * *

বাইরে এসে সদরুল সাহেবের রুমের দরজাটা ধাম করে বন্ধ করে কায়সার চরম অসন্তোষের সাথে মাথা নাড়লো। "এটা একটা কথা! এ-কোন বিচার! দু-দিন, আটচল্লিশ ঘন্টায় কিভাবে এই কেস সল্‌ভ করা সম্ভব?"

BanglaBook.org

"কিছু বলে লাভ নেই? যেভাবেই হোক কিছু একটা করতে হবে," মারুফ ওদের দুজনার দিকে তাকিয়ে বললো।

"আপনেও মিয়া! কেমনে ফাঁসলেন এই আজগুবি ব্যাপারে। অহন জীবন লইয়া টানাটানি," টেনশনের চোটে আলীম পাটোয়ারীর মুখ দিয়ে খাস বাংলা বেরিয়ে এসেছে। সে এরকমই, বেশিরভাগ সময়ে খাস বাংলা এবং আঞ্চলিক টানে কথা বলে। আবার কাজের সময় সিরিয়াস হয়ে গেলে শুদ্ধ ভাষা। এই মুহূর্তে নিজের চুল মুঠি করে ধরে কিছু একটা ভেবে বের করার চেষ্টা করছে সে। "এখন..." পাটোয়ারী কথা শুরু করার আগেই মারুফ তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

"এখানে না, চলেন, আগে রুমে যাই," ওরা সদরুলসাহেবের রুমের ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো। অফিসের সবাই ওদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। আবারো একটা 'শো' হবার আগেই মারুফ তাকে টেনে নিয়ে চললো রুমের দিকে।

আলীম পাটোয়ারীর রুমের ভেতরে চলে এলো তিনজন। ওরা ভেতরে ঢুকতেই কায়সার পেছনে লাগিয়ে দিলো দরজাটা। পাটোয়ারী আবারো তড়-বড় করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো মারুফের ফোনটা বাজতে লাগলো। সে পকেট থেকে ফোনটা বের করে কলারের নামটা একবার দেখে নিয়ে কলটা কেটে দিয়ে আলীম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভাই, এখন এসব নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। কাজে নামতে হবে।"

"কামে তো নামুম কিন্তু কোন-হান থাইক্কা হেইডাইতো বুঝবার পরতাছি না," আবারো নিজের চুল মুঠি করে ধরে টানছে সে।

"আমি বলে দিচ্ছি। প্রথমেই এই জাকির আদনানে ব্যাপারে আমাদেরকে সব জানতে হবে। তার পারিবারিক ইতিহাস, পরিবারের জীবিত এবং মৃত, সবার লিস্ট। তার ফোনের কল লিস্ট। কাজের ক্ষেত্র, বন্ধুবান্ধব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার শত্রুদের তালিকা। তার ব্যাপারে যতোটুকু শুনেছিলাম সবখানে সে ঝামেলা পাকাতো। তাহলে অবশ্যই এই লোকের শত্রুর সংখ্যা হবে অনেক। তাদের ব্যাপারেও বিস্তারিত জানতে হবে। বিশেষ করে ইদানিং তার সাথে কারো বড় ধরনের গন্ডগোল হয়েছে কিনা। আমি সব জানতে চাই। বুঝেছেন?"

পাটোয়ারী চুল মুঠি করে ধরে মাথা ঝাঁকালো। "তার ব্যাপারে বিস্তারিত রেকর্ড থাকার কথা ডটাবেইজে। আমি দেখছি," তার ভাষা আবারো শুদ্ধ হয়ে গেছে।

"ভেরি গুড," বলে মারুফ কায়সারের দিকে ফিরে বললো, "কায়সার, তুই আমার সাথে আয়, কথা আছে। আলীমভাই আপনি কাজ শুরু করে দিন," শেষ কথাটা সে পাটোয়ারীকে বলে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। ওর সাথে সাথে বেরুলো কায়সার।

BanglaBook.org

করিডোর ধরে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মারুফ মোবাইল বের করে একটু আগে কল আসা নম্বরে কল ব্যাক করলো। একবার রিং হবার আগেই ফোনটা রিসিভ হয়ে গেলো। তারমানে কলার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো কলটির জন্যে।

কলটা রিসিভ হওয়া মাত্রই ওপাশ থেকে কেউ একজন চরম উৎকণ্ঠার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। "...মারুফ এসব কি দেখছি টিভিতে?...তুমি এখন কোথায়?...এসব.. কিভাবে?" অতিরিক্ত উৎকণ্ঠার চোটে কলার ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না।

"আস্তে, মীরা আমি ভালো আছি। এসব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমার নম্বরে আর কল করো না, ঝামেলা হতে পারে। আমি তোমাকে পরে..." মারুফের পাশ থেকে কায়সার ইশারা করলো ফোনটা তাকে দিতে। "আমার সাথে কায়সার আছে, ও কথা বলতে চাইছে তোমার সাথে..." মীরাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কায়সারের দিকে ফোনটা এগিয়ে দিলো।

"হ্যালো, হ্যা..." কায়সার ফোনটা নিয়ে করিডোর ধরে একটু এগিয়ে গেলো। কায়সার ফোনে কথা বলছে, মারুফ অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই ফিরে এসে ফোনটা মারুফের হাতে দিতে দিতে বললো, "মীরা আপা তোমাকে নিয়ে খুব টেনশনে আছে। "

"সেটাই স্বাভাবিক। পরিস্থিতি তো দুঃশ্চিন্তা করার মতোই। আচ্ছা, একটা কথা," বলে ও কায়সারের চোখের দিকে তাকালো গভীরভাবে। "তুই মীরার সাথে কথা বলে শিওর হলি তাই না?"

"মানে?"

"মানে, তুই ওর সাথে কথা বলে নিশ্চিত হতে চাইছিস আমি সত্যিই কাল রাতে ওর সাথে ছিলাম কিনা!" মারুফ এখনো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

"মারুফ ভাই, তোমার কি মাথা খারাপ নাকি? আমি জাস্ট..."

কায়সারকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে মারুফ বলে উঠলো, "কায়সার, আমাকে একটা কথা বলতো, তোর কি মনে হয় জাকির আদনানকে আমি খুন করেছি?"

কায়সারের এক মুহূর্ত লাগলো কথাটার অর্থ অনুধাবন করতে। অর্থটা বোঝার সাথে সাথে কায়সার কলার ধরে দেয়ালে চেপে ধরলো মারুফকে। "তোমার মাথাটা গেছে," চিবিয়ে চিবিয়ে বললো সে। "শোনো, আমি দুনিয়ার সবকিছু অবিশ্বাস করতে পারি কিন্তু তোমাকে না," কায়সারের চোখদুটো লাল হয়ে গেছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

"তুই শিওর হচ্ছিস কিভাবে, কায়সার?" মারুফ কলার থেকে কায়সারের হাতদুটো সরিয়ে দিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলো।

BanglaBook.org

"আমার শিওর হবার দরকার নেই, ভাই। আজ দশ বছরের বেশি আমি তোমাকে চিনি। দিন-রাত, ভালো-মন্দ কতো সময় আমরা একসাথে পার করেছি। আমি জানি, একাজ তোমার দ্বারা সম্ভব না। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি তুমি খুন করোনি এবং আমি সেটা প্রমাণ করে ছাড়বো। দরকার হলে এই আটচল্লিশ ঘন্টায় আমি ঢাকা শহর ওলট-পালট করে ফেলবো। কিন্তু আমি প্রমাণ করে ছাড়বো তুমি খুন করোনি, তোমাকে ফাঁসানো হয়েছে," কায়সারের গলায় ছোট বাচ্চাদের মতো জেদ।

মারুফ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। কায়সারের অপর কাঁধে আরেকটা হাত তুলে দিয়ে জোরে ঝাঁকি দিলো একবার। মৃদু হেসে বললো, "আমরা দুজন একসাথে কাজ করলে সেটা সম্ভব হবে। আমি ওয়াশ-রুমে যাচ্ছি। তুই আলীমভাইয়ের রুমে যা। আমি আসছি।

কায়সার ওর দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো। ও চলে যাবার সময়ে মারুফ দেখতে পেলো ছেলেটার চোখে পানি।

কায়সার চলে যেতেই মারুফ ওয়াশ রুমের দিকে রওনা দিলো। অফিসারদের জন্যে নির্দিষ্ট ওয়াশ-রুমে ঢুকে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো দরজাটা। বেসিনের সামনে এসে একরাশ পানি ছিটালো চোখেমুখে। বেসিনের ওপর দু-হাত রেখে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। একবার মনে হলো বমি করে ফেলবে, বড় বড় দম নিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে লাগলো। হাতে পানি নিয়ে চুলে ঘাড়ে ছিটিয়ে দিলো। আবারো এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো টলে পড়ে যাবে। চোখ বন্ধ করে বড় বড় দম নিলো টানা কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো। আরেকটু ধাতস্থ হবার পর পকেট থেকে কেস বের করে সিগারেট ধরালো একটা। একমনে টানতে লাগলো সিগারেটটা। কে যেন বাইরে থেকে ওয়াশরুমের দরজা ধাক্কা দিলো কয়েকবার। মারুফ কেয়ার না করে সিগারেট টানতে লাগলো। পুরো পরিস্থিতিটা ও মাথার নেয়ার চেষ্টা করছে। বোঝার চেষ্টা করছে সত্যিকার অর্থে কী ধরণের বিপদে পড়েছে এবং এ থেকে বেরুবার পথ কি। কিন্তু পরিস্থিতি এতোটাই ঘোলাটে কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না আসলে এই মুহূর্তে কী করা উচিত। সবদিক থেকেই ও ফেঁসে গেছে, এই বিপদ কাটানোর যে-পথ আছে সেটা ব্যবহার করার কোনোই উপায় নেই। ওর একমাত্র অ্যালিবাই মীরা। কিন্তু কোনোভাবেই ওকে সামনে আনা সম্ভব না। তারমানে, একটাই রাস্তা যেভাবেই হোক আসল খুনিকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু সেটা এই আটচল্লিশ ঘন্টায় কিভাবে সম্ভব বুঝে উঠতে পারছে না। একটাই ভরসা, কায়সার আছে ওর সাথে, সেইসাথে আলীমভাইয়ের কাছ থেকে সব ধরণের সহায়তা পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

ওর মোবাইলটা বাজতে লাগলো। পকেট থেকে বের করে দেখলো পাটোয়ারীর কল। তারমানে ওকে আশেপাশে খুঁজে না পেয়ে মোবাইলে কল করেছে। প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরুতেই দেখতে পেলো কায়সার এগিয়ে আসছে।

"আরে, তুমি কই ছিলে? আমি কতোক্ষণ ধরে খুঁজতেছি তোমারে," বলে ও মারুফের কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো কতোখানি চাপের মধ্যে আছে। "ভাই, তুমি ঠিক আছো?"

"হুম," ছোট্ট করে জবাব দিয়ে রুমাল বের করে ভেজা হাত মুখ মুছতে লাগলো মারুফ।

"আলীমভাই তোমাকে খুঁজছে, চলো।"

"হুমম, চল।" দুজনেই রওনা দিলো ওদিকে।

পাটোয়ারীর রুমে ঢুকেই দেখতে পেলো তার রুমের বড় স্ক্রিনটা ওপেন করা। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাধারণত ওটা ওপেন করা হয় না। এই স্ক্রিনটার সাথে মূল ডাটাবেইজের সরাসরি কনেকশন আছে।

ওদেরকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাই। রুমে পাটোয়ারী ছাড়াও টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিমের আরো দুজন আছে।

"তোমরা দুজন চেয়ার টেনে বসে পড়," ওদেরকে বসতে বলে সে টেকনিক্যাল টিমের একজনের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো, "তোমরা রেডি?"

"জি, স্যার। সব আপনার নির্দেশমতো সাজানো আছে। এই যে স্যার রিমোট," বলে ছেলেটা তার হাতে লেজারের মতো দেখতে একটা ছোট্ট রিমোট ধরিয়ে দিলো। মারুফ খেয়াল করে দেখলো ছেলেটা একদম ধবধবে ফর্সা। অতিরিক্ত ফর্সা এবং মুখে দাড়ি গোঁফের স্বল্পতার কারণে তার চেহারায় একটা মেয়েলি ভাব।

"ধন্যবাদ, রাসেল," ছেলেটাকে বলে সে ওদের দিকে ফিরে বললো, "তোমাদের লাক ভালো এবং সেই সাথে আমারও।"

"হ্যা, ভালো লাকের নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছি," কায়সার বিড়বিড় করে বললো।

"কি বললে, কায়সার?" পাটোয়ারী কথাটা শুনতে পায়নি।

"না কিছু না, আপনি বলুন।"

"গুড," কেন গুড বললো সে, কে জানে। "যা বলছিলাম। লাক ভালো, কারণ এই জাকির আদনানের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে বেশি কষ্ট হয়নি, তেমন একটা সময়ও লাগেনি। তার ব্যাপারে বিস্তারিত একটা ফাইল ডিবির ডাটাবেইজে ইতিমধ্যেই ছিলো। এখন আমরা এটাই বিশ্লেষণ করবো," বলে রিমোটের বাটনে চাপ দিলো।

BanglaBook.org

সাথে সাথে বড় স্ক্রিনে ফুটে উঠলো একটা ছবি। জাকির আদনানের বড় একটা ছবি। সে ফোনে কথা বলছে। "পুরো নাম জাকির ওয়ালিদ আদনান, ওরফে জাকির আদনান। আমাদের দেশের প্রখ্যাত ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক 'আদনান' পরিবারের এই মুহূর্তের সর্বকনিষ্ঠ এবং বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে উশৃঙ্খল বংশধর।"

"হ্যা, তার তো অনেক সুনাম। আচ্ছা এই লোকই রেড মাল্টিমিডিয়ার মালিক না?" আবারো কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটলো কায়সার।

"উশৃঙ্খল মানে?" মারুফ জানতে চাইলো।

"এভাবে কথার মাঝখানে কথা বললে আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবো?" আলীম পাটোয়ারী একটু রেগে উঠলো। "আগে সবটা শোনো, পরে প্রশ্ন করো। হ্যা, যা বলছিলাম। আগে তার পরিবারের ব্যাপারে বলে নেই, তারপর জাকিরের ব্যাপারে বলবো। আদনান পরিবার, বাংলাদেশের পুরনো ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক পরিবারগুলোর একটি। জাকিরের বাবা ওয়ালিদ আদনান ছিলেন বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার অন্যতম কর্ণাধারদের একজন। ওয়ালিদ আদনান এবং ফারুক আদনান দুই ভাই। ফারুক আদনানকে তো সবাই চেনো, আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার। যার সাথে তোমার আজ সকালে মোলাকাত হয়েছিলো," শেষ কথাটা উনি বললেন মারুফের দিকে তাকিয়ে।

কথাটা শুনে মারুফের মুখ একটু বিকৃত হয়ে উঠলো। মনে হয় সকালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়াতেই মুখটা বাঁকা হয়ে উঠলো ওর।

"আদনানরা দুই ভাইয়ের ভেতরে ওয়ালিদ ছিলো পাকা ব্যবসায়ি এবং অন্যদিকে ফারুক ছিলো ঝানু রাজনীতিবিদ। এর ভেতরে ফারুক আদনান কখনোই বিয়ে করেননি। কথিত আছে অল্প বয়সে একজনের সাথে প্রেম ছিলো। সেই মেয়েটি কোনো কারণে মারা যাবার পর সারাজীবন রাজনীতি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্তান মানুষটির কাছে জাকির ছিলো তার ছেলের মতো। অন্যদিকে ওয়ালিদ আদনানের তিন সন্তান। দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় মেয়ে গত বিশ বছর যাবৎ দেশের বাইরে আছে। বড় ছেলে হাবিব ওয়ালিদ আদনান বাপের ব্যবসার হাল ধরেছে। সর্বশেষ সন্তান জাকির আদনান। জাকির আদনান ছোট থাকতেই তার মা মারা যায়। বিপত্নীক ওয়ালিদ আদনান সবসময়ই নিজের এই ছোট সন্তানের প্রতি বিরূপ ছিলেন। হয়তোবা অকালে স্ত্রীর মৃত্যুও এর পেছনে একটি কারণ। ছোটবেলা থেকেই জাকির ছিলো বেআদব এবং উশৃঙ্খল প্রকৃতির। বাবার অবহেলা তাকে আরো উশৃঙ্খল করে তোলে। বাবার সাথে তার সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিলো না। অন্যদিকে সত্যিকার অর্থে তাকে পিতৃস্নেহ করতো তার চাচা ফারুক আদনান। নিঃসন্তান ফারুক আদনান তাকে আক্ষরিক অর্থেই নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। জাকির তার অনার্স

BanglaBook.org

করার সময়ে শিক্ষককে মেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়। এরপর তার আর পড়াশোনা হয়নি। কয়েকবছর টানা সে শুধু জুয়া খেলেছে, মদ খেয়েছে আর মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করেছে। ও, আরেকটা শখ ছিলো তার। গাড়ির রেসিং করা। বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে দিনে-দুপুরে এবং মাঝে মাঝে রাতেও সে প্রায়ই তুমুল বেগে গাড়ি চালাতো। এই নিয়েও ঝামেলা কম হয়নি। তারপর ২০০৩ সালের দিকে গুলশানে, রাতের বেলা মাতাল অবস্থায় সে গাড়ি চালাতে গিয়ে ফুটপাতে কয়েকজন ছিন্নমূল মানুষকে চাপা দেয়। অন-স্পটে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর তার গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ ড্রাগস সেইসাথে গাড়িতে কয়েকজন পতিতাও ছিলো। সেই সময়ে ঘটনাটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে।"

"অত্যন্ত গুনী ছেলে," কায়সার বললো।

"আসলেও তাই। এই ঘটনার পর বাপ তার থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে তার কনিষ্ঠ সন্তানের কোনোরকম দায়ভার নিতে অস্বীকার করে। এইসময় তার চাচা এগিয়ে আসে। উনি তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাকে জেল থেকে বের করে আনেন এবং দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেন।"

"যা হয় আরকি আমাদের দেশে," কথাটা বলে আফসোসের সাথে মাথা নাড়লো কায়সার।

"জেল থেকে বেরিয়ে দেশের বাইরে যাবার আগে জাকির আদনান তার বাপের সাথে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তখনই সে তার নাম থেকে ওয়ালিদ অংশটি বাদ দেয়।"

"এটা ২০০৩ সালের কাহিনী। এরপর সে দেশে ব্যাক করে কখন?" মারুফ জানতে চাইলো।

"চার বছর আগে।"

"মানে, ২০১১ সালে?"

"২০১১ সালের একদম শেষ দিকে। তার বাবা মারা যাবার পর," বলে সে রিমোট টিপে পটাপট কয়েকটা ছবি দেখালো। "এগুলো ওয়ালিদ আদনানের কূলখানির ছবি।"

"এখানে তো জাকির আদনানকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।"

"না, সে বাবার মৃত্যুর খবর শুনে দেশে আসে কিন্তু বাবার জানাযা কিংবা কূলখানিতে যায়নি। বাবার দাফন হয়ে যাবার পর তাদের পারিবারিক উকিল ওয়ালিদ আদনানের উইল পড়ে শোনান। ওয়ালিদসাহেব তার সম্পদের বেশিরভাগই তার বড় ছেলে এবং মেয়েকে দিয়ে যান। খুব কম পরিমাণ সম্পদই উনি ছোটো ছেলেকে দিয়ে গেছেন। উইল পড়ে শোনানোর সাথে সাথে ওখানেই জাকির আদনান প্রচন্ড হিংস্র

BanglaBook.org

আচরণ শুরু করে। সে চিৎকার করে বলে তাকে পরিকল্পনা করে ঠকানো হয়েছে, সে সব দোষ চাপায় তার বড় ভাইয়ের ওপরে, যদিও আসলে তার কোনো দোষই ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে তার বাপই তাকে দেখতে পারতো না, সে-ই তাকে কিছু দিয়ে যায়নি। মায়ের দিককার সম্পদ এবং বাপের রেখে যাওয়া কিছু সম্পদ সে পায়। সেটাও নেহায়েত কম ছিলো না। কিন্তু সে পরদিনই ভাই এবং প্রবাসী বোনকে আসামি করে মামলা করে দেয়। বাকি সম্পদ দিয়ে সে-ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করে রাজনীতিবিদ চাচার পূর্ণাঙ্গ সহায়তা পাবার কারণে খুব দ্রুতই প্রফিট করতে থাকে। অন্যদিকে আদালতে মামলাও চলতে থাকে।"

"এই মামলারই তো রায় হলো কিছুদিন আগে," কায়সার আনমনে বলে উঠলো।

"কায়সার তুমি খুব বিরক্তিকর, কথার মজা নষ্ট করে দাও," আলীমসাহেব ধমকে ওঠাতে কায়সার আত্মসমর্থনের ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে ইশারায় বললো আর কথা বলবে না। "রিয়েল এস্টেটে ভালো করতে থাকার সাথে সাথে কিছুদিন পরেই সে মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়। সে এবং তার এক বন্ধু সাইফুল সাফি মিলে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল মিডিয়া হাউজ প্রতিষ্ঠা করে ২০১২ সালে। "

"রেড মাল্টিমিডিয়া?" মারুফ প্রশ্নের সুরে জানতে চাইলো।

"ইয়েস, রেড মাল্টিমিডিয়া," রেড মাল্টিমিডিয়ার লোগো, অফিসের ছবি এবং জাকিরের বন্ধু সাইফুল সাফির ছবি দেখালো সে।

"এই লোকই গতকাল জাকিরের সাথে ছিলো, একেই আজ সকালে আমি দেখেছি," সাইফুল সাফির ছবিটা দেখিয়ে মারুফ বললো। "মন্ত্রি ফারুক আদনানকে আঙ্কেল বলে ডাকছিলো।"

"হ্যা, এটাই সাইফুল সাফি। তো, রেড মাল্টিমিডিয়া প্রতিষ্ঠা করার পর জাকির আর সাফি খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না। তাদের হাতে বাজেট ছিলো, টেকনোলজি ছিলো কিন্তু মিডিয়া কানেকশন তেমন একটা ছিলো না। এই সময়ে জাকিরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে অভিনেত্রি রুনা মোস্তফার। রুনা মোস্তফার সাথে সম্পর্কের তিন মাসের মাথায় নিজের চেয়ে বয়সে প্রায় দশ বছরের বড় রুনা মোস্তফাকে বিয়ে করে ফেলে সে। বছর দুই আগে তাদের বিয়ে মিডিয়া পাড়ার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিলো, মাস সাতেক আগে তাদের ডিভোর্সও ছিলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।"

"হ্যা, ডিভোর্সের খবরটা পত্রিকায় পড়েছিলাম। খুব বাজেভাবে দুজনে আলাদা হয়েছে।"

"সত্যিকার অর্থে রুনা মোস্তফাকে জাকির বিয়ে করেছিলো তার মিডিয়া

BanglaBook.org

কানেকশন বাড়ানোর জন্যে এবং সেটা হয়েছিলোও। রুনা মোস্তফাকে বিয়ে করার কিছুদিনের ভেতরে রেড মাল্টিমিডিয়া তর তর করে ওপরে উঠতে থাকে। তারাই দেশে প্রথম একদম নতুন নায়ক-নায়িকা নিয়ে, রেড ক্যামেরা ব্যবহার করে সিনোমা বানায়। বিগ বাজেট, নতুন প্রযুক্তি, ভালো মিডিয়া কানেকশন এবং নতুন নায়ক-নায়িকা দেখতে মানুষ হলগুলোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদিনের ভেতরেই রেড মাল্টিমিডিয়া হয়ে ওঠে দেশের সিনেমা জগতে এক নম্বর প্রোডাকশন হাউজ । তবে নামের সাথে সাথে রেড মাল্টিমিডিয়ার বদনামও কম না। ওদের নায়িকা নিয়ে স্ক্যান্ডাল থেকে শুরু করে হেন কোন বিষয় নেই যেটাতে বদনাম নেই। তবে সমস্ত বদনামের ভেতরে প্রায় আটানব্বই ভাগ বদনামই হলো জাকির আদনানের নিজের। বিশেষ করে সিনেমা জগতে নিজেদের আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে সে যে কতো মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ”

“এই মোটামুটি তার ইতিহাস। এক কথায় জাকির আদনান নিজের কাজের ক্ষেত্রে খুবই সফল। বিশেষ করে বাপের সম্পদ খুব বেশি না পেয়েও যেভাবে সে উঠে দাঁড়িয়েছে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। অন্যদিকে চরম উশৃঙ্খল, বেপরোয়া এবং বেআদব একটা লোক। গত কিছুদিন যাবৎ সে খুব সুখে ছিলো, আবার কিছু ঝামেলাও পোহাচ্ছিলো।”

“কি-রকম?”

“প্রথমত তার পারিবারিক ব্যাপার। আজ থেকে দেড়-দুমাস আগে তাদের সেই পারিবারিক মামলার রায় হয়। এতে আদালত জাকির আদনানের পক্ষে রায় দেয়। এমনকি জাকিরের বাপের আদি বসবাসের স্থান, যেখানে হাবিব আদনান তার পরিবার নিয়ে থাকতো সেটার দখলও জাকিরকে দিয়ে দেয়া হয়, এই বাসাটাতেই জাকির খুন হয়েছে। আদালতের রায় এবং বাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে জাকিরের বড়ভাই খুবই ক্ষিপ্ত হন, শান্ত-শিষ্ট মানুষটা নাকি আদালত প্রাঙ্গনেই সবার সামনে চেঁচিয়ে তাকে থ্রেট দেন, উনি জাকিরকে দেখে নেবেন। জাকির নাকি উল্টো তাকে মারতে যায়। এই ব্যাপারটা নিয়ে মন্ত্রিসাহেবের সাথেও জাকিরের কথা কাটাকাটি হয় এবং মন্ত্রিসাহেব কিছুদিন তার প্রিয় ভাতিজার সাথে কথা বলেননি। অন্যদিকে রুনা মোস্তফা, তার সাথে অনেক ঝামেলা করে সাত মাস আগে জাকিরের ডিভোর্স হয়েছে, ডিভোর্স হবার প্রায় সাথে সাথে নিজের দাবি-দাওয়া নিয়ে রুনা মোস্তফা আদালতে মামলা করে দেয়। সেইসাথে মহিলা আরেকটি মামলা করে, জাকির নাকি তার ওপর শারীরিক অত্যাচার করেছে। সেই মামলা দুটোতেও জাকিরই এগিয়ে আছে এবং যেকোনো সময় সে তো বেকসুর খালাস পাবেই উল্টো নাকি রুনা ম্যাডাম ফেঁসে যেতে পারে ব'লে শোনা যাচ্ছে। তোমরাই বল, এই দেশে হোম মিনিস্টারের আপন ভাতিজার

BanglaBook.org

সাথে লেগে কে পার পাবে, ডিভোর্সের পর রুনা মোস্তফা নাকি একটা অন-লাইন পত্রিকার ইন্টারভিউতে বলেছিলো সে জাকিরকে এতো সহজে ছেড়ে দেবে না। এইসব নিয়ে টানাপোড়েন চলা অবস্থায় কাল রাতে তোমার সাথে তার মোলাকাত হয় এবং আজ সকালে..." কথাটা শেষ না করে পাটোয়ারী আঙুল দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গি করে দেখালো।

"হুম, বুঝলাম। অত্যন্ত চমৎকার একজন মানুষ ছিলো জাকির আদনান। তো এই মহান ব্যক্তিটির মূল শত্রু কাকে কাকে পাচ্ছি আমরা?"

"এক নম্বর," আলীমসাহেব বলতে শুরু করলেন। "তার বড় ভাই, হাবিব আদনান। জাকিরের কারণে যার সম্পদে বিরাট একটা ভাগ পড়ে গেছে। এমনকি জাকির তাকে বাস্তু-ভিটা থেকেও উৎখাত করেছে। দুনিয়াতে টাকার মায়া সবচেয়ে বড় মায়া। দুই নম্বর, রুনা মোস্তফা। মেয়ে মানুষের জেদের চেয়ে বড় কিছু এই দুনিয়াতে আর নাই।"

"আলীমভাই, এই মাত্রই না আপনি বললেন টাকার মায়া সবার বড়," কায়সার ফোঁড়ন কাটলো।

"এই ছেলেটা বেশি কথা কয়," পাটোয়ারী চরম বিরক্তির সাথে আঙুল তুলে কায়সারকে দেখিয়ে বললো।

"বাদ দেন। এরপর?" মারুফ আবারো প্রশ্ন করলো।

"এরপরের লিস্ট অনেক লম্বা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ নেই। "

"তবুও ছোট ছোট ডিটেইলও বাদ দেয়া ঠিক হবে না। "

"এইটা ভালো বলছো। তবে," সে রিমোট টিপে মূল ডাটাবেইজটা ওপেন করলো। "জাকির আদনানের শত্রু কিংবা তার ওপর রাগ আছে এমন লোকের সংখ্যা এতোই বেশি যে পুরোপুরি আন্দাজ করা মুশকিল। তা-ও কইতেছি। রেকর্ডের হিসেব মতে সে এখন পর্যন্ত অ্যাক্সিডেন্ট করছে এগারোবার। এর মধ্যে অন্তত তিনবার তার অ্যাক্সিডেন্টের কারণে মানুষ মরার দশা হয়েছে বা মারা গেছে। তার অপজিট এক মিডিয়া হাউজের কর্ণাধার, যাকে সে প্রায় পথে বসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। বেশ কয়েকজন মডেল এবং অভিনেত্রিকে সে স্টার বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে...ইউ নো হোয়াট ম্যান ডাজ...কয়েকজন অভিনেতার ক্যারিয়ার সে ধ্বংস করেছে। তার রিয়েল এস্টেট ব্যবসার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আরো...দাঁড়াও এক মিনিট। সাঈদ আকমল নামে এক রিয়াল এস্টেট ব্যবসায়ির সাথে জাকিরের অনেক গন্ডগোল হয়েছিলো। "

"সাঈদ আকমল, জহুরা কনস্ট্রাকশনের মালিক। সে তো শুনেছি অনেক অসুস্থ।"

BanglaBook.org

"হ্যা, শয্যাশায়ি। জাকির দেশে ফিরে যখন কন্সট্রাকশন ব্যবসায় নামে তখন এই লোকটাই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলো। আকমল সাহেবের কাছে ব্যাপারটা ছিলো সে তার বন্ধুর ছেলেকে সাহায্য করছে কিন্তু জাকির ব্যবসায় দাঁড়ানোর পর একের পর এক আকমলের ক্ষতি করতে থাকে। তার রাজনৈতিক প্রভাব বেশি থাকার কারণে এক পর্যায়ে আকমলের ব্যবসা বন্ধ হবার পর্যায়ে চলে যায় এবং আকমলের স্ট্রোক হবার পর জহুরা কন্সট্রাকশন একদম মুখ থুবড়ে পড়ে। কথিত আছে আকমলসাহেব নাকি জাকিরকে বলেছিলো সে এর প্রতিশোধ নেবে। তবে এই মুহূর্তে লোকটা যে পরিমাণ অসুস্থ তাতে..."

"আরো একজন বাড়লো। যাই হোক...আচ্ছা আমাদের মন্ত্রিসাহেবের সাথে নাকি কিছুদিন যাবৎ জাকিরের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিলো না।"

"আর আলোচনা করে লাভ নেই," কায়সারের কথার মাঝখানে মারুফ বলে উঠলো। "আপনি আমাকে ওর ডাটাবেইজের একটা কপি আর এই লিস্টগুলা প্রিন্ট করে দেন। আমরা কাজে নেমে যাই। বসে থেকে লাভ নেই। আর হ্যা, আমাকে তার মোবাইলের কল লিস্টের একটা কপি জোগাড় করে দেয়া যাবে?"

"তার দরকার হবে না, হোমিসাইডের ওরা ইতিমধ্যেই ওগুলো সব সংগ্রহ করে রেখেছে। ওরা আমাদের কাছে জাকির আদনানের এই ডাটাবেইজের কপি চেয়েছিলো আমি পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। ওরাই তোমাকে লিস্টসহ বাকি যা যা আছে দিয়ে দেবে। আমি একটা কল করে দিলেই দেবে।"

"আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? আমি জাকির আদনানের ডেডবডিটা আরেকবার দেখতে চাই। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। আর আমাকে জাকির আদনানের ফাইলটার দুটো কপি দিয়ে দিন, আমিই ওদেরকে দিয়ে দিবো।"

"ঠিক আছে, আমি ওদের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করছি। তোমরা বসো, আমি আসছি," বলে পাটোয়ারী রুম থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে বাকি ছেলে দুজনকে ইশারা করে গেলো বড় স্ক্রিনটা অফ করে সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে।

ছেলে দুজনার বের হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো মারুফ। ওরা সব গুছিয়ে বেরিয়ে যেতেই কায়সারের দিকে ফিরে বললো, "কায়সার, এখান থেকে সোজা আমরা কাজে নেমে যাবো।"

"ঠিক আছে।"

"শোন আলীমভাই ফাইলগুলো দেয়ামাত্রই আমরা নেমে পড়বো কাজে। তুই এখান থেকে সোজা যাবি জাকিরের বড়ভাইয়ের বাসায়। অথবা অফিসে, মানে তাকে যেখানে পাস দেখা করবি। তার সাথে কথা বলবি, তারপর যাবি রুনা মোস্তফার ওখানে, এই দুজনার কাছ থেকে কিছু না পেলে যাবি সাঈদ আকমলের ওখানে। ওরা তিনজনই প্রাইম সাসপেক্ট। ওদের সাথে কথা বলে হাবভাব বোঝার চেষ্টা করবি।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে, আর তুমি?"

"আমি এখান থেকে যাবো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে। জাকিরের বাড়িতে ঠিকমতো কথা বলতে পারিনি ওদের সাথে। আরো ডিটেইল কথা বলতে হবে। ওদের সাথে কথা বলে আমি জাকির আদনানের ডেডবডিটা আরেকবার দেখবো। সম্ভব হলে আরেকবার ঘুরে আসবো জাকিরের বাড়িটাও। শেষ হলে কল দেবো তোকে। এই দুই জায়গা থেকে যা পাবো সেটাকে এক করে আমাদেরকে কাজে নামতে হবে পাটোয়ারীর সাথে।"

"ঠিক আছে।"

পাটোয়ারী ফিরে এসে মারুফের হাতে দুটো ফাইল ধরিয়ে দিতেই ওরা অফিসের বাইরে চলে এলো। আসার আগে বলে এলো যেনো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কল করে জানিয়ে রাখে ও দেখা করতে যাচ্ছে।

করিডোর পার হয়ে মূল দরজা দিয়ে বাইরে আসতেই ক্যামেরার ফ্লাশ আর ঝলকানি একরকম অন্ধ করে দিলো দুজনকে। তাদেরকে ঘিরে ধরলো একদল সাংবাদিক। মারুফের মুখ দিয়ে অস্ফুট বেরিয়ে এলো, "অশান্তি!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৫

সাতচল্লিশ ঘন্টা ...

সিদ্ধেশ্বরীতে হাবিব আদনানের বাসাটা খুঁজে পেতে কায়সারের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। থানার সামনে থেকে কোনোমতে সাংবাদিকদের ভিড় এড়িয়ে দুজনে একসাথে গাড়িত এসে ওঠে। কারণ কায়সার যাবে সিদ্ধেশ্বরীতে হাবিব আদনানের বাসায় আর মারুফ যাবে বেইলি রোডে হোমিসাইডের অফিসে। দুটোই কাছাকাছি। মারুফকে হোমিসাইডের সামনে নামিয়ে দিয়ে সম্ভাব্য ঠিকানার কাছাকাছি আসার সাথে সাথেই দেখতে পায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, অনেক লোকজনের আনাগোনা। কয়েকটা মিডিয়ার গাড়িও দেখতে পেলো ও। কায়সার নিজের জিপটা ঘুরিয়ে চলে এলো অ্যাপার্টমেন্টটার সামনে। জিপ থেকে নেমে একবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো। তারপর চোখ ফিরিয়ে আনলো লোকজন ভিড় করে থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটার সামনে। গেইটের পাশে নেইমপ্লেটে লেখা ঠিকানা মিলিয়ে দেখলো অনুমান ভুল না। এই ঠিকানাই। এই ভবনের আটতলাতেই হাবিব আদনান দুটো ফ্ল্যাট নিয়ে বর্তমানে সপরিবারে বসবাস করছেন। জাকির আদনান তাকে বাড়িছাড়া করার পর উনি এখানে এসে ওঠেন। কায়সার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে জিপটাকে পার্ক করে নেমে এলো। গ্যারাজে অনেক মানুষের ভিড়। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে, আবার গ্যারাজের ভেতরে চেয়ারও পেতে রাখা হয়েছে। সেখানেও বসে আছে অনেকে। কায়সার গ্যারাজের ভেতরে ঢুকতেই ওর পুলিশের পোশাক দেখে অনেকেই ফিরে তাকালো ওর দিকে। গ্রাহ্য না করে ও সোজা হাঁটা দিলো লিফটের দিকে।

কায়সারের মাথায় এখন একটাই ব্যাপার ঘুরছে, যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে মারুফ ভাইকে। একটা সূতো, একটা ইশারা দরকার শুধু তার। সেটার জন্যে প্রয়োজনে গোটা ঢাকা শহর ওলট পালট করে ফেলবে।

লিফটের দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ কেউ একজন ওর নাম ধরে ডাক দিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলো মাইক হাতে কেউ একজন দৌড়ে আসছে ওর দিকে।

এই রে, আবার সাংবাদিক!

"কায়সার ভাই," কণ্ঠটা বেশ চেনা মনে হলো। ওর হোস্টেলের এক জুনিয়র, জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের।

"আরে, তুই এখানে! তাও আবার মাইক হাতে," কায়সার সত্যিই অবাক।

BanglaBook.org

"কায়সার ভাই, তুমি জানো না আমি চ্যানেল থার্টি-টু'তে জয়েন করেছি।"

"না, আমি তো জানতাম না।"

"ভাই, একটা হেল্প লাগবে?" বলে ওকে একপাশে টেনে আনলো ছেলেটা।

"কি?"

"ভাই আমাকে অফিস থেকে হাবিব আদনানের ইন্টারভিউ নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে কিন্তু আমি ভেতরেই যেতে পারছি না। একটু হেল্প করো না? তুমি তো ওপরে যাচ্ছোই, আমাকেও সাথে নিয়ে চলো।"

"আরে, এমনি আছি দুনিয়ার ঝামলোয় আবার..."

"ভাই আমি স্রেফ সাথে থাকবো।"

কায়সার এক মুহূর্ত ভাবলো, "ঠিক আছে, আয়। কিন্তু এই মাইক-টাইক রেখে আয়।"

"ঠিক আছে," বলে ও দৌড়ে গিয়ে গেইটের বাইরে ক্যামেরাম্যানের কাছে দিয়ে এলো মাইকটা।

দুজনে একসাথেই উঠলো লিফটে। ওর সাথে ঢুকলো আরো দুজন। ও সাত নম্বর বাটনের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই দুজনার একজন বাটনটা চেপে দিলো। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে দেখলো একবার। পুলিশের পোশাক দেখে তার মুখ একবার বাঁকা হলো। উত্তরে তিনগুন চোখ গরম করে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কায়সার। লিফট এসে থেমে গেলো সাত নম্বরে। মানে, ওরা আটতলায় চলে এসেছে। লোকদুজনকে আগে নামতে দিয়ে কায়সার বেরিয়ে এলো লিফট থেকে।

পুরো ফ্লোর জুড়ে বিরাট একটা ফ্ল্যাট। এই মুহূর্তে অনেক মানুষের ভিড় হলেও কায়সার এক পলক চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলো এই ফ্ল্যাটের কাজ এখনো পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি। জায়গায় জায়গায় অনেক জিনিসপত্র ছড়িয়ে আছে। তারমানে হাবিব আদনানকে আসলেই হঠাৎ করে এখানে এসে উঠতে হয়েছে। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কায়সার নিজের কাজে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলো। ও ভেতরে ঢুকতেই এখানেও গ্যারাজের পরিস্থিতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। যে যে যার যার জায়গায় চুপ হয়ে ওকে দেখছে। মানুষগুলোর দিকে খেয়াল করে বুঝলো এরা প্রায় সবাই হাবিব আদনারের শুভাকাঙ্ক্ষি। তার অফিসের লোকজন থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত সবাই আছে। কায়সারের কাছে হঠাৎ মনে হলো আসলে আদনানদের পরিবার এবং কর্মস্থল দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে কর্মস্থলের একটা গ্রুপ যারা হাবিব এবং জাকিরের বাপকে সমর্থন করতো এরা সবাই সম্ভবত হাবিবকে সাপোর্ট দিচ্ছে এবং অন্যরা জাকিরকে।

BanglaBook.org

পাবলিক স্পিকিং পড়াতে গিয়ে কায়সারকে ওদের এক শিক্ষক একবার বলেছিলো চারপাশে সবার নজর যখন তোমার ওপর থাকে, তখুনি তোমার নার্ভের পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত সময়। চারপাশের সবার দৃষ্টি নিজের ওপর দেখে কায়সার কথাটা আরেকবার অনুধাবন করলো। সবাই ওর দিকে প্রায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভেতরের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ও সামনের একজনের কাছে জানতে চাইলো, "আমি মি. হাবিব আদনানের সাথে দেখা করতে চাই।"

ও বলার পর প্রথম কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর একজন বলে উঠলো, "আপনি আমার সাথে আসুন।"

ও লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো। বিরাট ফ্ল্যাট, কায়সার অন্দাজ করলো ফ্ল্যাটের আয়তন তিন সাড়ে তিন হাজার স্কয়ার ফিটের কম হবে না। লোকটা ওকে নিয়ে কয়েকটা রুম পার হয়ে ফ্ল্যাটের বারান্দার দিকে চলে এলো। হাবিব আদনান আরো দু-তিনজনের সাথে বারান্দায় পেতে রাখা বেতের চেয়ারে বসে ছিলো। ওকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

কায়সার তাকিয়ে আছে, আগে ছবি দেখলেও ঠিক বুঝতে পারছে না হাবিব আদনান আসলে কোনজন। কারণ এখানে উপস্থিত কারো সাথেই জাকির আদনানের চেহারার তেমন কোনো মিল নেই বললেই চলে।

উপস্থিত সবার মাঝে সবচেয়ে খাটো মানুষটা ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। "আমি হাবিব আদনান। আপনি মনে হয় আমার সাথে দেখা করতেই এসেছেন?"

কায়সার আগে শুনেছিলো জাকির আদনানের সাথে হাবিব আদনানের চরিত্রগত কোনো মিলই নেই। এখন দেখলো শারীরিক আকৃতিতেও দুজন একেবারে বিপরীত। জাকির আদনান ছিলো লম্বা, ছিপছিপে, গায়ের রঙ একটু চাপা, নাক-মুখ মোটা মোটা, তার চেহারার মধ্যে একটা জান্তব ব্যাপার ছিলো, চরম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেতো। আর হাবিব আদনান খাটো, স্বাস্থ্যবান, একদম টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, পুরোপুরি 'জেন্টেলম্যান' লুক তার। তবে এই মুহূর্তে মানুষটার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা এবং কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ে আছে।

"বসুন, প্লিজ।"

কায়সার বসতে বসতে বাকিদের দিকে ফিরে তাকালো। ওর মনোভাব বুঝতে পেরে হাবিব আদনান অন্যদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, "তোমরা যাও। আমি উনার সাথে একটু কথা বলবো," কথাটা বাকিদের উদ্দেশ্যে বলে সে কায়সারের দিকে ফিরে বললো, "আমি সরি, আমার ধারণা আপনি এখানে আসার পর থেকে আমার বাসার লোকজন আপনার সাথে খুব একটা ভালো বিহেইভ করেনি।"

"না, না, কেউ কিছু বলেনি," কায়সার বলে উঠলো।

BanglaBook.org

হাবিব আদনান সামনের টেবিলে রাখা একটা স্বচ্ছ কাপে চা ঢালতে ঢালতে মৃদু হাসলো। "অনেক সময় কিছু না বলাটাই বেশি অস্বস্তিকর। এরা সবাই আমার আপনজন। আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে সহকর্মিরা সবাই আছে। অনেকসময় মানুষ আপনজনদের প্রতি সদয় হতে গিয়ে অন্যদের প্রতি একটু নিষ্ঠুর আচরণ করে ফেলে। এরা সবাই আমাকে ভালোবাসে।"

কায়সার একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, "হ্যা, আমি সেটা বুঝতে পেরেছি।" হাবিবসাহেব ওর দিকে চা এগিয়ে দিতে কায়সার প্রশ্ন করলো, "আমি কিন্তু চা চাইনি। আপনি তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না আমি চা খাবো কিনা?"

হাবিবসাহেব আবারো হাসলেন। কায়সার খেয়াল করলো সুদর্শন মানুষটার হাসি খুবই সুন্দর। "আপনাকে চা সাধলে আপনি নিতেন না, তাই সরাসরি দিলাম। যাই হোক, আমরা কাজের কথায় আসি।"

"আমি জাকির আদনানের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। "

"জি, বলুন। কী জানতে চান?"

"ঠিক আছে, আমরা আমাদের ফরমাল কথায় ফিরে আসি। গতকাল রাতে, মানে, খুন হবার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন?" কায়সার কাজের কথায় ফিরে এলো। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি গরুত্বপূর্ণ হলো তদন্তে হাবিব আদনানের ভূমিকা। সেই ব্যাপারটাতেই ওকে মনোযোগ দিতে হবে।

"আমি কাল রাতে বাসায়ই ছিলাম, আমার পরিবারের লোকজনের সাথে। সোজা কথায় বলতে গেলে, আমার বিশেষ কোনো অ্যালিবাই নেই। তবে হ্যা, আপনি যদি এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সিসি-ক্যামের ফুটেজ চেক করতে চান তবে সেটা করে দেখতে পারেন। আমি কাল সন্ধ্যার পর বাসা থেকে বের হইনি। ...আর মেইন গেইট ছাড়া এই ভবন থেকে বের হবার কোনো রাস্তা নেই।"

কায়সার মাথা নাড়লো। কারণ লাভ নেই। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। হাবিব আদনান যদি খুনি হয়েই থাকে তবে নিশ্চই সে এতো কাঁচা কাজ করবে না। আর তারচেয়ে বড় কথা সে জাকিরকে মারতে চাইলে নিজে নিশ্চই মারবে না। যদি সে অ্যাবসল্যুট স্টুপিড না হয়ে থাকে।

"আচ্ছা, আপনার কাছে কি মনে হয়, জাকিরের এতো বড় শত্রু কে হতে পারে?"

কায়সারের প্রশ্ন শুনে হাবিবসাহেব জোরে হেসে উঠলো। "মৃত মানুষের ব্যাপারে খারাপ বলতে নেই কিন্তু কথা হলো জাকির যেমন ধরণের মানুষ ছিলো তাতে ওকে মেরে ফেলতে পারলে বহু লোকই খুশি হবে। এর ভেতরে একটা বড় অংশ শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই ওকে মেরে ফেলতে আগ্রহি ছিলো," বলে সে মৃদু হেসে

BanglaBook.org

উঠলো। "সম্ভবত কোর্টের ঘটনার পর আমাকেও তাদের দলের একজন বলেই সবাই মনে করে।"

কায়সার কিছু কিছু ব্যাপার টুকে নিলো। "তারপরও আপনিই ভালো জানবেন তাকে সবচেয়ে বেশি কে ঘৃণা করতো, কিংবা তাকে মারতে পারলে কে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে? "

হাবিবসাহেব হেসে উঠলো। দুঃখের হাসি। "আপনি দুটো কারণের কথা বললেন। একটা ঘৃণার কারণে অন্যটা লাভের জন্যে। আমার তো দুটো মোটিভই আছে।"

"আপনি খুনি হলে নিশ্চই আমাকে সেটা বলবেন না?" কায়সারও হেসে উঠলো। "আমি স্রেফ সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের নাম জানতে চাইছি।"

"আমি কারো নাম বলতে চাচ্ছি না। কারণ বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে জাকিরকে যারা ঘৃণা করে তারা প্রায় সবাই এখন আমার শুভাকাঙ্ক্ষি।"

"ঠিক আছে। আমি আপনার কাছে আরো খুলেই বলি," ওর নোটবুক আর কলম রেখে দিলো। "আমি অফিসিয়ালি জানতে চাইছি না। আপনি তো জানেন যাকে সবাই খুনি বলে সন্দেহ করছে সে আমার সিনিয়র। সত্যি কথা হলো সে আমার বড় ভাইয়ের মতো। আমি জানি সে খুন করেনি। কিন্তু যেকোনোভাবেই হোক সে ফেঁসে গেছে। এখন যেভাবেই হোক আমার তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। এরজন্যে প্রয়োজনে আমি সব ওলট পালট করে ফেলবো। কিন্তু আমার একটা লিড চাই। একই কথা আপনার জন্যেও খাটে। কাজেই আপনি যদি আমাকে হেল্প করেন সেটা আমাদের দুজনার জন্যেই ভালো হবে," বলে কায়সার ওর মুখটা একটু এগিয়ে দিলো হাবিবসাহেবের দিকে। "স্রেফ নাম, সম্ভাব্য কয়েকজনের নাম চাই আমি।"

ভদ্রলোক একটু দ্বিধা করলেন। এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। "আমি আসলে কার নাম বলবো বুঝতে পারছি না। তবে যেভাবেই চিন্তা করছি একজনের কথাই আমার বার বার মনে আসছে। জাকিরকে সম্ভবত এই মানুষটার চেয়ে বেশি ঘৃণা আর কেউ করতো না। জাকির মারা গেলে সে-ই সম্ভবত সবচেয়ে লাভবান হবে। আর্থিক, মানসিক এবং সার্বিক দিক দিয়ে।"

"সেটা কে?"

"রুনা মোস্তফা, জাকিরের এক্স ওয়াইফ।"

"আপনার ভাই জাকির আদনান..."

হাবিবসাহেব কায়সারকে কথাটার মাঝখানে থামিয়ে দিলো। "এক মিনিট, এক মিনিট। জাকির আদনান নামে আমার কোনো ভাই নেই।"

"সরি, আপনিই তো মৃত জাকির আদনানের বড় ভাই, তাই না?" কায়সার হঠাৎ লোকটার এমন কথা শুনে একদম ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"আমি হাবিব আদনান সেটা ঠিক আছে। কিন্তু জাকির আদনান নামে যে মানুষটা আজ সকালে মারা গেছে সে আসলে আমার ভাই ছিলো না। মানে সে আমার বাবার সন্তান ছিলো না।"

"কি!" কায়সারের মনে হলো ওর হা করা মুখ দিয়ে মশা বা মাছি ঢুকে যেতে পারে।

* * *

মারুফ বেইলি রোডে হোমিসাইড অফিসের সামনে নেমে একটু আড়মোড়া ভাঙলো। কায়সার তাকে একটু আগেই হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের অফিসের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ওকে বিদায় জানিয়ে মারুফ হেঁটে পার হয়ে এলো হোমিসাইডের অফিসটা। ইনফিনিটি মেগামলের সামনে এসে চায়ের টঙ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। মুখটা শুকনো লাগছে, কিছু খাওয়ার দরকার ছিলো। চায়ের বুড়ো দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বললো, "চাচা, একটা চা দেন, দুধ চা, চিনি ছাড়া।"

মারুফ একটা সিগারেট ধরিয়ে কষে টান দিলো। মাথার ভেতরের ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। যে অবস্থায় পড়েছে তাতে মাথা ঠিক থাকার কথাও নয়। তারপরও মনে মনে কাজগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। এখন এই অবস্থা থেকে বাঁচার একটাই মাত্র উপায়, মাথা ঠান্ডা রাখা এবং যেভাবেই হোক পরিস্থিতি একটু হলেও হালকা করার চেষ্টা করা। যেহেতু খুন হয়েছে, কাজেই খুনি একজন অবশ্যই আছে। দুই দিনে তাকে খুঁজে বের করতে না পারলেও অন্তত নিশ্চিত কিছু যদি বের করা যায় তাহলেও পরিস্থিতি মোটামুটি হলেও সামলে নেয়া যেতে পারে।

"চা নেন," চা-ওয়ালার কথায় ফিরে তাকালো। চা নিতে নিতে খেয়াল করলো লোকটা ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "কি ব্যাপার, চাচা?"

লোকটা কথা না বলে নিচের দিকে দেখালো। মারুফ উঁকি দিয়ে দেখলো লোকটার সিগারেটের বড় ক্রেটটার ভেতরে একটা ছোট্ট টিভি আছে। এতো ছোট টিভি হয় ও জানতো না। "আপনেই ওই লোক না! হায় হায় মন্ত্রির ভাতিজারে মাইরা ফালাইলেন। মারুনের আর মানুষ পাইলেই না। আপনে তো মরছেন।"

মারুফ কোনো কথা না বলে দ্রুত চায়ে চুমুক দিলো। চা-টা এখন তেতো লাগছে। বুড়ো আবারো দাঁত কেলিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো সে তাড়াতাড়ি চা শেষ করে মানিব্যাগ বের করলো টাকা দেয়ার জন্যে। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করছে হঠাৎ বুড়া মিয়া ওর দিকে তাকিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, "বাজান, আপনে তো পুলিশ কিন্তুক একটা কথা কই এই দেশে মন্ত্রি আমলারা হইলো পানিত কুমির আর ডাঙ্গাত বাঘের মতো, এগো লগে লাইগেননা।"

BanglaBook.org

মারুফ একবার লোকটাকে দেখলো। বুড়ো বয়েসের একজন সাধারণ বাঙালি, তার কথাটাও সাধারণ আর দশটা বাঙালির মতোই। মারুফ কোনো কথা না বলে বুড়োকে চায়ের দাম দিয়ে হাঁটা দিলো হোমিসাইড অফিসের দিকে।

বার বার মনের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটার কথা। এই বিপদের সময়েও ওর মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো বাঁকাহাসি। ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও সত্যি এই দেশের সাধারণ মানুষ মেনেই নিয়েছে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান আর চেয়ারধারী লোকজনই সবসময় ক্ষমতা দেখাবে, সেইসূত্রে রাজনৈতিক নেতা, আমলা আর বড় ব্যবসায়িরা হয়ে উঠেছে ক্ষমতার আইকন। এদের সাথে কোনো কারণে কোনোভাবে লাগতে যাওয়া মানেই তুমি শেষ। সে তুমি সাধারণ মানুষ হও আর যে-ই হও। এমনকি পুলিশও এর ব্যতিক্রম নয়। *অসাধারণ গণতন্ত্র আমার দেশে*, ও মনে মনে বললো।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই চলে এলো অফিসের সামনে। অফিসটা বেশ বড় জায়গা নিয়ে। ভেতরেও অনেক খোলা জায়গা। মূল ভবনটা বেশ সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। একপাশে একদম নতুন উদ্বোধন করা একটা ভবনও দেখতে পেলো। ভবনটা দেখতে অনেকটা হাসপাতালের মতো হলেও পুরোপুরি হাসপাতাল নয়। ওটার দিকে দেখতে দেখতে ও মূল ভবনটার ভেতরে ঢুকে গেলো। ভবনের ভেতরটাও বাইরের মতোই গোছানো এবং বেশ সুন্দর। মারুফ ভেতরে ঢুকে চারপাশ একবার দেখে মুগ্ধ হলো। বাহ, বাংলাদেশে সরকারি অফিসগুলো ইদানিং মনে হয় বেশ যত্ন করেই ইন্টেরিওর করা হয়। রিসিপশনে বেশ চটপটে চেহারার এক ছেলে বসে ফোনে কথা বলছে।

মারুফ রিসিপশনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ছেলেটার কথা শেষ হওয়ার জন্য। কথা শেষ করে ছেলেটা মারুফের দিকে তাকিয়ে বত্রিশ ভোল্টের হাসি দিলো। তার স্কেলিং করানো সাদা দাঁত চক চক করে উঠলো এনার্জি বাল্বের আলোয়। "আপনি নিশ্চই মারুফ স্যার?"

"হ্যা, কিন্তু..."

মারুফ বেশ অবাক হয়ে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো কিন্তু ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ছেলেটা আবারো বলে উঠলো, "অ্যাডলিন অ্যাডাম আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওই সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় চলে যান। রুম নম্বর তিনশ পাঁচ।"

মারুফ অবাক হয়ে আরেকবার মাথা নেড়ে রওনা দিলো সিঁড়ির দিকে। ছেলেটার নির্দেশনা অনুযায়ি নির্দিষ্ট রুমটার সামনে এসে থেমে গেলো ও। এতোক্ষণ আসলে ভাবার সুযোগ পায়নি এখানে এসে ঠিক কী বিষয়ে কথা বলবে। এখন মনে হচ্ছে আসলেই বুঝতে পারছে না কী বিষয়ে কথা বলা উচিত। একটু দ্বিধার সাথেই টক-টক করে দুবার নক করলো দরজায়।

BanglaBook.org

"কাম ইন প্লিজ," ভেতর থেকে রিনরিনে গলা ভেসে এলো। মারুফ দরজাটা ঠেলে ঢুকে গেলো ভেতরে।

রুমটার ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়লো বিশাল এক কম্পিউটার, দুঃখিত একটা কম্পিউটার বললে ভুল হবে, ভেতরটা আসলে বিরাট এক কম্পিউটার ল্যাবের মতো। রুমটা আসলে একটা রুম নয়। অনেকটা রুম আর কম্পিউটার ল্যাবের মাঝামাঝি। মাঝামাঝি বলতে হচ্ছে কারণ এখানে কম্পিউটারের পাশাপাশি আরো অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি আছে। কিছু কিছু ও চিনতে পারলো তবে বেশিরভাগই অজানা। রুমটাকে সাজানোও হয়েছে বেশ সুন্দর করে। সেকশন অনুযায়ি যন্ত্রপাতিগুলোকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্নভাগে এবং সেই অনুযায়ি প্রতি সেকশনে যে বিশেষজ্ঞ তার একটা করে কিউবিকল বসানো হয়েছে টেবিল চেয়ার এবং একটা করে র‍্যাকসহ।

মারুফ রুমটাতে ঢুকে হা হয়ে যন্ত্রপাতিগুলোই দেখতে লাগলো, কেউ আছে খেয়ালই করেনি।

"এখন তো বিশ্বাস করবেন আমরা যা করি তার পুরোটাই আসলে অনুমান বা আন্দাজ নির্ভর নয়, এতে বিজ্ঞানেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে," পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠলো। মারুফ মানুষটার দিকে ঘুরে তাকালো। সকালের সেই ক্রাইম-সিন এক্সপার্ট, নামটাও মনে পড়লো। ব্যতিক্রম একটা নাম, অ্যাডলিন।

"হ্যা, তা তো মানতেই হচ্ছে," মারুফ ওর দিকে বাড়িয়ে রাখা অ্যাডলিনের হাতটাকে ধরে মৃদু ঝাঁকিয়ে দিলো। মেয়েটাকে এখনো সকালের মতোই ঝকঝকে সুন্দর লাগছে। মেয়েদের সৌন্দর্যকে ও সবসময় দু-ভাগে ভাগ করে। একভাগ হলো উত্তপ্ত সুন্দর, যাকে ও বলে শার্প-সুন্দরি। আরেকভাগ হলো ঠান্ডা সুন্দর, যাকে ও বলে নমনীয়-সুন্দরি। এই মেয়েটা নির্দ্বিদ্ধায় প্রথম দলের। চোখে টানা কাজল দিয়ে দু-পাশ চোখা করা। পরনে টাইট ন্যারো ডেনিম জিন্স আর সাদা টি-শার্ট। সকালের সেই পোশাকের ওপরে এখন একটা ওড়না চাপিয়েছে। আরেকবার ভাবলো, জিনিসটার সাইজ বিবেচনা করলে এটাকে ওড়না না বলে বরং স্কার্ফ বললে বেশি আরামবোধ করবে।

"আপনি নিশ্চই আমাকে দেখতে এখানে আসেনি," মেয়েটার কথায় একটু লজ্জা পেয়ে গেলো মারুফ।

"নাহ, আমি আসলে সকালের বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানতে এসেছি। তখন তো ঠিকমতো কথা শেষ করতে পারলাম না। কিন্তু একটা ব্যাপার, আমি আসতেই নিচের রিসিপশনের ছেলেটা–"

"ও ওটা এমন কোনো রহস্য নয়, এখানে দেখুন," বলে অ্যাডলিন দেয়ালজোড়া একটা গ্লাশের সামনে নিয়ে এলো ওকে। এখান থেকে নিচের প্রবেশপথটা পরিস্কার

BanglaBook.org

দেখা যায়। "আপনি যখন আসছেন আমি এখান থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে নিচে ফোন করে বলে দিয়েছিলাম, অবশ্য আপনাদের অফিসের আলীমসাহেবের সাথে আমার আগেই কথা হয়েছিলো। আচ্ছা, আপনার আমাকে একটা ফাইল দেয়ার কথা।" মারুফ ফাইলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই মেয়েটা বললো, "বসুন প্লিজ।"

মারুফ অ্যাডলিনের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

"চা, কফি বা অন্যকিছু...?"

"না, না, ঠিক আছে। কিছু লাগবে না। আমি আসলে কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যে এসেছি," কথা না বাড়িয়ে সরাসরি মূল কথায় আসার চেষ্টা করছে সে। আড়চোখে একবার ঘড়ি দেখলো।

"বুঝতে পারছি আপনি খুব অস্থির একটা অবস্থার ভেতরে আছেন। ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন বলুন তো?"

"আপনি তো পুরো ব্যাপারটা জানেন," মারুফের কথার জবাবে অ্যাডলিন মৃদু মাথা নাড়লো। "আজ সকালে আপনি এবং আপনার টিম যা যা বললেন সেটার কতোটুক সঠিক? আসলে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি, কতোটুক সঠিক ব'লে মনে করেন আপনি?"

"আপনাকে তো বলেছিই, যা যা বলা হয়েছে সেটার শতকরা আশি ভাগ এভিডেন্স বা অন্যভাবে বলা চলে বিজ্ঞানসম্মত। আর বাকিটা হাইপোথিসিস। অনুমান বলবো না। সত্যিকার অর্থে ক্রাইম-সিন অ্যানালিসিস ব্যাপারটা এখন উন্নতবিশ্বে অনেকদূর চলে গেছে। আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়াটা এখন উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের এই ল্যাবটা দেখছেন, এটা আমরা বহু চেষ্টা করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এখনো কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি। আমরা যেভাবে পুরো সেট-আপ দাঁড় করাতে চাচ্ছি সেভাবে পুরোটা গড়ে তুলতে আরো অনেক সময়, রিসোর্স এবং বাজেট দরকার। আমাদের লাক ভালো। বেশ ডেডিকেটেড একটা টিম পেয়েছি। আজ সকালে যা বর্ণনা এবং উদ্ধার করা হয়েছে সেটার ব্যাপারে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।"

"খুনির সম্ভাব্য যে বর্ণনা আপনি দিয়েছেন সেটা..."

"হ্যা, সেটা আপনার সাথে অনেকটাই মিলে যায়। এমনকি জুতোর ব্যাপারটাও। আমাদের বর্ণনা এবং হাইপোথিসিস সঠিক। তবে আপনার কথায় একটা ভুল আছে আপনি বলছেন খুনির বর্ণনা, আমি পুরোপুরি বলিনি ওটা খুনির বর্ণনা ছিলো। কারণ যে ব্যক্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে খুনি না-ও হতে পারে। তবে আমরা এটা শিওর খুন হওয়া মি. জাকির আদনানের বাড়ির ওই অংশ দিয়ে ওই সময়ে ওই বর্ণনার একজন ব্যক্তি ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলো।"

"হুম, বুঝতে পারছি। আপনি কি ব্যাপারটা ওপর মহলে রিপোর্ট করেছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যা, একটা প্রাথমিক রিপোর্ট বেশ আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে আজ সকালে আমাদের পুরো কাজটার ভেতরে একটা বড় ঘাপলা আছে।"

"কি সেটা?"

"আমরা আজ সকালে খুন হবার স্পট এবং জাকির আদনানের বাড়ির একটা অংশের ওপরে অ্যানালিসিস করতে পেরেছিলাম কিন্তু পরবর্তিতে মন্ত্রিসাহেব চলে আসার পর আমাদেরকে ওখান থেকে চলে আসতে হয় কারণ ওখানে তখন এতো বেশি মানুষ চলে এসেছিলো আর কিছু করার ছিলো না। মানে, তখন আর কাজ করা সম্ভব ছিলো না। "

"তাহলে ঘাপলাটা কোথায়?" মারুফ জানতে চাইলো।

"ঘাপলাটা হলো, ওই বাড়ির একটা অংশ আমরা ঠিক যেভাবে অ্যানালিসিস করেছি সেভাবে চেক করা তো দূরে থাক, বাড়ির অপর দিকের একটা বড় অংশ আমরা দেখতেই পারিনি।"

* * *

কায়সার তার সামনে বসে থাকা হাবিব আদনানের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। একবার তাকিয়ে দেখলো ওর সাথে আসা রিপোর্টার ছেলেটারও মুখ হা-হয়ে গেছে। লোকটার মন্তব্য তার কান দিয়ে ঢুকেছে ঠিকই কিন্তু মস্তিষ্ক এখনো সেটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি। মারুফ একবার হাবিব সাহেবের দিকে দেখলো আরেকবার তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের। তার মতো অনেকেই কথাটা শুনে হা-হয়ে গেছে। কায়সারের সাথে আসা সাংবাদিক ছেলেটা চট করে উঠে দাঁড়ালো, ওর দিকে তাকিয়ে একবার ইশারা করে বেরিয়ে গেলো। নিশ্চিত এই হট নিউজ ব্রড-কাস্ট করতে যাচ্ছে। হাবিব আদনানের দিকে ফিরে তাকালো কায়সার। ধাক্কাটা এখনো ও সামলে নিতে পারেনি।

"এটা কি বলছেন আপনি? কথাটা বুঝে বলছেন তো?"

"মিস্টার, কী যেনো নাম বললেন আপনার?" বলে সে নিজেই কায়সারের নেইমপ্লেটটা দেখলো। "কায়সার, মি. কায়সার এটা আমার পারিবারিক ব্যাপার আর আমি ঠিক বলবো না! আমি বুঝেই বলেছি।"

"কিন্তু কিন্তু..." কায়সার কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"কি ভাবছেন? এই কথা আমি এতোদিন চেপে রাখলাম কেন?" বলে হাবিবসাহেব দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "সত্যি কথা হলো, এই সত্যটা আমি আর নিজের ভেতরে চেপে রাখতে পারছিলাম না।"

"কিন্তু এই কথাটা যদি আপনি আর কয়েকদিন আগে সম্পত্তি ভাগাভাগির সময়ে

BanglaBook.org

কোর্টে বলতেন তবে সেটা আপনার পক্ষে যেতো। এই মুহূর্তে তো এই কথাটা আপনার জন্যে পরিস্থিতি আরো ঘোলা করে ফেলবে।"

হাবিবসাহেব একবার কাঁধ ঝাঁকালো শুধু। "কথাটা আমি এই মুহূর্তে এই কারণেই বলছি, এটা প্রকাশ হলে সবাই অন্তত বুঝবে সম্পত্তির লোভে আমি জাকিরকে খুন করিনি। যদি সম্পদের লোভই আমার থাকতো তবে আমি সেটা লিগ্যালি ক্লেইম করেই নিতে পারতাম। নিইনি।"

"আমি ব্যাপারটা বিশদ জানতে চাই। মানে, আপনি যা বলছেন সেটার পক্ষে আপনার কোনো প্রমাণ আছে? বা আপনি কখন থেকে ব্যাপারটা জানতেন?"

"আমি ছোটবেলা থেকেই জানতাম। আমি তখন অনেক ছোট। ওই সময়টাতে পারিবারিকভাবে আমাদের খুব ঝামেলা চলছিলো। ব্যবসা নিয়ে আব্বা তখন খুব ঝামেলায় ছিলো, প্লাস ফারুক চাচা, মানে বর্তমান হোম মিনিস্টার তখন রাজনৈতিক কারণে জেলে। আমাদের পারিবারিক বাসা ওই মুহূর্তে ব্যাঙ্কের মর্টগেজে ছিলো। আমরা পুরান ঢাকায় একটা ভাড়া বাসায় উঠেছি কিছুদিন হলো। আব্বা কী এক কাজে ঢাকার বাইরে যান, আব্বা কয়েকদিন বাসায় ছিলো না আরকি। হঠাৎ প্রচন্ড এক বৃষ্টির রাতে আব্বা ফিরে আসে কোলে একটা ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে। আম্মা বাচ্চাটাকে দেখে খুব খেপে যায়। আব্বা বাচ্চাটাসহ আম্মাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যায়। অনেকক্ষণ তারা দুজনে কথা বলে। এরপর যখন বেরিয়ে আসে বাচ্চাটা তখন আম্মার কোলে। আম্মা বেশ শান্ত। এর পরদিনই আমরা বাসাটা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাই। তখন থেকেই ওই বাচ্চাটা আব্বা এবং আম্মা দুজনেই তাদের সন্তান বলে পরিচয় দিতেন। আমিও ছোটবেলা থেকেই জাকিরকে নিজের ভাই ব'লে মনে করতাম। আর..." হাবিবসাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "এরপর তো সব পাল্টাতে থাকে।"

কায়সার মনে মনে ভাবলো, এটা একটা ধামাকা বটে। জাকির আদনান ওয়ালিদ আদনানের নিজের ছেলে নয়, পালক সন্তান। এটা একটা ব্রেকিং খবর। মিডিয়া এটা নিয়ে তোলপাড় করে ফেলবে।

ওর সাথে আসা রিপোর্টার ছেলেটার কল্যাণে এই খবর এতোক্ষণে নিশ্চয় টিভি চ্যানেলে প্রচারও হয়ে গেছে। যদি সেটা হয়ে থাকে তবে খবরটা বোমার মতোই বিস্ফোরিত হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

ছেচল্লিশ ঘন্টা ...

মারুফ আনমনে একবার ঘড়ি দেখলো। ওর কাছে মনে হচ্ছে সময় যেন দৌড়ে চলেছে। অ্যাডলিনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, খুন হওয়া স্পটের একটা অংশ পুরোপুরি আনচেকড্ রয়ে গেছে?" ওর চোখে কৌতুহল।

"হ্যা, দুঃখজনক হলেও কথাটা সত্যি। কারণ আমরা সবসময় ক্রাইম-সিনকে কয়েকভাগে ভাগ করে অ্যানালিসিস করি। আজ সকালের জোনটাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করেছিলাম। এরমধ্যে একভাগের কাজ পুরোপুরি এবং আরেকটা ভাগের কাজ খানিকটা শেষ করে অ্যানালিসিস সম্পন্ন করার একটু পরেই আপনারা আসেন। আমাদের টার্গেট ছিলো, আপনাদের সাথে কথা বলা শেষ করার পরেই বাকি অংশটা অ্যানালিসিস করবো কিন্তু ঠিক তখুনি মন্ত্রিসাহেব চলে আসেন এবং তারসাথে অনেক লোকজন। আপনি তো জানেন ক্রাইম-সিন হলো অনেকটা ফ্রিজ থেকে বের করা আইসক্রিমের মতো। যতো দেরি করবেন ততো গলতে থাকবে। মন্ত্রিসাহেবের সাথে যে পরিমাণ লোকজন ছিলো সেটা ক্রাইম-সিন ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ঠ। তারপরও আমরা কাজ করতাম কিন্তু মন্ত্রিসাহেবের সাথে আপনার ওই কনফ্রন্টেশনের পরপরই আমাদেরকে অফিস থেকে ডেকে ফেরত পাঠানো হয়। কাজেই আমাদের আর কিছুই করার ছিলো না। অফিসিয়ালি এখনো আমাদের কিছু করার নেই। প্রথমবারে যা দেখেছি সেটাই আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে, আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি তো জানেন আমাদের দেশে 'ওপর' মহলের ওপরে কোনো কথাই চলে না।"

"হুম তারমানে আপনি বলতে চাইছেন ওই না-দেখা অংশটুকু একবার হলেও আমাদের চেক করা উচিত?" মারুফ ধরার চেষ্টা করছে মেয়েটা কী বলতে চাইছে।

"আমি কিছুই বলছি না," সে মৃদু হাসলো। "বলুন, আপনাকে কি খাওয়াবো?"

"মাথার ওপরে মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলতে থাকলে মানুষ ক্ষুধা-মন্দার উর্ধ্বে চলে যায়," বলে মারুফ মৃদু হাসলো। "আমি মূলত এখানে এসেছিলাম দুটো ব্যাপারে পরিস্কার ধারণা পাবার জন্যে। এক, সকালবেলা আপনাদের দেয়া হাইপোথিসিসটা

BanglaBook.org

চেক করা আর দ্বিতীয়টা হলো, আমি জাকির আদনানের ডেডবডিটা একবার নিজে চেক করতে চাই এবং সেটার জন্যে আপনাদের অনুমতি দরকার।"

"হ্যা, এইটা আমরা পারবো। শুধু অনুমতি দিতে পারবো বললে কম বলা হবে। আপনাকে একেবারে জাকির আদনানের ডেডবডিটাও দেখিয়ে দিতে পারবো।"

"মানে কি?"

"ও আপনি জানেন না! আমরা এখানে স্পেশাল মার্ডার কেইসগুলো নিয়ে ডিল করার জন্যে ছোটোখাটো একটা বায়ো-ল্যাব স্থাপন করেছি, যেখানে অন্যান্য টেস্টসহ ডেডবডি পোস্টমর্টেম করারও ব্যবস্থা আছে।"

"ওহ, দ্যাটস ভেরি গুড। "

"আমি একজনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবে," বলে সে একটা ফোন তুলে নিয়ে ডায়াল করলো। তার ফোন পেয়ে একটা ছেলে আসার পর তাকে নির্দেশ দিলো মারুফকে নিয়ে যাবার।

বিদায় নেবার আগে অ্যাডলিন ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো হ্যান্ড-সেক করার জন্যে।

মারুফ সামান্য হেসে হাত মেলালো। "বেস্ট অব লাক, মি. মারুফ। আমার নম্বর আপনার কাছে আছে। যেকোনো প্রয়োজনে কল দেবেন প্লিজ।"

"অবশ্যই, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস। লাক জিনিসটাই সম্ভবত এখন আমার সবচেয়ে বেশি দরকার।" অ্যাডলিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ও ছেলেটার সাথে রওনা দিলো ল্যাবের দিকে। মূল ভবন থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিন পার হয়ে চলে এলো সেই হাসপাতালের মতো দেখতে ভবনটার সামনে।

আচ্ছা, এটাই তাহলে সেই বায়ো-ল্যাব, মারুফ মনে মনে বললো।

একতলা ভবনটার কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। ভেতরে ঢুকে দেখলো নিচের ফ্লোরটাই শুধু কমপ্লিট হয়েছে। ওপরে নতুন ফ্লোরের কাজ শুরু করার তোড়জোর চলছে। ভবনটার সামনে দিয়ে ঢুকে মাঝামাঝি অংশে চলে এলো ওরা। অনেকটা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের দরজার মতো দেখতে একটা দরজার সামনে এসে থেমে গেলো ছেলেটা। মারুফের দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যার, মণিকা ম্যাডাম এখানেই আছেন। আমি বিদায় নেবো।"

মারুফ ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে দরজায় একবার মৃদু টোকা দিলো। ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আবারো টোকা দিলো, তাও কোনো খবর নেই। দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ও।

BanglaBook.org

দরজাটা দেখতে ঠিক যে-রকম হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের মতো ভেতরটা পুরোই উল্টো। এটা সম্ভবত কারো অফিস রুম। সুন্দর করে সাজানো একটা ডেস্ক টেবিল দেখা গেলো। পাশেই বড় একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার। সেটার স্পিকার থেকে বিটোভেনের নাইন্থ সিম্ফোনির সুর ভেসে আসছে। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানিতে কাঁচা ফুল। বিটোভেনের সুর এবং কাঁচা ফুলের গন্ধে অন্যরকম একটা আবহ তৈরি হয়েছে রুমটাতে। কিন্তু রুমে কেউ নেই।

মারুফ রুমটাতে ঢুকে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। নিজের উপস্থিতি জানান দেয়ার জন্যে মৃদু কাশি দিলো দুবার কিন্তু কেউ এলো না। টেবিলের ওপরে রাখা একটা ফটো ফ্রেমের দিকে হাত বাড়ালো ও দেখার জন্যে, এমন সময় কথা বলতে বলতে পাশের দরজা দিয়ে দুজন নারী-পুরুষ প্রবেশ করলো রুমে।

মহিলার পরনে ডাক্তারদের পোশাক আর সুদর্শন পুরুষ লোকটাকে দেখে ওর চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক চিনতে পারলো না। দুজনেই কথা বলতে বলতে রুমে ঢুকে ওকে দেখে থেমে গেলো। মারুফও অস্বস্তি নিয়ে ফিরে তাকালো ওদের দিকে।

"ওহ, সরি, আপনি নিশ্চই সিনিয়র এএসপি মারুফ? অ্যাডলিন আমাকে কল করে বলেছিলো আপনি আসছেন। অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে সরি," মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে বললো।

"না না, ঠিক আছে।"

"জেফ, তাহলে আমরা পরে আবার কথা বলবো এটা নিয়ে। আমি টেস্টগুলো শেষ করি তখন ডিটেইল কথা হবে," লোকটাকে বিদায় জানালো মেয়েটা।

"সি ইউ," বলে লোকটা বিদায় নিলো। মারুফের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বেরিয়ে গেলো।

মারুফ একটু কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। মনে মনে ভাবলো এই কারণেই চেনা চেনা লাগছিলো লোকটাকে। মেয়েটা তাকে জেফ নামে ডাকার পর চিনতে পেরেছে। এই তাহলে হোমিসাইডের বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। অনেক নাম শুনেছিলো, আজ সামনা সামনি দেখার সৌভাগ্য হলো।

"হ্যা, মি. মারুফ। আপনাকে মনে হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম," মেয়েটা ডেস্কটা ঘুরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললো। বাই দ্য ওয়ে, আমি মণিকা, ড. মণিকা।"

"মারুফ," ও স্রেফ নিজের নামটাই বললো, সাথে জানতে চাইলো, "আচ্ছা, যিনি বেরিয়ে গেলেন উনিই কি বিখ্যাত ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ?"

BanglaBook.org

মণিকা হাসলো। মেয়েটা হাসলে চমৎকার টোল পড়ে গালে। "হুম। কতোটুক বিখ্যাত জানি না কিন্তু ও-ই জেফরি বেগ। আসলে জেফ আমার ফ্রেন্ড। ইউএসএ তে আমরা একসাথেই পড়াশুনা করেছি একটা সময়। সত্যি কথা কথা হলো আমি দেশে ফিরে এসে আসলে জেফের অনুরোধেই এখানে জয়েন করেছি। মাস ছয়েক আগে আমি তখন আমার পোস্ট ডকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমন সময় জেফই আমাকে জানালো ওরা নাকি দেশে একটা অত্যাধুনিক বায়োলজিক্যাল ক্রাইম অ্যানালিসিস ল্যাব তৈরি করার চেষ্টা করছে এন্ড দে নিড এন এক্সপার্ট সো আই কেইম হেয়ার," বলে একটু বিরতি দিলো। "সরি, আপনি নিশ্চই আমার লাইফ হিস্টোরি শুনতে এখানে আসেন নি। বলুন প্লিজ।"

"আমি জাকির আদনানের ডেড বডির ব্যাপারে আরেকটু বিশদ জানতে চাচ্ছিলাম। আপনি হয়তো পরিস্থিতিটা জানেন। আমি..."

"হ্যা, আমি জানতাম না, তবে অ্যাডলিন আমাকে সব বলেছে। বুঝতে পারছি খুব রাশের ভেতরে আছেন। আপনি ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন বা বুঝতে চাচ্ছেন?" মণিকাকে একটু চিন্তিত দেখালো।

"সত্যি কথা হলো আমি নিজেও ঠিক জানি না। যদি ইতিমধ্যেই পোস্টমর্টেম করা হয়ে থাকে তবে সেটার রিপোর্ট আমি দেখবো। সম্ভব হলে ডেডবডিটাও দেখতে চাই একবার," ও একটু বিরতি দিলো। "সেইসাথে অবশ্যই আপনার মতামত জানতে চাই, যদি আপনার কোনো নিজস্ব মতামত থেকে থাকে।"

"হুম বুঝতে পারছি," মণিকাকে এখনো চিন্তিত দেখাচ্ছে। "ইতিমধ্যেই ভিক্টিমের পোস্টমর্টেম করা হয়ে গেছে। তার ডেডবডিও এখানেই আছে। আপনি...আচ্ছা, আমি অন্য একটা ব্যাপার ভাবছিলাম। বাদ দিন আপনি বরং আমার সাথে আসুন।"

মণিকা উঠে রওনা দিলে মারুফ পিছু নিলো। ওপাশের দরজাটা দিয়ে প্রবেশ করে একটা আলমারির সামনে চলে এলো মেয়েটা। এখান থেকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে মারুফের হাতে ধরিয়ে দিলো। "এগুলো পরে নিন, প্লিজ।"

বলে নিজেও মুখে স্টেরিলাইজড মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে নিলো। মারুফও জিনিসগুলো পরে নিয়ে ল্যাবের ভেতরে চলে এলো। অন্যান্য যেকোনো ল্যাবের সাথে এই ল্যাবটার একটা বড় পার্থক্য হলো, এখানে একপাশে ডাক্তারির সাথে সম্পৃক্ত জিনিসপত্রের সাথে আরেকপাশে কম্পিউটারসহ বড় একটা কমিউনিকেটিং ডিভাইস রয়েছে যেটার একটা অংশ আবার অনেকটা বায়োলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টাল মেশিনপত্রের মতো।

BanglaBook.org

"আমরা একটা ডিএনএ প্রোফাইল ডাটাবেজ তৈরি করার চেষ্টা করছি এখানে। ব্যাপারটা অনেক বেশি হাইটেক। যেটা দেখছেন এটা অনেকটা প্রটোটাইপের মতো। এটাকে তৈরি করে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের একটা মাইনোরিটি অংশের ডেটা ইনপুট দেয়া হয়েছে। এটার পরীক্ষা যদি সফল হয় তবে আমরা কাজটা বড় পরিসরে করার চেষ্টা করবো। আসলে আমার পোস্ট ডকের রিসার্চ টপিকও এটা নিয়ে। আমরা দুজন মিলে কাজ করার চেষ্টা করছি। আমার এক ফ্রেন্ড ডেটা মাইনিঙের এক্সপার্ট, আর আমি লাইফ সায়েন্সের। দুজনে মিলে আমরা বায়োলজিক্যাল ডেটা মাইনিং করার একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এমনকি এটা যেকোনো উন্নত বিশ্বের দেশেও এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। "

কথা বলতে বলতেই মণিকা একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিয়ে সেখান থেকে বেছে একটা কাগজ বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, "এটা ভিক্টিমের পোস্টমর্টেম রিপোর্টের একটা কপি। মূল কপিটা আমি জমা দিয়ে দিয়েছি।"

মারুফ রিপোর্টটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো।

"মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কে ছুরিকাঘাত। ভিক্টিমকে মোট বাইশবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে," মণিকা অপারেটিং টেবিলের সামনে এসে ডেডবডির ওপর থেকে স্বচ্ছ পলিথিনের শিটটা সরিয়ে ফেললো। জাকির আদনানের নগ্ন মৃতদেহ। একটা স্পটলাইট সেট করলো টেবিলটার ওপরে। লাইটটা অন করতেই পরিষ্কার দেখা গেলো ডেডবডিটা।

"আমার দুটো প্রশ্ন আছে," মারুফ জানতে চাইলো। "আপনি বললেন ভিক্টিমের শরীরে বাইশবার ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে, কিন্তু সকালে ওরা বলেছিলো ষোলটা।"

"ওরা তখন স্রেফ গ্রস চেক করেছিলো, আমি পোস্টমর্টেম করার সময়ে বাইশটা আবিষ্কার করি।"

"আপনি বললেন মস্তিষ্কে ছুরিকাঘাতে সে মারা গেছে, এতোগুলো ছুরিকাঘাতের ভেতরে ওটাতেই তার মৃত্যু হয়েছে শিওর হচ্ছেন কিভাবে?"

"ভিক্টিম মারা গেছে ভোর তিনটার কিছু সময় পরে। তাকে বারবার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এবং খুব দ্রুত আঘাত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো থুতনির নিচ থেকে যে আঘাতটা করা হয়েছে, মানে যে আঘাতটাতে তার জিভ কাটা পড়েছে সেটা ছাড়া আর কোনো আঘাতই খুব একটা গভীর না। ওই আঘাতগুলো করা হয়েছে তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে। ওই একটা আঘাত বাদে আর কোনো আঘাতই

BanglaBook.org

মৃত্যু ঘটানোর মতো নয়, রক্তক্ষরণ ছাড়া। মানে রক্তক্ষরণে যদি ভিক্টিম মারা না যায়। জাকির আদনান রক্তক্ষরণে মারা যায়নি, সে ছুরির আঘাতেই মারা গেছে।"

"আরেকটা ব্যাপার, ছুরি দিয়ে আঘাত করার ধরণ দেখে বোঝা যায় লোকটা জাকির আদনানের ওপরে প্রচন্ড ক্ষেপে ছিলো। "

"এটা কিভাবে বোঝা সম্ভব?" মারুফ একটু অবাক।

"বোঝা সম্ভব। কারণ খুনি যে-ই হোক সে ট্রেইনড একজন, মানুষ সবদিক বিবেচনা করে আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু আঘাত করতে গিয়ে কয়েকবার সে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই," বলে সে বেডের অন্যপাশে গিয়ে একটা পিসির কি-বোর্ডে কয়েকটা বাটন চাপলো।

"দেখুন," বলে মনিটরটা ঘুরিয়ে দিলো মারুফের দিকে। "এটা সম্ভাব্য ওয়েপনের একটা ডিজাইন। ভিক্টিমের শরীরে আঘাতের চিহ্ন থেকে আমি তৈরি করার চেষ্টা করেছি।"

মারুফ মনোযোগ দিয়ে দেখলো। সাধারণ একটা ছুরি। এ-ধরণের ছুরি নিউ মার্কেট থেকে শুরু করে বায়তুল মোকাররমের অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। "দারুণ। ছুরিটা কতো বড় হতে পারে?" মারুফ জানতে চাইলো।

"খুব বেশি বড় না, লম্বায় তিন ইঞ্চির কম হবে, চওড়ায় বড়জোর এক ইঞ্চি। এটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছিলাম। ছুরিটার দৈর্ঘ্য তিনইঞ্চি। যদি খুনি ভিক্টিমের থুতনির নিচ থেকে তাকে ওপরের দিকে আঘাত করে তবে সেটা তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছানোর কথা না। কিন্তু ভিক্টিমকে আঘাতটা এতো জোরে করা হয়েছে যে ছুরিটা হাতলসহ অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেছে এবং আঘাতটা এতোই জোরে করা হয়েছে যে ছুরিটা তার যাত্রাপথে ভিক্টিমের জিহ্বাটাকে দুই টুকরো করে ফেলেছে। এই ধরণের আঘাত করার জন্যে প্রচন্ড শারীরিক শক্তি দরকার, অথবা..." মণিকা একটু নাটকীয় বিরতি দিলো।

"অথবা?" মারুফ জানতে চাইলো।

"অথবা দরকার অস্বাভাবিক রাগ। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় দ্বিতীয়টার সম্ভবনাই বেশি।"

মারুফ সব কয়টা ব্যাপার নোট করে নিল। নোটপ্যাডটাকে পকেটে রেখে মোবাইলটা বের করলো। মণিকাকে দেখিয়ে জানতে চাইলো, "আমি কি ডেডবডির কয়েকটা ছবি নিতে পারি?"

"অফিসিয়ালি নট, বাট..."

BanglaBook.org

মারুফ দ্রুত ক্যামেরা দিয়ে লাশের ছবি তুলে নিলো কয়েকটা। "থ্যাঙ্কস।" ও মোবাইলে ছবিগুলো ঠিকমতো উঠেছে কিনা চেক করে নিলো। দুপাশ থেকে দুটো ছবি তুলেছে। একটা ছবি জুম করে দেখতে গিয়ে হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়লো। জাকির আদনানের হাতের আঙুলের গাঁটগুলো অস্বাভাবিক লাল।

মোবাইল থেকে চোখ সরিয়ে ডেডবডিটার দিকে তাকালো সে। কাছে গিয়ে হাতটা তুলে দেখলো ডান হাতের আঙুলের গাঁটগুলো সত্যিই অস্বাভাবিক লাল। বাম হাতটা দেখলো। ওটা স্বাভাবিক।

"আচ্ছা, ভিক্টিমের সাথে কি খুনির কোনো ধরণের ধস্তা-ধস্তি কিংবা অন্য কোনো ধরণের স্ট্রাগলের প্রমাণ পাওয়া গেছে?"

"নাহ, একদমই না। সম্ভবত কিছু টের পাবার আগেই তাকে মাথায় আঘাত করা হয়। অজ্ঞান অবস্থায় তার হাত-পা বেঁধে ছুরি মারা হয় কয়েকদফা। তারপর সম্ভবত খুনি কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বলে এবং এরপর আবারো কয়েকদফা ছুরিকাঘাত করে উন্মাদের মতো। আঘাতের চিহ্ন অন্তত তাই বলে। সবশেষ আঘাতটা করা হয় থুতনির নিচ দিয়ে, যেটা তার মুখের ভেতর দিয়ে জিহ্বা কেটে একদম মস্তিষ্ক পর্যন্ত চলে যায়। ওটাতেই তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে তার। "

মারুফের কাছে মণিকার কথা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে হলো। তবে ওর মাথায় খেলছে অন্য একটা ব্যাপার। "তারমানে আপনি বলছেন খুনির সাথে ভিক্টিমের কোনোধরণের ধস্তা-ধস্তি কিংবা মারামারি হয়নি।"

"অবশ্যই না।"

"তাহলে ডান হাতের আঙুলে এই দাগগুলো কিসের?" মারুফ প্রশ্ন করলো।

"অবশ্যই এগুলো মারামারির চিহ্ন তবে এটা মৃত্যুর সময়ের নয়। আঘাতের দাগগুলো অ্যানালিসিস করে আমি যতোটুক বুঝতে পেরেছি, এই দাগগুলো তার মৃত্যুর সময়ের বেশ আগের," মণিকা জবাব দিলো।

"কতোক্ষণ আগের হতে পারে সে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব কি?"

"হ্যা, তা সম্ভব। একেবারে সঠিক না হলেও আন্দাজ করা সম্ভব। জাকির আদনান মারা গেছে রাত সাড়ে তিনটার দিকে। এই দাগগুলো তারও আট নয় ঘন্টা আগের।"

মারুফ মনে মনে হিসেব করলো, মৃত্যুর আট নয় ঘন্টা আগের। মানে কাল সন্ধ্যের দিকের ঘটনা এটা। তারমানে কাল সন্ধ্যেবেলা জাকির আদনান কারো সাথে

BanglaBook.org

মারামারি করেছে। যেহেতু তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিলো না এর অর্থ সে মারামারি করেনি বরং কাউকে মেরেছিলো সে কাল সন্ধেবেলা। দারুণ। এটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হতে পারে।

"অনেক ধন্যবাদ, ম্যাডাম। আমি বিদায় নেবো," মারুফ চট করে উঠে দাঁড়ালো। ওকে এখন বের করতে হবে কাল সন্ধ্যেবেলা সম্ভাব্য সময়ে জাকির আদনান কার সাথে ছিলো এবং সে কাকে মেরেছিলো এটা বের করতে হবে।

"এক মিনিট," মণিকা ওকে থামিয়ে দিলো। "আপনাকে তো বলেছিই আমরা এখানে একটা বায়োলজিক্যাল ডাটাবেইজ তৈরি করার চেষ্টা করছি। তো যেকোনো কেইস এলে তার টুকিটাকি কিছু ব্যাপার আমরা এক্সপেরিমেন্টোলি ওখানে করার চেষ্টা করি। এক্সপেরিমেন্টের অংশ হিসেবেই এই ভিক্টিমের ডিএনএ নিয়ে ডাটাবেইজে এন্ট্রি দিয়ে চেক করছিলাম। ওখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য পেয়েছি আমি।"

"কি সেটা? জাকির আদনানের ডিএনএ তার ভাই হাবিব আদনানের সাথে ম্যাচ করেনি।"

"এর মানে কি?" মারুফ হতবাক হয়ে গেলো কথাটা শুনে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাইরের রুমে চলে এসেছে। আবারো বিটোভেনের সুর শোনা যাচ্ছে।

"এর মানে হলো, তারা দুজন একই বাবার ঔরসজাত সন্তান না," মণিকা মিটিমিটি হাসছে।

"সর্বনাশ, এটা কি আপনি কারো সাথে শেয়ার করেছেন?"

"বসকে একটা রিপোর্ট অনেক আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে বিশদ রিপোর্ট দেইনি আমি। কারণ ব্যাপারটা আরেকটু দেখতে চাইছি। আমি জাকির আদনানের ডিএনএ স্ট্রাকচারের এন্ট্রি দিয়ে আমাদের ছোটখাটো ডাটাবেজে একটা সার্চ দিচ্ছি। দেখি আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা?"

"এটা করতে কতোক্ষণ লাগতে পারে?"

"বলা যায় না, এখুনি পেয়ে যেতে পারি আবার ঘন্টা কয়েক লাগতে পারে।"

ওরা বাইরের রুমটাতে চলে এসেছে। কথা বলছে এমন সময় দরজায় নক করার শব্দ হলো। মণিকা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতে মালামাল সাপ্লাই করা একটা কোম্পানির লোগো লাগানো গেঞ্জি পরা এক লোক বললো, "ম্যাডাম কিছু জিনিস আনা হয়েছে। আপনি চেক করে রিসিভ করলেই হবে।" লোকটার মাথায় ক্যাপ।

"ঠিক আছে, এক মিনিট আমি উনাকে বিদায় করে নেই।" বলে সে মারুফের

BanglaBook.org

দিকে ফিরলো। "মি, মারুফ তাহলে আমি কাজ করি, তারপর দেখা যাক কী পাওয়া যায়।"

"ঠিক আছে, যদি ইন্টারেস্টিং কিছু পান তবে আমাকে কল করে জানাবেন প্লিজ," বলে ও নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে মণিকার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

মণিকা কার্ডটা হাতে নিয়ে একবার দেখলো তারপর সামান্য হেসে বললো, "অল দ্য বেস্ট, মি. মারুফ।"

মারুফ ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো। করিডোরে আরেকজন একই ধরণের গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বেশ নিচু করে ক্যাপ পরে থাকার পরেও এক মুহূর্তের জন্যে লোকটার চোখে চোখ পড়লো ওর। লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে শুভেচ্ছা সুলভ একটা হাসি দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো। মারুফের মনে হলো লোকটাকে চেনে, বেশ চেনা চেনা মনে হলো ওর কাছে। একবার ভাবলো জিজ্ঞেস করবে পরমুহূর্তে ধারাণাটা বাতিল করে দিয়ে সামনে এগোলো।

করিডোর ধরে বাইরের গেটের দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন ডেকে উঠলো ওর নাম ধরে। পেছন ফিরে দেখলো ওকে ল্যাবে নিয়ে গেছিলো যে ছেলেটা সে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসছে। "স্যার, ফারুক স্যার আপনার সাথে একটু দেখা করতে চেয়েছেন। "

ফারুক স্যার, মানে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের প্রধান। মারুফ ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বললো, "চলো।"

ছেলেটা ওকে নিয়ে সরাসরি চলে এলো টপ-ফ্লোরে। এখানেই ফারুক আহমেদের কাঁচঘেরা অফিস রুম।

ফারুকসাহেব ওকে দেখে একগাল হেসে বললো, "মি. মারুফ, প্লিজ বসুন।"

মারুফ তার সাথে হ্যান্ডশেক করে চেয়ার টেনে বসে পড়লো।

"মারুফসাহেব, পরিস্থিতি কি, বলুন তো?"

"স্যার, আপনি সবকিছুই শুনেছেন মনে হয়," মারুফ অসহায়ভাবে কাঁধ নেড়ে একবার ঘড়ি দেখলো।

"হ্যা, আমি জানি। আর এ-ও বুঝতে পারছি আপনি খুব তাড়াহুড়োর ভেতরে আছেন। আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না। তবে দুয়েকটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলার জন্যে আপনাকে ডেকেছি। এখানে এসে কি কোনো উপকার হলো?"

"হ্যা, অবশ্যই অন্তত কয়েকটা ব্যাপারে পরিস্কার হতে পেরেছি ও দুয়েকটা

BanglaBook.org

মূল্যবান জিনিস জানতে পেরেছি। এখান থেকেই কয়েকটা ব্যাপারে লিড ধরতে পারবো আশা করছি।"

"যাক, খুবই ভালো, তবে," ফারুকসাহেব থেমে গেলেন। ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে কাকে যেনো ফোন দিয়ে বললেন উনি জরুরি আলাপ করছেন রুমে যেন কেউ না আসে। ফোনটা রেখে মারুফের দিকে ফিরে বললেন, "আপনাকে আন-অফিসিয়ালি একটা ব্যাপার জানাতে চাই। মূলত সে-জন্যেই আপনাকে ডাকা। ঘন্টাখানেক আগে ওপর মহল থেকে কয়েকজন অফিসার এসে এই কেসের সব তথ্য নিয়ে গেছে। তারা পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে গেছে মিডিয়া কিংবা অন্যকারো সাথে এমনকি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে আপনাদের সাথেও যেনো কিছু শেয়ার করা না হয়," উনি আবারো থামলেন। "আমি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আমি আপনাকে কি বোঝাতে চাইছি।"

মারুফ শুধু মাথা নাড়লো। ও একটু আবাক হয়ে গেছে।

"কাজেই বুঝতেই পারছেন এই কেসে অনেক ব্যাপার আছে, তাই আপনার প্রতি আমার সাজেশন থাকবে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে একটু গভীরে খুঁড়ে দেখবেন এবং যেকোনো প্রয়োজনে আমাদের হেল্প পাবেন। তবে..."

আনঅফিসিয়ালি, মারুফ মনে মনে ফারুকসাহেবের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে দিলো।

"ঠিক আছে, স্যার, ধন্যবাদ, আমি উঠছি।"

ফারুক সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুফ নিচে নামতে লাগলো। টের পেলো ফোন বাজছে। পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলো কায়সারের কল। কলটা রিসিভ করতে যাবে কান ঝালাপালা শব্দে ফায়ার-অ্যালার্ম বেজে উঠলো। রিসিভ না করে ফোনটা পকেটে রেখে দ্রুত এগোলো রিসিপশনের দিকে। রিসিপশনে যাবার আগেই একজনকে দেখলো দৌড়ে যেতে, মারুফ হাত নেড়ে জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার? কি হয়েছে?"

"স্যার, বিল্ডিঙে আগুন লাগছে।"

মারুফ দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো একটু আগে ঘুরে আসা বায়ো-ল্যাবের একটা অংশে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে।

BanglaBook.org

* * *

আরো আধা ঘন্টার ওপরে হাবিব আদনানের সাথে কথা বলে কায়সার বেরিয়ে এলো। বের হবার আগে একজন চা দিয়ে যাবার পর হাবিবসাহেব আবারো ওকে চা খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। ও খায়নি। হাবিব আদনানের চা-এর নেশা আছে ব'লে মনে হয়েছে ওর। লোকটা একটু পরে পরে চা খায়। বাইরে বেরিয়ে আসতেই রিপোর্টার ছেলেটা দৌড়ে এলো ওর কাছে।

"কি, রিপোর্ট হয়ে গেছে?" কায়সার জানতে চাইলো।

"হ্যা, আরো অনেক আগেই প্রচার হয়ে গেছে।"

কায়সার ছেলেটার সাথে কথা বলতে বলতেই মোবাইল বের করে কল করলো মারুফকে। তাকে সবকিছু জানানোর তাগিদ অনুভব করছে ও। একবার দুবার...কল বাজলো কিন্তু মারুফ ধরলো না। একটু বিরক্ত হয়ে আবারো কল করলো সে কিন্তু ওপাশে নিরবতা। হঠাৎ পেছন থেকে লোকজনের চিৎকার আর শোরগোল শোনা গেলো। কেউ একজন দৌড়ে গেলো হাবিব আদনানের বাড়ির দিকে। কায়সার জিপ থেকে নেমে দ্রুত এগোলো সেদিকে। গ্যারেজের ভেতরে এসে দেখলো ওর সাথে লিফটে ওঠা সেই লোক ফোনে কথা বলছে। লোকটা ফোনে কথা শেষ করতেই ও জানতে চাইলো, কি হয়েছে।

লোকটা তাকে জানালো হাবিব আদনান নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে। অবস্থা নাকি সিরিয়াস।

কায়সার হতভম্ভ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো, দশ মিনিট আগে কথা বলে আসা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একজন মানুষ কী ক'রে হঠাৎ এরকম প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে বুঝতে পারলো না।

একটু পরেই সাংঘাতিক অসুস্থ হাবিব আদনানকে স্ট্রেচারে করে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো। ওর সামনে দিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে গেলো অ্যাম্বুলেন্স। কায়সার বোকার মতো তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

চুয়াল্লিশ ঘন্টা ...

ধড় মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসে প্রথমেই সে মোবাইলের দিকে হাত বাড়ালো সময় দেখার জন্যে। আরো প্রায় তিন ঘন্টা পার হয়ে গেছে। দুই-তিন ঘন্টা অপেক্ষা করেও কোনো কাজ হলো না। বেলা গড়িয়ে দুপর হয়ে গেলো কিন্তু কোনো কল আর এলো না তার মোবাইলে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছিলো সে।

ঘুম ভাঙার পর প্রচন্ড ক্ষুধা টের পেলো। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। একবার ভাবলো আরো কিছুক্ষণ দেখে একেবারে বের হয় কিন্তু পরমুহূর্তে ক্ষুধায় পেট মোচড় দিয়ে উঠতে আর সহ্য করতে পারলো না। বাইরে যাবার মতো কাপড় পরেই ছিলো, স্রেফ ওয়ালেটটা পকেটে ভরে পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে রইলো। একবার ভাবলো স্রেফ খেয়েই তো চলে আসবে, ওটা নেয়ার দরকার কি। মনের অন্য একটা অংশ বললো, এই মুহূর্তে তোমার জীবনের কোনোই গ্যারান্টি নেই। কাজেই ওটা সাথে রাখাই নিরাপদ। পিস্তলটা তুলে নিয়ে একবার ক্লিপ চেক করে কোমরের পেছনে গুঁজে রাখলো।

বাইরে বেরিয়ে গেটের আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। নাহ, সন্দেহজনক কিছু মনে হচ্ছে না এখনো। কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে। সেখানেই দ্রুত খেয়ে নিলো। খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে সিগারেট ধরালো একটা। হাঁটতে হাঁটতেই সিগারেট টানতে লাগলো। রাতে ঘুম হয়নি, তাই সিগারেট তেতো লাগছে। বাসার কাছাকাছি চলে এসেছে, মোবাইলটা বের করে আরেকবার চেক করলো। কোনো কল নেই।

মনে মনে ভাবলো, কত্তো বড় হারামি মানুষটা। আনমনে মোবাইলটা দেখতে দেখতেই এগোচ্ছিলো হঠাৎ তার বাসার সামনে একটা গাড়ি দেখতে পেলো। বেশ বড় সাইজের জিপ। অন্য সময় হলে হয়তো এতোটা খেয়াল করতো না কিন্তু এই মুহূর্তে তার স্নায়ু অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে আছে। দুজন লোককে দেখলো রাস্তার পাশে একজনকে মোবাইলে ছবি দেখাচ্ছে। তার ছবি না তো? মনে মনে সাবধান হয়ে গেলো সে।

কিন্তু তার সাবধান না হলেও চলতো কারণ যেখানে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার দূরত্ব একদম অল্প। এতোটাই অল্প যে দুজন লোকের একজন চোখ তুলে তাকিয়েই দেখে ফেললো তাকে।

BanglaBook.org

শিট, মনে মনে গালি দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্রেফ ঝেড়ে দৌড় দিলো উল্টো দিকে।

* * *

কায়সার একহাতে তার জিপের হুইল সামলে অপরহাতে আবারো কল দিলো মারুফের নম্বরে। তার জিপ প্রায় হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কাছে চলে এসেছে। কলটা দিয়েই আবারো কেটে দিলো, কারণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মারুফকে দেখেতে পেয়েছে সে। জিপে জোরে একটা টান দিয়ে মারুফের সামনে এনে ঘ্যাঁচ করে জিপ থামালো।

মারুফ কিছু বলার আগেই কালো ধোঁয়া উড়তে থাকা হোমিসাইড অফিসের দিকে দেখিয়ে কায়সার জানতে চাইলো, "সর্বনাশ! কিভাবে হলো?"

"কে জানে, কিভাবে হলো!" মারুফ জিপে উঠতে উঠতে বললো। "তোর ওদিকে কী অবস্থা? লিড দেয়ার মতো কিছু পেলি?"

"আমারটা পরে বলছি, ওদিকেও বিশাল নাটক হয়ে গেছে। সব বলবো, আগে তোমারটা শুনে নেই। আগুন কখন লাগলো? তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমি কাজ শেষ করে মাত্র বেরুচ্ছি এমন সময় শুনি ফায়ার অ্যালার্ম বাজছে। দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি হোমিসাইডের বায়ো-ল্যাবের একটা অংশ দাও দাও করে জ্বলছে। "

"কেউ আহত হয়েছে?"

"হয়েছে মানে, বায়ো-ল্যাবের ড. মণিকাকে ল্যাবের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অজ্ঞান অবস্থায়।"

"আর ক্ষয়ক্ষতি?" কায়সার জিপ ঘুরিয়ে বেইলি রোডের একটা রেস্টুরেন্টের সামনে থামালো।

"এখানে থামলি যে?" মারুফ ওর কথার উত্তর না দিয়ে জানতে চাইলো।

কায়সার জিপ থেকে নামতে নামতে উত্তর দিলো, "চলো কিছু খেয়ে নেই।"

"খাবো না রে, রুচি নেই।"

"কথা বলো না তো। চলো খেয়ে নেই, সকালেও কিছু খাওনি। আরে, এতো চিন্তা করো না, চলো, খেতে খেতে আলাপ করি।"

দুজনে মিলে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে কায়সার খাবার অর্ডার করলো।

"হ্যা, বলো, ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে?"

"ক্ষতি তেমন একটা হয়নি আবার হয়েছেও। বায়ো-ল্যাবের একটা অংশ একদম পুড়ে গেছে। ড. মণিকাকে ওখান থেকেই অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা

BanglaBook.org

হয়েছে। আহারে বেচারি একটু আগেই কথা বলে এলাম।"

"বলো কি! হঠাৎ এভাবে আগুন লাগলো কী ক'রে ওখানে? ওরা কি কিছু বুঝতে পেরেছে?"

"নাহ, এখনো তেমন কিছু টের পায়নি। হতে পারে, তারের ম্যাল-ফাংশন থেকে আগুন লেগেছে।"

"তোমার কথা-বার্তা কেমন হলো? কিছু পেলে?" ওয়েটার এসে খাবার সাজিয়ে দিলো। কথা চললো খেতে খেতে।

"হ্যা, তিনটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। জাকির আদনান গতকাল বিকেলে কারো সাথে মারামারি করেছিলো। ভদ্রলোকের বাড়ির একটা অংশ এখনো চেক করার বাকি আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, জাকির আদনান নাকি হাবিব আদনানের আপন ভাই ছিলো না। "

"হ্যা, এটা আমি জানি," কায়সার খেতে খেতে জবাব দিলো।

"জানিস মানে? তুই কোত্থেকে জানলি। আমি তো জেনেছি ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট শুনে।"

"আমি জেনেছি খোদ হাবিব আদনানের কাছ থেকেই। নিজেই আমাকে বলেছে। এটা টিভিতেও অনেক আগেই প্রচার হয়ে গেছে। বেচারা এর পরেই তো অসুস্থ হয়ে..." বলে কায়সার খাবার মুখে হেঁচকি তুললো একবার। পানি খেয়ে নিজেকে শান্ত করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মারুফের দিকে। "দাঁড়াও, এক মিনিট। "

মারুফও খাওয়া বাদ দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। "কি ব্যাপার, কী হলো?"

"ভাই, মারাত্মক একটা ব্যাপার। তুমি বললে জাকির আদনান যে হাবিব আদনানের ভাই না এটা তুমি জেনেছো বায়ো-ল্যাব থেকে আর সেখান থেকে জেনে বের হবার একটু পরেই ল্যাবে আগুন লাগে। তুমি কি জানো, হাবিব আদনানের এখন কি অবস্থা?"

মারুফ জবাব না দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

"ভদ্রলোক এখন হাসপাতালে। আমি তার সাথে কথা বলে বের হবার একটু পরেই সুস্থ সবল একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলো আর দুটো ঘটনাই ঘটলো প্রায় কাছাকাছি সময়ে। কিছু বুঝতে পারছো?"

"কেউ একজন চাইছে না ব্যাপারগুলো খোলাসা হোক। জাকির আদনানের সত্যিকার পরিচয় লুকাতে চাইছে কেউ।"

* * *

BanglaBook.org

হাঁপাতে হাঁপাতে সে গলির মুখ থেকে উঁকি দিয়ে একবার দেখে নিলো। নাহ, শেষ পর্যন্ত হারামিগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

"হুফ-হুফ," করে দম ছাড়তে লাগলো। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। তার আরো আগেই অনুমান করা উচিত ছিলো এরকম কিছু একটা হতে পারে। "শালি, খানকিমাগি, কুত্তি হারামজাদি..." যতোক্ষণ মুখে কুলালো সে গাল বকে গেলো।

একটা সময় থেমে গিয়ে আবারো হাঁপাতে লাগলো। যতোই বকুক আসলে সে মনে মনে জানে, দোষ তার। কথাটা মনে হতেই এই বিপদের ভেতরেও মৃদু হেসে উঠলো সে। আসলে মানুষের রক্তের টান খুব খারাপ জিনিস, মানুষ যতো চেষ্টাই করুক রক্তের টান কখনো বদলাতে পারেনা। নিজের রক্তের দোষে এইসব ঘটছে আজ। জন্মের পর থেকেই দেখে এসেছে বাপ-চাচারা খারাপ। সেই খারাপ থেকে দূরে থাকার জন্যেই ভিন্ন এক জীবন বেছে নেয়ার চেষ্টা করেছিলো। নিজের চেষ্টায় পড়ালেখা করেছিল, ভালো একটা চাকরিও করতো। জন্মের পর থেকেই অপরাধ জগতের মাঝে বেড়ে উঠেছিলো, তাই ওই জগতটাই সবচেয়ে ভালো চিনতো। এমন একটা পেশা বেছে নিয়েছিলো যেখানে ওই জগত নিয়েই কাজ করা যায়। সবই ভালো চলছিলো, তারপর একদিন সেই ঐতিহাসিক চুরি।

আজো সে মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন সেদিন চুরি করেছিলো। কোনো দরকার ছিলো না কিন্তু রক্তের টান এড়াবে কিভাবে। সেখান থেকেই শুরু। যে বাপ চাচাদেরকে ঘৃণা করতো তাদের কাছেই ফিরে যেতে হলো। এবার আবারো ভালো হবার একটা সুযোগ পেয়েছিলো, রঙিন জগতের সংস্পর্শে এসে জীবনটাকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলো। স্রেফ কপালের দোষে সেই সুযোগও হারালো। কী দরকার ছিলো নিজে থেকে পন্ডিতি করে ফাঁত পাততে যাবার। এখন বাঁচতে হলে একটাই উপায়, নিজের টাকাগুলো কোনোমতে সংগ্রহ করে এই দেশ ছেড়ে ভাগতে হবে। এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। উল্টোপাল্টা ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই, আসল জায়গায় আঘাত করতে হবে।

নিজের প্রাণের ওপরে আঘাত এসেছে এবার মূল জায়গায় সে-ই আঘাত করবে। এছাড়া আর উপায় নেই। বসে বসেই নিজের ওয়ালেট আর পিস্তলটা চেক করে নিলো। মোবাইলটা হাতে নিয়ে আছড়ে ভাঙলো দেয়ালে। এখন ওটা একটা যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু না। কাজেই ওটার হাত থেকে মুক্তি দরকার।

উঠে দাঁড়ালো সে। এবার মূল জায়গায় আঘাত করবে।

* * *

BanglaBook.org

"এতে কার কি লাভ থাকতে পারে?" কায়সারের দিকে তাকিয়ে মারুফ জানতে চাইলো।

"সেটাতো আর বলতে পরছি না। তবে এই দুটো ঘটনা এভাবে একইসময়ে ঘটার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না," কায়সার দৃঢ় স্বরে বললো।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা গভীরভাবে চেক করে দেখতে হবে," খাওয়া শেষ করে মারুফ কফির অর্ডার দিলো। "তুই খোঁজ লাগা, হাবিব আদনানের কী অবস্থা। আর আমি হোমিসাইডে খবর নিচ্ছি ওরা কিছু জানতে পেরেছে কিনা।"

"হাবিবকে তো মাত্র হাসপাতালে নিয়ে গেলো। আমার মনে হয় আরেকটু পরে খোঁজ নিতে হবে। আর হোমিসাইডের ওদেরও কিছু বের করতে আরো সময় লাগবে।"

"ঠিক আছে, আমরা তাহলে অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলি। দুই জায়গাতে থেকে যা যা জানতে পেরেছি সেগুলো একসাথে করে দেখি কিছু দাঁড়ায় কিনা। আগে তুই বল।"

"আমি খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি। হাবিব আদনানের কাছে জানতে চাইলে সে জাকির আদনানের সম্ভব্য শত্রুর মধ্যে এক নম্বরে রাখতে বলেছে ওর এক্স ওয়াইফ রুনা মোস্তফাকে। এই মহিলা নাকি বড়ই ভয়ঙ্কর। সে নাকি সিরিয়াসলি জাকিরের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে ডিটারমাইন্ড ছিলো," বলে কায়সার একটু বিরতি দিলো। "জাকিরের মৃত্যু হলে নাকি সে-ই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। মানসিক এবং আর্থিক দুই দিক থেকেই। কাজেই সে একজন প্রাইম সাসপেক্ট হতেই পারে।"

"হুম, কথা ঠিক," মারুফ কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো। "আর কিছু?"

"নাহ, আর তেমন কিছু না। এবার তুমি বলো," কথা শেষ করে কায়সারও নিজের কফির কাপটা টেনে নিলো।

"আমি তো একবার বললামই। আবারো বলছি, আমি যা জানতে পেরেছি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দুটো। জাকির আদনানের বাড়ির একটা অংশ এখনো চেক করা বাকি। অন্যদিকে গতকাল বিকেলে মানে মৃত্যুর অগের দিন সন্ধ্যেবেলা জাকির কারো সাথে মারামারি করেছিলো। ডঃ মণিকা যা বলেছে তাতে আমার মনে হয়েছে জাকির আসলে মারামারি করেনি।"

"তাহলে?"

"সে কাউকে মেরেছে। কারণ তার ডান হাতের আঙুলে যে-ধরণের ছড়ে যাবার চিহ্ন আছে শুধুমাত্র কাউকে ঘুসি মারলেই এ-ধরণের দাগ হতে পারে। অন্যদিকে যেহেতু তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে সে-

BanglaBook.org

ই কাউকে মেরেছিলো। অবশ্য এটা বাংলাদেশ, এখানে কোনো মন্ত্রির ভাতিজার মার খেয়ে কেউ উল্টো মারবে এতো বড় বুকের পাটা কার আছে। এই দেশটা তো আসলে ওদেরই। আমাদেরকে দয়া করে থাকতে দিয়েছে এই বেশি।"

"হুম," বলে কায়সার মৃদু হাসলো। "কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাইনা?"

"কোনটা ?" মারুফ জানতে চাইলো।

"গতকাল এই সময়ে কেউই আমরা জাকির আদনান কিংবা তার পরিবারের কাউকে চিনতাম না। অথচ আজকে দেখো এর চোদ্দ গোষ্ঠির খোঁজ খবর করতে লেগে গেছি।"

"কায়সার, তোকে একটা কথা বলি। আমি তো এই ব্যাপারে ফেঁসে গেছি খানিকটা নিজের দোষে, খানিকটা কপাল খারাপ হবার কারণে, তুই কেন এভাবে জড়িয়ে যাচ্ছিস, বলতো? এটা যে একটা কানা গলি তুই বুঝতে পারছিস না? যেভাবে ফেঁসেছি, আমি তো ডুববোই এতে জড়িয়ে তুইও নিজের ক্যারিয়ারের ক্ষতি করবি।"

"মারুফভাই, তোমাকে না একবার মানা করলাম এসব আজাইরা প্যাচাল না পাড়তে," বলে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। "তোমাকে যদি এই ঘটনা থেকে উদ্ধার করতে না পারি আমি নিজের কাছে নিজে জীবনে মুখ দেখাতে পারবো না। তুমি যদি নিজের দোষে ফেঁসে গিয়ে থাকো তবে তাতে আমার দোষও শতভাগ। কাজেই এইসব কথা আর বলবা না। আচ্ছা মীরা আপার ব্যাপারটা কি কোনোভাবে...কারণ সে যদি কথা বলে তবে তুমি শক্ত একটা অ্যালিবাই পেয়ে যাও। অন্তত নিজের সাসপেন্ড আর অ্যারেস্টটা এড়াতে পারবে।"

"কায়সার, তুই আমাকে বল, সেটা কিভাবে সম্ভব? ওর একটা সংসার আছে, বাচ্চা আছে। যদি ব্যাপারটা শুধু ওকে নিয়ে হতো, তাও একটা কথা ছিলো। ওর ফ্যামিলি, ওর হাজবেন্ডের ফ্যামিলি'র সম্মান এর সাথে জড়িত। আমাদের ভেতরে যেটা হয়ে গেছে তাতে আসলে দুজনার কারো দোষই ছিলো না। ব্যাপারটা স্রেফ ঘটে গেছে। কিন্তু এখন আমার জন্যে এতোগুলো মানুষের জীবন নষ্ট হতে দেয়ার কোনো মানে হয়না। বিশেষ করে ওর ছোট বাচ্চাগুলোর কথা একবার ভেবে দেখ। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি একবার এই ঝামেলা থেকে বেরুতে পারলে এই সম্পর্কের ইতি টানতে হবে। সেটা যেভাবেই হোক, যতো কষ্ট করেই হোক।"

"হুম, বুঝতে পেরেছি। বাদ দাও। যেটা সম্ভব না, সেটার কথা ভেবে লাভ নেই। কিন্তু একটা ব্যাপারে খেয়াল রেখো ডিপার্টমেন্ট, মিডিয়া কিংবা অন্য কেউ যেনো এই ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। বিশেষ করে মিডিয়া যদি জানতে পারে তবে এটাকে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তুমি এবং মীরা আপা, দুজনেরই ক্ষতি করবে।"

BanglaBook.org

"তাতো অবশ্যই। আমি মীরাকে মানা করে দিয়েছি কোনো অবস্থাতেই যেনো আমাকে কল না করে।"

"আচ্ছা, চলো এখন কাজেই পরিকল্পনা করে ফেলি। হাবিব আদনানের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হবে এবং তুমি হোমিসাইডে আগুন লাগার ব্যাপারে বিশদ খোঁজ নিবে। এরপর তুমি বলো।"

"তুই আলীমভাইকে ফোন করে রুনা মোস্তফার ব্যাক-গ্রাউন্ডের ব্যাপারে বিশদ খবর নিতে বল। সেই সাথে হাবিব এবং জাকির আদনানের বাপ ওয়ালিদ আদনানের ব্যাক-গ্রাউন্ডও। এতে ক'রে জাকির আসলে কে এটা বের হতে পারে। আর হ্যা, জাকিরসহ সবার ভার্চুয়াল লাইফগুলো একটু চেক করে দেখতে বলিস তো। মানে এদের ফেইসবুক অ্যাক্টিভিটি, টুইটার বা অন্যকিছু যদি থেকে থাকে।"

"আর কিছু?" কায়সার নোট নিতে নিতে জানতে চাইলো।

"না," মারুফও নোট নিচ্ছে।

"ঠিক আছে বুঝলাম। কিন্তু এগুলো হলো খোঁজ নেয়া। কিন্তু এখান থেকে আমরা আর কোথায় যাবো? কী করবো?" কায়সার নোটপ্যাডের ওপরে পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে প্রশ্ন করলো।

"আমরা অবারো দুইভাগে ভাগ হয়ে যাবো। এখান থেকে তুই প্রথমে খোঁজ নিতে যাবি জাকির আদনান কাল সন্ধ্যেবেলা কোথায় ছিলো, কার সাথে মারামারি করেছে। এই ব্যাপারটা বের করতে পারলে আমরা একটা মূল লিড পেয়ে যেতে পারি। এটা বের করার পর তুই রুনা মোস্তফার সাথে দেখা করবি। তার সাথে কথা বলে বের করার চেষ্টা করবি সে কিছু জানে কিনা? পুরো ঘটনার ব্যাপারে তার মতামত কি? বুঝতে পেরেছিস?"

"হুম," কায়সার নোট প্যাডের ওপরে খস-খস করে নোট নিচ্ছে। "আর তুমি?"

"আমি প্রথমে যাবো জাকির আদনানের বাড়িতে। ওই বাড়িটা কেন জানি আমাকে দারুণভাবে টানছে। যদিও সম্ভবনা কম তবুও মনে হচ্ছে ওখানে আমি কিছু একটা পাবোই পাবো। যদি নাও পাই ওখানটা একবার হলেও আমার ঘুরে দেখার ইচ্ছে।"

কায়সার গম্ভীর হয়ে কিছু একটা ভাবছে। "এককাজ করি। আমরা একসাথে যাই। চলো দুজনে মিলে বাড়িটা ঘুরে দেখে তারপর না হয় জাকির আদনানের মারামারি আর রুনা মোস্তফার ব্যাপারে খোঁজ নেয়া যাবে।"

"তুই সাথে থাকলে বাড়িটা চেক করতে অনেক সুবিধা হতো কিন্তু এতে সময় নষ্ট হবে। সময় এখন বড়ই মূল্যবান। তারচেয়ে দুজন দুদিকের এরিয়া কভার করলে কাজ আগাবে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। আমি ভাবছি তোমার কোনো বিপদ হবে না তো। আমি থাকলে তোমাকে ব্যাকআপ দিতে পারতাম। ওই বাড়িতে মন্ত্রির লোকজন আছে কিনা কে জানে। তারচেয়ে আমি..."

"বাদ দে," মারুফ উঠে দাঁড়িয়ে কায়সারের কাঁধে হাত রাখলো। "তারচেয়ে আমরা আলাদা হয়ে কাজ করলে একটু হলেও কাজ এগোবে।"

দুজনেই রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে রওনা দিলো যার যার গন্তব্যে।

* * *

ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে সে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো। দারোয়ান তাকে দেখে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেছে। সালাম দিয়ে জানতে চাইলো ম্যাডামের কাছে যাবে কিনা। কিছু না বলে স্রেফ মাথা নাড়তেই তাকে ওপরে চলে যেতে বললো। ওপরে রওনা দিতে দিতে মনে মনে একবার ভাবলো এই দেশের মানুষজন টিভিতে দেখা কোনো চেহারা দেখলেই গলে যায়, মনে করে ওরে বাপরে এরে টিভিতে নাটক করতে দেখা যায়, না জানি কী এই লোক। দারোয়ান লোকটা নিশ্চই তার ফালতু নাটকগুলোর কোন একটা দেখেছে। তাতেই তাকে দেখে ভেবে নিয়েছে নিশ্চই ম্যাডামের লোক, তার সাথেই দেখা করতে এসেছে।

দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে সে রওনা দিলো নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের দিকে। ফ্ল্যাটটা যথেষ্ঠ ওপরের ফ্লোরে হলেও সে লিফটে উঠলো না। সিঁড়ি দিয়ে রওনা দিলো। এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে লিফট্ মৃত্যু ফাঁদ হয়ে উঠতে পারে। আরেকটা কারণে সে লিফটে না উঠে সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছে। মহিলা একা নাও থাকতে পারে। জাকির আদনানের খুনের পর তার কাছে ভিজিটর থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

দুইটা তিনটা করে সিঁড়ি টপকে সে নির্দিষ্ট ফ্লোরটার ঠিক নিচের ফ্লোরে চলে এলো। এখানে দাঁড়িয়ে দম নিলো কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার পর কান পেতে শুনলো কোনো হাঙ্গামা বা হট্টগোলের শব্দ শোনা যায় কিনা। সব নিরব।

ফুলটা হাতে নিয়ে মুখের প্রায় কাছে ধরে সে উঠে এলো ওপরে। ফুলটা এনেছেই এ-কারণে, যাতে এটা দিয়ে চেহারাটা মোটামোটি ঢেকে রাখা যায়। এক হাতে কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে আনলো। অন্য হাতে ফুলের তোড়াটা মুখের একদম সামনে এমনভাবে তুলে ধরলো যাতে চেহারাটা পুরোপুরি ঢেকে যায়।

ধীরে ধীরে পিস্তলের নলটা এগিয়ে দিলো কলিং বেলের বাটনের দিকে। নলটা দিয়েই বাটনটা চাপ দেবার ইচ্ছে। চাপ দিতে যাবে এমন সময় দেখলো দরজাটা

BanglaBook.org

সামান্য নড়ছে। হাঁটু দিয়ে মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেলো দরজা।

সাবাশ, দরজা খোলা...মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলো। ফুলের তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রবেশ করলো ফ্ল্যাটের ভেতরে। ভেতরে কেউ একজন অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। একহাতে পিস্তলটা ধরে ভেতরে চলো এলো। বিরাট একটা ফ্ল্যাট, একদম খোলামেলা। এই ফ্ল্যাটে সে আগেও এসেছে, কাজেই এর ভেতরটা মোটামুটি চেনে। ডাইনিং রুমের একপাশটা পুরোটাই বেলকনির মতো খোলা। পাশেই ড্রইং রুম, কথার আওয়াজ ওখান থেকেই আসছে। খুব সাবধানে ড্রইং রুমে উঁকি দিলো।

উঁকি দিয়ে হেসে ফেললো। কেউ কথা বলছে না, খোলা টিভিতে খবর চলছে।

রিমোট তুলে নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিলো। টিভি বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই এমন চমকে উঠলো আরেকটু হলে হাতের পিস্তলটাই ফেলে দিচ্ছিলো।

ভদ্রমহিলা একহাতে একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে আসছিলো, আর মোবাইলে কথা বলছিলো, সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। এতোটাই চমকে উঠলো সে, ব্যাগ এবং মোবাইল দুটোই ফেলে দিলো হাত থেকে।

"তু তুমি...এখানে?"

"হ্যালো ম্যাডাম আসতেই হলো। আপনি তো দাওয়াত দিলেন না তাই নিজে থেকেই আসতে হলো," বলে সে সোজা পিস্তল তুললো মহিলার কপাল বরাবর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৮

তেতাল্লিশ ঘন্টা...

মারুফ সকালবেলা এখানে এসেছিলো জিপে, তাই চেনার দরকার ছিলো না। সিএনজিতে এসে গুলশান আজাদ মসজিদের সামনে নেমে গেলো ও। আশপাশের এলাকাটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাড়িতে যাবার আগে আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাচ্ছে ও। আজাদ মসজিদের সামনে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে এসে বসলো। ঢাকার প্রায় সব এলাকাতেই চায়ের টঙ দোকান খুব প্রচলিত হলেও এই ধরণের অভিজাত এলাকাগুলোতে খুব একটা দেখা যায় না। তাই এখানে চায়ের দোকান দেখে একটু অবাক হয়েছে।

দোকানে পিচ্চি একটা ছেলে বসে চা বানাচ্ছে। সবুজ লেবু সাজিয়ে রাখা হয়েছে সুন্দর করে।

"একটা চা দাও," মারুফ চায়ের অর্ডার দিয়ে আশপাশটা দেখতে লাগলো। ঢাকা শহরের প্রথম অভিজাত এলাকা। অন্যান্য সব এলাকাগুলো বিভিন্ন শ্রেণির মানুষে মিশে গেলেও এই এলাকাটা এখনো মোটামুটি তার আভিজাত্য ধরে রেখেছে। ও এখন বসে আছে এটা আজাদ মসজিদের গলির মুখে। এই গলি ধরে ঢুকলেই আজাদ মসজিস এবং মসজিদের একটু পরেই আদনানদের বাড়ি।

ছেলেটা এক কাপ লেবু চা বানিয়ে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। মারুফ চায়ের কাপটা নিয়ে একটা চুমুক দিলো। চমৎকার চা। "বাহ, দারুণ হয়েছে তো চা-টা।" মারুফের কথা শুনে ছেলেটার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "সিগারেট আছে তোমার কাছে?"

"কি সিগারেট?"

"বেনসন।"

"সাদা না লাল?"

"লাল," মারুফ জবাব দিতেই ছেলেটা একটা বেনসন সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো। "আচ্ছা, এই এলাকাতে নাকি একটা খুন হয়েছে?" মারুফ সিগারেট ধরাতে ধরাতে জানতে চাইলো।

"হ হইছে তো। ওই যে ওইহানে এক বাড়িতে," ছেলেটা হাতের ইশারায় সামনের রাস্তার দিকে দেখালো। "আইজ সকালে তো এইহানে পুলিশ আর সাম্বাদিকে ভইরা গেছিলো। আমার বেচা-বিক্কিরি ভালো হইছে।"

BanglaBook.org

"ভালো। যে খুন হয়েছে তাকে কখনো দেখেছো?"

"না স্যার। এইসব এলাকায় কেউ কাউরে চেহারা দিয়ে চিনে না। সবাই চিনে গাড়ি দিয়া। আমরা গাড়ি দিয়া চিনি কেডা কুন বাসার মানুষ। যেয় খুন হইছে হেয় একটা বিরাট কালা গাড়ি লইয়া যাইতো আসতো। তয় একটা কথা, হেয় এইহানে থাকতে আইছে বেশিদিন অয়নাই। এই কয়দিনেই এলাকার সবাই হের উপ্‌রে খুব বিরক্ত। অনেক মাইয়া মানুষ আইতো যাইতো। রাইতবিরাতে লোকজন আইতো যাইতো। হেয় মরাতে অনেকেই দেখলাম খুশি হইছে।"

"রাতে তোমার দোকান কয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে?"

"এই, রাইত দশটা।"

"রাতে কি এখানে কোনো গার্ড থাকে?"

"হ আছে তো, মোফাজ্জল চাচা। আপনে কি হের লগে কথা কইবেন নাকি?"

"যদি সম্ভব হয়।"

"ঠিক আছে আমি খুজ লাগাইতাছি। "

"ঠিক আছে তার খোঁজ পেলে জানিও আমি ওই খুন হওয়া বাড়িটাতে আছি।" মারুফ চায়ের টাকা দিয়ে সাথে আরো অতিরিক্ত কিছু টাকা দিলে ছেলেটা খুশি হয়ে গেলো। চায়ের দোকান থেকে উঠে এসে সোজা হেঁটে চলে এলো জাকির আদনানের বাড়িতে। ভেবেছিলো বাড়িতে অনেক লোকজন থাকবে। কিন্তু তেমন কেউই নেই। বাড়ির কেয়ারটেকার এবং তার পরিবারের লোকজন বাদে আর কেউ নেই। দুজন কন্সটেবল শুধু বাড়ির গেইটে পাহারা দিচ্ছে। আইডি দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ও। বাড়িতে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলো কেয়ারটেকারের কাছে। কেয়ারটেকার ওকে নিয়ে ভেতরে চলে এলো। জায়গায় জায়গায় পুলিশ ক্রাইম-সিনের হলুদ টেপ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। প্রথমেই খুন হবার রুমটা সাবধানে আরেকবার চোখ বুলালো। এটা করার আসলে কোনো দরকার ছিলো না। কারণ ক্রাইম-সিন অ্যানালিস্টরা ইতিমধ্যেই এটার একটা পাশ চেক করেছে। মারুফ নতুন কিছু পেলো না। বাড়ির ভেতরে সম্ভাব্য যে অংশটা আন-চেকড রয়ে গেছে সেটার দিকে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলো। প্রথমেই খুন হবার রুমের অন্যপাশ থেকে শুরু করলো কিন্তু অবস্থা এতোটাই খারাপ কিছুই দেখার নেই। এতো বেশি মানুষ এখানে এসেছে আর যাতায়াত করেছে কিছুই আর চেক করার মতো অবস্থায় নেই। মারুফ ওখান থেকে শুরু করে মূল দরজা পর্যন্ত কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলো।

নাহ এখানে কোনোই লাভ হবে না। বাড়ির ভেতরের অবস্থা পুরোপুরি

BanglaBook.org

ম্যাসাকার। তারচেয়ে বাইরে চেষ্টা করে দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা, ও মনে মনে ভাবলো।

বাইরে লনের একটা পাশ সকাল বেলা চেক করেছে অ্যানালিস্টরা কাজেই ও অপরপাশ থেকে শুরু করলো। প্রথমেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়ির যে অংশটা চেক করা হয়েছে ওটা বাড়ির ডানপাশ। তারমানে ওকে এখন কাজ শুরু করতে হবে বাড়ির বামপাশ থেকে।

ও লনের ওপর দিয়ে হেঁটে বাড়ির বাম দিকে চলে এলো। এইপাশে বিকেলবেলা বসে চা পানের জন্যে ছোট্ট একটা ছাউনি বানানো। লনের ঘাসের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা করা আছে লাল সিরামিক ইট পেতে। ইট বিছানো রাস্তাটা বাড়ির এক দিক থেকে শুরু করে চা-পানের জন্যে বসার জায়গাটা কভার করে লনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। রাস্তাটা ধরে ও বাড়ির পেছন দিকে চলে এলো। এখানে একটা ছোট্ট কেঁচি গেট আছে। গেটটা মনে হয় খুব একটা ব্যবহার করা হয়না। কারণ মরিচা ধরে একদম ক্ষয়ে আছে ওটার জায়গায় জায়গায়। গেইটটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেলো। মাটিতে মড়িচার গুড়ো আর চলটা পড়ে আছে। এই গেইট সম্প্রতি কেউ ব্যবহার করেছে। নিচু হয়ে গেইটটা দেখছে, ঘাসের ভেতরে কিছু একটা চোখে পড়লো। গ্লাভস পরা হাতে জিনিসটা তুলে আনলো ও। একটা ছোট্ট তালা, তালাটা ভাঙা। নিশ্চিত মরিচা পড়া দূর্বল তালাটাকে মুচড়ে ভাঙা হয়েছে। ও তালাটা এবং মরিচার খানিকটা চলটা তুলে খামে ভরে পকেটে রেখে দিলো।

কেঁচি গেইটটার দিকে পেছন ফিরে লনের দিকে মুখ বরাবর সামনে তাকালো ও। মুখের সামনে হাত তুলে এনে লন এবং দেয়াল বরারবর সরলরেখা টেনে কৌণিকভাবে এলাকাটাকে ভাগ করার একটা চেষ্টা করলো। তারপর কৌণিক ডিভাইডেশনের ভিত্তিতে বোঝার চেষ্টা করলো, এই গেট বরাবর আসতে হলে সম্ভাব্য কোন রাস্তায় আসা সম্ভব। ও হলে কোন রাস্তায় আসতো। মোটামোটি আন্দাজ করে সেই বরাবর এগোলো। প্রথমে ইটের রাস্তা ধরে এগিয়ে খানিক পরে নেমে এলো লনের ঘাসের ওপরে। মাটিতে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিটা ইঞ্চি দেখে দেখে এগোচ্ছে ও। কিন্তু এখানে কিছু থেকে থাকলেও বের করা এখন প্রায় অসম্ভব। কারণ একে তো লনের ওপরে পুরু ঘাস তার ওপর কাল রাতে এক দফা বৃষ্টি হয়েছে। তবুও মারুফ দেখে এগোনোর চেষ্টা করলো। এক জায়গায় লনের ঘাসের ফাঁকে একটা জুতোর ছাপের অস্পষ্ট অংশ চোখে পড়লো। মোবাইল বের করে ছবি তুলে নিলো ওটার। কিন্তু ছাপটা এতোই অস্পষ্ট এ থেকে কিছু বের করা রীতিমতো

BanglaBook.org

অসম্ভব। ও মাটিতে চেক করতে করতে দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালো। এখানে এসে ওর মনটা খুশি হয়ে উঠলো দুটো জিনিস দেখে। দেয়ালের গায়ে আঁচড়ের দাগ। সেইসাথে দেয়ালের ওপরে নতুন দেয়া কাটা কাঁটাতার বেশ খানিকটা অংশ দাবানো।

দারুণ, মনে মনে বললো ও। এবার কিছু একটা পাওয়া যাবে ব'লে মনে হচ্ছে।

* * *

ধানমন্ডি পনেরো নম্বরের কাছাকাছি এসে মনে মনে একবার ঠিকানা মিলিয়ে নিলো কায়সার। এদিকেই কোথাও হবার কথা রেড মাল্টিমিডিয়ার অফিস। সে একটু আগে জাকির আদনানের সেক্রেটারিকে ফোন করেই এসেছে। সেক্রেটারিকে কল করার একটু পরেই জাকির আদনানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যবসায়িক পার্টনার সাইফুল সাফি ওকে কল করে। সাইফুল সাফি তাকে কল করে জানায় সে-ও রেড মাল্টিমিডিয়ার অফিসে আছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে যেকোনো ধরণের তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত সে। কায়সার উত্তরে জানিয়েছে, সে থাকলে আরো ভালো হয়।

পনেরো নম্বরের কাছাকাছি এসে কায়সার জিপ থামিয়ে এক পান-সিগারেটের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে এতো নম্বর ভবনটা কোনদিকে। ও আশা করেনি উত্তর পাবে কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে পানওয়ালা বলে, "ও, ওই লালেগো অপিসে যাইবেন নি?"

"কি?" কায়সার বুঝতে পারেনি লোকটার কথা।

"ওই, আপনেরা যেইডারে কি ইংরেজি নামে ডাকেন ওইডারেই আমরা বাংলায় কই 'লালেগো' আপিস। ও যে ওই বড় বিল্ডিঙের উপরে দেহেন বড় করই লেহা আছে। "

লোকটার নির্দেশনা অনুযায়ি কায়সার বিল্ডিংটার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, বড় বড় করে লেখা আছে 'রেড মাল্টিমিডিয়া।' প্রথমে ও লোকটার কথা বুঝতে পারেনি, এখন বুঝলো। রেড মানে লাল। তাই ওরা রেড মাল্টিমিডিয়াকে এতো কষ্ট করে ইংরেজিতে উচ্চারণ না করে বাংলায় বলে 'লালেগো' অফিস। বাঙালি আসলেই ক্রিয়েটিভ, মনে মনে ভাবলো ও। লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জিপ নিয়ে নির্দিষ্ট ভবনটার কার পার্কে এসে জিপ থামালো। শান্তা টাওয়ারের বিশাল ভবন। এর ওপরের দুই ফ্লোর নিয়ে রেড মাল্টিমিডিয়ার বিরাট অফিস। ও ভবনটার ভেতরে ঢুকে লিফটে চলে এলো টপ ফ্লোরে। লিফট থেকে বের হতে দেখলো সাইফুল সাফি নিজেই দাঁড়িয়ে আছে ওকে রিসিভ করার জন্যে।

BanglaBook.org

"গুড আফটারনুন স্যার," কায়সারকে দেখে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে দিলো ও। কায়সারও সামান্য দন্ত প্রদর্শন করলো।

"স্যার, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আসলে, আজ আমাদের অফিসে সবাই শোক পালন করছে। আমি এসেছিলাম বাকি সব কাজ আপাতত কয়েকদিনের জন্যে বন্ধ করে দেবো ব'লে। যে-পর্যন্ত জাকিরের ব্যাপারটার একটা সুরাহা না হচ্ছে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে কোনো কাজই করা সম্ভব না।" ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ঢুকতে সাফিসাহেব ওকে বলতে লাগলো।

সাইফুল সাফি মারুফকে নিয়ে একদম ভেতরের অফিসে চলে এলো। "এই অফিসটা আমার নিজের," অফিসের দরজা খুলতে খুলতে সে কায়সারকে জানালো। পশেই আরেকটা অফিস দেখিয়ে বললো, "এই অফিসটা ছিলো জাকিরের।"

ওরা ভেতরে এসে বসার পর সাফি জানতে চাইলো, "স্যার, কি খাবেন?"

"না না আমি কিছুই খাবো না। কয়েকটা ব্যাপারে একটু ক্লিয়ার হওয়াটা জরুরি। এই কারণেই আপনাদেরকে এই সময়ে ডিসটার্ব করা।"

"অবশ্যই স্যার, যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে স্রেফ জানাবেন প্লিজ। বলুন কী জানতে চান?" সাফিসাহেব ফোন তুলে কাকে যেনো কফি পাঠাতে বললো দু-কাপ।

"আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন, জাকির আদনান খুনের ঘটনার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? মানে আমি জানতে চাচ্ছি সন্দেহভাজন হিসেবে আপনার কি কারো কথা মনে পড়ে?"

সাইফুল সাফি বড় করে নিঃশ্বাস নিলো। "দেখুন, জাকির ছিলো আমার কলেজের ফ্রেন্ড। কলেজের পর বহুবছর ওর সাথে আমার তেমন একটা যোগাযোগ ছিলো না। ও বহু বছর দেশের বাইরে ছিলো। এরপর ও দেশে ফেরত এসে ব্যবসায় নামলো, আমি ততোদিনে মিডিয়াতে টুকটাক প্রযোজনার কাজ করে মোটামোটি জমানোর চেষ্টা করছি। এমন সময় ওর সাথে আমার একদিন দেখা হয় এবং এরপর আমরা...সে যাই হোক সে এক লম্বা ইতিহাস। তবে একটা ব্যাপার কি ব্যবসা বলুন আর মিডিয়া বলুন সব ক্ষেত্রেই জাকিরের ইদানিং একক রাজত্ব চলছিলো। এরকম অবস্থায় থাকলে মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষির যেমন অভাব হয় না অন্যদিকে শত্রুরও অভাব হয় না। আর জাকিরকে তো আমি কলেজ লাইফ থেকে চিনি ওর কিছু সমস্যা ছিলো। উদ্ধত আচরণ, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার, এসব ব্যাপারে ও আসলে অনেক বাড়াবাড়ি করতো।"

নারীর নেশা, বেপরোয়া গাড়ি চালানো এগুলোও কম ছিলো না, কায়সার মনে মনে ভাবলো।

BanglaBook.org

"তো এধরণের মানুষের যেটা হয়, শত্রুর কোনো অভাব হয়না। কাজেই। জাকিরেরও..." বলে সে কাঁধ ঝাঁকালো একবার। একটা ছেলে কফি দিয়ে গেলো। "তবে ওকে মেরে ফেলার মতো এতোটা...সরি, আমি কারো নাম বলতে পারবো না।

কায়সার কফির কাপটা টেনে নিয়ে বললো, "হুম, বুঝতে পেরেছি। আমার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। কাল সন্ধ্যেবেলা জাকির কি কারো সাথে মারামারি করেছিলো বা কাউকে মেরেছিলো?"

"সন্ধ্যে বলতে আপনি কয়টা বোঝাচ্ছেন?" সাইফুল সাফি একটু চিন্তিত।

"এই ধরেন। ছয়টা থেকে আটটার ভেতরে," কায়সার কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে জানতে চাইলো।

"গতকাল আমরা একসাথে অফিস করেছি। আমি অফিস থেকে পাঁচটার দিকে বেরিয়ে যাই। যাবার সময় জাকিরকে দেখেছি বেশ ফুরফুরে মেজাজে। এরপর আমার সাথে ওর দেখা হয় রাত আটটার পর প্যান প্যাসিফিকের লবিতে। তখন দেখি প্রচন্ড চটে আছে। আমি জানতে চাইলাম কী হয়েছে, কোনো উত্তর দিলো না। কাকে যেনো বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছিলো। তখন থেকে সমানে একের পর এক ড্রিঙ্ক করতে থাকে। আমাদের কিছু ব্যবসায়িক বিষয়ে আলাপ করার কথা ছিলো। ওগুলোও আর হয়নি। আমার এক ক্লায়েন্টের সাথে মিটিং ছিলো, আমি সেখানে চলে যাই। ফিরে এসে দেখি সে ড্রিঙ্ক করেই যাচ্ছে। আমি কোনোমতে ওকে টেনে গাড়িতে নিয়ে তুলি। আর এরপর তো আপনাদের সাথে ওই বিশ্রি ঘটনা।"

"তারমানে আপনি বলতে চাইছেন কাল সন্ধ্যে ছয়টা থেকে আটটার ভেতরে কিছু একটা হয়েছিলো এবং এ-কারণেই জাকির আদনানের মেজাজ সাংঘাতিক খারাপ ছিলো?"

"হ্যা, এমনিতেই সে ছিলো চরম মেজাজি মানুষ। তার ওপর কী ঘটেছিলো কে জানে, আরো ক্ষেপে ছিলো।"

"কাল সন্ধ্যেয় কি কারো সাথে তার দেখা করার কথা ছিলো?" কায়সার প্রশ্ন করলো।

"এটা আসলে আমি বলতে পারবো না। এটা বলতে পারবে জাকিরের সেক্রেটারি রুমা। আমি কি রুমাকে ডাকবো?"

"হুম, প্লিজ। কায়সার মনোযোগ দিয়ে সাইফুল সাফিকে দেখছে লোকটা খুব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও কেন জানি ওর কাছে মনে হচ্ছে তীব্র একটা উদ্বেগ চেপে রেখেছে সে। সাফিসাহেব ফোন করে রুমাকে আসতে বললো।

BanglaBook.org

সে ফোন করার একটু পরেই একটা মেয়ে এসে ঢুকলো রুমে। মেয়েটাকে দেখে ওর চেনা চেনা মনে হতে লাগলো। মনে হয় এর আগেও কোনো নাটক বা অন্য কোথাও দেখেছে। হতেও পারে। এখানে তো মিডিয়ার লোকজনেরই ছড়াছড়ি।

"মিস রুমা, উনি মি. কায়সার, জাকিরের খুনের কেস তদন্ত করছেন। আচ্ছা, কাল সন্ধ্যের পর জাকিরের কি কারো সাথে দেখা করার কথা ছিলো অফিসে বা বাইরে?" সাফিসাহেব রুমার কাছে জানতে চাইলো।

"স্যার অফিসে তো তেমন কোনো স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো না। আর যতোদূর জানি বাইরেও বিশেষ কারো সাথে দেখা করার কথা ছিলো না," বলে সে কায়সারের দিকে তাকালো। "তবে গতকাল সাফি স্যার বেরিয়ে যাবার একটু পরেই জকির স্যারের কাছে একটা কল এসেছিলো। কলটা যখন আসে আমি তখন সামনেই ছিলাম। ফোনে কথা বলতে বলতে উনি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কথা বলা শেষ করেই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান। কয়েকটাই ফাইলে সাইন করার কথা ছিলো, আমাকে বলেন ওগুলো পরে সাইন করবেন। এটা বলেই বেরিয়ে যান উনি।"

"তারমানে জাকির আদনান এখান থেকে বেরিয়ে প্যান প্যাসিফিকে যান এবং আপনি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। তাহলে এর মাঝখানে যাই ঘটে থাকুক সেটা প্যান প্যাসিফিকেই ঘটেছে," কায়সার কথাটা বলে একটা ব্যাপার চিন্তা করলো। তারপর সাফিকে বিদায় জানিয়ে বললো, "ঠিক আছে, মি. সাফি, আমি এখন উঠবো। আপনার সময় এবং কফির জন্য ধন্যবাদ।"

"নো প্রবলেম। যেকোনো সময় যে-কোনোভাবে সাহয্য করতে পারলে...স্রেফ আমাকে একটা কল দেবেন প্লিজ। বাবা-মা'কে হারিয়েছি সেই ছোটোবেলায়। ভাইয়া অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার পর জাকিরই ছিলো আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। ওর খুনিকে ধরতে সাহায্য করতে পারলে খুব শান্তি পাবো।"

কায়সার লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মনে মনে মনে হচ্ছে কী যেনো একটা মিলছে না। "ঠিক আছে, মি. সাফি, বাই।"

বলে ও লিফটে করে নিচে নেমে এলো। জিপে বসে প্রথমেই ফোন করলো আলীম পাটোয়ারীকে। "হ্যা, আলীমভাই, একটা ফোন কলের ব্যাপারে খবর নিতে হবে। চেক করে দেখেন তো জাকির আদনানের ফোনে কাল সন্ধ্যে ছয়টার দিকে কার কার কল এসেছিলো।" ওপাশ থেকে পাটোয়ারী জানতে চাইছে অগ্রগতী কতোদূর। "মোটামোটি আগাচ্ছে। ঠিক আছে ভাই, আমাকে এখন প্যান প্যাসিফিকে যেতে হবে রাখি।" বলে ও ফুল স্পিডে জিপ ছেড়ে দিলো প্যানপ্যাসিফিক সোনার গাঁও হোটেলের উদ্দেশ্যে। ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

BanglaBook.org

* * *

মারুফ দেয়ালের বিশেষ অংশটাতে স্পর্শ না করে একটু সামনে এগিয়ে এলো। নিচু হয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দেয়ালের ওপরের একটা পাশ ধরে ফেললো। ধরেই শরীরটাকে টেনে তুলে ফেললো অনেকটা ওপরে। দেয়ালের ওপরে ওঠার উপায় নেই, কারণ ওপরে কাঁটা তারের বেড়া। শরীরটাকে ধরে রেখেই পুরো দেয়ালটাতে চোখ বুলালো একবার। কাঁটাতারের বেড়াটা একদমই নতুন লাগানো হয়েছে। পুরো বাড়ির দেয়ালে এখনো লাগানো শেষ হয়নি। তবে দেয়ালের যে জায়গাটাতে জুতোর ঘসার দাগ পাওয়া গেছে সেখানে দেয়ালের ওপরের তার অনেকখানি দাবানো। অবশ্যই কেউ একজন ওখান দিয়ে দেয়াল টপকে এপারে এসেছিলো। মারুফ দেয়ালে চোখ বুলাতে গিয়ে দেয়ালের ওপাশে গলির ঠিক অপজিটে একটা ব্যাঙ্কের এটিএম বুথ দেখতে পেলো।

শুধুমাত্র হাতের ওপরে ভর দিয়ে ঝুলে আছে দেয়ালের একপাশে । ইতিমধ্যেই শরীরের ভারে হাতদুটো কাঁপতে শুরু করেছে। ধপ করে ও নিজেকে ছেড়ে দিলো নিচের দিকে। মাটিতে পড়ে আর ব্যালেন্স রাখতে পারলো না, ঘাসের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। দম হারিয়ে ঘাসের ওপরে শুয়ে বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগলো।

ঘাসের ওপর শুয়ে দেখতে লাগলো পরিস্কার নীল আকাশ। আহ, কতোদিন পর মাটিতে শুয়ে আকাশ দেখছে। ঝিরি ঝিরি বাতাস বইছে। লম্বা ঘাসগুলো মৃদু বাতাসে সামান্য দুলছে। মারুফের মনে হলো ও ঘুমিয়ে পড়বে। ব্যাপারটা অবাক করার মতো। যেকোনো মুহূর্তে জীবন মানুষকে ছোট ছোট কিছু উপহার দেয়, যেটা আসলে অমূল্য। যেমন এই মুহূর্তে এরকম ভয়ঙ্কর তাড়া আর বিপদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ঘাসের ওপরে শুয়ে ওর মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ ও।

"স্যার, একজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসছে। আপনি নাকি তারে দেহা করতে কইছেন," পেছন থেকে বাড়ির কেয়ারটেকারের ডাকে ওর দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ হলো। শরীরটাকে একটা পাক দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো ও।

"কে দেখা করতে এসেছে?" মারুফ উঠে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে জানতে চাইলো।

"স্যার, বুড়া এক লোক, মনে হয় নাইটগার্ড।"

"ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও, আমি এখানে বসছি," মারুফ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কাছেই বিকেলের চা খাবার জন্যে পেতে রাখা টেবিল চেয়ারগুলো দেখালো।

BanglaBook.org

কেয়ারটেকার লোকটা চলে যাবার পর দেয়ালের যেখানে দাগ দেখেছিলো সেগুলোর ছবি তুলে রাখলো।

চা খাবার টেবিলে এসে বসে চেক করতে লাগলো ছবিগুলো। কেয়ারটেকার বুড়োমতো এক লোককে নিয়ে এলো। লোকটাকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। নাইট গার্ড, নিশ্চই দিনের বেলার একটা বড় অংশ ঘুমিয়েই কাটায়। বেচারা, ওর কারণে ঘুম ছেড়ে আসতে হয়েছে।

"বসেন," মারুফ চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো।

লোকটা একবার ওকে দেখলো আরেকবার চেয়ারটা দেখলো, "না স্যার, আমি খাড়ায়াই থাহি।"

"বসতে পারেন, সমস্যা নাই," লোকটার মধ্যে বসার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। "আপনি এই এলাকার নাইট গার্ড তাইনা? আপনি কি একাই নাকি আরো কেউ আছে?"

"জি, স্যার," লোকটা জবাব দিলো। "এই রাস্তায় আমি একলাই। আর কেউ নাইক্কা। এই এলাকায় পত্যেক গলির লাইগ্গা একজন কইরা গার্ড।"

"হুম, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা কাল রাতে এই বাসায় একজন খুন হয়েছে জানেন তো?"

"জি, স্যার," খুনের কথা শুনে লোকটার চোখেমুখে ভয় খেলে গেলো। স্বাভাবিক এ-দেশের যেকোনো শ্রেণির মানুষ পুলিশের কাছে যেতে হলেই ভয় পায় আর এই গরীব লোকটা তো ভয় পাবেই। কারণ এ-দেশে যতো যন্ত্রণা আর অত্যাচার তো গরীব আর মধ্যবিত্তদেরকেই সহ্য করতে হয়।

"শোনেন চাচা, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমি স্রেফ কয়েকটা ব্যাপারে জানতে চাই, এই যা। আমি জানি আপনারা রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় ডিউটি দেয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েন," এটা ও আন্দাজ করছে। লোকটা সম্ভবত রাতের ডিউটির সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এই ঘুমের ব্যাপারটা যাতে ফাঁস না হয় সেইজন্যেই সে বেশি ভয় পাচ্ছে কথা বলতে। "কাল রাতে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনার? ধরেন রাতের বেলা কোনো গাড়ি হোন্ডা চোখে পড়েছে কিংবা কোনো মানুষকে অকারণে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন এই দিকে? মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে দেখেন। যাই মনে পড়বে আমাকে বলবেন?"

লোকটাকে একটু চিন্তিত দেখালো। "স্যার, এই এলাকায় গাড়ি নিয়ে তো সারারাতই লোকজন আসা-যাওয়া করতেই থাকে। তাই এইরকম ব্যাপারে আমরাও

BanglaBook.org

নজর দেই না। বড়লোকের এলাকা তো বোঝেনই কহন কুন জামেলায় পড়া লাগে। তয়," বলে সে একটু বিরতি দিলো। "কাল রাইতে আমি গুমানের আগে এই রাস্তায় দুইবার দুইটা হুন্ডা ঢুকতে দেখছি। একটা হুন্ডারে ওই ওয়ালের বাইরে খারাইয়াও থাকতে দেখছি কতোক্ষণ।"

"আপনি কি নিশ্চিত?" মারুফ পয়েন্টটা টুকে নিলো।

"জি স্যার, এইহানে বহুবছর আছি তো। এই এলাকায় বেশিরভাগই দামি দামি গাড়ি চলে। হুন্ডা আছে তয় হেইগুলাও অনেক দামি দামি মনে অয়। এই হুন্ডা দুইটা অতো দামি আছিলো না। "

"লোকদুজনের বর্ণনা দিতে পারবেন?"

"স্যার আমি একজনরে দেহি নাই, আর অন্যজনরে পিছন থাইক্কা দেখছি। যারে দেখছি হের পরনে সাধারণ পোশাক আছিলো। মাতায় হেমলেট আছিলো।"

"দেখতে কেমন, লোকটা?" মারুফ বেশ আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো।

লোকটা একটু ইতস্তত করছে। "স্যার কতাডা কেমতে কই? যারে আমি দেখছি...একে তো রাইতের বেলা তার উপ্‌রে বুঝেনই তো বুড়া অইছি। তয় লোকডা অনেকটা আপনের মতোনই। আপনের মতোনই লাম্বা, আর বড় এক জুরা জুতা পইরা আছিলো। ঠিক এই রহম," বলে সে মরুফের পায়ের বুট জুতো জোড়া দেখালো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ৯

বিয়াল্লিশ ঘন্টা ...

প্যান প্যাসিফিকের সামনে দিয়ে জিপটাকে ঘোরানোর সময় কায়সার গতকাল রাতে জাকির আদনানের সাথে ওদের ঝগড়ার জায়গাটাতে চোখ বুলালো একবার। এই জায়গাটাই যতো নষ্টের মূল। কথাটা মনে মনে ভেবে ও একটু হেসে উঠলো। হায়রে জীবন! মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। ওর জীবনে মারুফ ভাইয়ের অনেক প্রভাব। এই লোকটার কারণেই সে আজ এ-পর্যন্ত আসতে পেরেছে। যাকে সবসময় হিরো মেনে এসেছে আজ তাকে বাঁচানোর জন্যেই দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে।

কায়সার প্যান প্যাসিফিকের কারপার্কে জিপটাকে রেখে গেইটের দিকে এগিয়ে গেলো। দারোয়ান ওকে দেখে স্যালূট ঠুকলো বড় ক'রে। ও সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ঢুকে গেলো ভেতরে। সিকিউরিটি চেকের কোনো প্রয়োজন মনে করলো না। ভেতরে ঢুকে এসে দাঁড়ালো লবিতে। একপাশে সুইমিংপুলের মতো পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। লবির বাম দিকে চেয়ার পেতে রাখা, লোকজন বসে আছে। অন্যপাশ থেকে ভেসে আসছে বেহালার আওয়াজ। চমৎকার পরিবেশ। বৈকালিক আড্ডার জন্যে এরচেয়ে ভালো পরিবেশ ঢাকা শহরের খুব কম হোটেলেই আছে। কায়সার লবিতে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন ওয়েটার এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, "স্যার, কি বসবেন?"

"না, আসলে আমি একটু ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাচ্ছি। আহ...না ম্যানেজার না। মানে, অথরিটির কারো সাথে কথা বলতে চাচ্ছি।"

"জি, স্যার, আপনি এখানে বসুন আমি দেখছি।" ছেলেটা কথা বলে চলে যাচ্ছিলো কায়সার পেছন থেকে ডাকলো। "শোনো, তুমি কি এই লবিতে ডিউটি করো?"

"জি, স্যার। "

"কাল সন্ধ্যের পর কি তুমি ডিউটিতে ছিলে?"

"না স্যার, আমার ডিউটি সন্ধ্যের আগে শেষ হয়ে যায়।"

"কাল সন্ধ্যের পর কে ডিউটিতে ছিলো, বলতে পারবো?"

"স্যার আমাকে আগে কথা বলে দেখতে হবে।"

"ঠিক আছে যাও। অথরিটির কাউকে লাগবে এবং কাল সন্ধ্যের পর এই লবিতে কে ডিউটিতে ছিলো তাকেও আমার লাগবে।"

BanglaBook.org

"জি, আচ্ছা স্যার। আপনি অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।"

ছেলেটা চলে যেতে কায়সার লবিতে একটা টেবিল দখল করে বসলো। চোখ বুলাতে লাগলো আশে পাশে। একটা টেবিলে ওর দৃষ্টি আটকে গেলো। একজন মোটামতো লোক, বয়স হবে চল্লিশ পয়তাল্লিশের মতোন। একটা আঠারো উনিশ বছর বয়সের মেয়েকে খুব যত্নের সাথে কী যেনো বোঝানোর চেষ্টা করছে। মেয়েটাও মুগ্ধ শ্রোতার মতো শুনছে। কায়সার মনে মনে ভাবলো, আল্লাহ জানে এই বুইরা খাটাশ পিচ্চি মেয়েটাকে কোন ফাঁদে ফেলছে। আবার ভালো কিছুও হতে পারে। কে জানে। চারপাশে খারাপ দেখতে দেখতে ইদানিং সবকিছু খারাপ ভাবতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

"স্যার, আপনি আমার সাথে আসুন প্লিজ," ওয়েটার ছেলেটা এসে বললো। উঠে দাঁড়িয়ে ওর পিছু পিছু রওনা দিলো কায়সার। ওকে নিয়ে ছেলেটা লবি পার হয়ে একটা অফিসে নিয়ে এলো। সুন্দর সাজানো অফিস। একজন ম্যানেজার গোছের লোক বসে আছে। কায়সারকে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো। "স্যার, আসুন প্লিজ। বসুন। আমি জাভেদ। অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার। ওর কাছে শুনলাম আপনার কিছু তথ্য দরকার।"

"হ্যা, আমি আসলে গতকাল সন্ধ্যের সময় আপনাদের লবিতে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। আপনি হয়তো শুনেছেন জাকির আদনান নামে একজন ব্যবসায়ি কাল রাতে খুন হয়েছে। উনি কাল সন্ধ্যায় এখানে ছিলেন এবং আমরা খবর পেয়েছি এখানে কোনো একটা গন্ডগোল বা মারামারির ঘটনা ঘটেছিলো। সেই ব্যাপারে আমার একটু ডিটেইল জানতে হবে। আপনাদের লবিতে কাল সন্ধ্যেবেলা কার ডিউটি ছিলো তার সাথে আমার কথা বলতে হবে এবং সম্ভব হলে আপনাদের লবির সিসি ক্যামের ফুটেজটাও দেখতে হবে।

"কাল সন্ধ্যেবেলা লবিতে যার ডিউটি ছিলো তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আর সিসি ক্যামের ব্যাপারটা...আপনি একটু বসুন স্যার আমি দেখছি," বলে লোকটা বেরিয়ে গেলো।

কায়সার বসে আছে কয়েকমিনিট পরেই একটা ছেলে এসে ঢুকলো। "স্যার আমি কাদির, আমিই কাল সন্ধ্যেবেলা লবিতে ডিউটিতে ছিলাম।"

"ঠিক আছে বসো, তোমার সাথে কথা আছে। তুমি এই লোককে চেনো?" বলে কায়সার মোবাইলে জাকির আদনানের একটা ছবি বের করে দেখালো।

"জি স্যার, চিনি। উনি জাকির আদনান। এখানে প্রায়ই আসতেন, খুব ভালো টিপসও দিতেন কিন্তু..." ছেলেটা বলতে দ্বিধা করছে।

BanglaBook.org

"শোনো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যা জানো খুলে বলো, সেটাই ভালো হবে।"

"স্যার, উনি এমনিতে খুবই ভালো কিন্তু ব্যবহার খুব খারাপ ছিলো। মাঝে মাঝে খুবই খারাপ ব্যবহার করতেন। উনাকে খুবই ভয় পেতাম আমি।"

"বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে একটা কথা বলো। কাল সন্ধ্যেবেলা উনি কখন এসেছিলেন এবং কী করলেন?"

"স্যার, কাল উনি যখন আসলেন মনে হচ্ছিলো খুবই খারপ মুডে আছেন। এরপর একটা ফোন কল এলো এবং কথা বলে উনি কতোক্ষণ ঝিম মেরে ছিলেন। আমি ডিটেইল বলতে পারছি কারণ ঠিক তখুনি উনি আমাকে ডেকে একটা রামের অর্ডার দেন। এরপর উনি কয়েকটা ফোন কল করেন এবং একটু পরেই ওই লোকটা আসেন।"

"কে সেটা?"

"আমি সঠিক চিনিনা কিন্তু উনাকেও আমি আগে স্যারের সাথে দেখেছি। আর উনার চেহারাটাও আমার কাছে চেনা চেনাই মনে হতো। মনে হয় টিভি নাটককে দেখেছি।"

"এরপর কী হলো?" কায়সার জানতে চাইলো।

"লোকটা খুবই হাসিমুখে এলো কিন্তু জাকির স্যার খুব গম্ভীর হয়ে ছিলেন। এরপর সঠিক কী হয়েছিলো আমি জানি না। আমি অন্য কাস্টোমারদের অর্ডার নেয়ার জন্যে সরে আসি। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ওদিকে দৌড়ে গিয়ে দেখি জাকির স্যার ওই লোকটাকে মারছেন। চেয়ার সমেত লোকটা মাটিতে পড়ে আছে। আর জাকির স্যার সমানে তাকে ঘুসি মারছেন। আশেপাশের লোকজন জাকির স্যারকে ধরে সরিয়ে আনার পরও সে লোকটাকে চিৎকার করে গালি-গালাজ করছিলো। আর ওই লোকটা দৌড়ে ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। "

"এই? আর কিছু?" কায়সার নোট নিতে নিতে জানতে চাইলো।

"না স্যার। এরপর জাকির স্যার শান্ত হবার একটু পরেই আমার ডিউটি পরিবর্তন হয়ে আমি ব্যলকনির দিকে ডিউটি দিতে চলে যাই। আমি আর কিছু জানিনা। "

"ধ্যনবাদ, কাদির। তুমি আসতে পারো। আরো কিছু যদি মনে পড়ে তবে আমাকে কল দিয়ো। এটা আমার কার্ড," কায়সার ছেলেটার হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিলো।

ছেলেটা বিদায় নেয়ার একটু পরেই সে-ই ম্যানেজার এসে ঢুকলো। "স্যার আমিরা সেন্ট্রাল রেকর্ড থেকে লবির ভিডিওটা বের করে কাল সন্ধ্যের পুরো ভিডিওটা এই ডিভিডিতে রাইট করে নিয়েছি।"

BanglaBook.org

"অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে," কায়সার ডিস্কটা হাতে নিতে নিতে লোকটাকে ধন্যবাদ জানালো।

প্যান পেসিফিক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে ভাবলো, এখন অফিসে গিয়ে আলীম পাটোয়ারীর সাথে বসে ছেলেটার বক্তব্যের সাথে ভিডিওটা মিলিয়ে বের করতে হবে কে এই লোক যার সাথে জাকির আদনানের কাল বিকেলে মারামারি হয়েছিলো।

* * *

মারুফ বুড়ো কেয়ারটেকারকে বিদায় জানিয়ে গেইটের বাইরে বেরিয়ে বাড়ির পাশের গলিতে চলে এলো। দেয়ালের যে অংশটা দিয়ে কাল রাতে কেউ একজন ঢুকেছিলো ব'লে ও সন্দেহ করছে সেটা এই গলিতেই পড়ে। গলিটাতে এসে মারুফ একবার দেয়ালের বাইরে জরিপ করলো। দেয়ালের বাইরের মাটিতে নিচু হয়ে দেখলো। কিছুই নেই, থাকার কথাও না। রাতের বৃষ্টিতে সব ধূয়ে গেছে। বাইকে ক'রে আসলে তেল চুইয়ে পড়তে পারে কিন্তু সেটা বাইকের ক্যাটাগরির ওপরে নির্ভর করে। সব বাইক তেল লিক নাও করতে পারে।

মারুফ হেঁটে রাস্তাটা পার হয়ে চলে এলো ওপর পার্শে। একটা ব্যাঙ্কের এটিএম বুথ আছে। বুথের কাঁচের দেয়ালের বাইরে একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি, হাতে একটা গাছের চারা ধরে আছে। বুথের বাইরে একটা টুল পাতা কিন্তু দারোয়ানকে দেখা গেলো না কোথাও। এটিএম বুথের মেশিনের সাথে একটা ক্যামেরা লাগানো থাকে। ওই ক্যামেরাটা চেক করার কথা ভাবছে ও। আশা কম, কিন্তু তারপরও যদি কিছু পাওয়া যায়। ও বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে বুথের কাঁচের দেয়ালে লাগানো বিজ্ঞাপনটা পরীক্ষা করলো। সাধারণত ভেতরে যে ক্যামেরা থাকে সেটা বুথের কাঁচের দেয়ালের বাইরে কভার করতে পারে না কারণ দেয়ালগুলো ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের মোটা কাগজ দিয় ঢাকা থাকে। কিন্তু এখানে আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হলো এই বুথের দেয়ালের গায়ে লাগানো বিজ্ঞাপনের অনেকটা অংশ ছেড়া। মারুফ ভেতরে এসে মেশিনে লাগানো ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা পরীক্ষা করে দেখলো। ক্যামেরা যদি চব্বিশ ঘন্টা চালু থেকে থাকে তবে অবশ্যই বুথের অপজিটের রাস্তায় কাল রাতে কী হয়েছিলো সেটা মেশিনের রেকর্ডে থাকার কথা।

"অই মিয়া, কী করেন?" মাবুফ হঠাৎ ধমকের শব্দে চমকে উঠলো। বুথের

BanglaBook.org

দারোয়ান। মনে হয় কোথাও গেছিলো ফেরত এসে মারুফকে দেখে ধমকে উঠেছে। "এই মিয়া জিগাইলাম না কী করেন?"

মারুফ কথা বলার আগে নিজের আইডি আর ব্যাজ দেখালো। লোকটা সাথে সাথে চুপসে গেলো।

"স্যার, ভুল হই গেছে..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ছিলে কোথায় এতোক্ষণ? পাহারা দেবার নামে ঘোরাঘুরি করার অনুমতি তোমাকে কে দিলো?"

"স্যার, কাছেই গেছলাম, পেশাব করতে।"

"কাল রাতে এখানে তুমি ডিউটিতে ছিলে?"

"জি, স্যার, আমিই আছলাম।"

"কাল রাতে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছে?"

লোকটা কাঁচু মাচু হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলো। "স্যার রাইতে তো ভিতরে বিছানা পাইত্তা গুমাই, কিছু কইতাম পারতাম না।"

"ঠিক আছে, এই মেশিনে যে ক্যামেরা লাগনো থাকে এটার রেকর্ড পাওয়া যাবে কোথায়?"

"স্যার হেইডা তো আমি কইতে পারি না।"

মারুফ লোকটার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালো। বুঝলো এই ব্যাটাকে বেশি প্রশ্ন করে লাভ নেই। "আচ্ছা কোনো নম্বর আছে কথা বলার মতো?"

"আছে, স্যার, এইহানে আছে," লোকটা দেয়াল হাতড়ে বলতে লাগলো। কাঁচের দেয়ালে লাগানো একটা পোস্টারে দেখিয়ে বললো। "স্যার, এই নম্বর।"

মারুফ উঁবু হয়ে দেখলো কাস্টোমার কেয়ারের একটা নম্বর। মোবাইল বের করে ও বিশেষ নম্বরটাতে কল করলো। লাইন পাওয়ার পর কাস্টোমার কেয়ারে নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলো এই বিশেষ বুথের ক্যামেরার ফুটেজ কিভাবে দেখতে পারবো।

আধা ঘন্টা পর ও গুলশান দুই নম্বরে এই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের সিকিউরিটি রুমে ক্যামেরার রেকর্ড চেক করে দেখতে লাগলো। রাতের আনুমানিক সময়টাতে টাইম সেট করে বার বার আগ পিছ করে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে থামলো। ক্যামেরার ফোকাস পাওয়ার খুব কম হলেও দেখা গেলো কাঁচের দরজার পোস্টারের ছোড়া অংশ দিয়ে রাস্তার অপর পাশটা ঘোলা হলেও দেখা যাচ্ছে। অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না তেমন কিছুই। শুধু আবছাভাবে বোঝা গেলো একটা বাইক এসে থামলো। মারুফ

BanglaBook.org

সিকিউরিটির লোকটাকে বললো এই অংশটুক ওকে একটা ডিভিডিতে রেকর্ড করে দিতে। ডিস্কটা নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। এটা দিতে হবে আলীম পাটোয়ারীকে। ভিডিওটা ফিল্টার করে যদি লোকটার চেহারা বের করা যায় তবে কাজ অনেকটাই এগিয়ে যাবে। মোবাইল বের করে ও কল দিলো কায়সারকে, ওর কাজের অগ্রগতি শুনতে হবে।

* * *

দুজনেই আলীম পাটোয়ারীর রুমে বসে আছে। মারুফের হাতে একটা ছবি, ওর সামনে পড়ে আছে একটা ফাইল। "কে এই লোক?"

"আলীমভাই তো বলছে এক অভিনেতা, নাম হাসান পথিক," কায়সার ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো। দুজনারই হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মারুফ যখন কায়সারকে কল দেয় কায়সার জানায় ও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার উদ্ধার করতে পেরেছে। এই মুহূর্তে ওদের অফিসের কাছাকাছি আছে ও। মারুফ ওকে অফিসেই অপেক্ষা করতে বলে নিজেও ওইদিকেই রওনা দেয়। অফিসে এসে দেখে কায়সার ইতিমধ্যেই কাজ বেশ অনেকদূর এগিয়ে ফেলেছে। ও ডিস্কটা আইটিতে জমা দিয়ে সিসি ক্যামের ফুটেজ থেকে ওই লোকের ছবি বের করে আলীম পাটোয়ারীরর কাছে দিয়েছে ডাটাবেজ থেকে ওই লোকের পরিচয় বের করার জন্যে। মারুফ আসতে আসতে পাটোয়ারীও এই লোকের পরিচয় বের করে ফেলেছে। মারুফ নিজের ডিস্কটা আইটিতে জমা দিয়েছে সেই সাথে মরিচার গুঁড়ো আর ভাঙা তালাটাও জমা দিয়েছে নির্দিষ্ট সেকশনে। এখন ওরা নিজেদের ভেতরে মিটিং করেছে সারা দিনের প্রগ্রেস নিয়ে। আলোচনার বিষয় এই লোক, যার যাথে জাকির আদনান কাল মারামারি করেছিলো।

"অভিনেতা! তাহলে তো বিশেষ কিছু হবার কথা না। কারণ জাকির আদনানের তো বেশিরভাগ কাজই ছিলো অভিনেতাদের সাথে। আর তার যা মেজাজ নিশ্চই কোনো কারণে এই ব্যাটার ওপরে রাগ উঠে গেছে ব্যাস দিয়েছে বসিয়ে," মারুফ মন্তব্য করলো। ও কায়সারের দিকে তাকিয়ে আছে। কায়সার একদম চুপ।

"হ্যা, আমিও তোমার কথা সাপোর্ট করি," আলীম পাটোয়ারী মন্তব্য করলো। "কিন্তু এর ভেতরে একটা ঘাপলা আছে।"

"কি সেটা?" কায়সার জানতে চাইলো।

পাটোয়ারী বলতে শুরু করলো। "হাসান পথিকের ব্যাপারে আমি সেন্ট্রাল

BanglaBook.org

ডাটাবেজে সার্চ দিতেই সব তথ্য খুব দ্রুত পটাপট চলে আসলো। কেন জানো?" বলে সে নাটকীয়ভাবে একটু থামলো। "কারণ এই লোকের জীবন শুরু হয়েছে মাত্র ছয় মাস আগে।"

"ধূর মিয়া, কি বলেন?" কায়সার সিগারেটা অ্যাশট্রেতে পিষে দিলো।

"আরে, নাইচো না। আগে কথা শোনো। হাসান পথিক অভিনয় করছে গত ছয় মাস যাবৎ এবং ছয় মাসে সে ভালোই নাটক করেছে এবং তার বেশিরভাগ নাটক প্রডিউস করেছে জাকির আদনানের কোম্পানি রেড মাল্টিমিডিয়া। কিন্তু ছয় মাস আগে এই লোকের কোনো কাজের রেকর্ড কোথাও নেই।"

"বলেন কি?" মারুফ চট করে পাটোয়ারীর দিকে তাকালো। "এর মানে কি?"

"এর মানে কি, আমি এখনো জানি না এবং এই কারণে আমি এর ছবি দিয়ে একটা অ্যাডভান্স সার্চ করতে দিয়েছি। দেখা যাক কি বের হয়।"

মারুফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো পাশ থেকে কেউ একজন কায়সারকে ডাক দিলো। অফিসিয়াল টিএনটি ফোনে ওর একটা কল এসেছে। কায়সার উঠে গেলো কলটা রিসিভ করতে। মারুফ পাটোয়ারীর সাথে আবার আলোচনা করতে যাবে, আইটির ছেলেটা দৌড়ে এলো। মারুফ এটিএম বুথ থেকে পাওয়া ভিডিওটা থেকে ছবি উদ্ধার দায়িত্ব দিয়েছিলো একে।

"স্যার এই নেন আপনার জিনিস," ওর হাতে একটা ছবি। ছবিটা মারুফের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "বস ট্রিট দিতে হবে। জীবন অর্ধেক পানি করে দিয়েছে এই ছবি। ক্যামেরার রেজুলেশন ছিলো খারাপ, ফোকাস ছিলো না। তার ওপর রাতের ছবি, কিছুই বোঝা যায়না। এইসব এটিএম মেশিনের ক্যামেরার রেঞ্জও থাকে কম। সেইখান থেকেই যতোটুকু পেরেছি ফিল্টার করে চেহারাটা পরিষ্কার করতে গিয়ে জীবন শেষ হয়ে গেছে।"

"যা যা ভাগ, আমি আছি যন্ত্রণায় আর সে আছে ট্রিট নিয়া।" মারুফ প্রিন্ট করা ছবিটা টেনে নিতেই ছেলেটা হাসতে হাসতে চলে গেলো।

ছবিটা হাতে নিয়ে মারুফ ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো। ওর দৃষ্টি সরছে না ছবি থেকে।

"কি হইলো মিয়া? চমকাইলা কেলা?" বলে আলীম পাটোয়ারী ছবিটা হাতে নিয়ে ওটার দিকে তাকিয়েই গালি দিয়ে উঠলো। "আইলা মাতারি, এ এই তো দেহি...একই মাল।"

"হ্যা," মারুফ ছবিটা আবার হাতে নিয়ে নিলো। "যে হাসান পথিকের সাথে

BanglaBook.org

কাল বিকেলে জাকির আদনান মারামারি করেছিলো, সেই হাসান পথিকই কাল গভীর রাতে দেয়াল টপকে জাকির আদনানের বাসায় ঢুকেছিলো," বলে ও ছবিটা থেকে চোখ সরিয়ে পাটোয়ারীর দিকে তাকালো। "কি? কিছু মিলছে এবার?"

"এইটা তো..." পাটোয়ারী কথা শেষ হবার আগেই কায়সার ফিরে এলো দৌড়াতে দৌড়াতে।

"কি মিয়া, ভুতে পাইলো নি?" হাঁপাতে থাকা কায়সারকে বললো পাটোয়ারী।

"সর্বনাশ হয়ে গেছে," কায়সার বলতে শুরু করতেই ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পাটোয়ারী বলে উঠলো, "আরো রাহেন আপনের সর্বনাশ। আগে শোনেন আমরা কি পাইছি।"

"রুনা মোস্তফা," পাটোয়ারীকে পাত্তা না দিয়ে কায়সার বলে চললো। জাকিরের এক্স ওয়াইফ, ওকে ওকে..." কায়সার হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে। "ওকে কিড্যনাপ এবং জিম্মি করা হয়েছে।"

"জিম্মি! কোথায়? কিভাবে?" মারুফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

"তারচেয়েও বড় কথা কে করেছে জানো?" বলে কায়সার বিরতি দিলো। "ওই অভিনেতা, হাসান পথিক।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১০

কয়েক ঘন্টা আগে...

রুনা মোস্তফা অনেক শক্ত একজন মানুষ। অনেক বড় ঘরে জন্ম হলেও যথেষ্ঠ সংগ্রাম করে মিডিয়া জগতে সে আজকের আসনে এসেছে। জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে, অনেক সংগ্রাম আর কষ্ট সহ্য করে মিডিয়াতে অবস্থান তৈরি করতে হয়েছে তাকে। তবে জীবনে সে এরকম ভয় খুব কমই পেয়েছে। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিজের বেডরুমে। দুপায়ের ফাঁকে হাঁটুর কাছাকাছি জায়গায় নিজের পোড়া শাড়িটার দিকে একবার দেখলো সে। পুরো শরীরটা শিউরে উঠলো আবারো। চোখ তুলে তাকালো সামনে। পিস্তল হাতে লোকটা তার খোলা আলমারি থেকে একের পর এক জিনিস বের করে ছুঁড়ে মারছে এদিকে সেদিক। আজ থেকে ছয় মাস আগে এই লোকটাকে হাসান পথিক নামটা সে-ই দিয়েছিলো আসল নাম কী যেনো ছিলো লোকটার তার মনেও নেই। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো সাজানো। একাধিক মাথা মিলে তারা দূর্দান্ত একটা পরিকল্পনা করে। কারো জন্যে সেটা ছিলো জীবন রক্ষা, কারো জন্যে মান সম্মান আঁকড়ে ধরার চেষ্টা আর তার জন্যে ছিলো নিখাদ প্রতিশোধের ব্যবস্থা।

জাকির আদনান নামের দানবটাকে দমন করার জন্যে এরচেয়ে ভালো উপায় সে ভাবতেও পারেনি। এই লোকটা তকে একটা ন্যাকড়ার মতো ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তাকে, রুনা মোস্তফাকে! কথাটা ভাবলেও তার শরীরে আগুন ধরে যেতো। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মুখিয়ে ছিলো সে। তারপর একদিন এলো সেই কাঙ্খিত প্রস্তাব। তাদেরই স্থাপন করা ঘুঁটি ছিলো এই হাসান পথিক। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেন জানি তার চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল বেরিয়ে এলো। সেই দানব তো মরলো কিন্তু এমনভাবে মরলো আর সবকিছু এমনভাবে গুবলেট পাকিয়ে গেলো...এমনটা হবে তারা কেউই ভাবতে পারেনি। জাকিরের বিভৎস মৃত্যুর খবর শুনে সে কী করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না।

ঘোর কাটিয়ে উঠে প্রথমেই তার কর্তার সাথে যোগাযোগ করে। উনিই তাকে বলেন আপাতত ঢাকা থেকে সরে পড়তে, আর অন্যদের ব্যবস্থা উনিই করবেন ব'লে জানান। সে নিজে ঠিক বুঝে পারছিলোনা কী করবে তাই কর্তার কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিলো আপাতত ঢাকা থেকে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু পালানোর আগেই এই উটকো ঝামেলার আগমন। লোকটা প্রথমে যখন তার দিকে পিস্তল

BanglaBook.org

তোলে রাগে তার গা জ্বলে গিয়েছিলো। দইু পয়সার গুন্ডা তাকে পিস্তল দেখায়। সে গরম দেখাতে চেয়েছিলো সাথে সাথে লোকটা তার দু-পায়ের ফাঁকে গুলি করে। শাড়ি ভেদ করে গুলিটা গিয়ে লাগে পেছনের কাঠের টেবিলে। এখনো ধোঁয়া উঠতে থাকা পোড়া শাড়িটা একবার দেখলো। আরেকবার চোখ বুলালো পায়া ভেঙে একদিকে কাত হয়ে থাকা টেবিলটার দিকে। এই লোক উন্মাদ হয়ে গেছে।

আলমারি থেকে একটানে বড় ড্রয়ারটা খুলে ফেললো হাসান। সেটাতে অনেক জুয়েলারি আর ক্যাশ আছে। ক্যাশ বেশি না কিন্তু জুয়েলারি অনেক। গহনাগুলো দেখে লোকটা শিস দিয়ে উঠলো।

"এই যে ম্যাডাম দাঁড়িয়ে না থেকে একটু সাহায্য করুন তো। একটা ভালো ব্যাগ দিন," হাসান পথিক রুনা মোস্তফার দিকে ফিরে তাকালো। মহিলা প্রথমে খুব ডাঁট দেখানোর চেষ্টা করেছিলো, এখন একেবারে নেতিয়ে গেছে। "আরে, ম্যাডামের চোখে দেখি পানি," বলে সে একটু এগিয়ে গেলো। "শুনুন ম্যাডাম, আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আপনি যেমন কোনঠাসা, আমিও তেমনি। আমার টাকা দরকার। আমার সেটা চাই। এটা আমার প্রাপ্য টাকা। দিতেই হবে।"

রুনা মোস্তফা লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। একদম বেপোরোয়া এক জোড়া চোখ। এ-ধরণের বেপোরোয়া মানুষের সাথে বাড়াবাড়ি করতে নেই। "তুমি ওই ব্যাগটা নিতে পারো," বলে ইশারায় তার প্যাক করে রাখা বড় ব্যাগটা দেখালো।

হাসান পথিক ব্যাগটা দেখে মাথা নাড়লো। "নাহ এটা অনেক বেশি বড়। ছোট কোনো ব্যাগ দরকার আমার। ব্যাকপ্যাকের মতো কিছু হলে ভালো হয়। "

একটা কাবার্ড দেখিয়ে রুনা বললো, "ওটার ভেতরে একটা ব্যাগ আছে।"

একটানে কাবার্ডটা খুলে ওটার ভেতর থেকে এটা ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যাগটা বের করে আনলো হাসান পথিক। "হ্যা, এইটা হবে।"

ব্যাগটা বিছানার ওপরে রেখে আলমারির পুরো ড্রয়ারটাই টান দিয়ে বের করে আনলো হাসান। ব্যাগের মুখ খুলে জুয়েলারি আর ক্যাশ যা ছিলো ব্যাগের ভেতরে উপুর করে দিলো। "পরিমাণটা খারাপ না কিন্তু লাইফ টাইমের জন্যে কিছুই না। আপনাদের পাতা ফাঁদের টোপ হতে গিয়ে আমার জীবনটাই এখন শেষ হতে চলেছে। কাজেই আমাকে পুরো টাকাটাই দিতে হবে," বলেই সে এক টানে কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা বের করে রুনা মোস্তফার কপাল বরাবর তুললো।

রুনা মোস্তফার চোখ বন্ধ হয়ে গেলো আপনা আপনি। তার মনে হলো সে যেকোনো সময় ব্লাডার খালি করে ফেলবে।

"কথা বলুন ম্যাডাম, চোখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না," হাসান এক স্টেপ এগিয়ে এলো।

BanglaBook.org

রুনা দুইবার মুখ খুললো কিন্তু কথা বেরুলো না। সে এখনো চোখ বন্ধ করে আছে।

"ওই খানকি মাগি, কথা কানে যায় না? বললাম না চোখ খুলতে। ভণ্ড ধরো তুমি, না?" বলে হাসান একহাতে মহিলার চুলের মুঠি ধরে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেললো। "ওই বল, টাকা ক্যামনে দিবি?"

"আমার...আমার বাসায় টাকা নেই। ব্যাঙ্কে আছে, ব্যাঙ্কে আছে," বলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। "আমি এটিএম মেশিন থেকে তুলে দিতে পারবো।

"এই তোর কার্ড, চেক এইগুলা কই?" হাসান পিস্তলটা আবার কোমরে গুঁজে রেখে কাবার্ড ঘাঁটতে লাগলো। "কই, দেখি না তো।"

"ওখানে নেই। ওই দেয়াল আলমারিতে সব কাগজপত্র আছে আর আমার হ্যান্ড ব্যাগে কার্ড।"

দেয়াল আলমারি থেকে ব্যাঙ্কের কাগজগুলো নিয়ে হাসান বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ব্যাগটা। আর হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কার্ডগুলো বের করে দেখতে লাগলো। কার্ডগুলো একে একে দেখে রেখে দিলো পকেটে।

"মেশিনে কতো টাকা তোলা যাবে?" রুনা পরিমাণটা বলার সাথে সাথে সে মাথা নাড়তে লাগলো। "হবে না। চেক কাটো," এক্ষুণি। রুনা কাগজ বের করে একটা ব্যাঙ্কের চেকে সই করতে লাগলো। টাকার পরিমাণটা জানিয়ে দিলো হাসান। একবারের বেশি দুবার বলার আগেই লিখে ফেললো মহিলা।

"কিন্তু এতে সমস্যা আছে। আমি বেরিয়ে গেলেই তুমি ব্যাঙ্কে ফোন করে চেক বাতিল করে দিবে এবং আমাকে ফাঁসিয়ে দিবে। এছাড়াও আমি যদি তোমাকে এখানে আটকে রেখে যাই অন্যকেউ এসে ছাড়িয়ে দিতে পারে। অথবা হয়তো ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউন্টে এই পরিমাণ টাকাই নেই। কাজেই তুমিও যাবে আমার সাথে। বিকেল প্রায় হয়ে এলেও আরো অনেকক্ষণ ব্যাঙ্ক খোলা আছে। কাজেই চলো।"

"আগে এগুলো সব ভরো ব্যাগে," বিছানায় ফেলে রাখা জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে বললো। মনে মনে ভাবলো, যা পাওয়া যায় তাই লাভ, কার্ডগুলো প্রয়োজনে পরে কাজে লাগানো যেতে পারে। "আর হ্যা, চেকটা তোমার হ্যান্ডব্যাগে নাও। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে মহিলার কোলের ওপরে ছুঁড়ে দিলো।

হ্যান্ডব্যাগে জিনেসগুলো ভরে মহিলা উঠে দাঁড়ালো। ব্যাকপ্যাকটার চেইন লাগিয়ে পেছনে নিয়ে নিলো হাসান।

"দেখো হাসা..." মহিলার কথা শেষ করার আগেই সে ধমকে উঠলো।

"এই চুপ কোনো কথা বলবি না। একদম বোবা হয়ে থাকবি। এখান থেকে আমরা নিচে নামবো। চুপচাপ গাড়িতে উঠে গাড়ি চালাবি তুই। আমি ঠিক পেছনের

BanglaBook.org

সিটে থাকবো। আর শোন ব্যাঙ্কে গিয়ে হাসিমুখে চেক দিবি কাউন্টারে। একটু ওলট পালট হলে সোজা গুলি করে দেবো আমি। বুঝেছিস?"

মহিলা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়লো। ওরা দরজার দিকে এগোচ্ছে হঠাৎ হাসান থেমে গেলো। ভাইব্রেশনের বুম বুম শব্দ। মোবাইল বাজছে কোথাও। তারটা সে ভেঙে ফেলে দিয়েছে। তারমানে এই মহিলারটা বাজছে। ইসসস আরো আগেই ওটা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিলো।

"মোবাইল। এই তোর মোবাইল কই?"

"আমার হ্যান্ডব্যাগে," বলেই রুনা মোস্তফা থেমে গেলো। "না না ওটা আমার হাত থেকে পড়ে গেছিলো। "

"খুঁজে বের কর।"

মহিলা ডাইনিং টেবিলের নিচ থেকে মোবাইলটা বের করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। হাসান খপ করে মোবাইলটা নিয়ে নিলো। ওটা ভাইব্রেট করেই চলেছে।

কল রিসিভও করলো না কাটলোও না। মিউট করে মোবাইলটা ব্যাকপ্যাকের ভেতরে ফেলে চেইন টেনে দিলো আবার।

"চলো সুন্দরি। বড়লোক হবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি।"

রুনা মোস্তফা ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলো। পুরনো রাগ আর জেদ ফিরে আসছে তার ভেতরে।

বাইরে এসে রুনা মোস্তফাকে দরজাটা লাগিয়ে দিতে ইশারা করলো হাসান। দরজা লাগিয়ে লিফটে উঠলো ওরা। লিফট নিচে নামছে হঠাৎ এক ফ্লোরে থেমে গেলো, এক ভদ্রলোক উঠলেন। রুনা মোস্তফাকে দেখে মৃদু হাসলেন উনি। মনে হয় ফ্ল্যাটেরই অ্যালোটি। "হ্যালো ম্যাডাম, কি খবর?"

রুনা মোস্তফা কোনো উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলো শুধু। ভদ্রলোক আর কিছু বললো না। ফার্স্ট ফ্লোরে নেমে গেলো সেই লোক। ওরা লিফটে করে সোজা চলে এলো গ্যারাজে। "কোন গাড়ি?" হাসান জানতে চাইলো।

রুনা মোস্তফা ইশারায় একটা সাদা হ্যারিয়ার দেখালো। "ওহহহ হো চাবি?"

"চাবি আছে আমার ব্যাগে," বলে সে চাবি বের করে দিলো।

হাসান মাথা নাড়লো, "উঁহু, আপনি চালাবেন। আমি পেছনে বসবো।" গাড়িতে উঠে রুনা মোস্তফা গাড়ি স্টার্ট দিলো। মঙ্গলবারের দিনে এইদিকে খুব একটা জ্যাম নেই। ধানমন্ডি পনেরো থেকে দশ মিনিটের ভেতরেই ওরা চলে এলো সাত নম্বর রোডের মুখে। ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গনে গাড়ি পার্ক করছে দারোয়ান এসে গাড়ির কাঁচের জানালায় নক করলো।

"কি ব্যাপার?" হাসান জানালার কাঁচ নামিয়ে জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

"স্যার আমাদের গেস্ট আসবেন, গাড়িটা আন্ডারগ্রাউন্ডে পার্ক করতে হবে।"

হাসান এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। অকারণে ঝামেলা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। "ঠিক আছে।"

ওরা গাড়ি নিয়ে চলো এলো আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্কে। গাড়ি থেকে নেমে রুনা মোস্তফাকে এক হাতে ধরে ঠিক তার পেছনে হাঁটতে লাগলো হাসান। একবার ঘড়ি দেখলো।

"দ্রুত এগোও। না না ওদিকে না, এদিক দিয়ে আসেন ম্যাডাম," হাসান গেইটের বাইরের দিকে না এগিয়ে কার পার্ক থেকে ভেতর দিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে বললো। সে রুনা মোস্তফাকে একবার আপনি, আরেকবার তুমি বলছে আবার তুই-তোকারিও করছে।

মহিলা আরেকবার রাগের চাহনি দিয়ে সামনে এগোলো। হাসান পাত্তা দিলো না।

ব্যাঙ্কের কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে টাকা তোলার লাইনে দাঁড়ালো ওরা। দুপুরের পর সাধারণত ভিড় কমে গেলেও শেষ মুহূর্তে আবার অনেকসময় একটু ভিড় দেখা দেয় ব্যাঙ্কগুলোতে।

ওরা লাইনে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ পেছন থেকে একজন সিকিউরিটি গার্ড ডেকে উঠলো ওদেরকে,"এই যে ম্যাডাম, টোকেন নিতে হবে।"

রুনা মোস্তফা উৎসূক হয়ে উঠলো। সাথে সাথে হাসান ধমকে উঠলো, "চুপ, আমি দেখছি।" হাসান টোকেন আনতে গেলো। লাইনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক ছেলে মোবাইল টিপছিলো, রুনা মোস্তফা তার হাতে থাবা মেরে ফেলে দিলো মোবাইলটা।

"আরে, আরে, পাগল নাকি এই মহিলা!" ছেলেটা চিৎকার করে উঠলো।

"প্লিজ প্লিজ আমি খুব বিপদে। হেল্প," রুনা মোস্তফা ফিস ফিস করে ছেলেটাকে বলতে গিয়েও নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। রীতিমতো চিৎকার করে উঠলো। ওদের চিৎকার শুনে হাসান আর সিকিউরিটি গার্ড দুজনেই ফিরে তাকালো এদিকে। দেখামাত্রই হাসান বুঝে ফেললো মহিলা ঝামেলা করতে চাইছে। সে দাবড়ে উঠে ওদিকে এগোচ্ছে হঠাৎ রুনা মোস্তফা দুঃসাহসিক একটা কাজ করে ফেললো। একটু এগিয়ে এসে সে এক ধাক্কায় হাসানকে ফেলে দিলো মাটিতে। মাটিতে পড়া মাত্রই হাসানের কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা খট খট শব্দ তুলে কোমর থেকে পড়ে ছিটকে সরে গেলো খানিকটা তফাতে। হাসান পড়ে যেতেই তাকে ওঠানোর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো সিকিউরিটি গার্ড, সে পিস্তল দেখে প্রথমেই একটা চিৎকার করে উঠলো, তারপর হাত বাড়ালো পেছনে ঝুলিয়ে রাখা বন্দুকের দিকে।

সিকিউরিটি গার্ড বন্দুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছে হাসান, পিস্তলের মায়া ছেড়ে

BanglaBook.org

শোয়া অবস্থাতেই গার্ডের পা ধরে দিলো এক টান। টান খেয়ে শরীরের ব্যালেন্স হারিয়ে সিকিউরিটি গার্ড ধপাস করে পড়লো কাঁচের একটা টেবিলের ওপর। টেবিলটার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে দুনিয়া কাঁপানো শব্দ করে সে পড়ে রইলো মাটিতেই।

সিকিউরিটি গার্ডকে অজ্ঞান হতে দেখে হাসান উঠে দাঁড়াচ্ছে কান ঝালাপালা শব্দে বাজতে লাগলো অ্যালার্ম। হাসান দেখলো অবস্থা বেগতিক। সে প্রথমেই তাকালো মাটিতে, যেখানে পিস্তলটা পড়েছিলো সেদিকে। কিন্তু সেটাকে ওঠানোর জন্যে হাত বাড়াচ্ছে রুনা মোস্তফা। রাগের সাথে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিলার ওপরে। রুনা মোস্তফা পিস্তলটা সবে মাত্র হাতে ধরে তুলতে শুরু করেছে হাসান ছিটকে এসে পড়লো তার ওপরে। দুজনেই ধুপ-ধাপ গড়িয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। বদ্ধ এসি কক্ষের ভেতরে পৃথিবী কাঁপানো শব্দে গুলি বেরিয়ে গেলো পিস্তলটা থেকে। গুলিটা সোজা গিয়ে ঢুকলো ব্যাঙ্কের এক কর্মকর্তার কাঁধে। কাঁধের একদিকে বিঁধে সেটা কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে একটা গ্লাস ডোর গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললো। হাসান রুনা মোস্তফাকে এক লাথিতে ফেলে দিলো একপাশে। লাথি মারতে গিয়ে নিজেও পড়ে গেলো।

হাসান কোনোমতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এখনো কান ঝালাপালা শব্দে বাজছে অ্যালার্ম। হাসান দেখলো আরেকজন সিকিউরিটি গার্ড দৌড়ে আসছে, সে সোজা গুলি করলো তার পায়ে। লোকটা সাথে সাথে পড়ে গেলো।

দ্বিতীয় সিকিউরিটি গার্ড মাটিতে পড়ে যেতেই হাসান চারপাশে তাকালো। ব্যাঙ্কের সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে, আর ঠিক রুমের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে ও, পিস্তল হাতে। হঠাৎ উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা এখন পুরোদস্তুর ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে রূপ নিয়েছে এবং সাথে সাথে এ-ও বুঝতে পারলো বিরাট একটা সুযোগ এসে গেছে একসাথে অনেকগুলো টাকা হাতাবার। প্রথমেই সে ছাদ বরাবর গুলি করলো আরেকটা। তারপর চিৎকার করে সবাইকে চুপ থাকতে বললো। দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকা একজনকে বললো দরজাটা লক করে দিতে, আর কাউন্টারের ওপাশে পাঙশু মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছেলের দিকে ওর ব্যাকপ্যাকটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো ওটাকে ভর্তি করে দিতে।

সুযোগ যেহেতু এসেছে, কাজেই ওটাকে কাজে লাগাতে হবে। তবে খুব দ্রুত করতে হবে সব এবং ওর একজন জিম্মি লাগবে। সে মাটিতে বসে থাকা রুনা মোস্তফার দিকে ফিরে তাকালো কঠিন চোখে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

একচল্লিশ ঘন্টা ...

"কি বলছিস? সেটা কিভাবে সম্ভব?" দুজনেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"এটাই হয়েছে। একটু আগেই ধানমন্ডি থানায় ব্যাঙ্ক ডাকাতির অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। থানাটা ছয় নম্বর রোডে আর ঘটনাটা ঘটেছে সাত নম্বর রোডের মুখে এক ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে। থানায় অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে থানা থেকে ব্রাঞ্চ সিকিউরিটিকে ফোন করে ওরা জানতে পারে অভিনেত্রি রুনা মোস্তফাকে জিম্মি করেছে এক লোক। বর্ণনা শুনে মনে হলো ওই লোকই...ওরা এখনো ব্যাঙ্কের ভেতরেই আছে..." কথা শেষ করতে না দিয়েই মারুফ কায়সারের হাত ধরে টান দিলো। দুজনেই দৌড়ে বেরিয়ে এলো অফিসের বাইরে।

"তাড়াতাড়ি তারাতাড়ি...ধানমন্ডি সাত কাছেই..." মারুফ লাফিয়ে উঠলো জিপে।

"দ্রুত গেলে আর কপাল ভালো হলে এখনো ধরা যেতে পারে," কায়সার ইতিমধ্যেই জিপ স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। মারুফ ওয়াকিটকিতে কথা বলতে লাগলো। চেষ্টা করছে যদি কোনো আপডেট পাওয়া যায়। কথা বলা শেষ করে টকিটা কোমরে গুঁজে পিস্তলটা বের করে একবার চেক করে নিলো। ম্যাগজিনটা বের করে দেখে নিয়েই ওটা ঢুকিয়ে আবার লোড করে একটা বুলেট টেনে রাখলো চেম্বারে। "এই ব্যাটাকে ধরতে পারলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে," বলে কায়সাররে দিকে তাকালো। কোনো কথা না বলে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে রেখে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে সে।

জিপের রেডিও খড় খড় করে উঠলো। রেডিওতে রিপোর্টটা শুনে মারুফ বোঝার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে ওখানে। "কায়সার জলদি চালা। ওই ব্যাটা নাকি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গেছে। সাথে জিম্মি করে নিয়ে গেছে ওই মহিলাকে।"

"কে রুনা মোস্তফা?" কায়সার জিপটাকে একরকম টেনে হিচড়ে মেইন রোডে তুলে নিয়ে এলো। একটা বাসের সাথে লাগতে লাগতে লাগলো না।

"হ্যা, রাস্তা আর বেশি বাকি নেই," মারুফ সামনে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে সাত নম্বর আর কতোটুকু বাকি।

"এই চলে এসেছি," ওরা এখন নয় নম্বরে ধানমন্ডি মাঠ ক্রশ করছে। আর দু-মিনিট। কায়সার গাড়ির ফাঁক ফোকড় দিয়ে প্রাণপনে চালিয়ে একেবারে সাত নম্বর রোডের ডান দিকে জিপ ঘুরিয়ে দিলো। ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গনের সামনে দুটো পুলিশের গাড়ি

BanglaBook.org

দাঁড়ানো। গাড়ি দুটোর ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে প্রাঙ্গনে এসে থামলো জিপটা।

জিপ থামার সাথে সাথে মারুফ লাফিয়ে বেরিয়ে এলো জিপ থেকে। ইতিমধ্যে ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কায়সার তখনো জিপের স্টার্ট বন্ধ করেনি আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্ক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা লেক্সাস হ্যারিয়ার। মারুফদের জিপটা আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্কের প্রায় সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলো। কার পার্ক থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা গাড়িটার একদম সামনেই পড়ে গেলো ওদের জিপ। ড্রাইভার প্রাণপনে চেষ্টা করলো সংঘর্ষ এড়ানোর কিন্তু হ্যারিয়ারের মাথার একটা কোনা সোজা ধেয়ে এলো ঠিক যেখানটায় মারুফ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে।

"শিট!" মারুফ দেখলো হ্যারিয়ারের মাথাটা সোজা ওর কোমর বরাবর ছুটে আসছে। কিছু চিন্তা না করেই ও লাফ দিলো সামনের দিকে। ও মাটিতে পড়ার আগেই হ্যারিয়ারের মাথাটা বাড়ি মারলো ওদের জিপে। খটা খট শব্দ তুলে ওর পিস্তলটা মাটিতে পড়ে সরে গেলো খানিকটা দূরে। মারুফ পিস্তলটা ওঠানোর জন্যে এগিয়ে গেলো। মাটিতে পড়ে ওর কনুই ছিলে রক্ত বেরুচ্ছে।

হ্যারিয়ারের ধাক্কা লেগে জিপটা অনেকখানি ঘুরে গেছে। ধাক্কাটা সামলে উঠে কায়সার ফিরে তাকালো গাড়িটার দিকে। প্রথমেই চোখে পড়লো মুখ বাঁধা একজন মহিলা, সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেছে। পাসের সিটে কেউ নেই। ঠিক পরমুহূর্তের ওর ভুল ভাঙলো। নিচ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলো একজন। কপাল থেকে রক্ত গড়াচ্ছে তারপরও চিনতে সমস্যা হলো না। লোকটা হাসান পথিক।

"শিট," জিপের দরজা গায়ের জোরো ধাক্কা দিলো সে। কিন্তু ওটা খুললো না। সম্ভবত বাড়ি লেগে জ্যাম হয়ে গেছে। আবারো ধাক্কা মারলো, কাজ হলো না। সিটের ওপর লম্বা শুয়ে পড়ে লাথি মারলো দরজাটাতে। আরেকবার আরেকবার। ধাম করে খুলে গেলো ওটা।

অন্যদিকে ও যেমন দেখতে পেয়েছে হাসান পথিককে, সে-ও দেখতে পেলো একজন মাটিতে পড়ে গেছে, আরেকজন পুলিশ জিপের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তার কপাল ভালো ধাক্কা লাগলেও গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়নি। চট করে গিয়ার চেঞ্জ করে সে বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরালো। কায়সার জিপ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই তার গাড়ি লাফ দিয়ে আগে বাড়লো। একটু আগে ঠিক যেদিক দিয়ে পুলিশের দুটো গাড়ির মাঝখান দিয়ে কায়সারের জিপ প্রাঙ্গনের ভেতরে এসে ঢুকেছে ঠিক সেদিক দিয়েই হুঁশ করে হ্যারিয়ারটা বেরিয়ে গেলো।

জিপের দরজা খুলে যাবার সাথে সাথে হ্যারিয়ারটা চলতে শুরু করায় কায়সার দ্বিধায় ভুগছিলো কী করবে। বেরুবে নাকি জিপ স্টার্ট দিবে। তার দ্বিধা দূর করে দিলো মারুফ। হ্যারিয়ারটা দুটো গাড়িকে ক্রশ করতে করতে ও উঠে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি দুটোকে ক্রশ করে হ্যারিয়ার ডানে মোড় নিলো। মারুফ পিস্তল হাতে দৌড়

BanglaBook.org

দিলো ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গন ধরে। এক হাতে ভর দিয়ে টপকালো প্রাঙ্গনের নিচু দেয়াল। গাড়িটা ডানে মোড় নিয়ে সোজা ছুটে এলো মেইন রোড ধরে মারুফ দেয়ালটা টপকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে সোজা হবার আগেই ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো ওটা। পেছন থেকে পিস্তল তুলেও নামিয়ে নিলো ও। গাড়িতে আরেকজন আছে এবং চারপাশে অনেক মানুষ।

ও পিস্তলটা নামিয়ে নিতেই কায়সারের জিপ পাশে এসে থামলো। মারুফ এক লাফে উঠে বসলো। "সামনেই জ্যাম আছে। ল্যাব-এইডের সামনেই ধরে ফেলা যাবে। ঢাকা শহরে গাড়ি চেজ করে..." কায়সারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মারুফ ধমকে উঠলো। "জলদি স্পিড বাড়িয়ে দে, আজকে মঙ্গলবার। এই এলাকা বন্ধ।"

কায়সারের মুখের হাসি অটোমেটিক অফ হয়ে গেলো। দ্রুত গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়ি আগে বাড়ালো ও। সামনের জিপটাকে এখনো দেখা যাচ্ছে। কায়সার প্রাণপনে স্পিড বাড়ালো। মঙ্গলবার হওয়াতে স্বাভাবিকের চেয়ে গাড়ির সংখ্যা একটু কম। অল্প কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই ওদের গাড়ি হ্যারিয়ারটার কাছাকাছি চলে এলো। কায়সারদের গাড়িটাকে দেখে ওটাও বাড়িয়ে দিলো স্পিড। সামনেই সিগন্যাল। লোকটার কপাল ভালো। হ্যারিয়ার জ্যামের কাছাকাছি যেতেই সিগন্যালটা ছেড়ে দিলো। তবে সামনের গাড়িগুলোর গতি অরেক ধীর। স্বাভাবিকভাবেই হ্যারিয়ারেরও গতি কমাতে হলো। এই সুযোগে গিয়ার চেঞ্জ করে আগে বাড়লো কায়সার। যাত্রিবাহী একটা বাসের পাশ দিয়ে টান দিয়ে চলে এলো হ্যারিয়ারের কাছাকাছি। মারুফ দরজা দিয়ে শরীরটাকে অনেকখানি বের করে ফেললো গাড়িটাকে ধরার জন্যে।

"আমি বলা মাত্র," কায়সার ওর দিকে তাকিয়ে বললো। ওর দুহাত শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইলটাকে ধরে আছে। মারুফ শরীরটাকে শক্ত করে ফেললো লাফ দেয়ার জন্যে। হঠাৎ গাড়িটা ডানদিকে সরে গেলো অনেকটা। মারুফ দরজাটা ধরে ফেললো। গাড়িটার সাথে সাথে কায়সারও জিপটাকে অনেকখানি সরিয়ে নিলো ডানদিকে। কায়সার ওর জিপটাকে প্রায় কাছাকাছি নিয়ে গেছে মারুফও আবার প্রস্তুত হয়ে গেছে লাফ দেয়ার জন্যে চট করে গাড়িটা ডান দিকে ঘুরে গেলো।

কয়েকটা বাস আর রিকসাকে পাশ কাটিয়ে কচড় কচড় শব্দ তুলে একটা মাইক্রোবাসের সাইডডোরের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ডান দিকে ঘুরে ঢুকে গেলো তিন নম্বর রোডে। মারুফদের গাড়িটা স্পিডের ঝোঁকে ইতিমধ্যেই অনেকখানি আগে চলে গেছে, কায়সার হার্ড ব্রেক করার পরেও কাজ হলো না বরং পেছন থেকে একটা লেগুনা এসে ধাম করে বাড়ি মারলো জিপের পেছনে।

"শিট, ফাকিং শিট," কায়সার চিৎকার করে উঠলো। হার্ড ব্রেক করাতে আর পেছন থেকে ধাক্কা লাগায় জিপের স্টার্ট আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেছে।

"গাড়ি স্টার্ট দে," মারুফ গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে হ্যারিয়ারটা কোন

BanglaBook.org

দিকে যাচ্ছে। "দ্রুত এগোলে এখনো ওটা ধরতে পারার একটা সম্ভবনা আছে। জলদি।"

"কিন্তু..." কায়সার প্রাণপনে চাবি ঘোরাচ্ছে স্টার্ট দেয়ার জন্যে। "...কোন দিকে গেছে বুঝবো কিভাবে?" জিপ স্টার্ট হয়ে যেতেই লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলো ওটা।

"সামনে সামনে এগোবে ওরা," মারুফ এখনো মাথা বের করে বোঝার চেষ্টা করছে গাড়িটা সম্ভাব্য কোনদিকে যেতে পারে।

"তুমি নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে? তিন নম্বরে ঢুকে তো ওরা ডান দিকেও টার্ন নিতে পারে," কায়সার এখনো জিপটাকে ফুল স্পিডে তুলছে না।

"নিশ্চিত হবার উপায় নেই কিন্তু আমার ধারণা ওরা ওদিকেই যাবে। ওদিকে না গেলো ওই ব্যাটা গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসতোই না। তুই সামনে গিয়ে সিটি কলেজের পাশ দিয়ে ডান দিকে ঘুরে যাবি, যতোটা দ্রুত সম্ভব। আমার মনে হচ্ছে দ্রুত গেলে ধরে ফেলতে পারার সম্ভাবনা এখনো আছে।"

কায়সার কথা না বলে গিয়ার চেঞ্জ করলো। তার মন থেকে এখনো দ্বিধা যায়নি কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। চারপাশে সমানে গাড়ি, বাস, রিকশা চলছে, এর ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোনো প্রায় অসম্ভব। তারপরও কোনোমতে সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো জিপ। প্রায় মোড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে আর একটু এগোলেই ডানে মোড় নিতে পারবে এমন সময় সিগন্যাল পড়ে গেলো। এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলো ও, তারপর টান দিলো জিপ নিয়ে। ট্রাফিক পুলিশ হা করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে, হাত তুলে কিছু একটা বলতে গিয়েও পুলিশের জিপ দেখে হাত নামিয়ে নিলো। সাঁই সাঁই করে হুইল ঘোরালো ও, সিগন্যাল ভেঙে জিপ রওনা দিলো রাস্তার অন্যদিকে। অপর সাইড থেকে সিগন্যাল ছেড়ে দিতেই বড় একটা পাজেরো মোড় নিচ্ছিলো ওদের জিপ প্রায় গায়ের ওপর উঠতে উঠতে দুজনেই হার্ড ব্রেক করলো। পাজেরোর ড্রাইভার জানালা দিয়ে মাথা বের করে চিৎকার করে গালাগাল করতে লাগলো, কায়সার ওর সামনে দিয়ে হুঁশ করে বেরিয়ে এসে ডান মোড় নিলো। এদিকে রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সাথে সাথে স্পিড বাড়িয়ে দিলো ও। একটানে চলে এলো স্টার কাবাবের সামনে।

এখানে রাস্তাটা চারভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা চলে গেছে সোজা সীমান্ত স্কয়ারের দিকে, আর দুইটা রাস্তা ডানে বামে দুদিকে। কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে আবারো জিপের স্পিড স্লো করে ফেললো ও। "এখন এখন কোন দিকে যাবো?" মরিয়া হয়ে জানতে চাইলো কায়সার।

মারুফও জিপের রেইলিং ধরে মাথা বের করে প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে। দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে বোঝার চেষ্টা করছে হ্যারিয়ারটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে কিনা। মনের কোনে ভয় যদি গাড়িটা এদিকে না এসে থাকে যদি ইতিমধ্যেই পার হয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

থাকে কিংবা হয়তো ওটা মোড় নিয়ে আট নম্বর কিংবা পনেরো নম্বরের দিকে চয়ে গিয়ে থাকে।

"ওইযে," মারুফের আগে কায়সারই দেখে ফেললো গাড়িটা। তীব্র বেগে ওটা ডান দিকে থেকে ছুটে আসছে। সম্ভবত জ্যামের কারণে দেরি হয়েছে আসতে। গাড়িটা দেখা মাত্রই ওদের প্রায় কাছে চলে এসেছে হ্যারিয়ার। তবুও কায়সার চট করে কিছু চিন্তা না করেই জিপটাকে সামনে ঠেলে দিলো। কিন্তু তার হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেলো। হ্যারিয়ারটার গতি আরো অনেক বেশি। ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা। ইতিমধ্যে জিপটাও এগিয়ে গেছে অনেখানি, ওটা চলে এলো রাস্তার অন্যপাশে। হ্যারিয়ারটা ফুল স্পিডে চোখের সামনে দিয়ে চলে এলো।

"ধূর শালা," বলে কায়সার সিগন্যালের তোয়াক্কা না করে জিপটাকে ঘুরিয়ে আনলো। "আবারো গেলো।" হ্যারিয়ারটার সম্ভাব্য রুট ধরে এগোলো ও। মারুফ ওয়াকিটকিতে কথা বলছে।

কথা শেষ করে ও জনালো। "আমরা এদিক দিয়েই এগোতে থাকি সামনেই কোথাও আছে ওটা।"

কায়সার গাড়ির ভিড় এড়িয়ে যথাসম্ভব দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করছে। ওদের গাড়ি নিউ মার্কেট এক নম্বর গেইটের সামনে চলে এসেছে। এখান থেকে আবারো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে চার দিকে। সোজা রাস্তাটা গেছে নিলক্ষেত মোড় হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। বামে ধানমন্ডির দিকে। আর ডানেরটা আজিমপুরের দিকে। কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে কায়সার গাড়ি থামিয়ে দিলো। অসহায়ভাবে ও জানতে চাইলো, "কোনদিকে যাবো?"

আবারো মারুফের রেডিও খড় খড় করে উঠলো। ও কথা বলতে বলতে কায়সারের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় ডানদিকে যেতে বললো। কথা শেষ করে চেঁচিয়ে উঠলো, "ডানে ডানে। আজিমপুরের দিকে দেখা গেছে ওটাকে।"

কায়সার আজিমপুরের ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ফুল স্পিডে জিপ ছেড়ে দিলো। এমনিতেই রাস্তা মোটামোটি খালি, পুলিশের সাইরেন শুনে অন্যান্য গাড়ি রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছে। দ্রুত এগোতে ওদের খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না।

"এদিকেই কোথাও আছে। আমার মনে হয়...ওইযে," মারুফ জিপের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে গাড়িটা দেখে ফেললো। এতোবড় সাদা হ্যারিয়ারটা সহজেই চোখে পড়ে। "যা ভাবছিলাম, ব্যাটা পুরনো ঢাকার দিকে যাবার চেষ্টা করছে।"

কায়সার রাগের সাথে দাঁতে দাঁত চেপে জিপের স্পিড বাড়িয়ে দিলো। "এবার আর ছাড়ছি না।"

ও স্পিড বাড়ানোর প্রায় সাথে সাথেই হ্যারিয়ারেরও স্পিড বেড়ে গেলো। নিশ্চই ওটা থেকে ওদেরকে দেখতে পেয়েছে। কায়সার স্পিড আরো বাড়িয়ে দিলো। সে

BanglaBook.org

অ্যাক্সিডেন্টেরও তোয়াক্কা করছে না। কিন্তু হ্যারিয়াররের ড্রাইভার আরো মরিয়া। আর ওদের জিপের তুলনায় ওটার গতিও বেশি হওয়াতে কায়সার বেশি কাছে যেতে পারছে না। তবে সে ছেড়েও দিলো না, আঠার মতো লেগে রইলো। দেখতে দেখতে ওরা আজিমপুর পার হয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকায় চলে এসেছে। সামনে এক জায়গায় রিকশা গাড়ি স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

"এবার কই যাবে?" কায়সার উল্লাসের হাসি হাসলো। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। হ্যারিয়ার ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে গেছে। সে-ও অনুসরণ করলো ওটাকে। ভাঙা-চোড়া রাস্তা, দুটো গাড়িই তীব্র বেগে ছুটছে। ঝাঁকুনির চোটে মনে হলো হাড় গুড়ো হয়ে যাবে।

"আস্তে, কায়সার," মারুফ ওয়াকিটকি ছেড়ে দিয়ে রেলিং চেপে ধরেছে।

ভাঙা রাস্তা থেকে হঠাৎ করেই দুটো গাড়ি বেরিয়ে এলো বুড়িগঙ্গার পাশের পাশ ঘেঁষে যাওয়া বড় রাস্তায়। এটাতে উঠেই হ্যারিয়ারের স্পিড বেড়ে গেলো। কায়সারও গতি বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু পুলিশ জিপের চেয়ে হ্যারিয়ারের গতি অনেক বেশি। দ্রুত ওটার সাথে জিপের দুরত্ব বাড়তে লাগলো।

"শিট, এ তো চলে যাচ্ছে। আবারো ধরতে..." কায়সারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মারুফ বলে উঠলো। তুই বামে মোড় নে। বামে বামে। সামনেই দেখতে পাবি একটা রাস্তা আছে।"

"বামে মোড় নিলে ধরতে পারবো?"

"পারবো। কারণ ওই রাস্তা শার্টকাটে আবার বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। ওই যে ওই রাস্তা।"

কায়সার চট করে বামের রাস্তায় ঢুকিয়ে দিলো। এই রাস্তাটাও আগেরটার মতোই ভাঙা। নৌকার মতো দুলতে দুলতে জিপ এগোতে লাগলো কিন্তু কায়সার গতি কমালো না। ওর ভয় হতে লাগলো যেকোনো সময় জিপ উল্টে যেতে পারে। এমন সময় মারুফ আবারো বললো, "ডানে ডানে। এবার ডানে।"

কায়সার হুইল চেপে ডানে মোড় নেয়ার একটু পরেই আবারো গাড়ি বড় রাস্তায় উঠে এলো। দুজনেই বোঝার চেষ্টা করছে হ্যারিয়ারটা কোনদিকে থাকতে পারে। বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। ডান দিকে দেখা গেলো ওটাকে। এখনো এসে পৌছাতে পারেনি। শর্টকাট নেয়ার কারণে ওরাই আগে চলে এসেছে। হ্যারিয়ারটাকে দেখতে পেয়ে কায়সার জিপটাকে একদম আড়াআড়ি রাস্তার মাঝে নিয়ে এলো যাতে ওটা পার হতে না পারে।

অপর দিক থেকে হ্যারিয়ারের চালকও দেখতে পেয়েছে জিপটা রাস্তার মাঝখানে চলে আসছে। সেটা দেখেই সে গাড়ির মাথা ডানে ঘোরালো। তার উদ্দেশ্য যেকোনোভাবে জিপটাকে এড়ানো। সে প্রাণপনে গাড়িটাকে ডানে ঘোড়ানোর চেষ্টা

BanglaBook.org

করলো।

অন্যদিকে কায়সারও জিপটাকে ঠেলে দিলো সামনে। একমুহূর্তের জন্যে মনে হলো দুটো গাড়ির পাশাপাশি সংঘর্ষ হবে। দুই গাড়িরই আরেহীরা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললো। তবে হ্যারিয়ারের নাক ডানে ঘুরে যাওয়াতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না। হ্যারিয়ারটা জিপটাকে প্রায় টপকে চলে গেলো সামনের দিকে। বরং সংঘর্ষের বদলে কায়সারদের জিপের সামনের বাম্পার আটকে গেলো হ্যারিয়ারের পেছনের বাম্পারে।

সাথে সাথে ডান দিকে কোনাকোনিভাবে সামনে এগোতে থাকা হ্যারিয়ারটা ঘুরে গেলো বাম দিকে। পুলিশ জিপের চাইতে ভারি হবার কারণে হ্যারিয়ারের সাথে সাথে জিপটাও ঘুরে গেলো একই দিকে।

"শিট," কায়সার প্রাণপনে ব্যাকগিয়ার দিয়ে জিপটা টান দিলো পেছন দিকে। কিন্তু কাজ হলোনা। চাকা ঘুরতে লাগলো শূণ্যের ওপরে। ধুলো ছিটকে উঠলো কিন্তু জিপ না পিছিয়ে বরং হ্যারিয়ারটাকে আরো ঘুরিয়ে দিলো। হ্যারিয়ারের চালক চেষ্টা করলো সামনে এগোতো কায়সার জিপে টান দিলো পেছন দিকে। দুটো গাড়ির বাম্পার একসাথে আটকে গিয়ে একই জায়গায় বন বন করে ঘুরতে লাগলো দুটো গাড়িই।

হ্যারিয়ারের ধাক্কায় একটা রিকশা ছিটকে গিয়ে পড়লো আরেকটা সিএনজির ওপরে। পিঁপড়ের চাকে ঢিল পড়লে যেভাবে পিল পিল করে বেরুতে থাকে আশেপাশের লোকজন ঠিক সেভাবে ছিটকে সরে গেলো ওখান থেকে। ধাক্কা লাগা রিকশা আর সিএনজি দুটোই উল্টে গেলো।

"কাম-অন, কাম-অন," কায়সার প্রাণপনে হুইল চেপে ধরে বাগে আনার চেষ্টা করছে জিপটাকে। অন্যদিকে হ্যারিয়ারের ড্রাইভারও মরিয়া। কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছে না। মারুফ একহাতে জিপের লাইনিং চেপে ধরে অন্যহাতে পিস্তল বের করে আনার চেষ্টা করছে কিন্তু ঝাঁকুনির চোটে বের করতে পারছে না।

"শালা, হারামির বাচ্চা," মারুফ জোরে গালি দিয়ে উঠলো কিন্তু পিস্তল বের করতে পারলো না। পিস্তল বের করার জন্যে একটা হাত ছেড়ে দিতেই আরেকটু হলে বাইরে ছিটকে পড়তে যাচ্ছিলো ও।

"দাঁড়াওওও, দেখি," বলে কায়সার ঝাঁকুনির ভেতরেই।

"হাত ছেড়ো না, আমি..." কায়সার এখনো প্রাণপনে হুইল চেপে ধরে আছে চেষ্টা করছে জিপটাকে এই চক্র থেকে বের করে আনার কিন্তু এখনো কাজ হচ্ছে না। দুটো গাড়িই পূর্ণ উদ্যমে চক্রাকারে ঘুরছে যেকোনো সময় একটা উল্টে যেতে পারে। কায়সার চট করে গিয়ার পরিবর্তন করে উল্টোদিকে টান দিলো। সাথে সাথে বোঁ বোঁ শব্দ তুলো হ্যারিয়ারের মাথা ঘুরে গেলো অন্যদিকে। ওটার পেছন দিকটা আর

BanglaBook.org

জিপের সামনের দিকটা অনেকখানি উঠে গেলো ওপরে। এমন সময় উল্টোপাশ থেকে বেশ স্পিডে আসতে থাকা একটা মাইক্রো গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে এই দুই গাড়ির টানাটানির একদম ভেতরে এসে পড়লো। মাইক্রোর ড্রাইভার শেষ মুহূর্তে থামানোর চেষ্টা করাতে ওটার একটা পাশ এসে বাড়ি মারলো পুলিশ জিপের অন্যপাশে। হ্যারিয়ারের পেছনদিকে বাড়ি খেয়ে বিশ্রীভাবে দুমড়ে গেলো মাইক্রোর নাক। তিনটা গাড়িই ছিটকে পড়লো তিন দিকে। তিনটা গাড়ির ভেতরে সবচেয়ে হালকা হলো পুলিশ জিপটা। ওটাই সবচেয়ে দূরে সরে এসে রাস্তার মাঝখানে আইল্যান্ডের একপাশে উঠে এলো অনেকখানি। একদিকে কাত হয়ে উল্টে স্থির গেলো রাস্তার মাঝখানে।

অন্যদিকে হ্যারিয়ার মাইক্রোটার নাক দুমড়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রওনা দিলো রাস্তার পাশের একটা ইলেকট্রনিক দোকোনের শো-রুমের দিকে। শো-রুমের কাঁচের উইন্ডো গুড়ো করে দিয়ে বিকট শব্দে ওটা ঢুকে গেলো ভেতরে।

জিপ কাত হয়ে যাওয়াতে মারুফের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। সে আগে থেকেই শক্ত হাতে রেইলিং ধরে ছিলো। কায়সার বেশ ব্যাথা পেয়েছে এবং তার একটা হাত আটকে গেছে হুইলের সাথে। আর জিপটাও কাত হয়েছে ডান দিকে, যে কারণে মারুফ মোটামোটি অক্ষতই আছে। উল্টানো জিপের ভেতরে সোজা হয়ে বসে সে প্রথমেই মহবুবের কাছে জানতে চাইলো, "তুই ঠিক আছিস?"

কায়সার কোঁকাতে কোঁকাতে চিৎকার করে উঠলো, "আরে, আমার খবর পরে নাও। আগে দেখো ওই বানচোত ভাগলো কিনা?"

মারুফ জিপের রেলিং ধরে একটানে নিজেকে বাইরে বের করে আনলো। রাস্তায় নেমে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে পিস্তল বের করে সাবধানে এগোলো সদ্য ধ্বংস হওয়া শো-রুমটার দিকে। শো-রুমটার সামনের উইন্ডো একদম গুড়ো গুড়ো হয়ে গেছে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র ছিটকে পড়ে আছে এদিক সেদিক।

মারুফ খুব সাবধানে পিস্তল ধরে সামনে এগোলো। হ্যারিয়ারটা একটা ফ্রিজের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে আছে। ওটার সামনে থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওটার ভেতরে কোনো মানুষ কিংবা কোনো ধরণের নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। মারুফ একহাতে পিস্তল ধরে আরেক হাতে একটানে ওটার একপাশের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলো।

ড্রাইভারের সিট খালি, ওখানে কেউ নেই। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা একজন মহিলা। তার মাথা সামনের ড্যাশবোর্ডের সাথে ঠেকে আছে। মারুফ এগিয়ে তার মাথাটা তুলে ধরলো। রক্ত মাখা হলেও মুখটা দেখে চিনতে পারলো, রুনা মোস্তফা। হাসান পথিকের চিহ্নও নেই আশেপাশে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

আটত্রিশ ঘন্টা ...

"এসব কি?" ধাম করে মারুফের মুখের সামনে ডেস্কের ওপরে একতাড়া কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে তার বস সদরুলসাহেব জানতে চাইলো। "টিভি নিউজের কথা আর নাই বা বললাম। মারুফ, তুমি কী করছো জানতে পারি?"

হঠাৎ করে সদরুল সাহেবের অগ্নিমূর্তি দেখে রুমের সবাই চুপ হয়ে গেছে। ওরা সবাই বসে ছিলো আলীম পাটোয়ারীর রুমে। অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনার পর দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে রুনা মোস্তফাকে পাঠানো হয় হাসপাতালে। পুলিশের লোকজন আপশেপাশে খুঁজেও হাসান পথিক কিংবা ব্যাঙ্ক থেকে লুট হওয়া টাকার কোনো হদিস পায়নি। হাসান ওই টাকা নিয়ে পালিয়েছে। মারুফ আর কায়সার দুজনেই প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার পর সরাসরি চলে আসে অফিসে। ওরা আলীম পাটোয়ারীর সথে বসে পুরো পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলো এবং ওদের পরবর্তী সম্ভাব্য পদক্ষেপ ঠিক করছিলো এমন সময় হঠাৎ করেই রুমে সদরুল সাহেবের আগমন।

মারুফ ওর সামনে ছুঁড়ে দেয়া কাগজগুলোর দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখলো। বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত জাকির আদনান মার্ডার সংক্রান্ত খবর এবং আজ বিকেলের ঘটনার প্রকাশিত খবরের প্রিন্টেড কপি। প্রতিটাতেই বিকেলের ঘটনা বড় করে প্রকাশিত হয়েছে। অনলাইন থেকে শুরু করে প্রতিটি টিভি মিডিয়া ঘটনাটাকে প্রচার করছে ফলাও করে। স্বাভাবিক, এরকম গরম একটা খবর ওরা তো লুফে নেবেই...সেইসাথে প্রতিটা জায়গাতেই পুলিশ বিভাগ এবং মরুফকে আসামি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে সুন্দরভাবে। এই ক্ষেত্রে আরো বড় ভূমিকা রাখছে টিভি চ্যানেলে দেয়া হোম মিনিস্টারের বক্তব্য।

"মারুফ, আমি জানতে চাচ্ছি তুমি করছোটা কি?" সদরুলসাহেব আবারো চিৎকার করে উঠলো।

মারুফ কাগজগুলো থেকে চোখ তুলে সরাসরি সদরুল সাহেবের দিকে তাকালো। ওর চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে আছে। "স্যার, আমি যা করছি সেটার ইংরেজি থেকে বাংলা করলে দাঁড়ায়, নিজের পাছা বাঁচানোর চেষ্টা করছি..." মারুফ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললো। ওর মেজাজ চূড়ান্ত খারাপ হয়ে গেছে।

"মারুফ, তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলতে পারো না," সদরুলসাহেবও উত্তেজিত হয়ে গেছেন।

"অবশ্যই পারি, স্যার। কারণ আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করছেন। আমি

BanglaBook.org

আপনার অধীনে কর্মরত একজন অফিসার। একটা বিপদে পড়েছি, আপনার উচিত ছিলো আমাকে হেল্প করা তা না করে আপনি এবং আপনারা...” সে আঙুল তুলে সদরুল সাহেবের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা এরশাদ মিয়ার দিকে দেখালো।

“মারুফ, দেখো পরিস্থিতি এমনিতেই খারাপ তার ওপর তুমি সেটাকে আরো ঘোলা করে তুলছো। কেন জানি মনে হচ্ছে তোমাকে সময় দেয়াই ভুল হয়েছে। হোম মিনিস্টার স্যার...” সদরুলসাহেব কথা শেষ করার আগেই আবারো মারুফ জোর গলায় বলে উঠলো, “ও স্যার, হোম মিন্টিস্টার। আমি তো ভুলেই গেছিলাম আপনাদের কাছে তো ডিপার্টমেন্ট, মান-সম্মান, সত্য-মিথ্যা এসবের চাইতে এমপি, মিনিস্টার, অমুক স্যার, তমুক ভাই অনেক বেশি গরুত্বপূর্ণ।

সদরুলসাহেব এক পা এগিয়ে এসে মারুফের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কায়সার একদম ওদের দুজনার মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। সে ওয়াশরুমে গেছিলো। ওখান থেকে ফিরে দেখে এই অবস্থা। দুজনার মাঝখানে ঢুকে সে কথা বলে উঠলো। “স্যার আজকের ঘটনার জন্যে সব দোষ আমার। আপনি যা বলার আমাকে বলুন। আজ যা ঘটেছে পুরোপুরি আমার দোষে এবং আমার বোকামির জন্যে ঘটেছে স্যার।”

“দেখো কায়সার, তুমি মোটেই মারুফের হয়ে সাফাই গাইবে না। আমি জানি...”

“স্যার, আমি তো এই কেসের তদন্তকারী অফিসার। তাই না? মারুফ কে? সে তো সামান্য একজন সন্দেহভাজন মাত্র। স্যার আপনি আমার সাথে আসুন আমি সব বিস্তারিত বলছি,” বলে সে জোর করেই সদরুলসাহেবকে নিয়ে তার রুমের দিকে চলে গেলো।

ওরা চলে যাবার সাথে সাথে মারুফ ওর সামনে পড়ে থাকা প্রিন্টেড কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেবিলের আরেক দিকে। “ধূর বাল! কী অবস্থা বলেন তো ভাই,” ও অহসায়ভাবে আলীম পাটোয়ারীর দিকে তাকিয়ে বললো। “এরা দেখি সবাই মিলে জোর করেই আমাকে খুনি বানিয়ে দিতে চাচ্ছে। ”

“এই, যাও যাও, সবাই নিজের কাজে যাও,” আলীম পাটোয়ারী বাকিদের উদ্দেশে কথাটা বলে মারুফের দিকে ঘুরে গেলো। “আরে, রাখো তো। এরা তো এমনই। এখন বলো তো দেখি কেসের কি অবস্থা?” সে কাগজগুলো তুলে এক পলক চোখ বুলিয়ে বললো, “টিভির খবরে তো দেখাইতাছেই। অন-লাইনও তো দেহি মাতোয়ারা। আর তোমরা তো গাড়ি-মারি ভাইঙ্গা পুরা ঢাকা শহর তো দেহি তামা কইরা ফালাইতাছো মিয়া। ”

“শোনেন ভাই তামা সীসা তো আছেই, দরকার হলে পুরা ঢাকা শহর উড়ায়া দিয়ে হলেও আমি খুনি খুঁজে বের করবো,” পেছন থেকে কায়সার বলে উঠলো।

BanglaBook.org

সদরুলসাহেবকে ঠান্ডা করে তার রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। আলীম পাটোয়ারীর কথার জবাবে পেছন থেকে বলে উঠলো সে। "আর যদি খুনি না পাই প্রয়োজনে খুনি পয়দা করবো। তাও মারুফ ভাইয়ের গায়ে আমি আঁচ লাগতে দিবো না। বুঝছেন? এখন একটা বিড়ি দেন আর সারাদিন অফিসে বইসা কি কি ছিড়ছেন সেইটা বলেন। এখন আমরা কি করবো বলেন?" কায়সার কথাগুলো বলে একটা টেবিলের ওপরে উঠে বসে বাম হাত দিয়ে ডান কাঁধ ডলতে লাগলো। অ্যাক্সিডেন্টের সময়ে ডান কাঁধে ব্যাথা পেয়েছে সে। গলার পাশেও একটা পট্টি লাগানো।

"ফালতু প্যাচাল বাদ দে। কাজের কথায় আসি আজকে সারাদিনের ঘটনা অ্যানালিসিস করে এখন পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে," মারুফ ওকে ধমক দিলো।

আলীম পাটোয়ারী কায়সারের দিকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "তার আগে কও, বস ঠান্ডা হইছেনি? তুমি তো মিয়া জাদুকর। ক্যামনে কি করলা?"

"আরে, ঠান্ডা কি হয় এতো সহজে! বাদ দেন। তবে বস মানুষটা খারাপ না। ওপরে ওপরে ব্যবহার অনেক খারাপ কিন্তু ভেতরে ভেতরে..." কায়সার কথাগুলো বলার সময়ে মারুফ ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলো। ওর চাহনি দেখে কায়সার হেসে ফেললো। "হা হা মারুফ ভাই তোমার সাথে বসের সমস্যা কোন জায়গায় জানো। তুমি আর সে একই ধাঁচের মানুষ। তুমি বেশি অনেস্ট আর সিষ্টেমের বিপরীতে চলো। আর সে সিষ্টেমের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়। এছাড়া তোমরা দুজনেই এক। যাক গে। কাজের কথায় আসি। আজ সারাদিন এমনভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটলো কোনো তাল করতে পারলাম না। এখন পুরো ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে। "

"হুম, ঠিক বলেছিস, আমারও অনেকগুলো ব্যাপার ক্লিয়ার হওয়া দরকার। কোথা থেকে শুরু করবো?"

"শোনো হোমিসাইড থাইক্কা ওরা আগুন লাগার আগের সময়ের সিসি ক্যাম ফুটেজের ডিভিডি পাঠাইয়া দিছে। ও এইখানে একটা কথা বইলা রাখি। হোমিসাইডের ওরা একটা মজার তথ্য দিছে। ওদের ল্যাবে আগুন লাগার কারণ নাকি এক ধরণের ক্যামিকেল। তারমানে ওখানে আগুন লাগেনি, লাগানো হয়েছে।"

"আমাদের রোগিদের খবর কি?" মারুফ প্রশ্ন করলো।

"রোগি মানে কি?" কায়সার অবাক হয়ে জানতে চাইলো ওর দিকে।

"মানে, ড. মণিকা এবং হাবিব আদনান?"

"কোনো খবর নেই। এখনো দুজনেই অজ্ঞান। তবে আপডেট হলো নিরাপত্তাজনিত কারণে দুজনকেই পুলিশ হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওই

BanglaBook.org

একই হাসপাতালে রুনা মোস্তফাকেও রাখা হয়েছে।"

"ভালো। আমরা কাজের কথায় ফিরে আসি।"

"তুমি বলার আগে আমি শুরু করি। আলীমভাই শর্টহ্যান্ডের ওই ছেলেটাকে ডেকে পাঠাও না। আছে এখনো?" কায়সার প্রশ্ন করলো।

"আরে, নাহ, কখন চইলা গেছে। তুমি কও আমিই নোট নিতাছি। আগে কায়সার কও। আর এর ভিতরে কোন কথা থাকলে মারুফ ইনসার্ট দিবা। আর এর পরে মারুফেরটাও শুনবো এবং তোমাগো দুইজনের কথার মাঝখানেই আমিও ইনসার্ট দিবো। শুরু করো। "

কায়সার সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে বাকি অংশ পিষে দিয়ে শুরু করলো। "আমি আগে সকালের আলোচনাটা একটু রিপিট করবো। প্রথমত পরিস্থিতিটা কি ছিলো? মারুফ ভাইয়ের সাথে জাকির আদনানের ঝগড়া হলো, ওইদিন রাতেই সে খুন হয়ে গেলো। সন্দেহ এসে পড়লো মারুফ ভাইয়ের ওপরে,"

মারুফ ওর কথার মাঝখানে হাত তুলে বললো, "আগের দিন সন্ধ্যেবেলা..."

"মারুফভাই, সন্ধ্যের ব্যাপারটা আমি পরে বলছি। যেখানে ছিলাম, মারুফ ভাইয়ের ওপরে সন্দেহ এসে পড়লো। ক্রাইম সিনে গিয়ে আমরা দেখলাম অ্যানালিস্টদের দেয়া খুনির সম্ভাব্য বর্ণনার সাথে মারুফ ভাইয়ের শারীরিক আকৃতি এমনকি জুতোর সাইজও মিলে যায়। এমন সময় জানা গেলো খুন হওয়া জাকির আদনান স্বয়ং হোম মিনিস্টারের ভাতিজা। হোম মিনিস্টার নিজে সরাসরি মারুফ ভাইকে খুনি বলে দোষারোপ করতে লাগলেন। আমাদেরকে কেস সলভ্ করার জন্যে সময় দেয়া হলো আটচল্লিশ ঘন্টা। আমরা কাজে নামলাম।"

"এখানে আমার একটা পয়েন্ট বলার আছে। কেন জাকির আদনান ওইদিন রাতেই খুন হলো? হয় আমি নিজে খুন করেছি ঝগড়ার সূত্র ধরে অথবা কেউ আমার সাথে জাকির আদনানের ঝগড়ার সুযোগ নিয়েছে। কারণ জাকির আদনানের শত্রুর কোনো অভাব নেই। হয়তো কেউ স্বার্থের প্রয়োজনে কিংবা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো তাকে খুন করার জন্যে। সে এই সুযোগে খুন করেছে।"

"অথবা কেউ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাকে খুন করেছে," কায়সার আনমনেই বলে উঠলো।

"হ্যা, সেটাও হতে পারে।"

"এরপর আমরা জাকিরের সম্ভাব্য খুনির একটা লিস্ট তৈরি করে কাজে নামলাম। এই লিস্টের ভেতরে ছিলো জাকির আদনানের বড় ভাই হাবিব আদনান, তার প্রাক্তন স্ত্রী রুনা মোস্তফা এবং আরো দুয়েকজন। প্রথমেই আমরা কাজে নামলাম সম্ভাব্য সন্দেহভাজনদের ইন্টারভিউ নিয়ে। কথা ছিলো হাবিব আদনানকে দিয়ে শুরু করবো এরপর রুনা মোস্তফা এবং এরপর অন্যরা। আমি ইন্টারভিউ নিতে গেলাম

BanglaBook.org

হাবিব আদনানের এবং অন্যদিকে তুমি গেলে হোমিসাইডে ক্রাইম সিনের ব্যাপারে বিশদ জানতে এবং ওখানে গিয়েই..."

"লাগলো প্যাঁচ..." আলীম পাটোয়ারী ফোঁড়ন কাটলো।

"হ্যা, ভীষণ প্যাঁচ। প্রথমেই হাবিব আদনানের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারলাম জাকির আদনানের জন্ম পরিচয় ভুল। সে আসলে হাবিব আদনানের আপন ভাই-ই না।"

"অ্যন্যদিকে আমি হোমিসাইডে গিয়ে দুটো ব্যাপার জানতে পারি। ক্রাইম সিনের একটা অংশ তখনো চেক করা সম্ভব হয়নি। আমিও হোমিসাইড থেকে জানতে পারি জাকির আদনানের জন্ম পরিচয়ের ব্যাপারে এবং ড. মণিকা এ-ও জানায়, সে জাকির আদনানের আসল জন্ম পরিচয় বের করার চেষ্টা করছে।"

"ঠিক তখুনি প্রায় একই সময়ে দুটো ঘটনা ঘটে। আমি ইন্টারভিউ নিয়ে বেরিয়ে আসার পরেই হাবিব আদনান অসুস্থ হয়ে পড়ে অন্যদিকে হোমিসাইডে আগুন লাগে। এ থেকে আমরা কী বুঝবো?"

"সেটার উত্তর দেয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে? হাবিব আদনান যে জাকির আদনানের জন্ম পরিচয়ের ব্যাপারটা যে ফাঁস করেছে সেটা এবং হোমিসাইডের ওরাও যে একই ব্যাপারে কাজ করছে, এই দুটো ব্যাপার কি কেউ জানতো?" প্রশ্নটা আলীম পাটোয়ারীর।

"হ্যা, জানতো, হাবিব আদনানের সাথে আমার ইন্টারভিউয়ের সময়ে সেখানে একজন সাংবাদিক ছিলো। সে খবরটা টিভিতে প্রচার করে দেয়। আমার অনুমান সংবাদটা টিভিতে দেয়ার এক ঘন্টার ভেতরে হাবিব আদনান অসুস্থ হয়ে পড়ে," কায়সার উত্তর দিলো।

"অন্যদিকে হোমিসাইডে আমি যাবার আগেই ডক্টর মণিকার রিপোর্ট ওপর মহলে জমা দেয়া হয়েছিলো। তারমানে সেখান থেকেই ব্যাপারটা অবশ্যই আগেই বের হয়ে গেছে।"

"কেনো ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। আমার মনে হয় কেউ একজন জাকির আদনানের আসল জন্ম পরিচয় লুকাতে চাইছে এবং সে-কারণেই এই অসুস্থতা এবং আগুন লাগার ব্যাপারটা দুটো আপনা থেকে ঘটেনি। বরং ঘটানো হয়েছে। "

"আমারো তাই মনে হয়," মরুফ আলীম পাটোয়ারীর কথার সাথে একমত। "আমার মনে হয় যে-ই এসব ঘটাচ্ছে সে অত্যন্ত শক্তিশালি এবং সে অবশ্যই অথরিটির লোক। তা না হলে ব্যাপারটা ফাঁস হবার সাথে সাথেই এভাবে অ্যাকশন নিতে পারতো না।"

"এই পয়েন্টটা লিখে রাখুন," কায়সার পাটোয়ারীর দিকে ফিরে কথাটা বলে আবারো কাজের কথায় ফিরে এলো। "ও, আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মিস হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। মারুফ ভাই হোমিসাইড থেকে জানতে পারে জাকির আদনানের সাথে আগের দিন সন্ধ্যেবেলা কারো সাথে মারামারি হয়েছিলো। বেইলি রোড থেকে আমি গেলাম সেটা বের করতে এবং মারুফ ভাই গেলো জাকির আদনানের বাসায় তদন্ত করতে। আমি প্যানপ্যাসিফিকের লবির সিসি ক্যামের ফুটেজ থেকে জানতে পারলাম হাসান পথিক নামে এক অভিনেতার সাথে জাকির আদনানের মারামারি হয়েছিলো। অন্যদিকে মারুফ ভাই বাড়ির সামনের গলির এটিএম বুথের সিসি ক্যামের ফুটেজ থেকে জানতে পারলো হাসান পথিক নামের সেই লোকই কাল রাতের বেলা জাকির আদনানের বাসায় ঢুকেছিলো এবং এই দুটো তথ্য উদ্ধার করার প্রায় কাছাকাছি সময়ে আমরা শুনতে পেলাম আমাদের সম্ভাব্য খুনির তালিকার দ্বিতীয় ব্যক্তি, জাকির আদনানের প্রাক্তন স্ত্রী রুনা মোস্তফাকে এক ব্যাঙ্কে এই লোক, হাসান পথিক জিম্মি করেছে। এরপর তাকে ধাওয়া করলাম কিন্তু ধরা গেলো না। এ থেকে আমরা কী বুঝবো?"

"বুঝবা," আলীম পাটোয়ারী বলতে লাগলো। "আসলে জাকির আদনানরে ঘিইরা অনেক বড় কিছু ঘটতে আছিলো আর মারুফ ওর লগে ক্যাঁচালের ঘটনার মাধ্যমে এর ভিতরে ঢুইকা পড়ছে। এহন এই গুরুপ চাইতাছে না এইসব ঘটনাগুলা ফাঁস হোক। এইজন্যে তারাই একের পর ঘটনা ঘটাইতাছে। এহন কইথাইক্কা কী হইছে, কারা এর সাথে জড়িত এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো একজন মাত্র লোক।"

"হাসান পথিক।"

"ঠিক কইছো।"

"আরো একজন আছে। সে-ও আমার মনে হয় অনেককিছু জানে। রুনা মোস্তফা। আর তার সাথে এই হাসান পথিকের সম্পর্কই বা কি?"

"উফ্, মাতা গুলাইয়া যাইতাছে। এতো প্যাঁচ কেন কাহিনীতে?" আলীম পাটোয়ারী আরেকটা বিড়ি ধরালো।

"কিন্তু এই হাসান পথিককে পাওয়া যাবে কিভাবে?" কায়সার আনমনে চুলে হাত বুলাচ্ছে।

"সেটাতে পরে আসবো। আগে আরো কিছু ব্যাপার আছে। আলীমভাই আপনাকে হোমিসাইডে আগুন লাগার সময়ে সিসি ক্যামের ফুটেজ কালেক্ট করতে বলেছিলাম, আর হাবিব আদনানের বাসার এন্ট্রির, করেছিলেন?"

"আমার আরেকটা জিনিস লাগবে। যে ব্যাঙ্কে এই ঘটনা ঘটেছে ওই ব্যাঙ্কের ফুটেজও লাগবে। নিশ্চই ওদেরও সিসি ক্যামের ফুটেজ আছে। এই তিনটা নিয়ে বসবো আমরা। আমার মনে হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে কিছু না কিছু হলেও পাওয়া যাবে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে, সমইস্যা নাই। হোমিসাইড আর বাসার ফুটেজ তো আনা হইছেই। আর ব্যাঙ্কেরটা চাইলে দ্রুতই ওরা পাঠাইয়া দিবো। আমি দেখতাছি," বলে পাটোয়ারী উঠে গেলো।

আধাঘন্টা পর। ওরা তিনটা ফুটেজ নিয়ে বসলো। প্রথমেই হোমিসাইডেরটা। ল্যাবের এন্ট্রি পথে দেখা গেলো মারুফকে ঢুকতে। এরপর একটা কার্ট ঠেলে নিয়ে এলো দুটো লোক। একজন ভেতরে ঢুকে গেলো। অন্যজন বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই মারুফ বেরিয়ে এলো। তার একটু পরেই প্রথম লোকটা ল্যাব থেকে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসতেই দ্বিতীয় লোকটা তার হাতে কার্ট থেকে বের করে কিছু একটা দিলো।

"পজ করো। জুম করো," মারুফ বললো।

আইটির ছেলেটা তাই করলো। হাতে ধরা জিনিসটা জুম করতেই দেখা গেলো। একটা সিলিন্ডার।

"এইটাই, এইটা দিয়েই লাগানো হয়েছে আগুন। লোকটার চেহারাটা জুম করো। "

চেহারাটা জুম করতেই আলীম পাটোয়ারী চিৎকার করে উঠলো। "আরে, এইডা তো সিগারেট।"

সাথে সাথে মারুফ তার দিকে তাকালো। কায়সার চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে তাকালো মনিটরের দিকে। মনোযোগ দিয়ে দেখে সে-ও সম্মতি জানালো। "এই ব্যাটা এখানে কী করছে? যেহেতু সিগারেট এখানে আছে তারমানে..."

"চুইংগামও আছে আশেপাশেই কোথাও। খুঁজে দেখ। শালার সিগারেট এই কারণেই হোমিসাইডে। ওই ব্যাটাকে দেখে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছিলো।"

কিন্তু চুইংগামকে পাওয়া গেলো না কোথায়। "সিগারেট আছে চুইংগাম নেই এটা হতেই পারে না। আমার মনে হয় একই সময়ে চুইংগাম অন্য কোথাও ছিলো। একই সময়ে অন্য জায়গায়। হাবিব আদনানের বাসার ফুটেজ চেক করো, এক্ষুণি।"

হাবিব আদনানের বাসার ফুটেজ চেক করতে একটু পরেই পাওয়া গেলো চুইংগামকে। পরণে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। হাতে বাজারের ব্যাগ। কাজের লোক সেজে ভেতরে ঢুকছে।

"শিট, সিগারেট যেই সময়ে হোমিসাইডে আগুন লাগিয়েছে ঠিক একই সময়ে চুইংগাম ঢুকেছে হাবিব আদনানের বাসায়। তারমানে দুটো ঘটনাই ঘটানো হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টের মতো ক'রে। আর সিগারেট এবং চুইংগাম যেহেতু এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তারমানে এর সাথে অবশ্যই...কালা আনসারী জড়িত। জিঞ্জিরার বিখ্যাত...থুরি কুখ্যাত গড-ফাদার কালা আনসারী।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

সাইত্রিশ ঘন্টা ...

"কালা আনসারী সরফরাজ, ওরফে কালসাপ," বলে আলীম পাটোয়ারী ঝপাত করে দুটো ফাইল ওদের সামনে টেবিলের ওপরে ফেলে দিলো। "আর তার দুই হাত এবং সমস্ত কুকর্মের মূল হোতা, সিগারেট আর চুইংগাম। বহু বছর ধরে তারা একই সাথে একটানা অত্যন্ত সফলতার সাথে একের পর এক অপরাধ করে চলেছে এবং একসাথে এই জুটির সফলতার মাত্রা এতোটাই বেশি যে সবাই আদর করে ওদেরকে সিগারেট আর চুইংগাম বলে ডেকে থাকে। ওদেরকে সবাই এই নামেই চেনে এবং এই নামে ওরা এতোটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে ওদের আসল নামই ভুলে গেছে সবাই।"

"ঠিক আছে ওদের নামের সার্থকতা তো বুঝলাম কিন্তু এই গডফাদার কালা আনসারীকে লোকজন কালসাপ বলে ডাকে কেনো?" কায়সার জানতে চাইলো।

"মজার ব্যাপার হলো, এই কালা আনসারীর গায়ের রঙ কিন্তু মোটেই কালো না। বরং আমি শুনেছি সে একদম ধবধবে ফর্সা।"

"তাহলে লোকে তারে কালা আনসারী নামে ডাকে কেন?"

"এই ব্যাপারে যেটা প্রচলিত আছে সেটা হলো, ছোটবেলা থেকে তার যে ওস্তাদ ছিলো, মানে যার অধীনে কাজ করতে করতে সে গ্যাংস্টার হয়ে ওঠে সেই লোক নাকি ছিলো অস্বাভাবিক কালো এবং তারই রাইটহ্যান্ড আনসারী ছিলো অস্বাভাবিক ফর্সা। এ-কারণে আনসারীর ওস্তাদ নাকি দুষ্টামি করে তাকে ডাকতো কালা আনসারী নামে। সেখান থেকেই তার নামের আগে কালা শব্দটা জুড়ে গেছে। আর কালসাপ ডাক নামটা এসেছে তার নামের শেষ অংশ থেকে। 'সরফরাজ' শব্দটা শুনতে অনেকটা শোনায় 'সর্পরাজ'র মতো। তাই ওখান থেকে সাপ আর কালা থেকে 'কাল।' এই দুটো মিলিয়ে 'কালসাপ'। তবে এসব কিছুই না বরং অপরাধের জগতে তার আধিপত্য আর কুখ্যাতিই হলো এসব নামের মূল কারণ। নিজের ওস্তাদকে খুন করে নিজেই গডফাদার হবার পর থেকে গত প্রায় পনেরো বছর ধরে কেরানীগঞ্জ এবং জিঞ্জিরা এলাকার ত্রাস সে। তার এলাকার কিছু অংশে এমনকি পুলিশ পর্যন্ত ঢোকার সাহস পায়না। "

"আচ্ছা কালা আনসারীর ইতিহাস শুনে লাভ নেই। কাজের কথায় আসি। এই কালা আনসারী নাকি ইন্ডিয়া পালিয়ে গেছে শুনেছিলাম। আর সরকার থেকে নাকি

BanglaBook.org

তার ত্রাসের রাজত্ব ধ্বংস করার জন্যে বিরাট এক পরিকল্পনা করা হচ্ছে?"

"মাস ছয়েক আগে এরকম একটা কথা শুনেছিলাম কিন্তু কই পরে তো আর কিছু হলো না।"

"আচ্ছা এই কালার সাথে আমাদের এই কেসের সম্পর্ক কি?" কায়সার জানতে চাইলো।

"এখন পর্যন্ত তো একটাই সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি। সিগারেট আর চুইংগাম। এছাড়া তো আর কোনো সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না। তবে আজ পর্যন্ত সিগারেট আর চুইংগাম কালা আনসারী ছাড়া আর অন্য কারো কাজ করেছে বলেও শুনিনি ," মারুফ জবাব দিলো।

"ভাই এখানে একটা সমস্যা আছে। একটু আগে সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছেছিলাম হাবিব আদনানের ব্যাপারটা এবং হোমিসাইডে আগুন লাগানোর পেছনে অত্যন্ত শক্তিশালি কেউ আছে এবং সেটা অথরিটির কেউ হবার সম্ভবনাই বেশি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা পুরো উল্টো হয়ে গেলো।"

"সত্যি কথা বলবো," মারুফ হেসে উঠে বলে উঠলো। "পুরো পরিস্তিতি আমার কাছে ভীষণ উল্টোপাল্টা মনে হচ্ছে, কিছুই ক্লিয়ার হচ্ছে না। কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ঘটনার পেছনে অনেক বড় একটা ষড়যন্ত্র আছে এবং এই ষড়যন্ত্রের তালা খোলার একটাই চাবি আমার চোখে পড়ছে। চাবিটা হলো হাসান পথিক।"

"এই কথাটা ঠিক কইছো, আমি কইতে চাইতে আছিলাম..." পাটোয়ারী কথা শেষ করার আগেই বাজতে লাগলো ফোন। সে ফোন তুলে কথা বলতে লাগলো। কথা শেষ করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললো। "তুমরা বসো, আমি আইতাছি। দশ মিনিট।"

পাটোয়ারী চলে যাবার পর দুজনে বসে কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানলো। "কায়সার, তোর কাছে কী মনে হয়?"

"ভাই আমি এখনো পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পারছি না তাই বোঝার চেষ্টাও করছি না। তবে এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদেরকে দুজন মানুষ ক্লু দিতে পারে। রুনা মোস্তফা আর হাসান পথিক। যেহেতু রুনা মোস্তফা কোমায় কাজেই এই ব্যাটা হাসান পথিককে খুঁজে বার করতে হবে। সেইসাথে সুস্থ হলে হাবিব আদনান আর ড. মণিকার সাথেও কথা বলতে হবে।"

"একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখ। আজ সকাল থেকে অন্তত তিনজন মানুষ হসপিটাল্াজড হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। তবে তারচেয়েও বেশি অদ্ভুত লাগছে আরেকটা ব্যাপার। "

"কি?" কায়সার গভীরভাবে ওর দিকে তাকালো।

BanglaBook.org

"বারবার বিভিন্নজনের বর্ণনায় খুনির সাথে আমার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে কেনো?" মারুফ চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলো।

"ভাই, এটা কোনো বিষয়ই না। এইরকম শারীরিক আকৃতির অনেক লোক আছে। দেখো সবাই খুনির যে বর্ণণা দিচ্ছে সেটার সাথে কিন্তু আমারও বর্ণনা মিলে যায় বয়সের ব্যাপারটা বাদ দিলে আলীমভাইও কিন্তু অনেকটা ওরকমই দেখতে। খুঁজে দেখো আমাদের অফিসেই তুমি এই বর্নণার অন্তত চার-পাঁচ জন পাবে। এখন তুমি ফাঁদে পড়ে গেছো তাই সবাই বলছে তোমার মতো। তোমার মতো এরকম আকৃতির লোক আছে হাজারজন," বলে হঠাৎ কায়সার হেসে উঠলো।

"কিরে, হাসলি ক্যান?"

"মনে আছে, ভার্সিটিতে থাকতে সবাই আমাদেরকে ভাই বলতো। শুধু..."

মারুফও হেসে উঠলো। "হ্যা, শুধু গায়ের রঙটা বাদে।"

"সবাই বলতো দুই ভাই। আমি আফ্রিকা থেকে আর তুমি ইউরোপ থেকে। হা হা হা," কায়সারও হাসতে লাগলো।

আলীম পাটোয়ারী হঠাৎ রুমে ঢুকে একটু চমকে গেলো। দুজনকেই হাসতে দেখে একটু অবাক হয়েছে সে। কারণ একটু আগে সে যখন রুম থেকে বেরিয়ে গেলো গম্ভীর মুখে বসে ছিলো দুজনেই। এরকম সিরয়াস পরিস্থিতিতে কী এমন হলো যে দুজনেই হাসতে লাগলো। "আরে, মিয়ারা তুমরা দেহি সুখেই আছে। গরম খবর আছে।"

"কি, সেটা?"

সে আবারো ঠিক আগের স্টাইলে একটা ফাইল ঝপাত করে ফেললো। "হাসান পথিকের ফাইল।" মারুফ ফাইলটা টেনে নিলো। ফাইলের ওপরে একটা ছবি লাগানো। সুদর্শন একটা মুখ।

"হ্যা, এটা তো হাসান পথিকেরই ফাইল। তো গরম খবরটা কি?"

"গরম খবরটা হলো। এই ফাইলটা সদ্য বানানো। আজ সন্ধ্যেয় আমি সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ এ সার্চ দিয়ে বানিয়েছি। প্রথমে এই হাসান পথিকের ব্যাপারে বলি। এই লোক গত ছয় মাস ধরে নাটক টাটক করছে এবং এই অল্প সময়েই মোটামোটি খারাপ পরিচিতি পায়নি। জানো তাকে প্রথম ব্রেক দিয়েছিলো কে? রুনা মোস্তফা। প্রথমে তার একটা নাটকে সে কাজ করে। এরপর রুনা মোস্তফার সাথে তার ভীষণ সমস্য হয়। মানে, মিডিয়াতে এরকম একটা খবর ছাপা হয়। মাত্র একটা নাটক করার পরেও এই রুনা মোস্তফার সাথে বিতর্কিত এই ঘটনাই তাকে বেশ পপুলার করে তোলে। এরপর সে কিভাবে জানি সাইফুল সাফির মাধ্যমে রেড মাল্টিমিডিয়াতে

BanglaBook.org

জয়েন করে এবং খুব দ্রুতই জাকির আদনানের কাছের একজন হয়ে ওঠে। তবে খবর এগুলোর কোনোটাই না। গরম খবরটা হলো আজ থেকে ছয় মাস আগে হাসান পথিকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।"

"হ্যা, এটা তো আগেই বলেছিলেন। কিন্তু এর মানে কি আমি আসলে বুঝতে পারছি না। "

"মানে হলো, হাসান পথিক নামের এই লোকটার জন্ম আজ থেকে ছয় মাস আগে। এর আগে এই ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই নেই। তার ন্যাশনাল আইডি কার্ড, পাসপোর্ট, বাবা-মা'র নাম পরিচয় থেকে শুরু করে সবই ভূয়া, ফেইক।"

"বলেন কি!"

"এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে পেরে আমিও প্রথমে হতভম্ভ হয়ে যাই। তোমাদেরকে তো আগে বললামই। এরপর স্পেশাল পারমিশন নিয়ে আমাদের অ্যাডভান্স ডাটাবেইজে আমি এই লোকের ছবি দিয়ে একটা সার্চ দেই। যা পাই সেটা শকিং," বলে সে আরেকটা ফাইল ছুঁড়ে দিলো। সাথে সাথে মারুফ সেটা টেনে নিলো। এখানেও ফাইলের শুরুতেই হাসান পথিকের একটা ছবি, আরো বেশ কয়েক বছর আগের। তখন তার বয়স কম ছিলো। তবে সেটা অবাক করা বিষয় না। বিষয় হলো হাসান পথিকের গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম এবং ভিন্ন একটা নাম লেখা, হাসান মাহমুদ। "শিট এই লোক তো পুলিশ," মারুফ অবাক হয়ে কায়সারের দিকে তাকালো। কায়সার ফাইলটা ওর হাত থেকে টেনে নিলো।

"একদম ঠিক। এই লোক পুলিশ এবং পুরো ফাইলটা যদি পড়ো। সে আন্ডারকভার পুলিশ ছিলো। "

"তারমানে তারমানে..." কায়সার কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"নাহ, কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। এই লোক পুলিশ ফোর্সে জয়েন করার পরই তার আগ্রহের কারণে তাকে আন্ডারকভার পুলিশ বানানো হয়। দুই বছর সে ভালোই কাজ করে। কারণ সে আগে থেকেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখতো। এরপর বছরখানেক আগে সে একটা মারত্মক দুর্নীতিতে ফেঁসে যায় এবং তাকে সাসপেন্ড করা হয়। সাসপেন্ডের ঘটনার পর সে স্রেফ হাওয়া হয়ে যায়। কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছিলো না। আজকের আগ পর্যন্ত অনেকেই ধারণা করতো সে তার চাচার মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে গেছে। তার আপন চাচা কে জানো?"

"কে?"

"কালা আনসারী সরফরাজ।"

"সর্বনাশ।"

"হ্যা, সর্বনাশ। প্যাঁচ আরো বাড়লো।"

"এভাবে এই কেইসের সমাধান করা সম্ভব না। আমাদেরকে যে করেই হোক এই

BanglaBook.org

লোককে খুঁজে বার করতে হবে। অবশ্যই এই লোককে কেউ একজন জাকির আদনানের পেছনে লাগিয়েছিলো এবং জাকির আদনানকে যে-ই খুন করে থাকুক এই লোক সেটা অবশ্যই জানে এবং একে পেলেই পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে উদ্ধার করা যাবে। প্রশ্ন হলো এই লোককে পাওয়া যাবে কোথায়। হতে পারে জিঞ্জিরাতেই। আবার..." কায়সার কথা শেষ করার আগেই আবারো পাটোয়ারী বলে উঠলো।

"হেরেও বাইর করছি," সে আবারো তার কথা বলার পুরনো সুরে ফিরে গেছে।

"মানে?"

"মাইনে, হেয় কই আছে হেইডারও একটা আন্দাজ বাইর করছি। দাঁড়াও দেহাইতাছি," বলে সে তার সাথে আনা কাগজগুলোর ভেতর থেকে একটা ডিভিডি বের করলো। সেটা প্লে করলো। "দেখো।" সে আবারো কাজের সময়ে শুদ্ধ সুরে ফিরে গেছে। "এটা ব্যাঙ্কের ভেতরে রুনা মোস্তফা আর হাসান পথিকের ভিডিও।"

তিনজনে মিলে ভিডিওটা দেখতে লাগলো। ভিডিওটার মাঝখানে এক জায়গায় থামিয়ে দিলো পাটোয়ারী। "ভিডিওটাতে তেমন কিছু নেই। রুনা আর হাসান ভেতরে ঢুকলো গন্ডগোল লাগলো, হাসান মারামারি করে অনেক টাকা ব্যাগে ভরে রুনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

"দেখো, ফুটেজের ভিত্‌রে কোথাও রুনার হাতে মোবাইল নাই এবং হাসানের কাছে যে ব্যাগটা আছে ওইডা ব্যাকপ্যাক হইলেও মাইয়াগো ব্যাগ। তাইলে হাসান হয় রুনারে ব্ল্যাকমেইল করতাছে অথবা এখানে অন্য কোনো ব্যাপার আছে..." সে একটু থেমে আবারো শুরু করলো। "তবে যে ব্যাপারটা আমাকে বেশি ভাবিয়ে তোলো রুনার মোবাইলটা কোথায়? আমি ব্যাঙ্কে খুঁজতে বলি, ওখানে পাওয়া যায়নি। রুনার বাসায়ও পাওয়া যায়নি। এরপর ওর মোবাইল নম্বরটা সংগ্রহ করে ওটাতে কল দেয়া হয়।"

"তারপর," দুজনেই আগ্রহ নিয়ে শুনছে। "নিশ্চই নম্বরটা বন্ধ?"

"নাহ," আলীম পাটোয়ারী মারুফের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো। "নম্বরটা খোলা ছিলো এবং এখনো ওটা খোলা। নম্বরটার লোকেশন ট্রেস করে পাওয়া যায় ওটা এখন কোথায়। এনি গেস?"

দুজনেই মাথা নাড়লো।

"জিঞ্জিরা। কালা আনসারীর এলাকায়। আমার মনে হয় তোমরা যদি এখনো হাসান পথিককে ধরতে চাও তাহলে খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। ও এখনো তার চাচা কালা'র এলাকাতেই আছে।"

কায়সার কঠিন চোখে তাকালো মারুফের দিকে। "ভাই, আমাদেরকে কালার এলাকাতে যেতে হবে। খুঁজে বার করে ধরে আনতে হবে হাসান পথিককে। একমাত্র সে-ই বলতে পারবে আসলে কী হচ্ছে জাকির আদনানের মৃত্যুকে ঘিরে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

চৌত্রিশ ঘন্টা ...

"ভাই ওঠো, ওঠো," মারুফ ধর মড় করে উঠে বসলো কায়সারের ডাক শুনে। ও সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। "চলো, খেয়ে নিবে।"

"উফ্, চমকে গেছি একেবারে," মারুফ উঠে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। "কয়টা বাজে?" বলে সে ঘড়ির দিকে তাকালো। "ওরেব্বাপস, অনেক বেজে গেছে দেখি। "

"হ্যা, চলো, অনেক কাজ বাকি। খেতে হবে, অভিযানের প্রস্তুতি নিতে হবে," কায়সার ওর পাশে বসতে বসতে বললো। "তোমাকে একটা সুখবর জানাই। সার্চ ওয়ারেন্ট পাওয়া যায়নি। এবং কেউই ওই এলাকায় ঢুকতে রাজি না। কাজেই।"

"যা করার আমাদেরেকেই করতে হবে। আমি আগেই জানতাম," মারুফ কথাটা বলে মাথা নাড়লো। ওর মোবাইল বাজছে। বের করে দেখলো একটা আননোন নম্বর। কলটা রিসিভ করলো।

"হ্যালো, মারুফ," ওপাশ থেকে একটা নারী কণ্ঠ বলে উঠলো।

"মীরা, তুমি!" মারুফ সাথে সাথেই চিনতে পারলো এটা মীরার গলা। "তুমি...এটা কার নম্বর? মীরা তোমাকে না মানা করলাম আমাকে কল করবে না।"

"মারুফ, তুমি ঠিক আছো? টিভিতে দেখলাম..."

"মীরা, আমি ঠিক আছি। শোনো প্লিজ তুমি ভুলেও আমাকে আর কল করবে এটা তোমার জন্যে যেমন বিপজ্জনক আমার জন্যেও। এমনিতেই অনেক বিপদে আছি তার ওপর যদি কেউ আমাদের ব্যাপারটা টের পায় সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমারও আমারো। কাজেই..."

"মারুফ শোনো..." মীরা কিছু বলতে যাবার আগেই মারুফ কল কেটে দিলো। মেয়েটার সাথে খারাপ ব্যবহার করাতে খারাপ লাগলো কিন্তু এছাড়া আসলে আর কোনো উপায় নেই।

"কে মীরা আপা?" কায়সার অন্যদিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"হুম, মেয়েরা এক আজব জিনিস, কোনো অবস্থা বুঝতে চায়না," মারুফ গজগজ করতে করতে বলতে লাগলো।

"মারুফ ভাই, আমি বুঝতে পারছি তোমার খারাপ লাগছে কিন্তু তুমি যা করেছো ঠিকই করেছো। এই দূরত্বটা এখন তোমাদের দুজনের নিরাপত্তার জন্যেই দরকার,"

BanglaBook.org

বলে ও মারুফের কাঁধে হাত রাখলো। "চলো, আলীমভাই অপেক্ষা করছেন।"

দুজনে মিলে ডাইনিং রুমে চলে এলো। আলীম পাটোয়ারী ওদেরকে দেখে হই-হই করে উঠলো। এই লোকটার দারুন একটা ব্যাপার হলো, যেকোনো অবস্থায়, যেকোনো সময় সে মজা করতে পারে। খেতে বসার পর পুরো সময়টা সে-ই মাতিয়ে রাখলো, সাথে কায়সার। মারুফ একরকম চুপচাপই শেষ করলো খাওয়া। ওরা খাওয়া শেষ করে চলে এলো অফিস রুমে।

মারুফ একটা সিগারেট ধরিয়ে পাটোয়ারীর কাছে জানতে চাইলো, "এখন বলেন, ক্যামনে কি করবো?"

পাটোয়ারী দুটো বড় বড় প্লাস্টিকের প্যাকেট এনে টেবিলের ওপর উঠিয়ে রাখলো। "এখানে তোমাদের কাপড়-চোপড় আছে। আর দরকারি কিছু জিনিস। আশা করি, বুঝতে পারছো কী আছে। এগুলো সংগ্রহ করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। তবে পেয়েছি, সেটাই হলো বড় কথা। "

কায়সার একটা প্যাকেট টেনে নিলো। ভেতরে হাত দিয়ে বের করে আনলো একটা পিস্তল। বেশ পুরনো কিন্তু তেল টেল দিয়ে একদম চকেচকে করে রাখা। সিলিন্ডার খুলে চেক করলো, গুলি ভরা, একদম রেডি।

"বাহ! মাল দেখি একদম রেডি। আপনে মিয়া পুরাই কাজের লোক একটা।"

"রাহো, তুমার ফালতু কথা। এই দুটো পরে নাও দুজনে," বলে সে হাত ঘড়ির মতো দুটো জিনিস দিলো। "এটাকে বলে ট্র্যাকার। ডান দিকে ঘড়ির মতোই দুটো বাটন আছে এটাতে সিম কার্ডটার লোকেশন দেখাবে। "

মারুফ একটা হাতে নিয়ে ডান দিকের বাটনটা ওপেন করলো। "কই কিছুই তো দেখি না।"

"এখানে দেখাবে না। সিম কার্ডটার দেড় কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতরে গেলেই সিগন্যাল পাবে। শোনো তোমাদেরকে আমি পরিকল্পনা বলছি। এখান থেকে আমাদের ড্রাইভার তোমাদেরকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা ব্রিজ পার হয়ে ভাঙা পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিবে। নিজেদের কাপড় চোপড় পরিবর্তন করে নেবে ওখানে নেমে। প্যাকেটে শ্রমিক শ্রেণির লোকজনের উপযোগী পোশাক দেয়া আছে দুজনার জন্যেই। ভাঙা পুলের এপাশে নেমে হেঁটে পুলটা পার হবে। পুল পার হয়ে নেমে যাবে মূল রাস্তা থেকে। ওখান থেকে নদীর পার ধরে এগোবে। কিছুদূর এগোলেই দেখতে পাবে জাহাজ ঘাটা। ওখান থেকেই কালা আনসারীর এলাকা শুরু। এরপর যা করার তোমাদেরকেই করতে হবে। আর ড্রাইভার তোমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত ভাঙা পুলের এপারেই অপেক্ষা করবে। বুঝেছো?" পাটোয়ারী আবারো কাজের সময়ে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে।

BanglaBook.org

"হুমম বুঝলাম," কায়সার খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো। "কিন্তু পাটোয়ারী ভাই একটা সমস্যা।"

"কি?"

"আপনি শুদ্ধ ভাষায় কথা বললে কেমন জানি খাপছাড়া লাগে। আপনের ওই আজব ভাষাই ভালো।"

"ফাইজলামি করবা না মিয়া। আর শুনো সাবাধানে যাইয়ো, কালার হাতে ধরা পইড়ো না। হুনছি, ওই মাদারি নাকি মাফিয়াগো মতোন জ্যান্ত মানুষ ড্রামে ভইরা সিমেন্ট দিয়া বুড়ি গঙ্গায় ফালায় দেয়। কাজেই একবার ধরা পড়লে এই জীবনে কেউ খুইজ্জাও পাইবো না। "

দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। মারুফ এগিয়ে গিয়ে পাটোয়ারীকে জড়িয়ে ধরলো। "আলীমভাই আপনি যা করলেন আমাদের জন্যে..."

"ধূর মিয়া তুমি দেহি আরেক...যাও যাও, ভালাকইরা ফিইরা আইয়ো তাইলেই হইবো," পাটোয়ারীর চোখের কোন চিক চিক করছে।

দুজনেই প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার ওদের দুজনারই পরিচিত। পাটোয়ারী তাকে আগে থেকেই সব নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে, ওরা এসে উঠতেই জিপ ছেড়ে দিলো সে।

"কি খবর, বাতেন? তোমার মেয়েটা যে অসুস্থ ছিলো এখন কেমন আছে?" কায়সার জানতে চাইলো।

"জি স্যার, এখন ভালো আছে। আপনারা সবাই সাহায্য না করলে বাচ্চাডারে ভালো করতে পারতাম না।" বাতেনের স্কুল পড়ুয়া মেয়েটার কিডনিতে মেজর একটা সমস্যা ধরা পড়ায় বেচারা খুব বিপদে পড়ে যায়। তখন ওরাই সবাই মিলে একসাথে টাকা পয়সা দিয়ে ওকে সাহায্য করে।

টানা গাড়ি চালিয়ে বাতেন একদম সোজা ওদেরকে নিয়ে এলো বুড়িগঙ্গা ব্রিজের গোড়ায়। ব্রিজের গোড়ার দিকে এই রাতের বেলাতেও ভিড়। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে ওদের জিপ ব্রিজের ওপরে উঠে এলো। মারুফ এবং কায়সার দুজনের কেউই তেমন একটা কথা বলছে না। ডুবে আছে যার যার চিন্তায়।

ব্রিজের ওপর থেকে রাতের ঢাকা এবং তার আশেপাশের অনেকটা জায়গা চোখে পড়ছে।

বুড়িগঙ্গা ব্রিজ পার হয়ে ওরা চলে এলো নদীর অন্যপাড়ে। এখানে কিছুক্ষণ খোলা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার ভাঙা ব্রিজের কাছকাছি এসে জিপ স্লো করে ফেললো। "স্যার আমি কি ব্রিজের অন্যপাড়ে যামু?"

BanglaBook.org

মারুফ কায়সারের দিকে তাকালো। কায়সার দ্রুত একবার আশেপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো তারপর হাতের কব্জিতে পরে থাকা ট্র্যাকারে চোখ বুলালো। এখনো কোনো সিগন্যাল নেই, তবে ওর ধারণা আরেকটু এগোলেই সিগন্যাল পাওয়া যাবে। "আমার মনে হয় এখানে নেমে যাওয়াই ভালো। কি বলো, মারুফ ভাই?"

মারুফ কিছু না বলে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

"বাতেন, তুমি এক কাজ করো। ওইদিক দিয়ে গাড়িটাকে নিচে নামিয়ে রাখো," ব্রিজের পাশ দিয়ে একটা ডাইভার্শন দেখিয়ে বললো। "ওখান দিয়ে নিচে নামিয়ে গাড়িটাকে সাইড করে রাখো একপাশে।"

ওর কথামতো বাতেন গাড়িটাকে নিচে নামিয়ে সাইড করে জংলামতো একটা ঝোপের সামনে এনে হেডলাইট নিভিয়ে দিলো। প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে দুজনেই নেমে এলো জিপ থেকে।

জিপের বনেটের ওপর প্যাকেট দুটো রেখে টান দিয়ে একটার মুখ খুলে ফেললো কায়সার। মারুফ একটা সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলো। "দেখতো, কী কী আছে ভেতরে?"

"হ্যা, দেখি কী গুপ্তধন ভরে দিয়েছে আমাদের পাটোয়ারীসাহেব," বলে প্যাকেটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে প্রথমেই একটা কাপড়ের পোটলা বের করে আনলো। ওটাকে রেখে আবারো হাত দিলো ভেতরে। দুটো আপেলের মতো গোল জিনিস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। "বাহ বাহ," কায়সার গোল জিনিস দুটো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। "পাটোয়ারী শেষ পর্যন্ত গ্রেনেড ধরিয়ে দিলো!"

"এগুলো গ্রেনেড না," বলে মারুফ সিগারেটটাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলে ওর প্যাকেটের ভেতরে হাত দিলো। গোল জিনিস দুটো বের করে এনে দেখতে দেখতে বললো, "গ্রেনেডই কিন্তু ভিন্ন। একটা হলো সাউন্ড গ্রেনেড আর অন্যটা শুধুই ধোঁয়া ওড়াবে।"

"তারমানে ওখান থেকে পালানোর সময় যদি আমাদের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হয় তাহলে এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হয়না।"

"যদি পালানোর মতো অবস্থা থাকে আরকি," বলে মারুফ কাপড়ের বান্ডিল খুলে মেলে ধরলো। "পাটায়ারী এগুলো কী কাপড় দিয়েছে...উহ্," গন্ধে ও নাক কোঁচকালো।

"তোমাকে কি সাফারি স্যুট দিবে?" কায়সার পটাপট ওর কাপড় খুলে শুধু আন্ডাওয়্যার পরে দাড়িয়ে আছে। পাটোয়ারীর দেয়া একটা সবুজ রঙের প্যান্টের ভেতর দিয়ে পা গলিয়ে দিলো। "আনসারীর এলাকায় ঢুকতে হলে এগুলো পরাই নিরাপদ। দেখোগে কোন আসামীর রেখে যাওয়া কাপড় এগুলো।"

BanglaBook.org

"দেখ কায়সার, আর ঘেন্না ধরাস না," মারুফও নিজের কাপড় খুলে এগুলো পরে দিলো।

কাপড় পরা শেষ করে ও পিস্তলটা গুঁজে নিলো কোমড়ে। এক্সট্রা গুলি আর গ্রেনেড দুটো ঢোকালো পকেটে। মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট করে রেখে দিলো আরেক পকেটে। "তুই রেডি?"

"হুম," কায়সারও ওর প্যান্টের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করছে জিনিসগুলো। ওর প্যান্টটা ছোটো আর বেশ টাইট। "শালার পাটোয়ারী আর প্যান্ট পাইলো না। হুমমম রেডি।"

"সব নিয়েছিস?"

"হ্যা," বলে ও জিপের সামনের দিকে চলে এলো। "বাতেন, আমরা এগোচ্ছি। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। জিপের লাইট অফ করে জিপেই থাকবা। সাবধানে থাকবা আর প্রস্তুত থাকবা। কারণ আমরা কখন কিভাবে কী অবস্থায় ফিরে আসবো বলতে পারছি না। কাজেই সাবধান।"

স্বল্পভাষী বাতেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। "স্যার, সাবধানে যাইয়েন।"

"সবকিছু নিয়েছিস ঠিকমতো?" একটু এগিয়ে এসে মারুফ জানতে চাইলো।

"হ্যা, মোটামোটি ঠিকই আছে মনে হচ্ছে," কায়সার পকেটগুলো হাতড়ে নিয়ে জবাব দিলো।

"কায়সার," বলে বলে মারুফ হাত রাখলো ওর কাঁধে। "শোন। যেখানে যাচ্ছি কী হবে কে জানে? তুই মানে..." মারুফ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। "দেখ, আমি আবারো বলছি তুই আমার জন্যে অকারণে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছিস। বরং তুই বাতেনের সাথে অপেক্ষা কর। আমি–"

মারুফকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কায়সার রীতিমতো ধমকে উঠলো। "মারুফ ভাই, তুমি কি আমার সাথে ফরমালিটি দেখাচ্ছো। ভাই এবার কিন্তু আমি সত্যি সত্যি মাইন্ড করবো। এই ঘটনায় তুমি ঠিক যতোটা ফেঁসে গেছো আমিও তাই। আমি আসলে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমি তোমাকে বলেছি জাকির আদনানের খুনিকে খুঁজে বের করা এই মুহূর্তে আমার জন্যে তোমার চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তুমি না থাকলে আমার মতো অনাথ একটা ছেলে জীবনেও এই পর্যন্ত আসতে পারতো না। আমি ভার্সিটির হলে থাকতে যে ঝামেলায় পড়েছিলাম তুমি না থাকলে ছেলেপেলেরা আমাকে মেরেই ফেলতো। আর তুমি এতো বড় একটা বিপদে পড়ে আমাকে ফরমাল কথাবার্তা বলছো। কথা না বলে, চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

মারুফ মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে। কিন্তু কিভাবে কী করবি কিছু ঠিক করেছিস? আমরা কিন্তু বাঘের গুহায় ঢুকতে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

"হ্যা, এই বাঘের আবার বহু পাহারাদার আছে," বলে কায়সার একবার হাতে লাগানো ট্র্যাকারটা দেখলো। "এখান থেকে আমরা ব্রিজ পার হয়ে ডান দিকে নেমে নদীর কিনারা ধরে এগোবো। জাহাজ ঘাটা পার হয়ে বাম দিকে মোড় নিয়ে ঢুকে যাবো পট্টিতে। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হবে। খুব সাবধানে এগোতে হবে। কারণ জাহাজঘাটা থেকেই আনসারীর এলাকা শুরু। পরিষ্কার তো কিছু জানি না, তবে এটুকু শুনেছি ওখান থেকে প্রতি পদে নাকি পাহারা আছে। আমাদেরকে ওদের লোক সেজে ঢুকতে হবে। পট্টিতে সারাক্ষণই কারিগর, ব্যবসায়ি আর ব্যাপারীরা ঢুকতে বেরুতে থাকে। কাজেই জাহাজঘাটা পার হতে পারলে ওখানটাতে খুব বেশি সমস্যা হবার কথা না।"

"এরপর? পট্টি থেকে?" মারুফ পরিকল্পনাটা ঝালিয়ে নিচ্ছে।

"এরপর ট্র্যাকারে তো সিগন্যাল থাকবেই, সে অনুযায়ী বের করার চেষ্টা করবো। তবে একটাই সমস্যা, যদি দেখা গেলো ওই ব্যাটা ফোনের কাছাকাছি নেই তাহলে তো..."

"যাক এতোকিছু এখনই ভেবে লাভ নেই। তবে ওর থাকার সম্ভবনাই বেশি। কারণ এখানে তার চাচার এলাকায় শেল্টার পাবে, এখান থেকে বেরুলে অন্য জায়গায় তার আর আশ্রয় কোথায়? চল।"

দুজনে মিলে উঠে এলো ভাঙা ব্রিজের ওপরে। ওটা পার হয়ে নেমে এলো নদীর তীরে। আসলে নদী বললে ভুল হবে নদী থেকে সরু খালের মতো বের হয়েছে। ভাঙা ব্রিজটাও নামেই 'ভাঙা ব্রিজ' কারণ ওটা আসলে ভাঙাও না আবার পুরোপুরি ব্রিজও না, ব্রিজটা কালভার্টের চেয়ে একটু বড় হবে। ওরা বালিময় তীর ধরে এগিয়ে জিঞ্জিরার মূল এলাকায় প্রবেশ করলো।

অনেকেই জানেনা। জিঞ্জিরা এলাকাটা আসলে একসময় একটা দ্বীপ ছিলো। আরবি শব্দ 'জাজিরা' মানে দ্বীপ থেকে 'জিঞ্জিরা' নামটার উৎপত্তি। অনেক অনেক আগে মুসলমানরা যখন এই এলাকায় বসতি স্থাপন করে সেই সময় বুড়িগঙ্গা ছিল উত্তাল এক নদী। চারপাশে বুড়িগঙ্গা দিয়ে ঘেরা জায়গাটার মাঝখানে অনেকখানি ভূখন্ড দেখতে অনেকটা দ্বীপের মতোই লাগতো। সেই এলাকাটাকেই বসতি স্থাপনকারী মুসলমানরা নামকরণ করে জাজিরা। কালের আবর্তে সেই নাম পরিবর্তিত হয়ে জিঞ্জিরা নাম নেয়। সেই সাথে সময়ের আবর্তে বুড়িগঙ্গা তার জৌলুস হারিয়ে শুকিয়ে আসার কারণে জিঞ্জিরা এবং কেরানীগঞ্জ এলাকা সংযুক্ত হয়ে যেতে থাকে মূল ভূখন্ডের সাথে।

ওরা দুজনেই বালির চর ধরে হাঁটতে হাঁটতে জাহাজঘাটার দিকে এগোলো। চরের ওপর এক জায়গায় গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন। লোককগুলোকে দেখে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেলো ওরা।

BanglaBook.org

"চুপচাপ হাঁটতে থাক, খুব সাবধান," মারুফ মৃদু স্বরে সাবধান করে দিলো কায়সারকে।

দুজনেই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লোকগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে পার হয়ে এলো। ওদের দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। পাশ দিয়ে হেঁটে আসার সময়ে গন্ধে টের পেলো ওরা গোল হয়ে বসে গাঁজা খাচ্ছে। কেউ একজন অন্য একজনের কথার জবাবে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। ওদের আলাপের বিষয়বস্তু শুনে মৃদু হেসে ফেললো দুজনেই। লোকগুলো গাঁজা খাচ্ছে আর বাংলা সিনেমার নায়িকাদের উঁরু নিয়ে গবেষণা করছে।

"...ওইডার তো এই মোডা মোডা রান..." কেউ একজন বলে উঠতেই আবারো সবাই হেসে উঠলো।

ওরা নির্বিঘ্নেই পার হয়ে এলো 'রান' গবেষকদেরকে। লোকগুলোকে পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে হাঁফ ছাড়লো দুজনে। সামনেই জাহাজঘাটা। এখান থেকে সারি সারি লঞ্চ বেঁধে রাখা হয়েছে।

"আমরা মনে হয় বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি। অকারণেই ভয় পাচ্ছি," বলে মারুফ হাত দিয়ে নিজের চুলগুলো এলোমেলো করে দিলো। সেই সাথে কায়সারের চুলগুলোও। এতে ক'রে এখানকার লোকজনের সাথে মিশে যেতে সুবিধা হবে।

"কোন দিক দিয়ে যাবো?" কায়সার প্রশ্ন করলো।

"চল লঞ্চের ওপরে উঠে যাই," বলে সে এক লাফে একটা লঞ্চের কিনারা ধরে ফেললো। শরীরটাকে টেনে তুলে নিয়ে এলো লঞ্চের ডেকের ওপরে। ওকে অনুসরণ করলো কায়সার। লঞ্চের ওপরে উঠে সাবধানে ডেক পার হয়ে এলো। পাশেই আরেকটা লঞ্চ বাঁধা তারপাশে আরেকটা। ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে একটা একটা করে পার হয়ে এলো সবগুলো লঞ্চ। শেষ লঞ্চটার ডেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে এক লাফে নেমে এলো ডকইয়ার্ডের ওপরে। কায়সারও নেমে এলো।

"আহ্," গায়ের গেঞ্জি ঝাড়তে ঝাড়তে কায়সার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। "কই, কোনো শালার চেহারাও তো দেখলাম না। এতো না বলে সুরক্ষিত এলাকা..."

"এই, তোরা কেডা রে? এইহানে কী করস?" পেছন থেকে কেউ একজন ধমকে উঠলো।

দুজনেই চট করে ফিরে তাকালো পেছনে।

দুইজন লোক বেরিয়ে এসেছে। একজনের হাত প্যান্টের পকেটে। আরেকজন এই গরমেও চাদর পরে আছে। তার দুটো হাতই চাদরের ভেতরে। ধীরে ধীরে সে একটা হাত চাদরের ভেতর থেকে বের করে আনলো।

হাতে ধরা একটা নল কাটা শটগান।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

একত্রিশ ঘন্টা ...

"কিরে, কথা কস না ক্যান? জিগাইলাম না কেডা তোরা?" আবারো বেশ জোর গলায় জানতে চাইলো লোকটা। কথা বলতে বলতে দুজনেই এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লোকটার হাতের শটগানটার কাটা নল চকচক করে উঠলো বাল্বের আলোয়।

কায়সারই সামনে ছিলো। লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে মারুফের দিকে তাকালো সে। মারুফ স্রেফ কাঁধ ঝাকালো একবার। কিছুই করার নেই, কথা বললেই ওরা ফেঁসে যাবে। এইসব এলাকার গুন্ডাদের নেটওয়ার্ক খুব শক্তিশালি হয়। এরা সবাই সবাইকে খুব ভালোভাবে চেনে, কাজেই উল্টো-পাল্টা কথা বলে খুব একটা কাজ হবেনা। তারচেয়ে...

কায়সার আরেক ধাপ সামনে এগিয়ে গেলো। "বাই, আমি এট্টু মুতবার জাগা খুঁজতে আছিলাম..." কথা শেষ করার আগেই সে লোকটার দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে।

"কি?" শটগান হাতে লোকটা সরাসরি তাকিয়ে আছে, চোখে প্রকট সন্দেহ। কায়সারের জবাব শুনে তার সন্দেহের পারদ আরো এক ধাপ ওপরে উঠে গেলো। "কি! ফাইজলামি করার আর জায়গা পাস না। এই তোরা এইহানে ঢুকলি ক্যামনে?" লোকটাও আরেক ধাপ এগিয়ে এসেছে। কায়সার আর সে এখন বলতে গেলে প্রায় মুখোমুখি। লোকটার শাটগানের কাটা নল কায়সারের পেট ছুঁই ছুঁই।

পেছন থেকে ডকের কাঠের মেঝেতে বেশ জোরে জোরে দুইবার পা ঠুকলো মারুফ। সাথে সাথে লোকটার এবং তার সঙ্গির দৃষ্টি ঘুরে গেলো ওর দিকে। এই সুযোগে কায়সার চট করে শটগানের নলটা ধরে ওটার মুখটা ঘুরিয়ে দিলো অন্যদিকে। প্রায় একই সাথে লাথি ছুঁড়লো লোকটার শরীরের মাঝ বরাবার।

ওরা এই কাজ বহুবার করেছে। প্রথমে যেকোনো একজন একটা উদ্ভট শব্দ করে বা অন্যকিছু করে নজর সরিয়ে দিবে, সাথে সাথে অন্যজন নেমে যাবে অ্যাকশনে। প্রায় প্রতিবারই কাজে দিয়েছে এটা। এ-ক্ষেত্রেও ঘটনার ব্যতিক্রম হলো না, মারুফ মেঝেতে শব্দ করতেই দুজনার দৃষ্টি ঘুরে গেলো ওর দিকে, সাথে সাথে আক্রমণ চালালো কায়সার। কিন্তু প্যাঁচ লাগলো অন্য জায়গায়।

আচমকা শটগানের নল ধরে ফেলায় চমকে গেলো লোকটা কিন্তু বহুবছরের অকাজের অভিজ্ঞতায় সে-ও কম পাকা খেলোয়ার হয়ে ওঠেনি। শটগানের নলটা ধরে

BanglaBook.org

ফেলায় সে যতোটা চমকে গেছিলো সেটা প্রায় সাথে সাথেই কাটিয়ে উঠলো এবং লাথিটাকে আসতে দেখে সেটাকে ফেরাতে না পারলেও একটা উরু ওপরে তুলে দিয়ে লাথিটাকে ব্লক করে ফেললো। বিচি বাঁচাতে পারলেও তীব্র লাথির চোটে পিছিয়ে গেলো খানিকটা। কিন্তু এরপর সে যা করলো একবারে অভাবনীয়। সাধারণ এক গুন্ডার কাছ থেকে কায়সার এটা আশা করেনি মোটেও। লোকটা তীব্র লাথির চোটে বাঁকা হয়ে অনেকটা পিছিয়ে গেছে, কায়সার লাফ দিয়ে আগে বাড়লো, সাথে সাথে লোকটা শটগানটা ছুঁড়ে দিলো কায়সারের দিকে। এমনভাবে ছুঁড়ে দিলো যেনো ধরার জন্যে দিয়েছে। তাৎক্ষণিক রিঅ্যাকশনে কায়সারও ওটা ধরে ফেললো দুহাতে, সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে একেবারে কায়সারের কপালে ধাম করে ঘুসি মেরে বসলো লোকটা। প্রচন্ড ঘুসির আঘাতে কায়সার সাথে সাথে উল্টো হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগলো পাঁচ সেকেন্ডেরও কম।

কায়সার পড়ে যেতেই মারুফ সামনে এগোলো ওকে সাহায্য করার জন্যে, ঘুসি মারা লোকটার দ্বিতীয় সঙ্গি ওর দিকে তেড়ে এলো। এর হাতে স্রেফ একটা লাঠি, কোনো অস্ত্র-সস্ত্র নেই। তাকে মারুফ সাইজ করলো খুবই গাড়লের মতো। লোকটা ওর দিকে তেড়ে আসছে, ও মাটি থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে সোজা ছুঁড়ে মাড়লো ব্যাটার কপাল বরাবর। আধলা ইটের টুকরোটা দৌড়ে আসতে থাকা লোকটার কপালে বোমার মতো বিস্ফোরিত হলো। সেই সাথে সে-ও লম্বা হলো মাটিতে।

ওদিকে কায়সার আর শটগান ওয়ালার মারামারি তুঙ্গে উঠেছে। মাটিতে পড়ে থাকা কায়সারের ওপরে চেপে বসেছে ওই লোক। দুজনেই প্রাণপনে শটগানটার দখল নেয়ার জন্যে লড়ে যাচ্ছে। মারুফ চট করে সামনে এগোলো ওকে সাহায্য করার জন্যে কিন্তু এবারও পারলো না। চিৎকার চেঁচামেচি আর মারামারির শব্দ শুনেই মনে হয় আরো দুজন বেরিয়ে এলো ডক ইয়ার্ডের ভেতর থেকে। দুজনেই এই পরিস্থিতি দেখে থমকে দাঁড়ালো মুহূর্তের জন্যে। পরমুহূর্তেই দুজনেই সোজা দৌড় দিলো মারুফের দিকে। মারুফ কায়সারের দিকে পেছন ফিরে মুঠি শক্ত করে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। একটা হাত পকেটের পিস্তলের ওপর বুলিয়ে নিয়েও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলো। একেবারে অন্তিম অবস্থা না হলে ও শব্দ করতে চাচ্ছে না।

অন্যদিকে কায়সারের ওপরে চড়ে বসা প্রথম গার্ড শটগানটা সর্বশক্তিতে চেপে ধরেছে কায়সারের গলায়। নিচে থাকায় একটা হাত লোকটার শরীরের নিচে চাপা পড়েছে এবং এ-কারণে ও বেশি শক্তি করতে পারছে না। অন্যদিকে লোকটা সমস্ত শক্তি দিয়ে শটগানটা চেপে ধরেছে ওর গলায়। কায়সারের মনে হলো শটগানটা ওর গলার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে চোখ

BanglaBook.org

দুটো বেরিয়ে আসবে। উপায়-অন্তর না দেখে ও শোয়া অবস্থায়ই দুটো পা তুলে দিয়ে কুস্তির স্টাইলে লোকটার ঘাড় ক্যাঁচি দিয়ে ধরে ফেললো। লোকটা ওর গলায় চাপ দিয়ে যাচ্ছে ও লোকটার ঘাড় ভেঙে ফেলতে চাইছে। লোকটারও মুখ চোখ লাল হয়ে আসতে লাগলো। লোকটা মরিয়া হয়ে শটগানটার নলের মুখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দিতে লাগলো কায়সারের মাথার দিকে।

দুজন লোক প্রাণপনে ওর দিকে দৌড়ে আসছে। মারুফ পা এবং হাতের মুঠি শক্ত করে সাথে সাথে সমকোণে দাঁড়িয়ে গেলো। মার্শাল আর্টে মারামারির জন্যে এটাকে বলা হয় সেরা পজিশন। সেইসাথে শরীরটাকে একদিকে বাঁকিয়ে সরে এলো একপাশে। এতে ক'রে চাইলেও দুজনে একসাথে ওর ওপরে আক্রমণ করতে পারবে না। প্রথমজন ষাঁড়ের মতো দৌড়ে এলো ওর দিকে। পা দুটো ঠিক রেখে শরীরের সামনের অংশটাকে বাঁকিয়ে একপাশ করে ফেললো ও। এগিয়ে আসতে থাকা লোকটা মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেলো। এই মুহূর্তটাই দরকার ছিলো ওর। দ্রুত গতিতে এগোতে থাকা লোকটার মাজা বরাবর একটা লাথি ছুঁড়লো ও এবং পায়ের গোড়ালি লোকটার হাঁটুর পেছনে ঠেকিয়ে ভারসাম্যহীন শরীরটাকে একটা টান দিতেই শূণ্যে উঠে গেলো প্রতিপক্ষ, মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী কাঁপিয়ে ভূপাতিত হলো মাটিতে। তার এই পতন সাবধান করে দিলো অপরজনকে। সে এবার এগিয়ে এলো সাবধানে।

মারুফ এক পা এগিয়ে বাম পায়ে সাইড-কিক ছুঁড়লো কিন্তু সতর্ক লোকটা এড়িয়ে গেলো সেটা। তার পরিবর্তে পকেট থেকে বের করে আনলো একটা ছুড়ি। ওটাকে শূণ্যে ছুঁড়ে দিয়ে সুন্দরভাবে লুফে নিলো আবার। মারুফ সতর্ক হয়ে উঠলো। লোকটা ছুড়ি চালানোর ওস্তাদ। আবারো সামনে এগিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটার ছুরি ধরা হাত স্যাঁত করে ওর কব্জিতে একটা ছোবল দিয়ে কেটে দিলো খানিকটা। মারুফ ওফফফ করে উঠলো। ছুড়ির আঘাতটা কারেন্টের শকের মতো ব্যাথা দিয়েছে ওকে। ও বুঝলো এর সাথে বেশি টেকনিক খাটিয়ে লাভ নেই। সাবধানে এগিয়ে আসতে থাকা লোকটার একটা হাত ধরে ওটাকে চালান করে দিলো নিজের বগলের নিচে। অন্যদিকে একটা পা শূণ্যে তুলে গোড়ালিটা নামিয়ে আনলো লোকটার স্যান্ডেল পড়া পায়ের ওপর। সাথে সাথে হাড় ভাঙার শব্দে প্রাণপনে চিৎকার করে উঠলো ব্যাটা, এক ধাক্কায় মারুফকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। মারুফ বেশ খানিকটা সরে এসেছে, সাথে সাথে ওর দিকে ছুঁড়ে মারার জন্যে ছুরি তুললো লোকটা। মারুফ কিছু করার আগেই গুলির প্রচন্ড আওয়াজে চমকে উঠলো দুজনেই। গুলির আওয়াজে চমকে গিয়ে লোকটার ছুড়ি ধরা হাতটা থেমে গেলো মাঝপথে। মারুফ নিজের পিস্তল বের করে সোজা গুলি করলো লোকটার হাঁটুতে। পা-ভাঙা পুতলের মতো মাটিতে পড়ে গেলো ব্যাটা।

BanglaBook.org

মারুফ নল থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকা পিস্তলটা কোমড়ে গুঁজে কায়সারের দিকে এগিয়ে গেলো। ওর ওপরে প্রথম পাহারাদার বিস্ফোরিত মস্তক নিয়ে পড়ে আছে। ওকে সরিয়ে কায়সারকে টেনে তুললো ও। কায়সারের সারা গা রক্তে মাখামাখি।

"তুই ঠিক আছিস?" মারুফ হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলো। "গুলি করতে গেলি কেনো? আওয়াজে তো এখন সব চলে আসবে।"

"উফ্, কিছু করার ছিলো না। গুলি না করলে আরেকটু হলে আমার মাথাই উড়িয়ে দিয়েছিলো শটগান দিয়ে। শটগানের নলটা প্রায় মুখের কাছে নিয়ে চলে এসেছে আমিই পকেট থেকে পিস্তল বের করে গুলি করে দিয়েছি। উফ্ আরেকটু হলেই...দাঁড়াও লাশগুলো..."

"কিচ্ছু করার দরকার নেই। এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে। এগুলো সরাতে গেলেও ধরা পড়ে যাবো। যেকোনো মুহূর্তে কেউ চলে আসতে পারে। চল চল "

দুজনেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। ডকইয়ার্ডের একপাশে ছোটো একটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে চরা এলাকায় চলে এলো। একটু এগোতেই সামনে একটা ইট বিছানো রাস্তা দেখা গেলো। ওটা দিয়ে মালবাহী ভ্যান, ছোটো ছোটো ট্রাক যাচ্ছে। এরপর থেকেই জিঞ্জিরার মূল এলাকা শুরু। ওরা ইটের রাস্তাটার একদম পাশে চলে এলো। রাস্তায় উঠতে যাবে, মারুফ হাত ধরে কায়সারকে থামালো।

"কায়সার, মুখটা আরেকটু মুছে টি-শার্টটা খুলে উল্টে নে। রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে।"

কায়সার একটানে টি-শার্টটা খুলে ওটা দিয়েই মুখটা মুছে উল্টো করে পরে নিলো। "চলো এগোই," বলে ও আরেকবার হাতে পরা ট্র্যাকারটা চেক করে নিলো। ওটা এখন সিগন্যাল দিচ্ছে। যেখান থেকে সিগন্যালটা আসছে সেই এলাকার প্রায় কাঠাকাছি চলে এসেছে ওরা।

"আর বেশি দূরে নেই। এখান থেকে আর বড়জোড় আধা মাইলের মতো হবে," কথা বলতে বলতে দুজনেই ইটের রাস্তাটায় এসে উঠলো। "খুব সাবধানে এগোতে হবে।"

"তারচেয়ে বড় কথা লাশগুলো পেলে না জানি কী হয়। এর আগেই কাজ সারতে হবে," বলে মারুফ আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো চারপাশে। এখান থেকেই জিঞ্জিরার ফ্যাক্টরিগুলো শুরু। এই জায়গাটাকেই বলা হয় পট্টি। বিশাল এলাকা জুড়ে এই পট্টির অবস্থান। এখানে ছোট ছোট খেলানা থেকে শুরু করে সব ধরণের জিনিস তৈরি করা হয়। এই এলাকার ব্যাপারে বলা হয় থাকে, অন্যসব জিনিস তো বটেই মানুষ নিয়ে এলে তাকেও নাকি ধরে আরেকটা কপি বানিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে এখানকার কারিগরদের। ছোট ছোট টিনের ঘরে অসংখ্য ফ্যক্টরি এই এলাকায়। একতলা দোতলা তিনতলা এমনকি চারতলা টিনের ঘর পর্যন্ত আছে এই জিঞ্জিরা

BanglaBook.org

পট্টিতে। এই এলাকার পুরোটাই কালা আনসারীর দখলে। এখানকার বৈধ থেকে শুরু করে অবৈধ ব্যবসাই কালা আনসারীর লোকেরা দেখাশোনা করে এবং পরিচালনা করে। সবকিছু থেকেই তারা ভাগ পায়। সেইসাথে এই এলাকাকে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জিনিসের স্টোর হাউজ এবং করিডোর হিসেবে। এই বিশাল পট্টির কোনো একটা অংশেই সে সপরিবারে বাস করে।

ওরা ইটের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোনো ঝামেলা ছাড়াই পট্টির ভেতরে চলে এলো। রাত প্রায় গভীর কিন্তু এই এলাকা এখনো পুরোদমে সরগরম। অসংখ্য ব্যবসায়ি পাইকার আর ডিলাররা আসছে যাচ্ছে। মাল কিনছে। দেখে মনেই হচ্ছে না এখন মাঝরাত। সকাল বেলা ঢাকা শহরের যেকোনো কাঁচা বাজারের মতোই গরম এই এলাকা। ওরা ভিড়ে মিশে মিশে এগোচ্ছে সামনে। ওরা এগোতে এগোতে পট্টির পাশের অংশে চলে এলো। এরপর থেকে গুদাম এলাকার শুরু। মারুফ আরেকবার ট্র্যাকার দেখলো। আর বেশি দূরে নেই। বড় জোর সিকি মাইলের মতো হবে।

ওরা পট্টি পার হয়ে একটা বাজার এলাকায় এসে ঢুকলো। পট্টির তুলনায় এখানে লোক সমাগম একদম নেই। ওরা বাজারে ঢুকে খুবই সতর্ক পায়ে সামনে এগোতে লাগলো। কায়সার মারুফের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে হাঁটছিলো হঠাৎ পেছন থেকে মারুফ ওর মুখে চেপে ধরে নিয়ে এলো একটা টিনের ঘরের আড়ালে। "শশশশ।"

টিনের ঘরটার পাশ দিয়ে দুজন লোক চলে গেলো গল্প করতে করতে। দুজনের হাতেই নিচু করে ধরা সেই একই নল কাটা শটগান। লোকদুটো নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতেই আবারো ওরা সাবধানি পায়ে সামনে এগোলো। এতোক্ষণের সেই রিলাক্স মুড গায়েব হয়ে গেছে। মারুফ ট্র্যাকারে দেখলো ওটার সিগন্যাল লাল হয়ে গেছে। আশেপাশে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ গজের ভেতরেই আছে মোবাইলটা।

দুজনেই চোখ তুলে সামনে দেখলো বিশাল একটা টিনের বাড়ি। ওটার উচ্চতা চারতলার কম হবে না। এই প্রথম কোনো টিনের চারতলা দেখছে ওরা। "এটার ভেতরেই হবে," ফিস ফিস করে ও মারুফকে বললো।

মারুফ কিছু না বলে সম্মতি সূচক মাথা নাড়লো। ও বাড়িটার চারিধারে তাকিয়ে দুটো জিনিস বোঝার চেষ্টা করছে। বাড়িটার প্রবেশ পথ কোন দিকে হতে পারে এবং চারপাশে এতো পাহারা কিন্তু এই বাড়ির আশেপাশে কোনো পাহারাদার নেই কেনো।

"ঢুকবো কোন দিক দিয়ে?" মারুফ বললো। "কোনো দরজা বা রাস্তা তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমরা বাড়িটার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। ঢোকার রাস্তা অবশ্যই সামনের দিকে হবে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু কোনো পাহারাদার নেই কে...?" ও প্রশ্নটা শেষ করার আগেই কায়সার ওর কাঁধ খামচে ধরলো। "কি?" ও ব্যাথা পেয়ে আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতো।

"দেখো," বলে কায়সার নিজের ট্র্যাকারটা তুলে ধরলো। মারুফ তাকিয়ে দেখলো সিগন্যালটা নড়ছে। ওটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকেই। "এটাতো..."

দুজনেই একেবারে আচমকা ঝপ করে মাটিতে বসে টিনের ঘরটার একপাশে সরে এলো। আরেকটু হলেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসা লোকগুলোর সামনে পড়ে যেতো। মোট চারজন। এদের ভেতরে দুজনের হাতে নল কাটা শটগান, একজনের পরনে পাঞ্জাবি আর তার সাথে ব্যাগকাঁধে আরেকজন। ওদের দুজনারই দৃষ্টি আটকে গেলো ব্যাগ কাঁধে লোকটার দিকে। পরিষ্কার চিনতে পারলো এটা হাসান পথিক। তার পরনে এখনো সেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির পোশাক এবং কাঁধে রুনা মোস্তফার ব্যাগটা। সেইসাথে শরীরের কয়েক জায়গায় পট্টি যোগ হয়েছে। সে হাঁটতে হাঁটতে পাঞ্জাবি পরা লোকটার সাথে কথা বলছে। পাঞ্জাবি ওয়ালার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে হাসান পথিককে ধমকাচ্ছে খুব।

মারুফ আস্তে করে ইশারা করলো কায়সারের দিকে। লোকগুলো আরেকটু এগিয়ে যেতেই ওরা দুজনে উঠে দাঁড়ালো। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে অনুসরণ করতে লাগলো লোকগুলোকে। এতো সতর্কতার অবশ্য দরকার নেই চারজনের একজনেরও কোনোদিকে খেয়াল নেই। ওরা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাজার এলাকা পার হয়ে আবারো পট্টিতে এসে ঢুকলো ওরা। পট্টিকে ডান দিকে রেখে এগোতে লাগলো। "এরাতো দেখি আবার জাহাজঘাটার দিকে যাচ্ছে," কায়সার আনমনে বলে উঠলো।

কিন্তু ওরা গেলো না। বরং জাহাজঘাটা পার হয়ে ঘুরে গেলো বাম দিকে। এখান থেকে আবার ইটের রাস্তা শুরু। আশেপাশে তেমন একটা বাড়িঘর নেই। কিছুদূর এগোলেই শুরু হবে গুদাম এলাকা। একটা বন্ধ টঙ দোকানের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো ওরা কোন দিকে এগোচ্ছে। সবাই মিলে বড় একটা টিনের গুদামের ভেতরে ঢুকে গেলো, হাসান পথিকসহ। গুদাম ঘরটার সামনে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কয়েকজন পাহারাদারকেও দেখা গেলো গুদামের মূল দরজার সামনে পাহারারত অবস্থায়।

"এদিক দিয়ে তো ঢোকা যাবে না? এখন কি করবো?" কায়সার জানতে চাইলো।

"উপায় তো বের করতেই হবে," বলে ও একটু ভেবে আবারো বললো। "মনে হয় পেছন দিয়ে এগোতে হবে। খুব সাবধানে। পেছনেও পাহারাদার থাকতে পারে।" ওরা বড় গুদামঘরটার সামনের দিকটা পুরোটাই এড়িয়ে অনেকটা ঘুরে চলে এলো

BanglaBook.org

ওটার পেছন দিকে। আগে চারপাশটা দেখে নিলো। পেছনে কোনো পাহারাদার নেই। কিন্তু পেছনে ঢোকার মতো কোনো দরজাও নেই। গুদামের পুরো পেছন দিকটা রেকি করেও ওরা ঢোকার মতো কোনো জায়গা পেলো না।

"ধূর! ঢুকবো ক্যামনে?" মারুফ রাগে গজ গজ করতে লাগলো।

"দাঁড়াও, ওই যে দেখো," বলে সে গুদাম ঘরের ওপরের দিকে দেখালো। ওখানে টিনের ভেতরে ছোট একটা চারকোনা ফোকড়ের মতো দেখা যাচ্ছে। "ওখান দিয়ে একটা ট্রাই দিয়ে দেখা যেতে পারে।"

"ওপরে উঠবি কিভাবে?" মারুফ বোঝার চেষ্টা করছে কিসের ফোকড় ওটা।

"রাস্তা আছে," বলে মারুফকে বললো হাত পেতে ধরতে। ও ওটার ওপরে ভর দিয়ে ওপরে লাফ দিয়ে ফোকড়টার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে। মারুফ মাথা নেড়ে হাত চেপে ধরলো। ওর হাতের ওপরে একটা পা রেখে শরীরটাকে টান টান করে দিলো কায়সার। ফিস ফিস করেই বললো, "রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি।"

সাথে সাথে মারুফ হাত শক্ত করে ওকে ঠেলে দিলো ওপরের দিকে। কায়সারও টান টান শরীরটাকে শূণ্যে ছেড়ে দিয়ে ধরে ফেললো ফোকড়টার একটা কিনারা এবং তাৎক্ষণিক একটা চিৎকার দিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে পড়ে গেলো নিচের দিকে। পড়বি তো পড় একেবারে এসে পড়লো ঠিক মারুফের ওপর। দুজনেই মৃদু চিৎকার করে গড়াগড়ি খেতে লাগলো মাটিতে।

ব্যাথা পেলেও দাঁত কামড়ে ধরে দুজনেই নিজেদেরকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে এলো গুদামের টিনের দেয়ালের কাছাকাছি। দুজনেরই হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। চুপচাপ লাশের মতো পড়ে আছে, একটু নড়লেই যেনো কেউ টের পেয়ে যাবে। প্রতিটা স্নায়ু হয়ে আছে টান টান। কিন্তু কেউ এলো না। গুদামটা বিরাট হওয়াতে হয়তো আওয়াজ সামনে পর্যন্ত যায়নি। আরো কয়েক মিনিট বসে থেকে দুজনেই উঠে দাঁড়ালো।

"মনে হয় না কেউ টের পেয়েছে কিন্তু কথা হলো, ভেতরে ঢুকবো কিভাবে?" কায়সার চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলো।

মারুফ ওর কথার জবাব না দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়লো। গুদামের টিনের দেয়ালে একটা জায়গা পরীক্ষা করছে। একটু আগে যখন ওখানে হেলান দিয়ে বসে ছিলো কিছু একটা ঠেকেছিলো হাতে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো টিনের একটা জায়গা মরিচা পড়ে দূর্বল হয়ে আছে। হাত দিয়ে চাপ দিতেই ঝুর ঝুর করে খানিকটা অংশ ঝড়ে পড়লো।

"এক মিনিট, এখান দিয়ে ট্রাই করে দেখি," বলে ও নিজের টি-শার্টটা খুলে ফেললো। পিস্তলটা বের করে টি-শার্টটা দিয়ে মুড়িয়ে ওটা দিয়ে বাড়ি মারলো টিনের

BanglaBook.org

দূর্বল অংশটাতে। সাথে সাথে ঝুর ঝুর করে আরে, বেশ খানিকটা জায়গার টিন ঝড়ে পড়লো। কায়সারও এসে হাত লাগাতেই বেশ খানিকটা ফোকড় হয়ে গেলো। ঢুকতে কষ্ট হবে কিন্তু ফোকড়টা আরো বড় করতে গেলো জোরে শব্দ হবার সম্ভবনা আছে। ফোকড়টা মোটামোটি বড় হতেই মারুফ ওকে ইশারা করলো থামতে।

"আমি আগে যাচ্ছি," বলে মাটিতে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। ফোকড়ের ভেতর দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিলো সাবধানে। মাথাটা সহজে ঢুকে গেলেও চওড়া কাঁধটা ঢোকাতে বেশ কষ্ট হলো ওর। টিনের আরো বেশ খানিকটা অংশ ভেঙে পড়লো। ফোকড়ের ভেতরে মারুফের পা দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই কায়সারও নিচু হয়ে সাপের মতো মুচড়ে মুচড়ে ভেতরে চলে এলো।

ভেতরে ঢুকতেই প্রথমেই ইঁদুরের বিষ্টার তীব্র গন্ধ নাকে এসে বাড়ি মারলো। কায়সার নাক কুঁচকে ফেললো সাথে সাথে। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো মারুফ মুখে রুমাল বাঁধছে। গন্ধ তাড়ানোর জন্যে নাকি চেহারা ঢাকার জন্যে ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলো বাঁধবে কিন্তু মারুফের দিকে তাকিয়ে দেখলো ও পিস্তল বের করে এনেছে। নিজেও রুমাল বের না করে পিস্তল বের করে আনলো। দুজনেই গুটি-গুটি পায়ে সারি-সারি বস্তার ভেতর দিয়ে সাবধানে সামনে এগোলো। গুদামের সামনের দিকে এগিয়ে একসারি বস্তার আড়াল থেকে খুব সাবধানে উঁকি দিলো।

সামনের দিকে ফাঁকা জায়গাটা অনেকটা বসার ঘরে মতো সাজানো। এক সেট সোফার খানিকটা অংশ চোখে পড়লো। সেখানে বসা কারো গলার খুব উচ্চ স্বর যাচ্ছে। কাউকে খুব ধমকানো হচ্ছে। কিন্তু বস্তার আড়াল থেকে লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। মারুফ ওর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। এখান থেকে কথাও পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে না, দেখাও যাচ্ছে না কাউকে। পাশেই বস্তার স্তুপের সাথে একটা অ্যালুমিনিয়ামের মই দাঁড় করানো। নিশ্চিত এটাকে বস্তা নামানোর কাজে শ্রমিকরা ব্যবহার করে। মারুফ পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ওটা বেয়ে ওপরে উঠে এলো। ওকে অনুসরণ করলো কায়সার। দুজনেই বস্তার প্রায় দশ বারো ফিট উঁচু স্তুপের ওপর থেকে উঁকি দিলো নিচের দিকে। ওদের ঠিক সামনে বস্তা রাখার একটা স্টিলের খালি র‍্যাক। ওটার ফাঁক দিয়ে দুজনে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সামনের জায়গাটা।

একটা বড় টেবিলকে ঘিরে দুই সেট সোফা সাজানো হয়েছে অনেকটা অফিস ঘরের মতো করে। সেখানে একজন লোক পা তুলে বসে আছে, পরনে সাদা লুঙ্গি এবং কালো একটা ফতুয়া। ধবধবে ফর্সা লোকটাকে দেখে দুজনেই সাথে সাথে চিনতে পারলো, এটাই কালা আনসারী। আনসারীর এক হাতে গ্লাস। সে চিন্তিত মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠিক সামনের দিকে একজন বসে আসে আছে,

BanglaBook.org

লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। শুধু তার কালো পাঞ্জাবি আর হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসটা দেখা গেলো। সোফার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন। তাদের দুজনার দিকে মুখ করে বসে আসে আছে দুজন ব্যক্তি এবং এই দুজনের একজনের গলাই অনেকক্ষণ ধরে শোনা যাচ্ছিলো।

লোক দুজনের প্রথমজন হলো হাসান পথিক, সে সোফার এক কোনায় বসে মাথা নিচু করে আছে। অপর লোকটা হলো সেই সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটা, একটু আগে একেই দেখেছিলো হাসান পথিকের সাথে আসতে। আরো দুজন অবশ্য আছে এদের সাথে। এরা সোফাতে বসে নেই। কালা আনসারীর সোফার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট আর চুইংগাম। একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, অপরজন ঠিক পাথরের মুর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত রেখে।

"...আমি আগেই বলেছিলাম, গাধাটাকে এই কাজে না লাগাতে। আগেই বলেছিলাম," সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটার গলা শোনা যাচ্ছে। "এই গাধাটা এভাবেই সব গুবলেট করার কথা ছিলো, করেছেও তাই। মাদারচোত কোথাকার।"

"এই ছগির, বুঝে শুনে কথা বলো," কালা আনসারী প্রায় গর্জন করে উঠলো। লোকটার কণ্ঠস্বর বাঘের মতোই। "হাজার হলেও ও আমার রক্ত।"

জোকের মুখে লবণ পড়ার মতোই ছগির লোকটা কুঁকড়ে গেলো আনসারীর গর্জন শুনে। বিড় বিড় করে কী জানি বললো, বোঝা গেলো না।

"কি বলছো, জোরে বলো, কথা বুঝি না। এমনিতেই মেজাজ বহুত খারাপ আছে তুমি আর বাড়ায়ো না।"

"আমি বলছিলাম," ছগির মুখ না তুলেই বললো। "ও আপনার রক্ত এবং আপনার ভাইয়ের ছেলে। শুধুমাত্র এই কারেণ ওকে নিয়ে আমাদের কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। প্রথমে ও ছিলো আপনারই শত্রু। এরপর নিজে বিপদে পড়ে আপনার এখানেই আশ্রয় নিলো। এরপর এলো এই কাজের প্রস্তাব। আপনি ওকে নিয়োগ দিলেন। আমি মানা করেছিলাম আপনি শুনলেন না। এখন দেখেন..."

"দেখো ছগির..." আনসারী আবারো গর্জন করে উঠতে যাচ্ছিলো তার সামনে সোফা বসায় লোকটা তাকে থামিয়ে দিলো।

"বাদ দিন তো," লোকটার কণ্ঠস্বর মারুফের কাছে খুবই পরিচিত মনে হলো। ও আরেকটু মাথা বাড়িয়ে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু লোকটার মাথার পেছনটা আর ডান হাত বাদে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। "এখন এইসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কোনো লাভ নেই। তারচেয়ে কাজের কথায় আসি। হাসান তুমি এরকম করলা কেনো?"

BanglaBook.org

হাসান মুখ তুলে তাকালো। "আমি...আমি আসলে ভয় পেয়ে গেছিলাম। আর সবকিছু এমনভাবে গুবলেট হয়ে গেলো। আমার দোষ আছে আমি স্বীকার করি। আগ বাড়ায়ে আমার জিনিসটা উদ্ধারের জন্যে ফাঁদ পাততে যাওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু আপনাদেরও দোষ আছে, আপনার লোকেরা আমারে তাড়া করলো কেনো? এখন আপনারা ভালো মানুষের ভাব ধরতাছেন কিন্তু তখন আমারে ধরতে পারলে তো ঠিকই..."

কেউ একজন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকা চুইংগামের দিকে ফিরে ইশারা করলো। চুইংগাম এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বেরিয়ে গেলো দরজা খুলে। চুইংগাম বেরিয়ে যেতেই সিগারেট সরে এসে ঠিক চুইংগাম যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে সেভাবেই দাঁড়িয়ে গেলো।

হাসান পথিক কথা শেষ করার আগেই সোফায় বসা লোকটা একটা হাত তুললো। "হাসান, আজাইরা কথা বাদ দাও। দোষ সবারই আছে। এখন বলো তোমার কাজের কতোদূর অগ্রগতি হয়েছিলো। চাবিটা কোথায়? ওই চাবিটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়," বলে লোকটা একটু বিরতি দিলো। "দাঁড়াও তারচেয়ে আগে বলো তুমি কি জাকিরকে...?"

হাসান ঝট করে মাথা তুলে লোকটার দিকে তাকালো, "আমি জাকিরকে খুন করিনি বরং..." বলে সে মাথা নিচু করে ফেললো। "আমি ওকে চোখের সামনে খুন হতে দেখেছি। দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো। এভাবে...এতো রক্ত..." হাসান মাথা নিচু করে আছে।

"হাসান, জাকিরকে কে খুন করেছে? আর ওই চাবিটাই বা কোথায়? যেটার কথা তুমি বলেছিলে?" লোকটা জানতে চাইলো।

হাসান কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো। "এই দুটোর একটার ব্যাপারেও আমি কথা বলবো না। এই দুটোই এখন আমার ট্রাম্পকার্ড। আমি..."

"হাসান তুই কি আমাকে মারতে চাস?" কালা আনসারী লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। "আর তুই ওই বেটিরে নিয়া ব্যাঙ্ক লুট করতে গেলি ক্যান? আমার কি টাকার অভাব পড়ছিলো?" বলে সে একটানে হাসানের পাশে রাখা ব্যাগটা তুলে নিয়ে টেবিলের ওপরে ছিটকে ফেললো। ব্যাগের খোলা মুখ দিয়ে গড়িয়ে বাইরে পড়ে গেলো সব টাকা এবং জুয়েলারি। কিছু টাকা টেবিল গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো নিচে। সেইসাথে টেবিলের ব্যাগের ভেতর থেকে ছিটকে খট খট করে মাটিতে পড়ে কিছুদূরে ছিটকে গেলো একটা মোবাইল ফোন।

সোফায় বসে থাকা লোকটা নিচু হয়ে মোবাইল ফোনটা তুলে নিলো। সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকিয়েছে।

BanglaBook.org

"এই মোবাইল কার?" বলে সে মোবাইলের স্ক্রিনটা ওপেন করে দেখতেই ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোফা থেকে। সাথে সাথে মারুফ এবং কায়সার দুজনেই চমকে উঠলো। লোকটা আর কেউ না সাদেক। হোম মিনিস্টারের বডি গার্ড কাম রাইট হ্যান্ড ম্যান।

"এটা কই ছিলো?" হাসানও উঠে দাঁড়িয়েছে। "ব্যাগের ভেতরে?" সে প্রশ্নটা করে চমকে উঠলো। "সর্বনাশ এটা তো ওই মহিলার মোবাইল। " তার মনে পড়েছে মহিলাকে বাসা থেকে ধরে আনার আগে সে নিজেই মোবাইলটা ব্যাগের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলেছিলো।

"এই তুই এই মোবাইল ব্যাগের মধ্যে নিয়া সারাদিন বসেছিলি?" বিশালদেহি সাদেক হাসানকে একহাতে কলার ধরে শূণ্যে তুলে ফেলেছে। "কেউ যদি এটাকে ট্রেস করে থাকে? গাধার বাচ্চা," বলে সে হাসানকে এক ঝটকায় শূণ্য থেকে সোফার ওপরে ছিটকে ফেললো। রুমের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেছে। সাদেক কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে তাক করলো হাসানের দিকে। "এই হারামজাদা, বল, চাবি কই? তার আগে বল, জাকিররে কে খুন করছে? এক্ষণ বল, না হলে সোজা গুলি করবো।"

"আমি আমি..." হাসান হতভম্ভ হয়ে গেছে। সে কথা খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ সাদেকের এই ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আনসারীও চমকে গেছে। সে এক পা এগিয়ে এসে কিছু বলতে চাইলো কিন্তু সাদেক পিস্তলটা তার দিকে তাক করলো। "কোনো কথা না আনসারী, তোমারেও যথেষ্ঠ সুযোগ দেয়া হইছে।"

সাদেক আনসারীর দিকে পিস্তল তাক করার সাথে সাথে সাপের ছোবল দেয়ার মতো সিগারেট পিস্তল বের করে আনলো। সেইসাথে সাদেকের সাথের একজন পিস্তল বের করে ফেললো। এতো পিস্তলের ঘনঘটা দেখে সাদেক একটুও ভড়কালো না। সে আরেক হাতে আরেকটা পিস্তল বের করে দ্বিতীয়টা আবারো তাক করলো হাসানের দিকে।

"হাসান, কোনো কথা শুনবো না। হয় তুই খুনির নাম বলবি, আর চাবিটা কোথায় আছে জানাবি। তা না হলে এক্ষুণি তোর মগজ ছিটকে পড়বে। খুনি কে হাসান? বল কে খুন করেছে জাকিরকে?" শেষ কথাগুলো বলার সময়ে সে রীতিমতো চিৎকার করতে লাগলো।

হাসান জবাব দেয়ার আগেই হঠাৎ মারুফ দেখলো ওদের বস্তার স্তুপের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা স্টিলের র‍্যাকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটা ধেয়ে গেলো মাটির দিকে। সাথে সাথে যে যেদিকে পারলো লাফিয়ে পড়লো। শুধুমাত্র হাসান আটকা পড়লো ওটার নিচে। মারাত্মক আহত না হলেও তার একটা পা আটকে গেছে ওটার কিনারায়। একরাশ ধূলো ছড়িয়ে র‍্যাকটা গিয়ে পড়েছে মাটিতে। ধুলোয় চারপাশ ধূসরিত। মারুফ কিছু করার আগেই

BanglaBook.org

আরেকটা ছোট্ট জিনিসকে উড়ে যেতে দেখলো মাটির দিকে। ধোঁয়ার একটা ছোট্ট বলের মতো জিনিসটা উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়তেই চারপাশ ধোঁয়ায় ঢেকে গেলো। গুদামের ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে কাশির শব্দ।

মারুফ কিছু করার আগেই কায়সার লাফ দিলো সামনের দিকে। এক মুহূর্ত থেমে পিস্তল হাতে ওকে অনুসরণ করলো মারুফ। দুজনেই লাফিয়ে এসে নামলো স্টিলের র‍্যাকটার ওপরে। কায়সার স্মোক বম্বটাকে ছুঁড়ে মারার আগে একবার খেয়াল করেছিলো হাসান ঠিক কোন জায়গায় আটকে আছে, সেই বরবরই লাফ দিয়েছিলো কিন্তু ধোঁয়ার ভেতরে আন্দাজটা ঠিকমতো রাখতে পারেনি। র‍্যাকের একদিকে লাফিয়ে পড়ে আরেকটু হলেই চোখা কিনারার ঠিক ওপরে গিয়ে পড়ছিলো এমন সময় পেছন থেকে মারুফ ওকে ধরে ফেললো। পেছন থেকে কাঁধে ধরে ঠেলে দিলো ডান দিকে। শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে নিজেও পড়ে গেলো ওর সাথে।

দুজনেই গিয়ে পড়লো একেবারে হাসান যেখানে পড়েছিলো সেখানে এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে একেবারে হাসানের ওপর গিয়ে পড়লো। এমনিতেই হাসানের একটা পা বেকায়দা আটকে ছিলো ওরা দুজনেই ওর ওপর গিয়ে পড়াতে সাথে সাথে মচকে গেলো পায়ের গোড়ালি। হাসান চেঁচিয়ে উঠতেই কায়সার ওকে ধরে ফেললো। হাসানের কলার ধরে টেনে তুললো। কিন্তুটেনে সরাতে পারলো না কারণ হাসানের একটা পা এখনো র‍্যাকের একটা স্টিল বারের নিচে আটকে আছে। কায়সার আবারো টান দিলো কিন্তু কাজ হলো না।

"মারুফভাই," হেল্প," ও চেঁচিয়ে উঠলো।

মারুফ পা দুটো শক্ত করে উঁবু হয়ে বসে র‍্যাকের কিনারাটা ধরে ওপরের দিকে টান দিলো। কিন্তু একটুও নড়লোও না ভারি র‍্যাকের কিনারা। টাঁশ টাঁশ দুটো গুলি বেরিয়ে গেলো ওদের পাশ দিয়ে। তীব্র ধোঁয়ার কুন্ডলীর ভেতরে কে কাকে গুলি করলো বোঝা গেলো না। শুধু মারুফ অনুভব করলো একটা গুলি ওর খুব কাছ দিয়ে গেলো। সে আবারো প্রাণপণে মাটিতে পা দিয়ে র‍্যাকের কিনারা ধরে টান দিলো ওপরের দিকে, এবার একটু নড়ে উঠলো ওটা। "জোরে," কায়সারও প্রাণপনে চেষ্টা করছে হাসানের পা টা বের করে আনার।

মারুফ জান দিয়ে টান দিলো। ওর মুখ থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেলো চিৎকার। ওর প্রচন্ড টানের সাথে হাসানের পা টা বেরিয়ে এলো স্টিল-বারের নিচ থেকে। কায়সার এবং হাসান দুজনেই ছিটকে পড়লো একপাশে এবং মারুফ তীব্র শক্তিক্ষয়ে বসে পড়লো ওখানেই। তবে উঠেও দাঁড়ালো প্রায় সাথে সাথেই। এখান থেকে এক্ষুণি সরে পড়তে হবে হাসানকে নিয়ে। প্রতি মুহূর্ত এখানে থাকা মানে প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার সম্ভবনা।

BanglaBook.org

মারুফ সামনে এগিয়ে একটানে তুলে ফেললো কায়সারকে। "এখান থেকে মেরে-কেটে বেরুতে হবে." ওর কথার জবাবে কায়সার কিছু না বলে স্রেফ মাথা নাড়লো। ও হাসানকে টেনে তুলে পিস্তল ঠেকালো ওর কোমরে। চারপাশের ঘন ধোঁয়ার ভেতরে দুজনে মিলে টানতে টানতে দরজা আন্দাজ করে এগিয়ে গেলো। ওরা বের হয়ে যেতে পারতো কিন্তু কপাল খারাপ। ওরা দরজার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ ওটা ধাম করে খুলে গেলো। বাইরেই অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে সিগারেট আর চুইংগাম। ওদের ঠিক পেছনে রুমালে মুখ চেপে আনসারী। মারুফ আন্দাজ করলো গুদামের ভেতরে ঘটনা শুরু হতেই সিগারেট আনসারীকে টেনে বাইরে নিয়ে যায় এবং এখন দুজনে মিলে ফিরে এসেছে ভেতরের পরিস্থিতি বোঝার জন্যে।

ওদের দুজনকে দেখে মারুফ আর কায়সার যতোটা না চমকালো তারচেয়ে বেশি চমকালো ওরা দুজন। এই সুযাগটাই দরকার ছিলো মারুফদের। অস্ত্র বের করাই ছিলো। সে হাতটা তুলে স্রেফ গুলি করে দিলো। বহু বছরের গোলাগুলিতে অভ্যস্ত দুজনের এইসব ব্যাপারে রিফ্ল্যাক্স অসাধারণ। সিগারেট আর চুইংগাম দুজনেই মুহূর্তের ব্যবধানে স্রেফ সরে গেলো সামনে থেকে। লাফিয়ে পড়লো দুদিকে। কিন্তু আনসারীর কপাল এতো ভালো না। ওরা সরে পড়াতে গুলিটা সোজা গিয়ে লাগলো আনসারীর শরীরে। আনসারী পড়ে যেতেই তার পেছন থেকে অস্ত্রধারী দুই গার্ড কাটা শটগান দিয়ে সমানে গুলি করতে লাগলো। ওরা তিনজনও লাফিয়ে পড়লো কয়েকটা বস্তাল আড়ালে।

"সামনে দিয়ে বেরুনো যাবে না," বলে কায়সার পেছনে দেখালো, যে রাস্তাটা দিয়ে ওরা ঢুকেছিলো। মারুফও সম্মতি জানালো। দরজার কাছ থেকে সমানে ছুটে আসছে গুলি, ওরা মাটিতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে টিনের ফুটোটার দিকে এগোলো। সেইসাথে টেনে নিয়ে চললো হাসানকে। ওর কপালের ডাশ পাশেই চেপে ধরে রাখা হয়েছে পিস্তল। ওরা ফুটোটার কাছে আসতেই মারুফ কয়েকটা লাথি মেরে ওটাকে বড় করে ফেললো। এবার আর শুয়ে মোচড়া-মুচড়ি করতে হলো না। হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে আসতে পারলো।

বাইরে বেরুতেই হাসান এক ঝাপটা দিয়ে তার কপালের পাশে চেপে রাখা পিস্তলটা সরিয়েই দৌড় মারলো কিন্তু চোট পাওয়া পায়ের কারণে সোজা হয়েই দাঁড়াতে পারছিলো না দৌড়াবে কি! কয়েক পা গিয়েই পড়ে গেলো মাটিতে। কিন্তু পড়ার সাথে সাথে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো। মারুফ আর কায়সার দৌড়ে গিয়ে ওকে টেনে তুলে মুখ চেপে ধরলো। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। ওর চিৎকার শুনে ফেলেছে আনসারীর গার্ডরা। মারুফ ডান দিকে ফিরে দেখলো গুদামের কিনারা ধরে

BanglaBook.org

দৌড়ে আসছে কয়েকজন। দলটার সবার সামনে সিগারেট আর চুইংগাম। ওদেরকে দেখতে পেয়েই গুলি শুরু করলো।

মারুফ হাসানকে টানতে টানতে নিয়ে এলো আরেকটা গুদামের আড়ালে। ওর ঠিক পেছনে আগমনরত পার্টির দিকে ফিরে গুলি করছে কায়সার। কয়েক রাউন্ড গুলি করেই ওদের কাছে চলে এলো। দুজনে মিলে টানতে টানতে হাসানকে নিয়ে একের পর এক গুদাম পার হয়ে আসছে, আর পেছন ফিরে বার বার গুলি করছে। স্রেফ গুলির তোড়ের কারণে লোকগুলো এখনো ওদেরকে ধরতে পারেনি।

"ভাই এভাবে আর কতোক্ষণ? গুলিও তো আর বেশি নেই," কায়সার হাঁপাতে হাঁপাতে গুলির সিলিন্ডার চেক করছে।

"তারচেয়ে বড় কথা, সামনে দেখ," মারুফ ইশারা করলো। ও বলতেই কায়সারও ফিরে তাকালো ওদিকে। সামনে ফাঁকা প্রান্তর। সামনে থেকেই বুড়িগঙ্গার চর শুরু হয়ে গেছে। ওরা শেষ গুদামটার আড়ালে লুকিয়ে আছে এখন। এরপর আর কোনো গুদাম ঘর নেই। স্রেফ ফাঁকা প্রান্তর। পেছনে শত্রুরা এগিয়ে আসছে এবং ওদের লুকাবার কোনো জায়গা নেই। কমপক্ষে আধা মাইল ফাঁকা জায়গার পর শুরু হয়েছে জাহাজঘাটা। এই আধা মাইল জায়গাটুকু পার হতে পারলে ওরা আড়াল পাবে এবং পালাতেও পারবে কিন্তু এই আধা মাইল জায়গায় তাড়া করে ওদেরকে ধরা আনসারীর লোকদের জন্যে খোয়াড়ে মুরগি ধরার মতোই সহজ।

"এখন কিভাবে...?"

এমন সময় তীব্র শব্দে বাজতে লাগলো সাইরেন। কালা আনসারীর এলাকার সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে।

"সর্বনাশ," কথাটা আনমনেই বেরিয়ে এলো মারুফের মুখ দিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৬

আটাশ ঘন্টা...

সাইরেনের শব্দটা শোনার সাথে সাথে কায়সার চট করে উঠে দাঁড়ালো। কেউ হঠাৎ করে চোখের সামনে খোঁচা মারতে চাইলে আপনাতেই যেমন হাত উঠে আসে সেটা ঠেকাবরা জন্যে, কায়সার অনেকটা তেমনি উঠে দাঁড়ালো। পকেট থেকে স্পেয়ার একটা সিলিন্ডার বের করে রিভলভারে ভরে নিয়ে ওদের দিকে ফিরে তাকালো।

"এই কেসের দায়িত্ব আমার, কাজেই..." কায়সারের কণ্ঠে অন্যরকম জেদ। "মারুফ ভাই, তুমি হাসানকে ধরে সামনে এগোবে আমি ব্যাক-আপ দেবো।"

"কায়সার," মারুফ কিছু বলার আগেই কায়সার ওকে এক টান দিয়ে উঠিয়ে দিলো।

"ভাই, কোনো কথা না। তোমরা এগোও আমি ব্যাক-আপ দিচ্ছি," কায়সারের কথাগুলো শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই ভেসে এলো গুলির শব্দ। মারুফ দেরি না করে উঠে দাঁড়ালো। একহাতে শক্ত করে ধরে আছে হাসানকে।

"জলদি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনোই..." কায়সার কথা শেষ করার আগেই একনাগাড়ে সমানে গুলি হতে লাগলো। মারুফ হাসানকে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়লো আর কায়সার ডাইভ দিয়ে ওদের উপর দিয়ে অপরপার্শে গড়িয়ে পড়ে গেলো। মাটিতে ল্যান্ডে করা মাত্রই ওর হাতে বেরিয়ে এলো পিস্তলটা। একটানা গুলি করে আবারো মাটিতে শুয়ে পড়লো। পকেট হাতড়ে গুলি বের করে গরম হয়ে ওঠা পিস্তলটাতে ভরতে লাগলো। মারুফকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলো, "পালাও।"

কায়সারের গুলির তোড়ে ওপাশ থেকে আসতে থাকা লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতেই মারুফ এক ঝটকায় হাসানকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বালির ওপর দিয়ে ওকে টানতে টানতে জাহাজঘাটার দিকে এগোতে লাগলো। ও যথেষ্টই জোরে এগোনোর চেষ্টা করছে কিন্তু হাসানের মচকানো পায়ের কারণে বেশি দ্রুত এগোতে পারছে না। তাও টানতে টানতে এগোচ্ছে। ওর একহাত শক্ত করে হাসানের শার্টের কলার পেছন থেকে ধরা, অন্যহাতে খোলা পিস্তল। এগোতে এগোতে ও পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করলো কায়সার কী করছে হঠাৎ হাসানের কলারটা ওর হাতে চলে এলো। শার্টের বোতাম খুলে হাসান দৌড় দিয়েছে।

BanglaBook.org

ওরা সামনে এগোতেই কায়সার পিস্তলে গুলি ভরে উঠে দাঁড়ালো। পেছন থেকে আসতে থাকা লোকগুলো গুদাম ঘরের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে। ওদিকে পিস্তল তাক করে মারুফদের দিকে এগোতে লাগলো। কিন্তু পেছন থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে না দেখে ও পিস্তলটা নিচু করে ধরে ঘুরেই দৌড় দিলো ওদের দিকে। কায়সার দৌড় দিতেই লোকগুলো আবারো ওদেরকে ধাওয়া করতে করতে বাইরে বেরিয়ে এলো। আশেপাশের সবাইকে সামনে এগোতে বলে সিগারেট নিজের হাতের পিস্তলটা সোজা তাক করলো দৌড়াতে থাকা কায়সারের দিকে। মনোযোগ দিয়ে নিশানা করে সে গুলি করলো ওকে। গুলিটা পিস্তল থেকে বেরিয়ে যেতেই তার বত্রিশটা দাঁত বেরিয়ে এলো। লেগেছে গুলিটা। কারণ দৌড়াতে থাকা লোকটা পড়ে গেছে।

হঠাৎ হাসানের শার্টটা খুলে হাতে চলে আসাতে একটু চমকে গেলো মারুফ। এইরকম কিছু সে আশা করেনি। ওর চমকে ওঠাতে হাসান বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো। হাসান পালিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে একটা চিৎকার করে উঠলো ও। এক মুহূর্তের জন্যে পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো কায়সার ওর দিকে দৌড়ে আসছে। ও হাসানের দিকে এগোতে যাবে হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারের করে মাটিতে পড়ে গেলো কায়সার। মারুফ দেখলো কায়সার একটা হাত চেপে ধরে আছে। এই সময়টাতেই ও দ্বিধান্বিত হয়ে গেলো। একদিকে হাসান পালিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে গুলি খেয়ে কায়সার পড়ে গেছে মাটিতে। সেইসাথে চোখের কোণে দেখতে পেলো একদল লোক দৌড়ে আসছে ওদের দিকে এবং কায়সারকে গুলি করেছে যে লোকটা সে আবারো ওর দিকে পিস্তল তুলছে। মারুফ হাসানের কথা ভুলে লাফ দিলো কায়সাররে দিকে। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ে কায়সারকে একটানে সরিয়ে দিতেই একটা গুলি এসে বিঁধলো ঠিক ওদের পাশে। সাথে সাথে মারুফ বুঝে গেলো কী করতে হবে। এতো লোকের সাথে ওরা গোলাগুলি করে সুবিধা করে উঠতে পারবে না।। কাজেই...ও পকেট হাতড়ে ওর এবং কায়সারের সাউন্ড গ্রেনেড দুটো বের করে আনলো। পিন খুলে দুটোকে একই সাথে ছুঁড়ে দিলো দুই দিকে। শরীর দিয়ে কায়সারের মাথাটা আড়াল করে দুইহাতে নিজের দুই কান চেপে ধরে মাটিতে মুখ গুজে শুয়ে পড়লো।

সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজ এমনিতেই হয় তীব্র এবং প্রকট। একসাথে দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়াতে মনে হলো চারপাশের পৃথিবীটা যেনো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে। দুই হাতে কান চেপে রাখার পরেও তীব্র শব্দের কারণে মারুফের চোখে পানি চলে এলো, মনে হলো কানের ভেতরে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটা মানুষ প্রায় সাথে সাথেই পড়ে গেছে মাটিতে। বেশিরভাগেরই কানের পর্দা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। সবাই শকওয়েভ কাটিয়ে ওঠার আগেই মারুফ

BanglaBook.org

হ্যাঁচকা টানে কায়সারকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হাসান কিছু দূরেই মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করছে। মারুফ এবার সোজা ঘাড়ে ধরে ওকে মাটি থেকে টেনে তুললো। পিস্তলটা পকেটে পুরে এক হাতে হাসানের ঘাড় মুচড়ে ধরে অপর হাতে ধরলো কায়সারকে, সেইসাথে এগোতে লাগলো জাহাজঘাটার দিকে। প্রায় চলে এসেছে হঠাৎ তীব্র গুলির শব্দ এবং হাসানের পা আলগা হয়ে গেলো মাটি থেকে। ওর ঘাড় ধরে থাকাতে মারুফ ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললো এবং ওর সাথে সাথে কায়সারও। তিনজনে মিলে গড়াগড়ি খেতে লাগলো মাটিতে।

মারুফ ওদেরকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কায়সারকে যে লোকটা গুলি করেছিলো সেই লোক। অনেক দূর থেকে গুলি করছে। মারুফ ওর দিকে পিস্তল তুলে গুলি করতে লাগলো। লোকটা দাঁত কেলিয়ে হাসছে, মারুফের পিস্তলের জন্যে রেঞ্জটা অনেক বেশি। লোকটা আবারো পিস্তল তুললো। মারুফ মাটিতে শুয়ে পড়লো সাথে সাথে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলো গুলি। ওরা উঠে দাঁড়াতে পারবে না কারণ লোকটার কাছে অনেক হাই রেঞ্জের অস্ত্র, আবার ওদের গুলি ওর কাছ পর্যন্ত পৌছাবে না। ভালো বিপদেই পড়েছে। মারুফ হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলো একটা ড্রামের আড়ালো। ড্রামটা থেকে তেল চুইয়ে পড়ছে। একটু হাতে নিয়ে গন্ধ শুকে দেখলো, পেট্রোল। এক সারিতে অনেকগুলো ড্রাম সাজিয়ে রাখা। নিশ্চই ট্রলারগুলোর জন্যে জ্বলানি রাখা হয় এখানে। মারুফ কায়সারের দিকে ফিরে বললো, "কায়সার, তোর কি আঘাত বেশি? একটা কাজ করতে পারবি?"

"না ভাই, শুধু হাতে লেগেছে। পারবো, বলো।"

"শোন, তুই হাসানকে নিয়ে ওই লঞ্চটায় উঠে পড়, আমি কভার করছি। রেডি ওয়ান, টু, থ্রি," বলেই ও কায়সারদেরকে স্পেস দেয়ার জন্যে পকেটে থাকা স্মোক গ্রেনেডটা ফাটিয়ে দিলো। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতেই কায়সার একহাতে অর্ধমৃত হাসানকে ধরে উঠে দাঁড়ালো। ওরা ট্রলারটার দিকে এগোচ্ছে মারুফ নিজের টি-শার্টের অনেকখানি একটানে ছিড়ে মাটিতে পড়ে থাকা পেট্রোলে চুবালো। ওটাকে একটা ড্রামের হিঞ্জের সাথে আটকে দিয়ে ড্রামটাকে গড়িয়ে দিলো অন্য ড্রামগুলোর দিকে। ড্রামটা গড়িয়ে যাচ্ছে ও টি-শার্টের সলতেটাতে গুলি করেই দৌড় দিলো কায়সাররা যে ট্রলারে উঠেছে সেটার দিকে। কিন্তু দৌড় দেয়ার পরেও খুব বেশি লাভ হলো না।

ও গুলি করতেই আগুন ধরে গেলো সলতেটাতে। ওটা পেট্রোল ভর্তি ড্রামটাকে একটা মলোটোভ ককটেলের মতো বানিয়ে ফেললো। ছোট্ট কাঁচের বোতলে পেট্রোল ভরে বার্স্ট করলেই বোমার মতো বিস্ফারিত হয়। একটা ড্রাম ভর্তি পেট্রোল। এটা বিস্ফোরিত হলো কয়েকটা গ্রেনেডের শক্তি নিয়ে। বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথে অন্য

BanglaBook.org

ড্রামগুলোও বিস্ফোরিত হতে লাগলো একের পর এক। দৌড় দেয়ার পরেও বিস্ফোরণের তীব্র ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পানিতে পড়লো ও। পানিতে পড়েই ডুবে গেলো অনেকখানি। পচা পানি খেয়ে বেশ কয়েক সেকেন্ড হাবুডুব খেয়ে উঠে এলো পানির ওপরে। যা দেখতে পেলো, সে নিজে কল্পনাও করেনি।

ওর উদ্দেশ্য ছিলো পেট্রোলের ড্রাম দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে ওদেকে অনুসরণ করতে থাকা লোকগুলো আর ওদের মাঝে বাধার সৃষ্টি হবে। লোকগুলো ওদেরকে আর অনুসরণ করতে পারবো না, এই সুযোগে ওরা পালাবে। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে পুরো ডক-ইয়ার্ডের একটা অংশই উড়ে যাবে, এটা ও বুঝতে পারেনি। চোখের সামনে ও দেখতে পেলো ডকইয়ার্ডের একটা অংশসহ অনেকগুলো ট্রলার দাউদাউ করে জ্বলছে। একটা ট্রলার ইতিমধ্যেই অর্ধেক ডুবে গেছে পানিতে।

খানিকটা সাঁতড়ে এসে কায়সাররা যে ট্রলারে আছে সেটাতে উঠলো ও। হাসানকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে আছে কায়সার।

"কী অবস্থা? বেঁচে আছে? তোর হাতের কী অবস্থা?" কায়সারের টি-শার্টের একটা হাতা রক্তে ভিজে আছে।

"নাহ, আমি ঠিক আছি, হালকা লেগেছে। গুলিটা স্রেফ ছুঁয়ে গেছে। ধাক্কার চোটে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর অবস্থা খারাপ। তিনটা গুলি লেগেছে, পা মচকে গেছে। বেশিক্ষণ বাঁচবে বলে মনে হয়না।"

"আমি ওর সাথে কথা বলছি, তুই বাতেনকে ফোন করে জলদি কাছাকাছি কোথাও চলে আসতে বল। এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়তে হবে।"

মারুফ হাসানের ওপর ঝুঁকে এলো। "হাসান, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?"

কোনো কথা না বলে হাসান স্রেফ মাথা ঝাঁকালো।

"আমাদের গাড়ি রেডি আছে। আমরা তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবো।"

মারুফের কথা শুনে এই অবস্থাতেও হাসান হেসে উঠলো। খুবই ক্ষীণ স্বরে কথা বলে উঠলো, "আমি জানি, লাভ নেই," বলেই সে কাশতে লাগলো। "সবাই সবাই, আমার সাথে বেঈমানি করেছে। "

"হাসান, জাকির আদনানের খুনিকে তুমি দেখেছো? কে খুন করেছে তাকে?"

হাসান কিছু না বলে চুপ হয়ে গেলো, আবারো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

মারুফ চিৎকার করে উঠলো,"হাসান হাসান।" জোরে ঝাঁকি দিতেই হাসান একটু নড়ে উঠলো। ওর একটা হাত উঠে এলো ওপরের দিকে মারুফ হাতটা ধরার চেষ্টা করতে ওটা ছাড়িয়ে নিলো হাসান। হাতটা ঢুকে গেলো তার স্যান্ডো গেঞ্জির ভেতরে। ওর গলা থেকে একটা চেইন ঝুলে আছে, ওটার শেষ প্রান্ত গেঞ্জির ভেতরে। ওখান থেকে মুঠো করে এক টান দিয়ে চেইনটা খুলে আনলো ও। মারুফ মুঠোটা

BanglaBook.org

খুলে ধরতেই দেখতে পেলো চেইনের মাথায় একটা চাবি।

চাবিটা মারুফের হাতে দিয়ে হাসান মৃদু স্বরে বললো, "এটা এটা দিয়ে...বাঁচতে পারবে।"

মারুফ চাবিটা নিয়ে হাসানের মুখের ওপরে ঝুঁকে এলো। "জাকিরকে কে খুন করেছে?"

হাসান আবারো হেসে উঠলো। তার মুখের কশ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। "হাসান, কে খুন করেছে?"

বিড় বিড় করে বললো, "সবচেয়ে সবচেয়ে কা...।" হাসানের হাতটা উঠে একটু ওপরে, একটা আঙুল ইশারা করলো ট্রলারের দেয়ালের দিকে। মারুফ ঘুরে গেলো ওদিকে। দেয়ালে একটা আয়না ঝোলানো, হাসানের আঙুল ওটার দিকে তাক করা। হাসানের হাতটা ঝট করে নিচে নেমে গেলো। মাথাটা কাত হয়ে গেলো একদিকে। মারা গেছে হাসান পথিক।

মারুফ মৃত হাসানকে একবার দেখে আবারো ফিরে তাকালো আয়নাটার দিকে। ওখানে একজন মাত্র মানুষকে দেখা যাচ্ছে।

সে নিজে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৭

একুশ ঘন্টা ...

মারুফ শারীরিকভাবে এতোটা অসহায় কখনোই অনুভব করেনি। ওর ইচ্ছে করছে হাতের বাঁধনটা ছিড়ে সামনের মানুষটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, আর বাঁধন ছিড়তে না পারলে, যে চেয়ারটার সাথে হাত বাঁধা সেটাই ভেঙে ফেলে। কিন্তু সেটা তো দূরে থাক হাতের বাঁধনের একটা সূতোও আলগা করতে পারলো না। টানাটানিতে উল্টো সেটা আরো কেটে বসে গেলো হাতের ওপর। বাঁধন আলগা করতে না পেরে ও মুখ তুলে সামনে তাকালো।

সাদা মুখোশ পরা লোকটা লম্বা ছুরি হাতে একইভাবে এগিয়ে আসছে। একটু পর পর অদ্ভুত একটা শব্দ তুলে হেসে উঠছে। মুখোশের আড়ালে সেই হাসিও শোনাচ্ছে খুবই অদ্ভুত। লোকটা ওর একদম সামনে এসে থেমে গেলো, তার নিঃশ্বাস এসে লাগছে ওর মুখে। ঝট করে ছুরিটা উঠে এলো ওপরের দিকে। কিন্তু মারুফ অবাক হয়ে দেখলো সেটা ওর দিকে এগিয়ে আসার বদলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটার নিজের মুখের দিকেই। ছুরিটা থুতনির নিচে ঢুকে একটানে কেটে ফেললো মুখোশটা।

মানুষটার চেহারা দেখে মারুফের মনে হলো পেটের ভেতর থেকে সব উগড়ে বেরিয়ে আসবে। মুখোশের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জাকির আদনানের রক্তাক্ত মুখ উন্মাদের মতো হেসে উঠলো, "তুই আমাকে খুন করেছিস।"

জোরে জোরে দম নিতে নিতে মারুফ বিছানার ওপর উঠে বসলো। ঘামে ভিজে গেছে ওর ঘাড় আর বুক। বিছানার পাশে বেডসাইড টেবিলের ওপরে রাখা বোতল থেকে ঢক ঢক করে অনেকটা পানি খেয়ে জোরে জোরে দম নিলো কয়েকবার। বালিশের নিচে রাখা মোবাইলটা বেজেই চলেছে একটানা। ওটা হাতে নিয়ে দেখলো কায়সারের কল। রিসিভ না করে ওটাকে আবার বালিশের দিকেই ছুঁড়ে দিলো। বোতলটা হাতে নিয়ে আবারো পানি খেলো কয়েক ঢোক।

বোতলটা নেয়ার জন্যে ঘুরতেই খচ করে উঠলো তলপেটের কাছটায়। কখন ব্যাথা পেয়েছিলো টেরই পায়নি। কাল রাতে হাসান পথিক মারা যাবার একটু পরেই কায়সার ওকে টানতে টানতে ট্রলারটা থেকে নামিয়ে আনে। বাইরেই বাতেন অপেক্ষা করছিলো জিপ নিয়ে। মারুফ ঠিকমতো কিছুই বুঝতে পারছিলো না। কেমন যেনো ঘোরের ভেতরে ছিলো ও। কায়সারই ওকে নিয়ে সোজা চলে আসে ওর

BanglaBook.org

বাসায়। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তারপর বিদায় নেয়। মারুফ সারাটাক্ষণ হাতে ধরে ছিলো হাসানের দেয়া চাবিটা।

বেডসাইড টেবিলটার ওপরে রাখা চেইনসহ চাবিটা তুলে নিলো। একপলক তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে। কোন রহস্যের তালা খোলো যাবে এই চাবি দিয়ে। হাসান কী বোঝাতে চেয়েছে শেষ মুহূর্তে? অনেক অনেক প্রশ্ন কিন্তু সমাধান নেই কোনোটার। জিঞ্জিরার ঘটনার পর পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে গেছে। এখন কিভাবে কী করবে একমাত্র খোদা জানে! অন্যদিকে মিডিয়া আর প্রশাসন জিঞ্জিরার ঘটনার পর ওকে আরো চেপে ধরবে। ওর মোবাইলটা আবারো বাজতে লাগলো। মারুফ ওটা তুলে নিয়ে দেখলো কায়সার।

কলটা রিসিভ করলো ও, "হ্যা, কায়সার, বল।"

"আজব ব্যাপার, কই তুমি? কল ধরো না কেনো?"

"ঘুমাচ্ছিলাম, বল," মারুফ বোতল থেকে আবারো পানি খেতে লাগলো।

"গরম খবর আছে, রুনা মোস্তফার জ্ঞান ফিরেছে। সে বয়ান দেয়নি। শুধুমাত্র একজনের সাথেই কথা বলতে রাজি হয়েছে। কে জানো?"

মারুফ পানির বোতলটা নামিয়ে রাখতে রাখতে জবাব দিলো, "আমি।"

"ঠিক বলেছো, দশ মিনিটের ভেতরে তোমার বাসার নিচে আসছি। রেডি হয়ে যাও।"

"ঠিক আছে," বলে মারুফ একলাফে বিছানা থেকে নিচে নেমে এলো। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নিলো। চাবিসহ চেইনটা পকেটে ফেলে নেমে এলো নিচে। নিচে জিপের সামনে কায়সার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাম হাতের হাতা গোটানো, বাইসেপের ওখানে ব্যান্ডেজ।

কায়সারকে দাঁত কেলাতে দেখে মারুফের মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। জিপে উঠতে উঠতে ও জানতে চাইলো, "এতো দাঁত কেলানোর কী হলো!"

"হা হা," কায়সার জিপ ছেড়ে দিলো। "দেখে মনে হচ্ছে, কেউ তোমাকে ট্রেনের নিচে ফেলে দিয়েছিলো। হা-হা।"

"সেটা করলে তো ভালোই ছিলো। পরিস্থিতি তো এর চেয়েও খারাপ," মারুফ নিজের পিস্তলটা চেক করতে করতে জবাব দিলো। "তোর হাতের কী অবস্থা?"

কায়সার একরকম এক হাতেই গাড়ি চালাচ্ছে। আহত হাতটাকে খুব বেশি ব্যবহার করছে না। "নাহ, তেমন একটা খারাপ অবস্থা না। কাল রাতে ডাক্তার বলেছে গুলি আসলে লাগেনি স্রেফ ছুঁয়ে গেছে। ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। সেলাইও লাগেনি। কয়েকটা ঔষুধ দিয়েছে আর বলেছে হাতটা কয়েকদিন কম ব্যবহার করতে। এখন বলো তোমার কী অবস্থা?"

BanglaBook.org

"অবস্থা আর কী! ভেবেছিলাম জিঞ্জিরা থেকে গোটা পরিস্থিতির একটা সমাধান পাবো। উল্টো সব আরো লেজে গোবরে জড়িয়ে গেছে। এখন কোনদিকে এগোবো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কায়সার আবারো হাসতে লাগলো।

"আবার কী হলো হাসছিস কেনো?"

"মারুফ ভাই, তোমাকে যখন থেকে চিনি আজ অবধি কখনো এতোটা অসহায় দেখিনি। সবসময় তুমি ছিলে সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে উন্নাসিক এবং সবার সেরা। তোমাকে এইরকম অসহায় দেখে..."

"খুব মজা পাচ্ছিস না? হারামজাদা," মারুফ ওর মাথার পেছনে একটা চাটি মারলো। "আর আধাবেলা আছে। এরমধ্যে কে খুন করছে অন্তত মেজর কোনো ক্লু না পেলে বুঝবি। আমি যখন..."

"মারুফ ভাই," কায়সারের মুখ সাথে সাথে সিরিয়াস হয়ে গেছে। হাসি গায়েব। "আমি তোমাকে বলেছি না প্রয়োজনে খুনি পয়দা করবো তাও আমি তোমার কিছু হইতে দেবো না। এইসব কথা আর বলবা না।" ওরা হাসপাতালের পার্কিং লটে চলে এসেছে, কায়সার সারি সারি গাড়ির ফাঁকে পার্ক করলো জিপটা।

মারুফ একটা হাত রাখলো কায়সারের কাঁধে। "কায়সার, আমি মন থেকে তোকে একটা প্রশ্ন করবো। ভেতর থেকে উত্তর দিবি।"

কায়সার ওর চোখের দিকে তাকালো না, শুধু ওপর নিচ মাথা নাড়লো। "বলো।"

"অন্তত তিন তিনটা মেজর সোর্স জাকির আদনানের খুনি হিসেবে আমার দিকে নির্দেশ করছে। তোর কি মনে হয় কোনোভাবে ওইদিন রাতে আমি...মানে...কারণ তুই তো জানিস আমার ওই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমটা..."

কায়সার ওর দিকে ফিরে তাকালো। "মারুফ ভাই, আমি অন্তত দুবার মীরা আপাকে ফোন করে নিশ্চিত হয়েছি ওইদিন রাতে তুমি অন্য কোথাও বের হওনি। সারারাত ওখানেই ছিলে। তুমি জাকির আদনানকে খুন করোনি। গতকাল থেকে আমরা যা যা ক্লু পেয়েছি সেগুলো এক করে আজকের ভেতরে জাকির আদনানের খুনিকে ঠিকই বের করে ফেলবো। আমি আবারো প্রমিজ করছি, তুমি দেখো আমরা ঠিকই বের করে ফেলবো। এখন, শোনো। আমরা এখান থেকে রুনা মোস্তফার সাথে কথা বলতে যাবো। এই মহিলা বহুত বিপজ্জনক। খুব সাবধানে কথা বলতে হবে। ইনি অবশ্যই ভয়ঙ্কর কিছু জানে। যেভাবেই হোক সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। এখন চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা জিপ থেকে নেমে হাসপাতালের মূল ভবনের দিকে এগোলো। বাইরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখে সালাম দিলো ডিউটি

BanglaBook.org

অফিসার। মেইন গেইট দিয়ে ঢুকতে যাবে আরেকটু হলে আলীম পাটোয়ারীর সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো।

"আরে, আপনি...?" মারুফ কিছু বলতে যাবার আগেই পাটোয়ারী ওর একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো একটা নির্জন কোনে। "আরে, করছেন কি? ছাড়ুন," পাটোয়ারীর শক্ত হাতের টানে মারুফ ব্যাথা পেয়ে গেছে। "হলো কী আপনার? এরকম মেয়ে মানুষের মতো করছেন কেনো?"

"ধূর মিয়া, তুমি কথা বেশি কও। যা বলি মন দিয়ে শোনো। বেশি কথা কইয়ো না। এইটা ধরো," বলে পাটোয়ারী আশেপাশে তাকালো একবার। "শুনো মিয়ারা কাইল রাইতে যা করছো। পুরা জিঞ্জিরা তো ধসায়া দিছো। তুমগোরে সাহাইয্য করাও এক বিপদ। গেছিলা তো একজনরে ধইরা আনতে, পুরা এলাকা ধ্বংস করতে তো আর যাওনাইক্কা।"

"কেনো, কী হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে নাকি? আমরা কোনো প্রমাণ রেখে আসিনি..." কায়সার কিছু বলার আগেই আবারো পাটোয়ারী ধমকে উঠলো। "সবাইরে কি বাচ্চা পাইছো নি? বস আইজ সকালে আমারে ডাইক্কা পুরা জেরা। আমি তো পুরা খামোশ। খালি কইছি আমি কিছুই জানি না। এরপরে আমারে কইছে তোমাগে আর কুনো হেল্প না করতে।"

কায়সার হেসে ফেললো। "আপনি এখন কী করবেন?"

"এইটা ধরো," বলে সে একটা ফাইল এগিয়ে দিলো। "এইডাতে রুনা মোস্তফারে কী কী জিগাইবা সবতে পয়েন্ট কইরা লিইখ্যা দিছি। আর শুনো তুমাগো কাইল রাইতের সব জিনিস নষ্ট কইরা দেওয়া হইছে," কায়সারের দিকে ফিরে সে শেষ কথাটা বললো।

"শোনেন আলীমভাই, বাতেনকে বলবেন মুখ বন্ধ রাখতে এবং পারলে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে নিতে।"

"তুমার মিয়া বুদ্ধি! ও কাইল থাইক্কাই ছুটিতে আছে।"

"আচ্ছা, আমি কাল যে কিছু কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে বলেছিলাম সেটার কী হলো?" কায়সার জানতে চাইলো।

"রুনা মোস্তফারটা আছে এইহানেই। অন্যগুলাও পাইয়া যাবা কিছুক্ষণের ভিতরে। আমি অহন যাই," বলে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে রওনা দিলো করিডোর ধরে। ওরাও এগোতে যাবে পাটোয়ারী আবারো পেছন থেকে ডেকে উঠলো, "মারুফ, বেস্ট অফ লাক মাই বয়, লাকটাই এখন তোমার সবচেয়ে বেশি দরকার," হঠাৎ হঠাৎ পাটোয়ারীর ভেতরের দূর্দান্ত স্মার্ট লোকটা বেরিয়ে আসে। মারুফ মৃদু হেসে মাথা নাড়লো।

BanglaBook.org

ওরা এগোতে এগোতে মারুফ জানতে চাইলো, "এই হাসপাতালেই তো ড. মণিকা এবং হাবিব আদনানকে রাখা হয়েছে তাইনা?"

"হ্যা, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি," বলে ও কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলো। মারুফ সাধারণ মানুষের অপেক্ষা করার জন্যে সারি পেতে রাখা চেয়ারে বসে পড়লো। সামনেই একটা টিভিতে খবর হচ্ছে। খবরে বড় করে কাল রাতের ঘটনা দেখাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো ও। রিপোর্টার বলছে, একদল দুষ্কৃতিকারী পরিকল্পিতভাবে নাকি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। পুলিশ এটাকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অর্ন্তকোন্দল হিসেবে সন্দেহ করছে। মারুফ মনে মনে হাসলো। ব্যাপারটা যেদিকে মোড় নিয়েছে সেটা একেবারে খারাপ না। ও খবর দেখতে দেখতেই কায়সার ফিরে এলো।

"তিনজনেই এই হাসপালাতে আছে। তদন্তের সুবিধা এবং তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরকে এখানে আনা হয়েছে। ড. মণিকা এবং রুনা মোস্তফার জ্ঞান ফিরেছে। হাবিব আদনানের অবস্থা এখনো খারাপ। ড. মণিকাকে টেস্টের জন্যে রুম থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা প্রথমে রুনা মোস্তফার সাথে কথা বলবো।"

"তাকে শুরুতেই চমকে দিতে হবে, দেখি," বলে মারুফ টান দিয়ে ফাইলটা নিয়ে নিলো। কথা বলতে বলতে ওরা রুনা মোস্তফার কেবিনের সামনে চলে এসেছে। কেবিনের সামনে টুলে একজন পুলিশ কন্সটেবল বসে আছে। "বেটি কথা বলবে না আবার! ওর বাপসহ বলবে," বলে মারুফ এক ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে কেবিনের ভেতরে ঢুকে গেলো। কায়সার পিছু নিলো ওর।

বেশ বড় একটা কেবিন এবং ভেতরে অনেক জায়গা। পুলিশি বন্দোবস্ত হলেও সেলিব্রেটিদের জন্যে সেলিব্রেটি আয়োজন। রুনা মোস্তফা হাসপাতালের গাউন পরে শুয়ে আছে বেডে। তাকে বেশ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। একজন নার্স তাকে মুখে তুলে কিছু একটা খাইয়ে দিচ্ছিলো মারুফরা হঠাৎ করে ভেতরে ঢুকে যেতেই থেমে গেলো সে।

মারুফ কেবিনের ভেতরে কয়েক পা ঢুকে একবার চোখ বুলালো চারপাশে। পুরো রুম ঘুরে ওর দৃষ্টি এসে স্থির হলো নার্সের ওপরে। নার্সের দিকে একটা আঙুল তুলে বললো, "আমি সিনিয়র এএসপি মনিরুল আলম মারুফ। আপনি এখন আসুন। উনার সাথে আমাদের কথা আছে," ও রুনা মোস্তফার দিকে দেখালো।

"আমি উনাকে..."

মারুফ তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে ধমকে উঠলো, "আউট।"

নার্স প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়েও মারুফের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ

BanglaBook.org

বেরিয়ে গেলো। নার্স বেরিয়ে যেতেই ও কায়সারের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো, "অফিসার দরজাটা বন্ধ করে দিন। কেউ যেনো ডিসটার্ব না করে," বলে ও পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে সেটাকে ঘুরিয়ে বসে গেলো রুনা মোস্তফার বেডের একদম সামনে।

রুনা মোস্তফা শোয়া থেকে উঠে বসে খুব গরম দেখিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই মারুফ কথা বলে উঠলো, "আপনি কিছু বলার আগে একটা কথা শুনে নিন। হাসান পথিক মুখ খুলেছে। কাজেই আপনি খুব সাবধান।"

মুহূর্তেই মহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সেখানে ভর করলো আতঙ্ক। মহিলা একদম সাদা মুখে একবার মারুফকে দেখলো আরেকবার কায়সারকে। মারুফ তার অভিব্যক্তি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। অসাধারণ বুদ্ধিমতি এবং চালু মহিলা। মারুফের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে ঘাবড়ে গেলেও পলকে সেটা সামলে নিলো। তার ফ্যাকাশে মুখে দ্রুতই রঙ ফিরে এলো এবং যখন সে মুখ খুললো তার গলায়ও বেশ জোর।

"হাসান মারা গেছে তাইনা?...হয় মারা গেছে অথবা পালিয়ে গেছে। মনে হয় তোমরা তার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু বের করতে পারোনি?" বলে সে বেশ উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। মারুফ আর কায়সার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গি করলো। মহিলাকে ভড়কে দিতে এসে নিজেরাই ভড়কে গেছে।

মহিলা হাসি থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "ভাবছো কিভাবে আমি বুঝতে পারলোম? কমন-সেন্স। হাসান যদি সত্যিই মুখ খুলে থাকতো তাহলে আমি এখানে এতো আরামে শুয়ে থাকতে পারতাম না," বলে সে নিজের ডান হাত দেখালো। "অন্তত এখানে একটা হাতকড়া হলেও পরানো থাকতো।"

"আপনার টেনশনের কোনো কারণ নেই সে ব্যবস্থা করা যাবে। আপনার হাতে হাতকড়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। যদি না আপনি আমাদেরকে সহায়তা করেন। যদি না আপনি আমাদেরকে সব খুলে বলেন," কায়সারও একটা চেয়ার টেনে বেডের পাশে বসলো।

মহিলা আবারো খুবই কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো। "শোনো বাবুরা। তোমরা তো বাচ্চা ছেলে। আমাকে কাবু করতে হলে আরো বয়স্ক অভিজ্ঞ কাউকে পাঠাও। আমি তো ওর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম," বলে সে মারুফকে দেখালো। "ভেবেছিলাম ও বয়স্ক কোনো অফিসার হবে। এখন তো দেখি বাচ্চা ছেলে। এর সাথে কি..." মহিলার কথা শেষ হবার আগেই মারুফ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথিতে ওর চেয়ারটা সরিয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেলো। রুনা মোস্তফার লোহার খাটটা এক সাইড থেকে দুহাতে ধরে সর্বশক্তিতে টান মারলো সামনের দিকে।

BanglaBook.org

সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে উঠলো পুরো খাট কিন্তু ভারি খাটটা সহজে সরলো না। মহিলা উঠে বসতে গিয়ে আবারো শুয়ে পড়লো। মারুফ আবারো সর্ব শক্তিতে টান মারলো। এবার খাটটা আরেকটু নড়ে উঠলো।

কায়সার উঠে দাঁড়িয়েছে। "মারুফ ভাই..."

মারুফ আবারো টান মারলো এবার পাশে আটকানো হুক থেকে ছুটে খাটটা প্রায় একহাতের মতো সামনে ছিটকে চলে এলো। রুনা মোস্তফা আরেকটু হলে খাট থেকে পড়েই যাচ্ছিলো। খাটটা সামনে এগিয়ে আসতেই মারুফ ওটার ওপরে উঠে বসলো, তার মুখ রুনা মোস্তফার মুখ থেকে বড়জোর দুই ইঞ্চি দূরে। কায়সার ঠিক ওর পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। মারুফের অভিব্যক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেছে ও। যদি খারাপ কিছু করতে যায় আটকানোর চেষ্টা করবে।

"ওই চুতমারানি, শোন। তুই তো মিডিয়ার খানকি। তোর ওই মিডিয়ার খানকিগিরি আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবি। আমরা পুলিশ। আর আমি এখন জান বাঁচানোর চেষ্টা করছি। জান বাঁচানোর জন্যে আমি সব করতে পারি। কাজেই যদি জেলে ঢুকতে না চাস মুখ খোল," মারুফ সাপের মতো হিস হিস করতে করতে কথাগুলো বলতে লাগলো।

রুনা মোস্তফা যতোই শক্ত মানুষই হোক মারুফের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। একটু আগের ওই তাচ্ছিল্লো বিদায় নিয়েছে দৃষ্টি থেকে। সেখানে এখন ভয়। "আমি আমি কিছুই বলবো না..." মহিলা কথা শেষ করার আগেই মারুফ আবারো ধমকে উঠলো।

"চুপ, একদম চুপ, এইসব না আমি কাজের কথা শুনতে চাই।"

মহিলা চুপচাপ একবার ঢোক গিললো। "ঠিক আছে, আমি বলবো কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারবো না। তারপরও আমাকে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিতে হবে।"

"সেটার ব্যবস্থা করা যাবে," বলে কায়সার এগিয়ে এলো সামনে। "আমি এই কেসের তদন্তকারী অফিসার।"

মহিলা দুঃখের হাসি হাসলো। "এসবে কাজ হবে না। আমি জানি আমি যদি মুখ না খুলি তাহলে আমার জেল হবে। আর যদি আমি মুখ খুলি তাহলে সাথে সাথে আমাকে মেরে ফেলা হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই আমি মুখ খুলবো না।"

"এইমাত্র আপনি বললেন..." কায়সারের কথার জবাবে মহিলা মাথা নাড়লো। "লাভ নেই। আমি মুখ খুলবো না তবে কয়েকটা কথা বলার আছে। জাকির নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে এনেছিলো। ও দানবে পরিণত হয়ে গেছিলো। ওর মৃত্যু ছিলো সময়ের ব্যাপার মাত্র। অত্যন্ত শক্তিশালি একজন তাকে রক্ষা করছিলো বিশেষ একটা কারণে। আবার...যাই হোক। হাসান ও আমি, আমরা ছিলাম ঘুঁটি মাত্র। হাসানের দরকার ছিলো টাকা আর আমার দরকার ছিলো জাকিরের ওপর প্রতিশোধ। আমাদের

BanglaBook.org

দুজনকেই ব্যবহার করা হয়েছে। আমার আর কিছুই বলার নেই।"

"পুরো ব্যাপারটা কী নিয়ে? আর জাকিরকে মারলোই বা কে...?"

"আমি কিছুই বলবো না। কিছুই না।"

মারুফ খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কায়সার ওকে থামালো। মহিলা আর কথা বলবে না।

ওরা বেরিয়ে আসছিলো হঠাৎ মারুফ ঘুরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চেইনসহ চাবিটা বের করে রুনা মোস্তফাকে ডাক দিলো। "এই জিনিসটা আপনি চেনেন?"

সাথে সাথে মহিলার মুখ ঠিক শুরুর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "এটা এটা আপনি কোথায় পেলেন?"

"যেখানেই পাই এটা কিসের চাবি? এর সাথে জাকিরের খুনের সম্পর্ক কি?"

"অফিসার আমি জানি আপনি অনেক বিপদে আছেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করুন, এটা আপনার কাছে আছে কিছু লোক যদি সেটা জানতে পারে তাহলে আপনার জীবনের আর কোনো মূল্যই থাকবে না। এক্ষুণি এটা লুকিয়ে ফেলুন। ভুলেও কাউকে দেখাবেন না। ভুলেও না। আর হ্যা, শেষ একটা কথা বলি। জাকির আদনান কে? তার পরিচয় কি? এটা যদি বের করতে পারেন তাহলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন। আমি আর কিছুই বলবো। মরে গেলেও না।"

ওরা দুজনেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। মারুফ চাবিটা ইতিমধ্যেই পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে। "কী বুঝলি?" হাসপাতালের করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে মারুফ জানতে চাইলো।

"বুঝলাম আমরা যা ধারণা করেছিলাম ব্যাপারটা তারচেয়েও বড়। এই জাকিরকে নিয়া একটা কন্সপিরেসি চলছিলো আমরা এর মধ্যে ঢুকে গেছি। এখন এই কন্সপিরেসি রিভিল করতে পারলেই খুনেরও সুরাহা করা সম্ভব। তবে ভাই, আমি সিরিয়াস ভয় পাইছিলাম। তুমি যখন খাটটা টান দিলে। বাপরে বাপ! তোমার চেহারাটা হইছিলো দেখার মতো।"

মারুফ হেসে ফেললো। "ওভাবে ভয় না দেখালে অল্প যা কাজ হয়েছে সেটাও হতো না। আমি এখন ড. মণিকার সাথে দেখা করতে চাচ্ছি। তার সাথে কথা বলা দরকার।"

দুজনেই ড. মণিকার কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলো। কেবিনের বাইরে ঔষুধের ট্রে হাতে একজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ভেতরে ঢোকার কথা বলতেই সে জানালো ভেতরে একজন নার্স ড্রেসিং করছে। তার কাজ শেষ হলেই ওরা ভেতরে যেতে পারবে। কিছুক্ষণের ভেতরে দ্বিতীয় নার্স বেরিয়ে আসার পর ওরা কেবিনে ঢুকলো।

BanglaBook.org

কেবিন বেডে হাসপাতালের পোশাক পরে শুয়ে আছে ড. মণিকা। ওদেরকে দেখে উঠে বসলো। তাকে একদম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, মাথায় আর হাতে বিশাল ব্যান্ডেজ। মারুফের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো। মারুফ খেয়াল করলো মহিলার হাসি আগেই মতোই সুন্দর, এতোটুক মলিন হয়নি।

মারুফ হেসে এগিয়ে গেলো, "হ্যালো। এখন কেমন?"

"ভালো না, বিচ্ছিরি লাগছে। মনে হচ্ছে পরো শরীরের ভেতরে কেউ ধোঁয়া গুলিয়ে দিয়েছে," মণিকা আধশোয়া হয়ে বসেছে। কায়সারের দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

"ওহ্, পরিচয় করিয়ে দেই। ও কায়সার। আমার জুনিয়র, জাকির আদনান মার্ডার কেইসের তদন্তকারী অফিসার।"

মণিকা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। কায়সার একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো, "সরি আসলে আপনার সাথে যা ঘটে গেলো তাতে আমরাও একটু হলে দায়ি।"

"না না এসব প্রফেশনাল হ্যাজার্ড। আপনাদের তো কোনো দোষ নেই। বরং উল্টো আমি বাচ্চাদের মতো...আমার কারণেই পুরো ল্যাবটা নষ্ট হলো এবং সবকিছু..."

"হয়েছিলো কি?" মারুফ প্রশ্ন করলো।

"আপনি থাকাকালীন সময়ে এক ডেলভারি ম্যান এসেছিলো, আপনার মনে আছে? আপনি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই ওই লোকটা আবার আমার কাছে এসে একটা রাইটিং প্যাড এগিয়ে দিয়ে সাইন করতে বলে। আমি লোকটাকে ভালোভাবে খেয়াল না করে কাগজটা পড়তে শুরু করি হঠাৎ দেখি সব অন্ধকার হয়ে আসছে। এরপর আর খেয়াল নেই। মাথা আর হাতের আঘাত নাকি পরে লেগেছে। আগুন ধরে ল্যাবের জিনিসপত্র একে কে আমার ওপর পড়তে শুরু করে। আর শারীরিক অবস্থা বেশি খারাপ হয়েছে ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকে যাবার কারণে। "

"ওহ হো। আচ্ছা ড. মণিকা আমি ল্যাবে থাকা অবস্থাতেই আপনি জাকির আদনানের ডিএনএ দিয়ে একটা অ্যাডভান্স সার্চ দিয়েছিলেন। আপনি তখন বলছিলেন ওটা শেষ হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। ওটা কি আপনি কমপ্লিট করতে পেরেছিলেন?"

"হ্যা, ওই লোকটা যখন ঢোকে তখন ওটাই চেক করছিলাম আমি।"

মণিকার কথা শুনে দুজনেই নড়ে চড়ে বসলো। "ওখানে কী পেয়েছিলেন আপনি? জাকির আদনানের ডিএনএর সাথে কি আপনাদের ডাটাবেজে থাকা কারো ডিএনএন ম্যাচ করেছিলো?"

BanglaBook.org

এবার ড. মণিকা সিরিয়াস হয়ে উঠলো। "কেনো আপনারা সার্চ রেজাল্ট দেখতে পারেননি? আমি জ্ঞান হারাবার আগেই তো ওটা মনিটরে শো করছিলো।"

"নাহ ডক্টর, ল্যাবের কম্পিউটারের প্রায় তেমন কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। আপনি কী জানতে পেরেছিলেন? মানে জাকির আদনানের জন্ম পরিচয় বা কে তার বাবা এরকম কিছু?"

"হ্যা, জাকির আদনানের পিতার একেবারে টু দ্য পয়েন্ট ম্যাচ পেয়েছিলাম আমি। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম এই কারণে যে সার্চটা আমার এক্সপেক্টেড সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। একেবারে প্রথম সারির একজন সেলিব্রেটির সাথেই সেটা ম্যাচ করেছিলো।"

"কে সেটা? আপনি কি তাকে চেনেন বা তার ব্যাপারে বিশদ জানতে পেরেছিলেন? তার পরিচয় ইত্যাদি?" মারুফ চরম কৌতুহলের সাথে প্রশ্ন করলো।

"আনফরচুনেটলি আমি স্রেফ একপলক মনিটরে তার চেহারাটা দেখেছিলাম। আমি তার নাম, পরিচয় এবং তার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই পড়তে পারিনি এর আগেই আমার ওপর আক্রমণ হয়।"

"শিট," দুজনেই হতাশার নিঃশ্বাস ছাড়লো। গেলো ব্যাপারটা হাতছাড়া হয়ে। "ধূর..." কায়সার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো মণিকা হেসে ফেললো।

"কিন্তু আমি তাকে দেখাতে পারবো। "

দুজনেই চট করে মণিকার দিকে ফিরে তাকালো। মণিকা অত্যন্ত রহস্যের ভঙ্গি করে বললো, "কারণ এই মুহূর্তে তাকে আমি এই ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। "

"মানে কি?" কথাটা মহবুবের মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো।

ওর কথার জবাব না দিয়ে মণিকা সাউন্ড মিউট করে রাখা টিভির দিকে ইশারা করলো। ওখানে একটা খবরের চ্যানেলে সাংবাদিক একজন ব্যক্তির ইন্টারভিউ নিচ্ছে। "ওই, উনিই সেই ব্যক্তি যার সাথে জাকির আদনানের ডিএনএ ম্যাচ করেছিলো। উনিই জাকির আদনানের পিতা।"

মারুফ এবং কায়সার অবিশ্বাসের সাথে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো।

লোকটা আর কেউ না স্বয়ং হোম মিনিস্টার ফারুক আদনান।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

উনিশ ঘন্টা...

মারুফ ঝট করে মণিকার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, "ডক্টর, আপনি শিওর?"

"আপনি জানেন, উনি কে?" এবারের প্রশ্নটা কায়সারের।

"উনি কে, সেটা এখানে গরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার তথ্যটা শতভাগ সত্য এবং নির্ভরযোগ্য। এখানে কোনো ভুল হবার প্রশ্নই আসেনা। কারণ আমি নিজে দেখেছি।"

"কিন্তু কিন্তু..." কায়সার তোতলাতে তোতলাতে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো মারুফ ওকে থামিয়ে দিলো।

"কায়সার, উনার তথ্য ঠিকই আছে। একটু চিন্তা কর, যুক্তিতে সব মিলে যাবে। ড. মণিকা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। অনেক বড় একটা উপকার করলেন আপনি। সুস্থ হলে আপনাকে একটা ট্রিট দেবো আমি, যদি অতোদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকি। বাই।"

মণিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মারুফ একরকম টানতে টানতে কায়সারকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো।

"চাবিটা দে," বলে ও কায়সারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নিজে জিপের ড্রাইভিং সিটে উঠে জিপ ছেড়ে দিলো।

"মারুফভাই, আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?" কায়সার অস্বস্তির সাথে নড়ে চড়ে বসলো। ও এখনো বুঝতে পারছে না মারুফ অসলে কী করতে যাচ্ছে। "মারুফভাই?"

মারুফ কোনো জবাব না দিয়ে একমনে জিপ চালাতে লাগলো। কায়সার একবার অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে রইলো। মারুফ কতোক্ষণ উল্টোপাল্টা গাড়ি চালিয়ে রাস্তার একটা নির্জন জায়গায় এসে পার্ক করলো। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে ও। "কায়সার, তুই কি হিসেবটা বুঝতে পারছিস? এখন অনেক কিছুই পরিস্কার লাগছে আমার কাছে। "

"কোন হিসেব? কি পরিস্কার?" ও মারুফের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "মারুফ ভাই, কী পাগলামি শুরু করলে তুমি বলোতো। মন খুলে কথা না বললে তো কিছুই পরিস্কার হচ্ছে না আমার কাছে।"

মারুফ আবারো জিপ ছেড়ে দিলো। এবার অল্প স্পিডে চালাচ্ছে।

BanglaBook.org

"ড. মণিকা যখন বললো হোম মিনিস্টার ফারুক আদনানই জাকির আদনানের আসল পিতা, আমিও প্রথমে বিশাল ধাক্কা খেয়েছিলাম। কিন্তু একটু ভাবতেই অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে গেলো। এখন অনেক অঙ্কই মেলাতে পারছি। শুধুমাত্র একটা বাদে। হোম মিনিস্টার সত্যিই যদি তার প্রকৃত বাবা হয়ে থাকে...আচ্ছা বাদ দে। চল কোথাও গিয়ে লাঞ্চ করতে করতে পুরো ব্যাপারটা..."

"মারুফভাই!" হঠাৎ কায়সার চিৎকার করে জিপের হুইলটা ধরে টান মারলো। সাথে সাথে ঘুরে গেলো জিপের মাথাটা।

মারুফ জিপটাকে পার্কের পাশে নির্জন রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছিলো হঠাৎ রাস্তার অপর দিক থেকে বড় একটা মাইক্রো তীব্র বেগে এগিয়ে এসে জিপের মাথায় ধাক্কা মারতে যচ্ছিলো, মাহববু হুইল ধরে টান দেয়াতে সরাসরি জিপের মুখে আঘাত না করে একপাশে বাড়ি মারলো। ধাক্কাটা যতোটা জোরে হবার কথা ছিলো অতোটা না হলেও মাইক্রোর ধাক্কায় জিপটা অনেকখানি ছেঁচড়ে গিয়ে ফুটপাথের একপাশে বাড়ি খেয়ে থেমে গেলো।

মাথায় বাড়ি খেয়ে মারুফ প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে। আগে থেকে একটু হলেও সাবধান থাকার করণে কায়সারই আগে সামলে উঠলো। "মারুফভাই, ঠিক আছো?" ও মারুফের মাথাটা তুলে ধরলো। ওর কপালের একপাশে অনেকখানি কেটে গেছে। মারুফের মাথাটা তুলে ধরার প্রায় সাথে সাথেই ও দেখতে পেলো সাদা মাইক্রো থেকে অস্ত্র হাতে দুজন লোক বেরিয়ে এলো। একটু আগে যেভাবে চিৎকার করে উঠেছিলো ঠিক একইভাবে চিৎকার করে উঠলো, "মারুফ ভাই, সাবধান," বলেই মারুফের মাথাটা টান দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলো। সেইসাথে নিজের মাথাটাও গুঁজে দিলো নিচের দিকে। প্রচন্ড গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠলো জিপ। আবারো আবারো। সেইসাথে টাশ টাশ একের পর এক সিঙ্গেল শট। গুলির শব্দ থেমে যেতেই কায়সার লাথি দিয়ে ফুটপাতের দিকের দরজাটা খুলে ফেললো। ওর একটা হাত অনেকটাই অকেজো। অপরহাতে মারুফকে ধরে টেনে বের করে আনলো জিপ থেকে। লোকগুলো আবারো গুলি বর্ষণ শুরু করতে পারে। এক্ষুণি এখান থেকে সরে পড়তে হবে। মারুফের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওর কপালের ক্ষত থেকে সমানে রক্ত গড়িয়ে বের হচ্ছে। যেকোনো সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। ও হন্যের মতো আশেপাশে তাকালো। নির্জন রাস্তায় একটা লোকও নেই। থাকলেও লাভ হতোনা।

আপাত দৃষ্টিতে পার্কটাকেই ওর কাছে তুলনামূলক নিরাপদ আশ্রয় মনে হলো। মারুফকে এক হাতে টেনে ধরে অন্যহাতে পিস্তলটা নিয়ে সেদিকেই এগোতে লাগলো। দুই পা এগোতেই ঠিক ওদের পাশেই একটা শেলের মতো বিস্ফোরণ হলো। ও আর ধরে রাখতে পারলো না মারুফকে। দুজনেই খোলা ফুটপাতের ওপরে

BanglaBook.org

পড়ে গেলো। ওর পিস্তল ধরা হাতটা চাপা পড়ে গেলো মারুফের শরীরের নিচে। ও হাতটাকে প্রায় টেনে বের বের করে এনেছে তার আগেই অস্ত্রহাতে একজন লোক এসে ওর হাতের ওপরে লাথি মারলো। পিস্তলটা সড়ে যেতেই লোকটা ওকে আবারো লাথি মারলো পাজরের পাশে। তীব্র ব্যাথায় কুঁকড়ে গেলো ও। লোকটাকে চিনতে পারলো। কালা আনসারীর রাইট হ্যান্ড চুইংগাম।

"কি ভাবছিলি, হ্যা?" লোকটা ওর মাথার পাশে কাটা শটগানের নলটা ঠেকালো। "আমাগো বসের এতোবড় ক্ষতি কইরা তোরা পার পাইয়া যাবি?"

শটগানের নল দিয়ে লোকটা ওর মাথার পাশে খোঁচা দিলো। লোকটা ওকে আবারো মারার জন্যে শটগানের নল তুলছে আবাছাভাবে ও দেখতে পেলো চুইংগামের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা অপর লোকটার মাথা বিস্ফোরিত হলো তরমুজের মতো। ওর ওপরে ঝুঁকে থাকা চুইংগাম সাথে সাথে ডাইভ দিয়ে ওর ওপর থেকে লাফিয়ে সরে গেলো। জ্ঞান হারানোর আগে এটাই ছিলো ওর দেখা শেষ দৃশ্য।

* * *

মারুফের মনে হলো ও স্বপ্ন দেখছে। তবে স্বপ্নের ভেতরে যন্ত্রণাময় কী যেনো একটা আছে। ওর মনে হচ্ছে ও পড়ে যাচ্ছে আর কায়সার ওকে টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে ও মাথার পাশে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো কিন্তু চোখ খুললো না। জ্ঞান হারানোর আগে শেষবার কী ঘটেছিলো মনে করার চেষ্টা করলো। মনে পড়লো ওদের জিপে কারা যেনো আক্রমণ করেছিলো। মারুফ ওকে নিয়ে ফুটপাত ধরে আগানোর চেষ্টা করছিলো। এরপর কিছু মনে নেই। লোকগুলো কি ওদের বন্দি করেছে। এখন কি ওরা ওই লোকগুলোর হাতে বন্দি? ভেবে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। ও সাবধানে আস্তে ক'রে চোখ খুললো।

ওর মুখের একদম সামনে একজন মানুষের মুখ। একেবারে সামনে। ও ভড়কে উঠে একটু পিছিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু বালিশে মাথা ঠেকে যাওয়াতে পারলো না। ওকে চোখ মেলতে দেখে অন্য লোকটারও একই অবস্থা হলো। সে-ও চমকে উঠে অনেকখানি পিছিয়ে গেলো। "আরে, ব্বাপ, আরেকটু হলে তো আমাকে হার্ট ফেল করাতেন আপনি। দেখি দেখি," লোকটা ওর চোখের মণি পরীক্ষা করলো। "হ্যা, ঠিক আছে," বলে সে মারুফের ওপর থেকে সরে গেলো।

সে সরে যেতেই মারুফ দেখতে পেলো ও একটা বেডে শুয়ে আছে এবং এই বেডের দিকে মুখ করে পেতে রাখা একটা সোফায় বসে আছে হোম মিনিস্টার ফারুক আদনান এবং ঠিক তার পাশেই আরেকটা সিঙ্গেল সোফায় বিদ্ধস্ত চেহারায় বসে চা

BanglaBook.org

খাচ্ছে কায়সার। ও চট করে উঠে বসার চেষ্টা করতেই মাথার পাশে যন্ত্রণাটা আবারো খচ করে উঠলো। হাত বুলাতে গিয়ে দেখলো মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।

"ব্যাথা হচ্ছে খুব, তাইনা? এটা খেয়ে নিন," বলে ওর ওপর ঝুঁকে থাকা লোকটা একটা বড়ি আর এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলো। মারুফ বিনা দ্বিধায় বড়িটা খেয়ে নিলো।

"ব্যাস, আমার কাজ আপাতত শেষ," বলে লোকটা হোম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো।

"তুমি এখন যাও, ওয়াসিফ। দরকার পড়লে আবার ডাকা হবে তোমাকে," বলে হোম মিনিস্টার তার সামনে রাখা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে একবার চুমুক দিলো। "আর শোনো বাইরে সাদেক আছে ওকে একটু পাঠিয়ে দিও। "

লোকটা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই সাদেক ঢুকলো ভেতরে। প্রায় দরজার সমান লম্বা লোকটা ভেতরে ঢুকে একবার ওকে আর কায়সারকে দেখলো। তারপর মন্ত্রি সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো একান্ত বাধ্যগত হয়ে।

"সাদেক আমি ওদের সাথে কথা বলবো, কেউ যেন বিরক্ত না করে। আর তুমি দরজার বাইরেই থেকো আমি প্রয়োজন হলেই ডাক দিবো," বলে সে আবারো চায়ের কাপে চুমুক দিলো। সাদেক নামের লোকটা বাধ্যগতভাবে মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে আরেকবার ওদের দুজনকে এক পলক দেখে নিলো। ভাবটা এমন যেনো সে চাচ্ছে ওরা কিছু করুক, আর সে যেনো ওদের ঘাড়টা ভাঙার সুযাগ পায়।

"আমরা কি এখানে বন্দি?" মারুফ উঠে বসতে বসতে প্রশ্ন করলো।

"তুমি কি চা খাবে?" ফারুকসাহেব ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলো। "চা খাও, ভালো লাগবে," বলে সে টি-পট থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিলো। ফারুকসাহেব কাপটা ওর দিকে ধরে আছে মারুফ একবার ভাবলো নিবে না তারপর কী মনে করে নিয়ে নিলো।

"তুমি কি হাতে কোনো হাত-কড়া দেখতে পাচ্ছে? পাচ্ছো না, কাজেই তোমরা বন্দি নও। শোনো তোমাদের মনে কিছু প্রশ্ন আছে। আমি সেগুলোর উত্তর জানি। আমার কিছু ব্যাপার জানা দরকার সেগুলোর উত্তর তোমরা বের করতে পারবে। কাজেই আমরা পরস্পরকে হেল্প করবো," ফারুকসাহেব মারুফের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললো।

"একটু আগে আপনার লোকেরা আমাদের ওপর হামলা চালালো কেন? আমরা মারাও যেতে পারতাম।"

"মারুফ, তোমার মতো ছেলের কাছ থেকে এরকম বোকার মতো প্রশ্ন আমি

BanglaBook.org

আশা করি না। আমাকে দোষ না দিয়ে বরং তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার লোকদের ওপর। সাদেক যদি সময়মতো না পৌছাতো আনসারীর লোকেরা এতোক্ষণে তোমাদের দুজনারই লাশ ফেলো দিতো।"

মারুফ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে কায়সারের দিকে তাকালো। কায়সার আলতো ক'রে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

"বিশ্বাস হলো?" মন্ত্রির কথার জবাবে মারুফ কিছুই বললো না। চুপচাপ চুমুক দিলো চায়ের কাপে। একটু পরে নিজেই কথা বলে উঠলো। "আপনি একটু আগে বলেছিলেন আমরা কিছু ব্যাপার শেয়ার করবো। তারচেয়ে বরং আমি বলি আপনি শুনুন। আমি যা বুঝতে পেরেছি সেটা ডিটেইল বলে যাবো। আপনি আমাকে শুধরে দিবেন। তবে হ্যা, আগেই বলে নেই অনেক জায়গা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। সেগুলো আমি বোঝার চেষ্টা করবো। "

ফারুক আদনান কিছু না বলে শুধু একটু মাথা নাড়লো। সে আরেক কাপ চা ঢেলে নিলো টি-পট থেকে।

"জাকির আপনার ছেলে," মন্ত্রি সাহেবের একেবারে চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো ও। বলা হয়ে থাকে রাজনীতিবিদরা সবচেয়ে ভালো অভিনেতা হয়ে থাকে। ফারুক আদনানও এর ব্যতিক্রম নয়। মারুফ দেখলো এক মুহূর্তের জন্যে শুধু ফারুক আদনানের একটা চোখের মণি ছোট হলো, পরমুহূর্তেই ঠিক হয়ে গেলো সেটা।

"হ্যা, জাকির আমার ছেলে কিন্তু এটা ও জানতো না, কোনোদিনই জানতে পারেনি। এটা না জেনেই ও মারা গেলো," ফারুক আদনানের চোখ একটু আদ্র। "হয়তো এটা না জানানোই আমার ভুল ছিলো। হয়তো এটা জানলে ও এতোটা..."

"আমার ধারণা আপনার অল্প বয়সের একটা প্রেম ছিলো, হয়তোবা আপনি তাকে গোপনে বিয়েও করেছিলেন। সে যখন কনসিভ করে তখন আপনি জেলে। আপনার বড় ভাই সব ব্যবস্থা করেন কিন্তু সন্তান জন্ম দেয়ার সময়ে সম্ভবত মা মারা যায়। আপনার বড় ভাই সেই সন্তান নিয়ে আসেন এবং সবার মাঝে নিজের সন্তান পরিচয়ে বড় করে তোলেন। এরপর আপনি আর কখনোই সংসারী হন নি। ঠিক?"

ফারুক আদনান অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

"জাকির আদনান আপনার বড় ভাইয়ের পরিচয়েই বড় হতে থাকে। সে যে আপনার সন্তান এটা আপনার ভাই ভাবি আর আপনি ছাড়া আর কেউ জানতো না..."
"না হাবিব জানতো, অন্তত অনুমান করতে পারতো। কিন্তু ও কোনোদিনই বলেনি। এমনকি জাকিরের চরম অত্যাচার সহ্য করেও সে কখনো কিছুই বলেনি। কিন্তু কেন জানি কাল...? যাই হোক তোমার কথা ঠিক আছে বলে যাও।"

BanglaBook.org

"জাকির আপনার বড় ভাইয়ের সন্তান হিসেবে বড় হতে থাকে এবং দিনকে দিন সে অধিকতর উশৃঙ্খল হতে থাকে। তার উশৃঙ্খলতার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে এবং তাকে আরো বেশি রশদ জোগায় তার 'চাচা'র রাজনৈতিক ক্ষমতা। এরপর সে এমনসব কান্ড করে বসে যা আপনিও সামলাতে পারেন নি। তাকে বিদেশ পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর সে দেশে ফিরে আসে এবং ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদি শুরু করে। তার বড় ভাইয়ের সাথে ঝামলো করে। বিয়ে করে ইত্যাদি ইত্যাদি...এরপর কোন কারণে আপনি তার ওপর প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হোন। কারণটা কি তা আমরা এখনো বুঝতে পারিনি।"

"সেটা আমি তোমাদের জানাবো। সেইজন্যেই তোমাদেরকে এখানে এনেছি," মারুফের কথা মাঝখানে বলে উঠলো। "বলে যাও।"

"আপনি জাকিরের ওপর ক্ষিপ্ত হোন ঠিকই কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দেননি। বরং তাকে আরো সাপোর্ট দিয়ে যান। এক পর্যায়ে আপনি, আমার মনে হয় কোণঠাসা হয়ে উপায় খুঁজতে থাকেন এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। একই সময়ে কালা আনসারীকে নিয়েও খুব উত্তেজনা চলছিলো। তখন আপনি কালা আনসারীর সাথে একটা চুক্তিতে আসেন। সে আপনাকে সাহায্য করতে চায়। আপনি তার ভাতিজা হাসান পথিককে নিয়োগ দেন। এই ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করে জাকিরের এক্স ওয়াইফ রুনা মোস্তফা। সে বিভিন্নভাবে হাসান পথিককে মিডিয়াতে ঢুকতে এবং জাকিরের কাছাকাছি পৌছানোর ব্যবস্থা করে দেয়। যেদিন জাকির খুন হয়। সেদিন বিকেল দিকে কোনোভাবে এইটা বা এই সংক্রান্ত কিছু একটা জাকির টের পেয়ে যায় এবং সে প্যান প্যাসিফিকের লবিতে হাসানের সাথে গন্ডগোল করে। ওইদিন রাতেই হাসান জাকিরের বাড়িতে যায়। কেন আমি এখনো জানিনা এবং সে-ই একমাত্র লোক যে জাকিরকে খুন হতে দেখে। আমার মনে হয় সে খুন করেনি। জাকিরকে খুন হতে দেখে সে ঘাবড়ে যায় এবং কী থেকে কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে রুনা মোস্তফাকে জিম্মি করে ফেলে এবং বোকার মতো ব্যাঙ্কের ঘটনাটা ঘটায়। এরপর থেকে তো সব জানা। আমরা হাসানের ট্রেস পেয়ে ওকে অনুসরণ করি ইত্যাদি ইত্যাদি," বলে মারুফ একটু বিরতি দিলো। "আমি খানিকটা ফ্যাক্ট, খানিকটা যুক্তিযুক্ত অনুমান মিলিয়ে বললাম। কতোটুক সঠিক আমি জানি না," বলে মারুফ একটু থেমে আবারো বললো, "তবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে?"

"বলো।"

"প্রথম প্রশ্ন, আপনি দেশের হোম মিনিস্টার, চাইলেই জাকিরকে সোজা করা আপনার জন্যে কোনো বিষয়ই ছিলো না। আপনি কেন তার পেছনে হাসানের মতো

BanglaBook.org

একজনকে লাগাতে গেলেন তাও আবার কালা আনসারীর মতো কুখ্যাত একজন লোকের সাহায্য নিয়ে। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এতোকিছু করার পর জাকিরকে মারতে গেলেন কেনো?"

"তুমি যা বলেছে এরমধ্যে অর্ধেক ঠিক আর বাকি অর্ধেক ভুল। ঠিক আছে আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শুরু করছি। আমি জাকিরকে খুন করিনি। সে ছিলো আমার সন্তান। পরিচয় না জানলেও সে ছিলো আমার ছেলে। তাকে খুন করতে পারলে আমাকে এতো ঝামেলা করতেই হতো না। আর প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনেক ব্যাপারই পরিস্কার করতে হবে। জাকির সবসময়ই আমার প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। বছর দুই আগে সে মিডিয়াতে প্রবেশ করার পর পরই একটা প্রসটিটিউট রিঙ চালাতে শুরু করে। মিডিয়ার কাজের পাশাপাশি সে বেশ শক্তিশালি এই রিঙটা গড়ে তোলে। এই রিঙ থেকে শুধুমাত্র দেশের বড় বড় আমলা, সাংবাদিক, মন্ত্রি এমপি, ফরেন ডেলিগেটদেরকেই কলগার্ল সাপ্লাই করা হতো। মানে শুধুমাত্র সমাজের হাই লেভেলে কলগার্ল দেয়া হতো। আমি জাকিরের এই রিঙের ব্যাপারটা জানতাম না। কিছু কিছু কথা কানে এসেছিলো বটে কিন্তু আমি পাত্তা দেইনি। কিন্তু এরপর যা ঘটলো সেটা অবিশ্বাস্য। জাকির যাদেরকে কলগার্ল সাপ্লাই করতো হঠাৎ তাদের একটা বড় অংশকে সে ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে। "

"সেটা কিভাবে?" অনেকক্ষণ পর কায়সার প্রশ্ন করলো।

"সে আসলে এই প্রসটিটিউট রিঙের আড়ালে ভয়াভহ একটা কাজ করছিলো। সে এই মেয়েদেরকে দিয়ে প্রতিটা ক্লায়েন্টের সেক্স ভিডিও তৈরী করে রাখতো। ব্যাপারটা কতোটা ভয়াভহ চিন্তা করে দেখো। সমাজের ক্রিড়ানক যারা, তাদেরকে তুমি যদি ব্ল্যাকমেইল করে কলের পুতুলের মতো নাচাতে পারো তাহলে কী পরিমাণ ক্ষমতা তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসবে, ভাবতে পারো। "

মারুফ ব্যাপারটার ভয়াভহতা উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বছরখানেক যাবৎ জাকিরের অসম্ভব ক্ষমতা এবং উত্থানের পেছনে এই তাহলে কারণ। এই কারণেই কেউ তাকে ঘাটাতো না। এই কারণেই তার ভাই কোর্টে মামলাতে ভালো অবস্থানে থাকার পরও জাকির জিতে গেছে। এই কারণেই তাহলে এতো কিছু। "আচ্ছা এই কারণেই তাহলে হঠাৎ জাকিরের এই হু হু করে উত্থান?"

"সেটা হলেও সহনীয় হতো। সে সমাজের অসম্ভব ক্ষমতাবান কিছু মানুষকে নিয়ে রীতিমতো খেলতে শুরু করে। ব্যাপারটা যখন আমার কানে এলো আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। এরপর আমি প্রমাণ পাই। আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন এর শিকার হয়। আমি বাধ্য হয়ে জাকিরের সাথে কথা বলি এরপর সে যা করে সেটা আরো অসম্ভব," বলে সে একটু বিরতি নিলো। আবারো বলতে গিয়ে থেমে গেলো। কোনো কারণে সে

BanglaBook.org

দ্বিধা বোধ করছে। "জাকির, আমার নিজের সন্তান সে আমার কথা শোনে তো না ই উল্টো আমাকে থ্রেট দেয়া করা শুরু করে," বলে সে থেমে গেলো।

মারুফ এবং কায়সার দুজনেই করুণার দৃষ্টিতে হোম মিনিস্টারের দিকে তাকিয়ে আছে। "চরম অস্থিরতায় পাগল হয়ে যাই আমি। বার বার বাধ্য হই একের পর এক জাকিরের অন্যায় সব আবদার মেনে নিতে। আমি কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। পুরো দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমার হাতে কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে আমি কাউকেই ব্যবহার করতে পারিনি। প্রথমত, এই কথা আমি কাউকে কিভাবে বলি?" ফারুক আদনানের চোখে পানি। "দ্বিতীয়ত, এইসব জিনিসগুলো কেউ যদি জাকিরের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেও কী গ্যারান্টি সে নিজেই একই কাজ করা শুরু করবে না। আমি সাদেককে জাকিরের পেছনে লাগাই কিন্তু ও কিছুই করতে পারে না। এমন সময় সরকার থেকে আমার ওপর খুব চাপ আসছিলো কালা আনসারীর ব্যাপারে কিছু করার জন্যে। আমি আনসারীকে বলি সে যদি বাঁচতে চায় তবে আমাকে একটা ব্যাপারে হেল্প করতে হবে। আনসারী একপায়ে রাজি হয়ে যায়। অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে এবং জীবন বাঁচানোর সুযোগ দিয়ে হাসানকে নিয়ে আমি খুব সূক্ষ্ম একটা পরিকল্পনা করি। আমাকে হেল্প করে জাকিরের এক্স ওয়াইফ রুনা। হাসানকে জাকিরের প্রডাকশন হাউজে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। তার ওপর দায়িত্বই ছিলো সে যেকোনো মূল্যে জাকিরের কাছাকাছি পৌছে ওর কাছ থেকে এইসব জিনিসগুলো উদ্ধার করবে। প্রায় ছয়মাস চেষ্টার পরও যখন সে কিছুই করতে পারে না তখন হাসান মরিয়া হয়ে আমাদেরকে না জানিয়ে নিজে নিজেই একটা ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা করে। সে নিজেই অন্য একজনের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জাকিরকে জানিয়ে দেয়। হাসানের পরিকল্পনা কী ছিলো আমি বিস্তারিত জানি না, শুধু এটুক জানি ফাঁদ পেতে সে জাকিরের কাছ থেকে জিনিসগুলো উদ্ধার করতে চাইছিলো। জাকির খুন হবার আগের দিন সন্ধ্যের দিকে জাকির হাসানের পরিচয় জেনে ফেলে। ওইদিন প্যান প্যাসিফিকের লবিতে জাকির ওর ওপর চড়াও হয় সে। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিলেও হাসান কিভাবে যেনো বের করে ফেলে জাকির সবসময় একটা চাবি নিজের সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়," বলে সে চেইনটা একটু নাড়লো। এটাই হাসান মারা যাবার আগে মারুফকে দিয়েছিলো ওটার শেষ মাথায় একটা চাবি। "হাসান এটাও বুঝতে পারে এই চাবির সাথে জাকিরের খুব গোপন কোনোকিছুর সম্পর্ক আছে। হাসান সম্ভবত ওইদিন রাতে জাকিকের বাড়িতে হাজির হয় এটা উদ্ধার করার জন্যেই এবং কোনোনা কোনোভাবে সে এই জিনিসটা উদ্ধার করে। ওইদিন রাতে ওখানে কী হয়েছিলো আমি আর জানি না। পরের দিন আমি জানতে পারি জাকির খুন হয়েছে এবং তোমাদের সাথে জাকিরের গন্ডগোলের ব্যাপারটা আমি আগেই

BanglaBook.org

শুনেছিলাম। তাই পরদিন ওই বাড়িতে গিয়ে আমি প্রথমে ঘাবড়ে যাই এবং এইসব ব্যাপার ধামাচাপা দেবার খুব সহজ একটা রাস্তা চোখে পড়ে যায়। আমি তোমাকে দোষারোপ শুরু করি। কিন্তু এর পরই তিনটে ব্যাপারে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। হঠাৎ হাবিব বলে বসে জাকির ওর ভাই না। এটা টিভিতে সাথে সাথে প্রচারও হয়ে যায়। ওখান থেকেই আমি জানতে পারি। অন্যদিকে হোমিসাইডের অফিস থেকে আমার লোকেরা যে রিপোর্ট সংগ্রহ করে সেটাতে লেখা ছিলো বায়ো-ল্যাবের ওই মেয়েটা জাকিরের ডিএনএ দিয়ে সার্চ দিতে যাচ্ছে। আমি মরিয়া হয়ে যাই। কারণ জাকিরের সাথে আমার সম্পর্ক ফাঁস হয়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমি আবারো কালা আনসারীর কাছে হেল্প চাই। ও-ই সাথে সাথে লোক পাঠিয়ে এই দুটো ব্যাপার সামলায়। ততোক্ষণে আবার আরেক ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। হাসানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমি ওকেও ধরে আনার জন্যে লোক পাঠাই। ওরাও ওকে হারিয়ে ফেলে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকে। এরপর রাতেরবেলা আনসারী জানায় হাসান ওর ওখানে আছে আমি সাদেককে পাঠাই এবং ততোক্ষণে ট্রেইল ধরে তোমরাও ওখানে পৌঁছে গেছো। এরপর তো তোমরা সব জানোই।"

হোম মিনিস্টার অনেকক্ষণ টানা কথা বলে থামলেন।

"এখন আপনি কী চান? আর আমাদের কাছেই বা এতোসব বললেন কেনো?"

"ব্যাপারটা খুব সোজা। আমি তোমাদের কাছে হেল্প চাই। তোমরা আমাকে হেল্প করবে, বিনিময়ে আমি তোমাকে হেল্প করবো। "

"কী হেল্প? আর আমরা যদি রাজি না হই?" কথাটা মারুফ বললো।

"তোমরা রাজি হবে। কারণ এতে আমার যেমন স্বার্থ আছে তোমাদেরও আছে। আচ্ছা মারুফ মীরা কেমন আছে?"

মারুফ এবং কায়সার দুজনেই চট করে তার দিকে তাকালো। সাথে সাথে মারুফ বুঝে গেলো এইটা কিসের ইঙ্গিত। হোম মিনিস্টার যেভাবেই হোক মীরার ব্যাপারটা জানতে পেয়েছে এবং সে পরিস্কার বুঝিয়ে দিলো তার প্রস্তাবে রাজি না হলে এই ব্যাপারটা সে সামনে নিয়ে আসবে।

মারুফের পাংশু মুখের সামসে সে মৃদু হাসলো। "মারুফ আমি একজন রাজনীতিবিদ। কাজেই তুমি জানো আমি যেকোনো কিছু করতে পারি।"

"বলুন আপনার কী প্রস্তাব?" মারুফ গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলো। তার আগে একবার কায়সারের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। কায়সারও সম্মতি জানালো।

"জাকিরতো মারা গেলো। কিন্তু শয়তানের বীজটা রয়ে গেছে। জাকিরের রেখে যাওয়া ওই ভিডিওগুলি তোমরা উদ্ধার করে দিবে। হাসান বার বার এই চাবিটার কথা বলেছে। তারমানে এই চাবিটার সাথে বড় ধরণের কোনো সংযোগ আছে জাকিরের

BanglaBook.org

রেখে যাওয়া জিনিসগুলোর। তোমরা জিনিসগুলো উদ্ধার করে আমার কাছে আনবে। আমাকে দেখাবে এবং আমার সামনে তোমরাই ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। আর যদি না আনো বা তোমরা ওগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করো কাল আটচল্লিশ ঘন্টা শেষ হবার আগেই তুমি অ্যারেস্ট হবে এবং মীরা...বাকিটা না বলি।"

"আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব?"

"জাকির আমার ছেলে ছিলো। হয়তো তাকে আমি আমার পরিচয় দিতে পারিনি কিন্তু প্রতিটি বাবা তার ছেলেকে যতোটা ভালোবাসে আমি তারচেয়ে কম বাসিনি। সে যাই ছিলো, যেমনই ছিলো, এরকম মৃত্যু সে ডিজার্ভ করে না। যে-ই তাকে খুন করে থাকুক আমি চাই সে যথাযথ শাস্তি পাক। তোমরা জাকিরের খুনিকে খুঁজে বের করবে। আর সেটা কালকে সকালের ভেতরেই।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অধ্যায় ১৯

পনেরো ঘন্টা ...

"আচ্ছা, কায়সার দেখতো," বলে ঝট করে মারুফ একটা হাত দিয়ে কায়সারের চোখে খোঁচা মারলো। কায়সার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাত দিয়ে সেটা ফেরানোর চেষ্টা করতেই মারুফ খোঁচা মারার মাঝপথে হাতটা টেনে সরিয়ে নিলো।

"পাগল হয়ে গেলে নাকি?" কায়সার বোকা বনে মৃদু রাগ দেখালো। "মারুফভাই তুমি মাঝে মাঝে এমন বাচ্চাদের মতো করো না।"

"হা-হা রাগ করিস কেনো? একটা ব্যাপার মাথায় ঘুরছে সেটাকে ঝালিয়ে নেয়ার জন্যেই এই দুষ্টুমিটুকু করলাম। আচ্ছা পাটোয়ারী কতোদূর?" জানতে চেয়ে মারুফ একবার ঘড়ি দেখলো। "পাটোয়ারীকে একটা কল দে, সময় খুবই কম।"

ওরা বসে আছে হোম মিনিস্টারের বাসার কাছেই একটা রেস্টুরেন্টে। খাওয়া শেষ করে পাটোয়ারীরর জন্যে অপেক্ষা করছে। হোম মিনিস্টার প্রস্তাবটা দেয়ার সাথে সাথে মারুফ জানতে চায় উনি ওদেরকেই কেন বেছে নিলেন? জবাবে হোম মিনিস্টার জানায়, এই মুহূর্তে ওরাই সবচেয়ে যোগ্য এবং প্রকৃত লোক যারা কাজটা করতে পারবে এবং যাদের পালাবার কোনো পথ নেই। সে আরো জানায় যেকোনো ধরণের সাহায্য লাগলে উনি ওদেরকে সাহায্য করতে পারবেন কিন্তু কাল সকালের ভেতরে উনি সমাধান চান। এর পেছনে উনি দুটো কারণ বলেন। জাকির যাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছিলো তাদের অনেকেই এর শেষ দেখতে চায় এবং প্রয়োজনে তারা মন্ত্রির ক্ষতি করতেও ছাড়বে না। আর সময় বেশি পেলে জাকিরের খুনি নিজের ট্র্যাক ঢেকে ফেলতে পারবে। কাজেই এখনি উপযুক্ত সময়। মারুফ একটু ভেবে শুনার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। কারণ এ ছাড়া আর উপায়ও ছিলো না। একদিকে নিজের জীবনের প্রশ্ন, অন্যদিকে মীরার ব্যাপারটাতো আছেই। এরপর কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করে ওরা হোম মিনিস্টারের বাসা থেকে বের হয়ে আসে। বের হবার সময় হোম মিনিস্টার ওকে হাসানের দেয়া চাবিটা দিয়ে দেয় এবং দেয়ার আগে আরেকবার সতর্ক করে দেয় এটা বড় সাংঘাতিক জিনিস, এর দায়িত্ব এখন ওর ওপরে। মারুফও ভরসা রাখতে বলে বের হয়ে আসে। বের হবার আগে আরেকটা ব্যাপার মন্ত্রির কাছে জানতে চায় মারুফ। আনসারীর লোকদের তরফ থেকে ওদের কোনো ক্ষতি হবার সম্ভবনা আছে নাকি। জবাবে মন্ত্রি জানায় আনসারীর লোকদেরকে সামলানো হয়েছে ওদের তরফ থেকে কোনো ক্ষতি হবে না। ওরা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে।

BanglaBook.org

বাইরে এসেই ওরা প্রথমেই পাটোয়ারীকে কল করে। এই মুহূর্তে পাটোয়ারীকেই ওদের সবচেয়ে বেশি দরকার। পাটোয়ারী ওদের কল পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। উনি নাকি অনেকক্ষণ ধরে ওদেরকে খুজছেন। তার কাছে জরুরি খবর আছে। ওরা তাকে এই রেস্টুরেন্টের ঠিকানা দিয়ে এখানে আসতে বলে। পাটোয়ারীকে আসতে বলে ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাওয়া দাওয়া করে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করছে।

"পাটোয়ারী আসছে। বুঝলাম না, কী এমন খবর তার কাছে সে এতো উত্তেজিত হয়ে আছে কেনো?"

"আচ্ছা কায়সার," মারুফ বলতেই কায়সার জবাব দিলো। "হ্যা, ভাই বলে।"

"হোম মিনিস্টার যা বললো তাতে পুরো ব্যাপারটার অনেকটাই খোলাসা হয়ে গেছে কিন্তু একটা ব্যাপারে তো আরো ঝামেলা বেঁধে গেলো," মারুফ চিন্তিত ।

"কোন ব্যাপারে?" কায়সারও গম্ভীর মুখে বসে আছে।

"জাকিরের ভিডিওগুলো বের করার ব্যাপারে আমার একটা আইডিয়া এসেছে। পাটোয়ারী আসলে সেটা শেয়ার করি। কিন্তু আমি চিন্তিত অন্য ব্যাপার নিয়ে। জাকিরের খুনির ব্যাপারটা। হোম মিনিস্টার যদি নিজে খুনের সাথে সংশ্লিষ্ট না থেকে থাকে সত্যিই যদি জাকিরকে অন্য কেউ খুন করে থাকে তবে তো আমরা এতোক্ষণ ধরে যা ভাবছিলাম সেটার পুরোটাই বিফলে যাচ্ছে। "

"মানে তুমি বলতে চাচ্ছো যে আমরা প্রথম থেকে যে ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম সেটা?"

"হ্যা, আমাদের পুরো ধারণাটাই তো ছিলো জাকিরের আগে থকেই অনেক শত্রু ছিলো। তারা তাকে মারার জন্যে অস্থির হয়েই ছিলো। আমার সাথে তার ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে তাকে খুন করেছে। যাতে দোষটা আমার ওপর এসে পড়ে। কিন্তু হোম মিনিস্টারের সাথে কথোপকথনের পর তো এটা পরিস্কার যে ওরা অনেক কিছুর সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকলেও খুন ওরা করেনি। যদি হোম মিনিস্টার খুনের সাথে সংশ্লিষ্ট নাই-ই থেকে থাকে তাহলে জাকিরকে কে খুন করলো?"

"সম্ভাব্য আর কার কার নাম আছে? ওর বড় ভাই হাবিব আদনান বাদ, ওর এক্স ওয়াইফ রুনা মোস্তফাও বাদ। বাকি থাকলো শুধু সম্ভাব্য রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ি কিন্তু সে তো শুনেছি ভয়াভহ অসুস্থ। আমি তো আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না," মারুফ খাওয়া শেষ করে ওয়েটারকে বিল দিতে বললো।

"আরে, মিয়া, বিল দিবা মাইনে কি?" আদি ও অকৃত্রিম আলীম পাটোয়ারীর গলা। "অমি তো এহনো খাওয়া শুরুই করি নাই। ওই ওয়েটার ভাই শুনো যা যা ভালা খাওন আছে নিয়া আসো।" ওয়েটার ছেলেটা তার গলা শুনে রওনা দিতেই

BanglaBook.org

পাটোয়ারী পেছন থেকে ডেকে শুধু কফি দিতে বললো। "তুমরা মিয়া মানুষের বাচ্চা না। এইরহম চিন্তায় ফালানি মানুষের কাম না। কই ছিলা তুমরা? বড়সাহেব তো পুরা অপিসে তোলপাড় কইরা ফালাইতাছে। এহন কও দেহি পরিস্থিতি কি?"

মারুফ একদম ঠান্ডা মাথায় সব খুলে বললো। পাটোয়ারী বিদায় নেয়ার পর থেকে হোম মিনিস্টারের বাসায় কথোপকথন পর্যন্ত সব খুলে বললো। সবশুনে পাটোয়ারী কিছুক্ষণ কথা বললো না। চুপচাপ কফির মগে চমুক দিয়ে গেলো। বুদ্ধিমান মানুষ সে, পুরো ব্যাপারটাকে মাথা নিয়ে বুঝে এরপর কথা শুরু করলো।

"হুম, বুঝলাম। তোমাগোর বিপদ এহন একদিক থাইক্কা কমছে আবার আরেকদিক থাইক্কা কিন্তু সাংঘাতিক বাইরাও গেছে। খুব সাবধান, এইসব রাজনৈতিক লোকজন কিন্তু খুব খারাপ। সবসময় নিজের হাতে অপশন রাইখা কাম করবা।"

"আলীমভাই আপনি তো সব শুনলেন। এখন দুটো জায়গায় আমরা আটকে গেছি। এক জাকির ওই ভিডিওগুলো রেখেছে কোথায়? দুই জাকিরকে আসলে কে খুন করেছে?"

"দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আমি আগে বলি। জাকিরের খুনির ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা থিওরি আমি দাঁড় করাচ্ছিলাম এবং সেটা তোমাদের এই ঘটনা ঘটার আগেই আমি দাঁড় করাচ্ছিলাম। ওই ব্যাপারটা পুরোপুরি দাঁড় করাতে আমার আরেকটু সময় লাগবে। কাজেই ওটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো। প্রথম ব্যাপারটা, ভিডিও। দেখো জাকিরের অফিসের কম্পিউটার, বাসার কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ সবই আমরা ইতিমধ্যেই চেক করেছি সেগুলোতে কিছুই নেই। ব্যবসায়িক এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বাদে আর কিছুই নেই। আর জাকির নিশ্চই এতো বোকা না যে এরকম ভয়ঙ্কর একটা জিনিস সে তার নিজের কম্পিউটারে রেখে দিবে। কাজেই এটা কোথায় আছে বের করতে অনেক কষ্ট হবে। প্রথমত আমাদের লাগবে..."

"আলীমভাই এইটার ব্যাপারে আমার একটা আইডিয়া এসেছে। আপনি আসার আগে এইটাই আমি কায়সারের সাথে শেয়ার করছিলাম," এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সে পাটোয়ারীর পেছন দিকে তাকিয়ে বললো, "ওইটা কে?" পাটোয়ারী পেছন দিকে ফিরে কাউকে না দেখে যেই সামনে ঘুরতে যাচ্ছে হঠাৎ মারুফ তাকে ঘুসি মারা ভঙ্গি করতেই পাটোয়ারী তাৎক্ষণিক রিঅ্যাকশন হিসেবে মুখ ঢেকে ফেললো। সাথে সাথে মারুফ হাতটা সরিয়ে নিলো।

"ওই মিয়া, পাগল হয়া গেলা নাকি? ধূর!" পাটোয়ারীও কায়সারের মতোই হঠাৎ চমকে গিয়ে বোকা বনে গেছে।

"আরে, ভাই বইলেন না, একটু আগে আমার সাথেও এমন করছে মারুফ ভাই," সুযোগ পেয়ে কায়সারও ফোড়ন কাটলো।

BanglaBook.org

মারুফ হাসছে। হাসতে হাসতেই বললো, "সরি কিন্তু আমি একটা ব্যাপার বোঝানোর জন্যেই এমনটা করেছি। আমরা যদি হঠাৎ কোনো কিছুর সামনে পড়ে যাই। বা চোখের সামনে কিছু একটা চলে আসে তাহলে প্রতিটা মানুষের তাৎক্ষণিক একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। যেমন ধরেন আপনি যদি হঠাৎ আপনার কোনো মূল্যবান জিনিস হারিয়ে ফেলেন তাৎক্ষণিক কী করবেন?"

"আমি নগদে ইন্নালিল্লাহ পড়া শুরু করুম," পাটোয়ারী সিরিয়াস হয়ে বললো।

"ধূর মিয়া। আচ্ছ ঠিক আছে ধরেন আপনি অফিস থেকে বাসায় ফিরে শুনলেন আপনার পাশের দুই বাড়িতে চুরি হয়েছে তখন আপনি সাথে সাথে কী করবেন?"

"প্রথমেই আমি আমার আলমারী বা আমার মূল্যবান জিনিস যেখানে রাখা আছে সেটা চেক করবো," জবাবটা পাটোয়ারী না কায়সার দিলো। "ভাই, আমি মনে হয় কিছু একটা ধরতে পারছি।"

"আমিও," পাটোয়ারী বললো। "ব্রিলিয়ান্ট। জাকিরের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো ওই ভিডিওগুলো। জাকির তার অফিসে বসে জানতে পারে হাসান ওগুলোর পেছনে লেগেছে। সাথে সাথে সে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় এবং তার বেশ অনেকটা সময় পরে সে প্যান প্যাসিফিকে পৌছায়। তারমানে..."

"এই মাঝখানের সময়টা সে কোথায় ছিলো? আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। অবশ্যই সে চেক করতে গেছিলো তার জিনিসগুলো ঠিক আছে কিনা। কাজেই জিনিসগুলো কোথায় থাকতে পারে সেটা বের করার একটা উপায় হতে পারে..."

"জাকিরের গাড়ির জিপিএস চেক করা। জিপিএস-এ এই রেকর্ড থাকবেই। এক মিনিট দাঁড়াও এটা আমি এখানে বসেই করতে পারবো দশ মিনিটে। জাকিরের গাড়ি আমাদের অফিসেই রাখা আছে। আমি আসছি," বলে সে ফোন বের করে একটু আড়ালে চলে গেলো। মারুফ আর কায়সার সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটা আরেকবার আগাগোড়া বিশ্লেষণ করে দেখলো।

"কায়সার আমার কী মনে হয় জানিস। হোম মিনিস্টার হাসানের ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা ক্লিয়ার বুঝতে পারেননি। হাসান আসলে ইচ্ছে করেই অন্যের মাধ্যমে ওর পরিচয় জাকিরকে জানিয়েছিলো যাতে জাকির চেক করতে যায় তার জিনিসগুলো ঠিক আছে কিনা এবং এটাই ছিলো হাসানের প্ল্যান। জাকির ওগুলো চেক করতে যাবে এবং ও বের করতে পারে ওগুলো কোথায় আছে। চাবির ব্যাপারটাও সে মনে হয় এভাবেই বের করেছিলো। সেদিন রাতে সে জাকিরের বাসায় গেছিলো এই চাবিটা উদ্ধার করতেই এবং সে এটা উদ্ধার করার সময়ই সম্ভবত জাকির খুন হয়। জাকিরকে খুন হতে দেখার পর হাসানই বের হয়ে আসার সময়ে রুমের দরজাটা লক করে বের হয়েছিলো। এই কারণেই সকালবেলা কাজের ছেলেটা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ পায়।"

BanglaBook.org

"হুমমম হতে পারে। তবে যেহেতু হাসান মারা গেছে কাজেই আসলে তার মোটিভ কী ছিলো সেটা পুরোপুরি বের করা অসম্ভব," কায়সার বললো।

ওরা আলোচনা করতে করতে প্রায় বিশ মিনিট পার হয়ে গেলো। পাটোয়ারী আর ফিরে আসে না। পাটোয়ারী ফিরে এলো আরো প্রায় দশ মিনিট পর।

"ধূর আজকালকার পোলাপান দিয়া কোনো কাম হয় না," মুখে বিরক্তির কথা বললেও তার চেহারায় বেশ খুশি খুশি একটা ভাব। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব অর্ধেক জয় করে এসেছে।

"পোলাপান দিয়া কোনো কাজ হয়না বলছেন, তাহলে এতো খুশি খুশি ভাব ক্যান?"

"আরে, ওগো দিয়া কাজ না হইলে কী হইবো আমার মতোন ওস্তাদ লোক থাকতে আর টেনশন কি? ঠিকই কাম আদায় কইরা লইয়া আইলাম। এই আরেকটা কফি দেও," বলে সে ওয়েটারের উদ্দেশ্যে হাক ছাড়লো। সে এতোই জোরো ডেকেছে রেস্টুরেন্টের কোনায় একটা কাপল বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে বসে ছিলো তার হাঁক শুনে তারা চট করে দূরে সরে গেলো। দুজনেই বিরক্ত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো। এটা দেখে সে আরেকবার বিশ্বজয়ের হাসি দিলো। এবার অর্ধেক না পুরো বিশ্বজয়ের হাসি।

"ভাই এমনিতেই বহুত ঝামেলায় আছি আর টেনশনে রাইখেন না। এখন বলেন দেখি কী পাইলেন? " কায়সার কৃত্রিম রাগের সাথে বললো।

"আমি অফিসের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের পোলাটারে ফোন কইরা কইলাম তুমার বাড়িতে আইজকা রাইতে..." কায়সাররে টেনশন দেখে পাটোয়ারী আবার মজা নেয়া শুরু করলো।

"আলীমভাই," এবার মারুফের ধমক।

"শোনো," এবার পাটোয়ারী সিরিয়াস। "জাকির আদনানের গাড়ির জিপিএস ট্র্যাক রেকর্ড পাওয়া গেছে। ওইদিন সন্ধ্যেবেলা সে অফিস থেকে বেরিয়ে প্যান প্যাসিফিকে যাবার আগে একটা জায়গাতেই গেছিলো। সেটা হলো এইখানে," বলে সে তার মোবাইল বের করে ম্যাপে মার্ক করা একটা জায়গা দেখালো। "অফিসের ওরা ট্র্যাক বের করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। জায়গাটা ভালো করে দেখো। আমার মনে হয় এটাই সেই জায়গা যেটা আমরা খুজছি। কারণ একমাত্র এই জায়গার সাথেই চাবির একটা সম্পর্ক থাকতে পারে," বলে সে মোবাইলটা মারুফের হাতে ধরিয়ে দিলো। মারুফের পেছন থেকে কায়সারও ঝুঁকে এলো।

"ব্যাঙ্ক, জাকির আদনান অফিস থেকে সেদিন একটা ব্যাঙ্কে গেছিলো। কিন্তু ব্যাঙ্ক তো পাঁচটার পর বন্ধ হয়ে যায় আর ব্যাঙ্কের সাথে চাবির সম্পর্কই বা কি হতে পারে?" কায়সার প্রশ্ন করলো।

BanglaBook.org

"হ্যা, ব্যাঙ্কের লেনদেন বন্ধ হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু কিছু কিছু সেকশন চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে।"

"এটিএম বুথ..."

"ধূর গাধা," আলীম পাটোয়ারী রেগে গেছে। "ব্যাঙ্কের শুধুমাত্র একটা জায়গা ব্যবহার করতেই তোমার চাবির প্রয়োজন হতে পারে। যেখানে নিরাপদে তুমি যেকোনো জিনিস রাখতে পারো।"

"লকার, ব্যাঙ্কের লকার," মারুফ চাবিটা শক্ত করে একহাতে ধরে বললো। "শুধু সেফটি লকার ব্যবহার করলেই চাবির প্রয়োজন হয় এবং ওখানেই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।"

* * *

"এই ব্যাঙ্কই তো। নাকি?" কায়সার জিপের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বোঝার চেষ্টা করছে সঠিক ব্যাঙ্কে এসেছে কিনা। ওদের জিপের তো বারোটা বেজে গেছে। মন্ত্রিসাহেব এই জিপটা আপাতত ওদের ব্যবহারের জন্যে ম্যানেজ করে দিয়েছেন।

"হ্যা, এইটাই তো মনে হচ্ছে," মারুফ ম্যাপ দেখতে দেখতে বললো। "হ্যা, এটাই।"

ওরা রেস্টুরেন্টে বসে ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা জানার সাথে সাথে প্রথমেই মারুফ ফোন করে ব্যাঙ্কে চাকরি করা ওর এক বন্ধুকে। ওর সেই বন্ধু জানায় শুধু চাবি থাকলেই লকার খোলার অনুমতি সে নাও পেতে পারে। কাজেই এরপর মন্ত্রিসাহেবকে ফোন করে জানায় ওরা একটা ক্লু পেয়েছে সেটার জন্যে ওদের একটা ব্যাঙ্কের লকার খোলার প্রয়োজন পড়তে পারে। চাবি ওদের কাছে আছেই শুধু অনুমতি হলেই হবে। মন্ত্রিসাহেবকে পুরো ব্যাপারটা এখনই জানাতে মানা করে পাটোয়ারী, কারণ এখান থেকে কিছু নাও পেতে পারে ওরা। তবে মন্ত্রি তো আর বোকা না সে নিশ্চই বুঝেছে ওরা বিশেষ কিছুই ধরতে পেরেছে ওরা। তারপরও ওরা সাবধান হবার প্রয়োজন অনুভব করে। মন্ত্রিসাহেব ব্যাঙ্কের উর্ধতন এক কর্মকর্তার সাথে কথা বলে অনুমতি নেবার পর ওরা রওনা দেয়। উনি ওদেরকে ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট শাখায় গিয়ে বিশেষ একজনের নাম বলতে বলে। উনি এসে ওদেরকে রিসিভ করে নিয়ে যাবে এবং যা যা করার ব্যবস্থা করে দেবেন। পাটোয়ারী ওদেরকে জানায় তার জরুরি কাজ আছে জাকিরের সম্ভাব্য খুনির ব্যাপারে সে একটা থিওরি দাঁড় করাচ্ছে, ওটা নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে। সে ওদেরকে জানায় জিনিসটা যদি ওরা উদ্ধার করতে পারে তবে সেটা নিয়ে যেনো সোজা তার বাসায় চলে আসে। এরপর বিদায় নেয় সে। পাটোয়ারী বিদায় নেয়ার সাথে সাথে ওরা রওনা দেয়।

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কটা খুঁজে বের করে কায়সার ব্যাঙ্কের ড্রাইভওয়েতে জিপ ঢুকিয়ে দিলো। ড্রাইভওয়েতে নেমে ওরা এসে দাঁড়ালো অর্ধেক বন্ধ করা গেইটের কাছে। ব্যাঙ্কের দারোয়ান ওদেরকে জানালো আজকের মতো ব্যাঙ্কের বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। মারুফ নিজের পরিচয় দিয়ে নির্দিষ্ট মানুষটির নাম বললো। গার্ড ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেলো। ওরা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেশ সুদর্শন একজন মানুষ এলেন। এই গরমেও লোকটা স্যুট পরে আছে।

"আমিই জামাল, জামাল মিয়া," লোকটা পরিচয় দিতেই কায়সার আরেকটু হলে হেসে ফেলেছিলো। কেন জানি ওর কাছে মনে হচ্ছে সুদর্শন সুবেশি লোকটার সাথে নামটা পুরোপুরি যাচ্ছে না।

"আমি মনিরুল আলম মারুফ। আমরা একটা লকার চেক করতে এসেছি," লোকটা ওদের দুজনকেই দেখছে।

"হ্যা, আপনাদের ব্যাপারে ওপর মহল থেকে আমাকে কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের আইডি কার্ডগুলো দেখতে পারি। দুজনেই যার যার আইডি কার্ড বের করে দেখালো। লোকটা বেশ সময় নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখলো। তারপর মৃদু হেসে বললো, "আপনারা আমার সাথে আসুন, প্লিজ।"

দুজনেই লোকটাকে ফলো করলো। লোকটা ওদেরকে নিয়ে চলে এলো একদম ভেতরে, লকার রুমে।

"আমি এখান থেকে বিদায় নেবো। আমার ধারণা আপনাদের কাছে একটা চাবি আছে। সেটাতে একটা নম্বরও থাকার কথা। সেই নম্বর মিলিয়ে আপনারা চাবি দিয়ে লকারটা খুলতে পারবেন। কাজ শেষ হলে প্লিজ এই বাটনটা চেপে দিবেন। আমি আপনাদেরকে এসকর্ট করবো। ধন্যবাদ," সংবাদ পাঠকদের মতো ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো লোকটা।

সাথে সাথে কাজে লেগে গেলো দুজনেই। মারুফ পকেট থেকে চাবিটা বের করে চেক করলো। চাবিটার নিচে একদম লাইনিঙের সাথে একটা নম্বর লেখা। নম্বরটা মিলিয়ে কায়সারকে নির্দিষ্ট লকারটা খুঁজে বার করতে বললো। কায়সার লকারটা খুঁজে বার করে ডাক দিলো মারুফকে।

"মারুফ ভাই, এইটাই।"

মারুফ চাবিটা হাতে নিয়ে লকারের নম্বরের সাথে মিলিয়ে দেখলো।

"হ্যা, এইটাই," বলে সে চাবিটা লকারের তালাতে ঢুকিয়ে একবার কায়সারের দিকে দেখলো। তারপর ধীরে ধীরে মোচড় দিলো। একবার, দুবার ঘুরলো চাবিটা তিনবারের সময় ক্লিক করে একটা শব্দের সাথে খুলে গেলো লকারের তালা। দুজনেই

BanglaBook.org

বন্ধ করে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো। লকারের মুখটা খুলে ভেতর থেকে ড্রয়ারের মতো দেখতে অংশটা বের করে আনলো। ওটাকে লকার ব্যাবহারকারিদের জন্যে রাখা একটা টেবিলের ওপর এনে রাখলো।

ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা বড় ব্যাগ। ব্যাগের ভেতর থেকে প্রথমেই বেরুলো একটা ছোট পিস্তল, ওটার সাথে দুটো স্পেয়ার ম্যাগজিন। এরপর বেরুলো একতাড়া টাকা আর ডলার। এরপর আরো দুটো ছোট ছোট খামের মতো দেখতে ব্যাগ। একটার ভেতর থেকে মারুফ বের করে আনরো তিন টেরার একটা পোর্টেবল হার্ড ড্রাইভ। অপর খামটা কায়সার তুলে নিলো। ওটা ভেতর থেকে টান দিতেই একগাদা ডিভিডির বাক্স টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়লো।

"শিট," আচমকা জিনিসগুলো ছড়িয়ে পড়াতে কায়সার চমকে গেছে।

মারুফ একটা ডিভিডি তুলে নিলো। ডিভিডির প্লাস্টিকের বাক্সটার ওপরে ছোট একটা প্রিন্টেড কাগজে একজনের নাম, লোকেশন, তারিখ এবং ভিডিওর ডিউরেশন লেখা আছে। মারুফ নামটা পড়লো, ব্যক্তিটাকে সে ভালোভাবেই চেনে। এরপর আরেকটা ডিভিডি তুলে নিলো। তারপর আরেকটা।

"সর্বনাশ, এই লোক করেছে কি!"

কায়সারও জিনিসগুলো দেখছে। "এর মৃত্যু অবধারিত ছিলো।"

মারুফ টেবিলের ওপর থেকে সবশেষ ডিভিডিটা তুলে নিলো। এটার তারিখই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের। মানে এটা একেবারে সাম্প্রতিক। নামটা পড়ে ও গালি দিয়ে উঠলো।

"শিট, জাকির একেও ছাড়েনি," কায়সার ওর হাত থেকে নিয়ে ডিভিডির ওপরে লেখা নামটা পড়লো।

"জাকির যদি এই লোককে ব্ল্যাকমেইল করে থাকে তবে..."

"এই মানুষটারই সবচেয়ে বেশি সুযোগ ছিলো জাকিরকে খুন করার এবং এর কথা ঘুণাক্ষরেও কারো মনে আসবে না।"

দুজনেই দুজনার মুখের দিকে তাকালো। ওরা সম্ভবত জাকিরের খুনির খুব কাছাকাছি পৌছে গেছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

তেরো ঘন্টা ...

"আমাদেরকে এখন দ্রুত কাজ সারতে হবে," বলে মারুফ টাকার বান্ডিলটা আবার লকারে রেখে দিলো আর পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়েও কী মনে করে পিস্তলটা আবার লকারেই রেখে দিলো। হার্ড ড্রাইভটা ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে নিলো নিজের প্যান্টের পেছনের পকেটে।

"কী ব্যাপার, পকেটে ভরছো যে?" কায়সার কৌতুহলের সাথে মারুফের কাজ দেখছে।

"শোন, আমি প্রায় নিশ্চিত মন্ত্রির লোকজন আমাদেরকে ফলো করছে। আমি মন্ত্রিসাহেবকে এগুলো দেবো কিন্তু আরেকটু পরে। আমি একবার চেক করে দেখতে চাই এবং জাকিরের খুনির ব্যাপারটা নিয়েও আরেকটু...আচ্ছা যাই হোক। আমরা এখান থেকে খালি হাতে বেরুবো। ভাব দেখাবো এখান থেকে তেমন কিছুই পাইনি," মারুফ হার্ড ড্রাইভ, পিস্তল আর রাইট করা ডিভিডির বক্সগুলো বাদে বাকিসব কিছু ব্যাগে ভরে লকারে ঢুকিয়ে তালা মেরে চাবিটা পকেটে রেখে দিলো। ডিভিডির পাতলা বক্সগুলো অর্ধেক নিয়ে নিজের শার্ট তুলে প্যান্টের ভেতরে কোমরে গুঁজে নিলো। সবগুলো জায়গা না হওয়ায় বাকি অর্ধেক বাড়িয়ে দিলো কায়সারের দিকে। "এগুলো তুই রাখ।"

দুজনেই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলো বাইরে। লকার রুমের ঠিক বাইরেই সেই লোক ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনেই বিদায় নিয়ে এসে উঠলো জিপে। জিপ ছেড়ে দিয়ে কায়সার জানতে চাইলো এবার কোনদিকে যাবে। মারুফ ওকে পাটোয়ারীর বাড়িতে যেতে বললো। কায়সার জিপ নিয়ে পাটোয়ারীর বাড়ির দিকে রওনা দিতেই মারুফ পাটোয়ারীকে কল করে নিশ্চিত হয়ে নিলো পাটোয়ারী বাড়িতেই আছে। পাটোয়ারী জানতে চাইলো ওরা জিনিসগুলো পেয়েছে কিনা। মারুফ বললো এসে জানাচ্ছে, আর সে-ও পাটোয়ারীর কাছে জানতে চাইলো ওদিককার কী খবর। পাটোয়ারী জানালো তার কাজ প্রায় শেষ এবং তার কাছেও গরম খবর আছে।

BanglaBook.org

পাটোয়ারীর বাড়িতে যাবার সময়ে মারুফ বার বার পেছনে ফিরে দেখলো, কেউ ওদেরকে ফলো করছে কিনা। কিন্তু ভিড়ের ভেতরে নিশ্চিত হতে পারলো না, তেমন কোনো নির্দিষ্ট গাড়িও চোখে পড়লো না। তবে ওর মন বলছে অবশ্যই কেউ না কেউ ফলো করছে। কায়সার টানা জিপ চালিয়ে বিশ মিনিটের ভেতরেই পাটোয়ারীর বাড়ির

সামনে এসে থামলো। পুরনো ঢাকার লক্ষী বাজারে বেশ পুরনো আমলের একটা বাড়িতে একাই বাস করে বিপত্নীক পাটোয়ারী। তার দুই ছেলেমেয়েই দেশের বাইরে থাকে। কাজেই পাটোয়ারীর বাড়িতে কোনো ঝামেলা নেই। ওরা সদর দরজায় এসে বেল বাজালো। দরজা খুলে দিলো পাজামা আর ফতুয়া পরিহিত স্বয়ং পাটোয়ারী।

"আইসো আইসো ভিতরে আইসো," ওরা ভেতরে ঢুকতেই সে দরজা লাগিয়ে দিলো। "মাল কি পাওয়া গেছে?" পাটোয়ারীর চোখে চরম কৌতুহল।

মারুফ কিছু না বলে প্রথমে পকেট থেকে হার্ড ড্রাইভটা বের করলো তারপর কোমর থেকে ডিভিডির বাক্সগুলো। কায়সারও ওর গুলো বের করে ড্রইং রুমের সেন্ট্রাল টেবিলের ওপর রাখলো।

"সর্বনাশ, এ তো দেহি," পাটোয়ারী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে টেবিলের ওপরে পাতলা ডিভিডির বাক্সগুলো চেক করতে করতে আবার গালি দিয়ে উঠলো। "মায়েরে বাপ, সেবেন আপ। হালার পুতে করছে কি! তুমরা এই অ্যাটম বোমা নিয়া ঘুইরা বেড়াইতাছো, আবার এইগুলা নিয়াও আসছো আমার বাড়িতে। খোদা রক্ষা করো।"

"আলীমভাই, উপায় ছিলো না। জিনিসগুলা একবার অন্তত চেক করতেই হতো, সেইসাথে আপনার পরামর্শও দরকার।"

"তোমরা আমার সাথে আসো," বলে সে ওদেরকে নিজের বেডরুমে নিয়ে এলো। এটা বেডরুম কাম তার কাজের রুম। মাঝেমাঝেই পাটোয়ারীকে আইটি এবং সাপোর্টিং এক্সপার্ট হিসেবে বাড়িতে বসেও রাত-বিরাতে কাজ করতে হয়। তাই অফিস থেকেই তাকে একটা সেট-আপ দেয়া হয়েছে। তার বেডরুমের এই অংশটা পুরো কম্পিউটার ল্যাবের মতো। পাশাপাশি তিনটে মনিটর সেট করা, বড় বড়। অসংখ্য তার আর কেবল লাগানো এগুলোর সাথে। "বসো।"

ওদরেকে বসতে বলে সে একটা ডিভিডির বাক্স খুলে ডিভিডি রোমে প্রবেশ করালো। একটু পরেই স্ক্রিনে ওটা ওপেন হলো। পুরো ডিভিডিতে একটাই ভিডিও ফাইল। প্লে করার সাথে সাথেই প্রায় গোপন ক্যামেরায় ধারন করা ভিডিও চলতে লাগলো। "নাউযুবিল্লাহ," বলে সে কেটে দিলো ভিডিওটা। আরেকটা ডিভিডি প্রবেশ করানোর সাথে সাথে একই ব্যাপার ঘটতে লাগলো। "মাল ঠিকই আছে।"

"এটা একটু," বলে মারুফ হার্ড ড্রাইভটা দিলো। পাটোয়ারী ওটার কানেকশন দিয়ে ওপেন করতেই দেখা গেলো সারি সারি ভিডিও ফাইল। প্রতিটা ফাইল নির্দিষ্ট ব্যাক্তির নামে সেইভ করা। পাটোয়ারী ওটাও খুলে ফেরত দিলো মারুফের হাতে। "এখন কী করবা, এইগুলান নিয়া?"

"আপনি বলেন, আলীমভাই। আমি বুঝতেছি না।"

"মিনিস্টার যা বলছে তাই করো। তারে দিয়া দেও। এছাড়া আর উপায় নাই তোমার। পারলে তার সামনেই এইগুলা নষ্ট কইরা আসবো। তবে," বলে সে

BanglaBook.org

নাটকীয়ভাবে থামলো। "পারলো এইটা," বলে সে হার্ড ড্রাইভটা দেখালো। "এইটার কথা মিনিস্টারের জানার কথা না। জাকির সম্ভবত এটা রেখেছিলো ব্যাক-আপ হিসেবে। ডিভিডিতে মূল কপি আর একসাথে হার্ড ড্রাইভে ব্যাক-আপ। এইটা তুমরা রাইখা দেও। তোমাগো ইন্সুরেন্স। আমি আগেও কইছি রাজনীতি করা লোকজনের কোনো ভরসা নাই।" মারুফ তার কথা জবাবে শুধু মাথা নাড়লো। পাটোয়ারী কথা খারাপ বলেনি।

"আচ্ছা এইটার তো সমাধান হলো। এবার দ্বিতীয়টা, জাকিরের খুনি," কায়সার বললো। "আমরা একটা লিড পেয়েছি জাকিরের ডিভিডি থেকেই। একজন ব্যক্তি যাকে এখন পর্যন্ত সব সন্দেহের বাইরে রাখা হয়েছে এবং যাকে সন্দেহে কোনো কারণও নেই তারও একটা ডিভিডি পেয়েছি আমরা। এইটাই ছিলো সর্বশেষ ভিডিও ...আর সে জাকিরের সবচেয়ে কাছের লোক।"

"খাড়াও, খাড়াও, তুমরা বইলো না। আমিই নামটা কইতাছি," বলে সে একটু থামলো। "ডিভিডিটা সম্ভবত জাকিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যবসায়িক পার্টনার সাইফুল সাফির।"

"সর্বনাশ! আপনি জানলেন কিভাবে?" কায়সার এবং মারুফ দুজনেই চমকে গেছে।

"শোনো তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই," বলে পাটোয়ারী আরেকটা মনিটর ওপেন করলো। "কাল সকালে আমরা যখন কেইসটা শুরু করি। তখন মারুফ আমারে একটা কথা বলছিলো যেইটা আমি তাৎক্ষণিক করতে না পারলেও পরে করেছি। সেটা হলো জাকির এবং তার সংশ্লিষ্টদের ভার্চুয়াল লাইফ চেক করা। মানে ফেসবুক, টুইটার এসব। কথাটা হঠাৎ আজ দুপুরে আমার মনে পড়ে। তখন আমি জাকিরের সাথের সবার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করছিলাম। হঠাৎ মনে হওয়াতে আমি জাকিরের ফেসবুক ওপেন করে গত বেশ কিছুদিন যাবৎ তার ফেইসবুক লাইফ দেখতে থাকি। সেখানে হঠাৎ একটা ব্যাপার খেয়াল করি। এই ছবিটাতে দেখো। কয়েকমাস আগে একটা সিনেমার প্রিমিয়ারের সেলফি। এই সেলফিতে হঠাৎ একজন লোককে দেখতে পাই। ওই দেখো সবার পেছনে আবাছাভাবে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে। এরপর জাকিরের আরো বেশ কয়েকটা ইভেন্টের ছবি বিভিন্ন অনলাইন প্রত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে চেক করি। পনেরো ষোলোটা ইভেন্টের ভেতরে অন্তত চারটাতে আমি এই লোককে উপস্থিত দেখি। এমনকি একটা সিনেমার মহরতের ভিডিওতেও দেখি এই লোক সাংবাদিক সারিতে বসে আছে। কিন্তু এই লোক সাংবাদিক না।"

"সে কে?" কায়সার জানতে চাইলো।

"এই লোক তৃতীয় শ্রেণির এক ভাড়াটে। কী বলবো, শখের গোয়েন্দা বলা যাবে

BanglaBook.org

না আবার ভাড়াটে গোয়েন্দা বলাও ঠিক না। ধরো ভাড়াটে ছ্যাঁচড়া। এ কী ধরণের কাজ করে...ধরো কোনো বড়লোকের হঠাৎ তার বউকে সন্দেহ হতে লাগলো। তখন বউয়ের ওপর নজরদারি করার জন্যে এই লোককে ভাড়া করবে। এই লোক এ-ধরণের কাজ করে থাকে। আমি একে বেশ ভালোভাবেই চিনি। মাঝে মাঝে এই লোক পুলিশের ইনফর্মার হিসেবেও কাজ করে। ছ্যাঁচড়া কিন্তু কাজে ভালো। এর ছবি দেখে আমি চমকে যাই এবং আজ বিকেলে ওকে ডেকে পাঠাই। প্রথমে তো সে কিছুই বলবে না। সব প্রমাণ দেয়ার পরেও মুখ বন্ধ। এরপর কড়কে দেয়ার পর স্বীকার করে গত কয়েক মাস যাবৎ সাইফুল সাফি নাকি তাকে ভাড়া করেছে জাকিরের ওপর নজর রাখার জন্যে।"

"গেলো এক। একে বিদায় করার পর আমি ভাবতে বসি সাইফুল কেন জাকিরের ওপর নাজরদারি করবে। একটা কারণ তো এখন জানলাম এই ভিডিওর ব্যাপারটা কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আমি আবিষ্কার করি সাইফুল সাফির ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে। তোমোদের মনে আছে কিনা জানি না কিন্তু তোমরাই আমাকে বলেছিলে। যেদিন তোমাদের সাথে জাকিরের ঝগড়া হয় সেদিন জাকির তোমার কলার চেপে ধরে বাহাদুরি করতে গিয়ে বলেছিলো সে নাকি এই রাস্তায় একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করেছিলো কিন্তু কেউ নাকি তার কিছুই করতে পারেনি। ইনফ্যাক্ট কেউ টেরই পায়নি।"

"হ্যা, এই ঘটনার সাথে সাইফুল সাফির সম্পর্ক কি?" কায়সার প্রশ্ন করলো। সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

"আমি সাফির ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে গিয়ে একটা ব্যাপার জানতে পারি সাইফুল সাফির পরিবারের একজন, সম্ভবত তার বড় ভাই নাকি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে এবং সেটা আনসলভড রোড অ্যাক্সিডেন্ট।"

"হ্যা, আমি যেদিন তার অফিসে যাই সেদিনও সে এই কথাটা আমাকেও বলেছিলো," কায়সার আনমনে বললো।

"এরপর আমি দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাই। যদিও পুরোটাই আমার ধারণা। সাইফুল সাফি জাকিরের সাথে মিডিয়ার ব্যবসাতে নামলেও মূলত জাকিরই ছিলো ক্রিড়ানক। একটা সময় সম্ভবত জাকিরের সাথে তার সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে। এমন সময় সম্ভবত জাকির ওর ভিডিও তৈরি করে ওকে ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করেছিলো। সবমিলিয়ে সে ত্যক্ত বিরুক্ত হয়ে জাকিরকে সাইজ করার পরিকল্পনা করছিলো। তবে জাকিরের মতো লোককে তো আর চট করে কিছু করে ফেলা যায় না। তাই সে লোক লাগিয়ে নজর রাখছিলো এবং সুযোগ খুজছিলো। ওইদিন রাতে তোমার সাথে ঝগড়া হবার সময় জাকির যখন বাহাদুরি করে ব্যাপারটা বলছিলো সম্ভবত তখনি সে জানতে পারে তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্যে জাকির দায়ি। সে আগে

BanglaBook.org

থেকেই সুযোগ খুজছিলো এবার তুমি তাকে দারুণ একটা সুযোগ এনে দাও। অন্যান্য রাগ তো ছিলোই সেই সাথে ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ, সে পাগল হয়ে যায়। সে জাকিরের বাড়ি খুব ভালোভাবে চিনতো এবং সে-ই সম্ভবত জাকিরকে খুন করেছে ওইদিন রাতে। ”

“এখন প্রশ্ন হলো সাইফুল সাফি যদি জাকিরকে খুন করেও থাকে তাহলে আমরা সেটা প্রমাণ করবো কিভাবে। মার্ডার ওয়েপন নেই, খুনির সম্ভাব্য বর্ণনা ওর থেকে আমার সাথে বেশি মেলে,” মারুফকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। ”

“খুঁজতে হবে এবং নজর রাখতে হবে,” কায়সার আরেকটা বিড়ি ধরিয়েছে। “এবং আজ রাতের প্রথম অর্ধের ভেতরে না পেলে ওকে কড়কাতে হবে। ও ভাঙবেই। আমার কাছে অবশ্যই ভাঙবে এবং আমার ধারণা সে যদি খুন করেই থাকে তবে সেটার প্রমাণ আছেই। আমাদেরকে শুধু খুঁজে বার করতে হবে।”

“আমাদের এক্ষুণি কাজে নামা উচিত। সময় আর বেশি বাকি নেই। আলীমভাই আপনি কি সাফির মোবাইল নম্বর দিয়ে আমাদেরকে বের করে দিতে পারবেন সে কোথায় আছে?”

“সেটা করাই আছে। টেলিকমিউনিকেশন সেকশনের সহায়তায় আজ বিকেল থেকেই আমি ওকে ট্র্যাক করছি। “এই দেখো, সে এখন তার অফিসেই আছে,” পাটোয়ারী মনিটরে একটা উইন্ডো ওপেন করে দেখালো। সেখানে ম্যাপের ভেতরে একটা বিন্দু জ্বলজ্বল করছে।

“কায়সার আমরা এখনই উঠবো। তুই এখান থেকে সোজা চলে যাবি সাফির অফিসে, সেখানে নজর রাখবি। আমি এখান থেকে যাবো মন্ত্রির বাসায়। ডিভিডির ব্যাপারটা মিটিয়েই আমি তোকে কল করবো। যদি সাফি তখনো অফিসেই থাকে তবে আমি ওর বাসায় যাবো বাসা চেক করতে। সেখানে কিছু না পেলে ওর অফিস চেক করতে হবে। বুঝেছিস?”

কায়সার মাথা নাড়লো। “তবে আমার মনে হয় ওর অফিসেই কিছু না কিছু অবশ্যই আছে। চলো আমরা রওনা দেই।”

“আলীমভাই, আরেকটা কথা। এটা,” বলে মারুফ হার্ড ড্রাইভটা দেখালো। “এটা এই মুহূর্তে নিরাপদে রাখার মতো একমাত্র লোক আমি আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি। ”

“আরে, কও কি মিয়া? এতোবড় রিস্কি জিনিস, আমি...”

মারুফ পাটোয়ারীর হাত ধরে ফেললো। “ভাই, আমরা যে অবস্থায় আছি কোথায় না কোথায়, কী না কী অবস্থায় পড়ি, এটা খারাপ লোকের হাতে পড়লে আরো বড় বিপদ হবে। তারচেয়ে এটা আপনার কাছেই থাক। আমি পরে নিয়ে নিবো। আর আমার কিছু হলে আপনি এটা নষ্ট করে ফেইলেন। আমি যাই,” বলে পাটোয়ারীর

BanglaBook.org

কাছে জিনিসটা একরকম গছিয়ে দিয়েই ওরা বাইরে বেরিয়ে এলো।

কায়সার জিপ নিয়ে সোজা চলে গেলো সাফির অফিসের দিকে। মারুফ ফোন করলো মন্ত্রির পিএস সাদেককে। তাকে জানালো জিনিস পাওয়া গেছে ওকে অমুক জায়গা থেকে পিক করতে। সাদেক তাকে অপেক্ষা করতে বললো।

সাদেক ওকে অপেক্ষা করতে বলার দুই মিনিটের মাথায় একটা গাড়ি এসে ওকে পিক করলো। মারুফ বুঝতে পারলো ওদের ওপর ঠিকই নজর রাখা হচ্ছিলো। গাড়িটা আশেপাশেই ছিলো। না হলে এতো দ্রুত আসতে পারতো না। ও গাড়িতে উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিলো মন্ত্রির বাসার উদ্দেশ্যে।

* * *

মারুফ যখন মন্ত্রির বাসা থেকে বেরিয়ে এলো তখন বেশ রাত। ও একবার ঘড়ি দেখলো। মোবাইল বের করে দেখলো কোনো কল আছে কিনা। নেই। ওর বিরাট স্বস্তি লাগছে। বিরাট একটা বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেছে ডিভিডিগুলো মন্ত্রির কাছে পৌছে দিয়ে। ও মন্ত্রির বাসায় ওগুলো নিয়ে যাবার একটু পরেই মন্ত্রিসাহেব নিজে আসেন। সাথে একটা ছেলে। ও ডিভিডিগুলো বের করে দিতেই উনি একবার চোখ বুলান ওগুলোতে। নামগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে আপন মনে আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন একবার। ছেলেটাকে ইশারা করতেই ছেলেটা কয়েকটা ডিভিডি চেক করে তাকে সিগন্যাল দেন। মন্ত্রিসাহেব ডাক দিতেই সাদেক এসে সবগুলো ডিভিডি একটা বলতিতে ফেলে পা দিয়ে গুড়ো গুড়ো করে ফেলে। এরপর মন্ত্রি তাকে বলে এগুলো বাইরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেরতে।

এরপর ফারুক আদনান তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এরপর উনি কিছু বলার আগেই মারুফ তাকে জানায় কাল সকালের ভেতরে জাকিরের খুনিকেও এনে দেবে প্রমাণসহ। আর কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে আসে মন্ত্রির বাসা থেকে। এখন শুধু সাইফুলের ব্যাপারটা দেখতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে। মারুফ বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে মোবাইলটা বের করলো, কায়সারকে কল দিতে হবে, জানতে হবে ওদিককার কী অবস্থা। ও পকেট থেকে মোবাইলটা বের করতে যেতেই সেটা ভাইব্রেট করতে লাগলো। মারুফ চোখ বুলিয়ে দেখলো আননোন নম্বর থেকে কল। কলটা ধরবে কি ধরবে না সেটা নিশ্চিত হবার আগেই কল কেটে গেলো। ভালো হয়েছে, ও মনে মনে ভাবলো। কায়সারের নম্বরটা বের করে কল দিতে যাবে আবারো সেই নম্বর থেকে কল এলো।

মারুফ এক মুহূর্ত চিন্তা করে কলটা রিসিভ করলো। "হ্যালো।"

ওপাশে এক সেকেন্ডের নিরবতা। কী ব্যাপার আবার মীরা নাকি? তারপর কেউ

BanglaBook.org

একজন খুক করে একবার কেশে উঠলো। এটা ঠান্ডা লাগার কাশি না, কেউ কিছু বলতে অস্বস্তিবোধ করলে এ-ধরণের কাশি দিয়ে থাকে।

মারুফ আবারো হ্যালো বলে উঠলো।

"হ্যালো," অস্বস্তিভরা কণ্ঠ। "মি. মনিরুল আলম, মানে সিনিয়র এএসপি মনিরুল আলম বলছেন?"

"জি, বলছি। আপনি কে বলছেন?" মারুফ বুঝতে পারছে না এই সময়ে কে

"জি, আমার নাম রাজিব হায়দার। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না। তবে আমাদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামটা হয়েতো শুনে থাকবেন, হায়দার গ্রুপ।"

মারুফ চিনতে পারলো। ওরে বাপরে এরা বিশাল পয়সাওয়ালা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। গাড়ি থেকে শুরু করে চানাচুর পর্যন্ত সব ব্যবসাই এদের আছে। কিন্তু এদের হঠাৎ ওর কাছে কী দরকার, বুঝতে পারলো না।

"জি, আমি চিনতে পেরেছি। বলুন আমার কাছে কী দরকার?" মারুফ আসলেই বুঝতে পারছে না হঠাৎ এই লোক কেন তাকে ফোন করলো।

"আসলে, ব্যাপারটা কিভাবে যে বলি। আপনার সাথে একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলার দরকার ছিলো," লোকটার কণ্ঠে এখনো দ্বিধা। "আপনি যদি একটু আমাদের বাসায় আসতে পারতেন।"

আরে, পাগল নাকি! বড়লোকদের এই এক সমস্যা এরা যখন খুশি যাকে খুশি নিজেদের কাজে লাগাতে চায়। "দেখুন, আপনার দরকারটা কি আমি জানি না। কিন্তু সত্যি কথা হলো আমি এই মুহূর্তে খুব ঝামেলায় আছি এবং খুবই ব্যস্ত আছি। আপনার সাথে পরে দেখা করতে চেষ্টা করবো আমি..."

"মি. মনির ব্যাপারটা জাকির আদানের মার্ডার সংক্রান্ত," লোকটার কথা শুনে সাথে সাথে মারুফ জমে গেলো।

"এর মানে কি? আপনি কী বলেছেন ঠিক বুঝতে পারলোম না। জাকির আদনানের মার্ডর সংক্রান্ত মানে কি?" মারুফ এখনো বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কোনদিকে যাচ্ছে।

"মি. মনির ব্যাপারটা আসলে ফোনে বুঝিয়ে বলা কিংবা পুরোপুরি বলা সম্ভব না। আপনি যদি কষ্ট করে একটু আমাদের বাড়িতে আসতেন তাহলে আমি বুঝিয়েও বলতে পারতাম এবং আপনাকে একটা জিনিস দেখাতেও পারতাম।"

"কি দেখাতে পারতেন?" প্রশ্নটা আপনা আপনি ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

"আমার কাছে মানে আমাদের কাছে জাকির আদনান খুন হবার সময়ের একটা ভিডিও আছে," লোকটা একটু বিরতি দিলো। "...যেখানে জাকির আদনানের খুনির চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

* * *

কায়সার যখন সাইফুল সাফির অফিসের সামনে এসে থামলো তখন অনেক রাত। এতো রাতে লোকটা অফিসে কী করছে। ও নিশ্চিত লোকটা এখনো অফিসেই আছে। কারণ অফিস বাউন্ডারির বাইরে থেকেই ও সাইফুল সাফির গাড়িটা অফিস ভবনের সামনের কার পার্কে দেখতে পাচ্ছে। জিপটাকে একপাশে পার্ক করে ও নেমে এলো। নেমে এসেও এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আবার জিপের ভেতরে ঢুকে একটা জিনিস বের করে আনলো। এখানে আসার আগে একবার বাসা হয়ে এসেছে ও। জিনিসটাকে কোমরে গুঁজে ও সাইফুল সাফির অফিস ভবনের দিকে এগোলো। মূল ভবনের গেইটের বাইরেই একজন দারোয়ান বসে ঝিমোচ্ছিলো। লোকটা ওকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কায়সার ওকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলো।

"তুমি এখানকার দারোয়ান?" মারুফ ওর পুলিশি পোশাকের ওপরে পিস্তলটাতে হাত বুলাচ্ছে। দারোয়ান লোকটার দৃষ্টি ওটার ওপরে শক্ত হয়ে আছে। "জি।"

"শোনো, এখানে কি তুমি একাই আছো ডিউটিতে নাকি আরো কেউ আছে?"

"আরেকজন আছে।"

"মাত্র দুজন! এতোবড় বিল্ডিং আর তোমরা দুজন মাত্র দারোয়ান। সত্যি না মিথ্যে কথা?"

"স্যার, আরেকজন থাহে হ্যায় আজকে নাই। ছুটিতে।"

"হুমমম বুঝতে পারছি। শোনো তোমাদের বস," বলে ও ইশারায় গাড়িটা দেখালো। "সে কি ওপরে আছে না বেরিয়ে গেছে?"

"ওই স্যার, হ্যায় উপরেই আছে।"

"শোনা তোমাদের বসের সাথে আমার দরকার আছে। আমি ওপরে যাবো তোমাদের কোনো সমস্য নেই তো?" দুজনেই একসাথে মাথা নাড়লো। "আর শোনো আজ রাতে এখানে যা হবে চোখ কান বন্ধ রাখবে।"

কায়সার ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। রেড মাল্টিমিডিয়ার অফিসের দরজা খোলাই আছে, ভেতরে হালকা আলোও দেখা যাচ্ছে। কায়সার সন্তর্পনে ভেতরে ঢুকে পড়লো। একহাতে বের করে এনেছে পিস্তলটা। আস্তে আস্তে সাইফুল সাফির অফিস রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এর আগে একবার এসেছে, কাজেই চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। ও একহাতে পিস্তল বাগিয়ে অফিসের দরজায় একটা মৃদু ঠেলা দিলো।

ভেতরে কেউ নেই। কী ব্যাপার, ব্যাটা গেলো কই? ভাববার দরকার ছিলো না। জবাবটা পেছন থেকে প্রায় সাথে সাথেই পেলো ও। প্রথমে একটা পিস্তল লোড করার মৃদু শব্দ, এরপর গম্ভীর গলায় সাইফুল সাফি বলে উঠলো, "মি. কায়সার আস্তে করে

BanglaBook.org

পিস্তলটা নিচে নামিয়ে রেখে দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়ান। খুব ধীরে এবং সাবধানে।"

কায়সার তাই করলো। পেছনে সাবধানি পায়ের আওয়াজ পেলো। সাফি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওর মুখে ফুটে উঠলো নিঃশব্দ মৃদু হাসি।

* * *

মারুফের নেয়া সিএনজিটা গুলশানে জাকির আদনানের বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু সামনে চলে এলো। এই বাড়ির কথাই তো বললো লোকটা ফোনে, মারুফ মনে মনে ভাবলো। ভাবার দরকার ছিলো না। কারণ বাড়ির গেইটের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। লোকটা সিএনজিটা দেখে চোখ কুঁচকে ভেতরে দেখার চেষ্টা করছিলো। মারুফকে দেখে সে হাত নাড়তে লাগলো। মারুফ সিএনজি'র ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই লোকটা নিজের হাত বাড়িয়ে দিলো।

"আমিই রাজিব হায়দার, আপনাকে কল করেছিলাম। আমি হায়দার পরিবারের ছোট ছেলে। আমার সাথে আসুন প্লিজ।"

মারুফ কিছু না বলে হাত মিলিয়ে লোকটাকে অনুসরণ করলো। "মি. রাজিব আশা করি আপনি আমাকে সঠিক কারণে ডেকে এনেছেন। কারণ এই মুহূর্তে আমি..." লোকটা ওকে হাতের ইশারায় চুপ থাকতে বলে অনুসরণ করতে বললো। ওরা বাড়ির মেইন গেইট দিয়ে না ঢুকে বাউন্ডারির সাইড দিয়ে একটা ছোট গেইট দিয়ে ভেতরে লনের মতো একটা জায়গায় চলে এলো। বাড়ির সদর দরজার ওখানে অনেকগুলো গাড়ি এবং বেশ লোকজনের আনাগোনা।

"এদিকে প্লিজ," লোকটা ওকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিকের একটা সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় নিয়ে এলো। এরপর আবারো বেশ অনেকটা ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে নিয়ে এলো একটা ছোট্ট টেরেসের মতো জায়গায়। সেখানে একটা টেবিল দুটো চেয়ার রাখা। লোকটা ইশারায় মারুফকে বসতে বললো। মারুফ দেখলো টেবিলের ওপরে একটা ট্রেতে কাপ আর একটা টি-পট রাখা। তারমানে ওকে আগে থেকেই এখানে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিলো লোকটার। কোনো ফাঁদ নয়তো, আলতো করে একবার ও পকেটে রাখা পিস্তলটাতে প্যান্টের ওপর দিয়ে হাত বুলালো।

"প্লিজ, মি. মনিরুল, চা নিন," বলে সে মারুফকে এক কাপ চা নিজেই ঢেলে দিলো। মারুফ চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে দেখলো লোকটা দরদর করে ঘামছে। ও চায়ের কাপে চুমুক না দিয়ে তার কাছে জানতে চাইলো।

"মি. রাজিব, ব্যাপারটা কি বলুন তো। কিছু মনে করবেন না। আপনার আচরণ আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। হয়েছে কি?"

BanglaBook.org

"মি. মনিরুল, ব্যাপারটা যে কিভাবে বলি," লোকটা এখনো দ্বিধায় ভুগছে। মারুফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো তার আগেই লোকটা কথা বলে উঠলো। "আমি কিছু বলার আগে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে। আমি আপনাকে আজ এখানে ডেকে এনেছি আপনার উপকারের জন্যে এবং আমার নিজের পরিবারের সম্মান বাঁচানোর জন্যে। আপনাকে কথা দিতে হবে, আমাদের মাঝে যা আলাপ হবে সেটা আপনি কোনো অবস্থাতেই বাইরে ফাঁস করবেন না।"

মারুফ মাথা নাড়লো। ও ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে। "ঠিক আছে।"

"আমি সব খুলে বলছি। আমার বাবা, হায়দার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং মালিক, উনি এই রুমটাতে থাকতেন," বলে সে একটা দরজা দেখালো। গত দু-বছর আগে একটা স্ট্রোকে উনি প্যারালাইজড হয়ে যান। মানে উনার পা অকেজো হয়ে যায়। তখন থেকে কোথাও মুভ না করে এখানেই থাকতেন উনি। গতকাল ভোরে উনাকে আমরা আবারো অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করে সকাল বেলা হাসপাতালে নিয়ে যাই।" লোকটার কথার এই পর্যায়ে মারুফের মনে পড়লো জাকিরের লাশ যখন প্রথমবারের মতো ও দেখতে আসে তখন একটা অ্যাম্বুলেন্সকে এই বাড়ির দরজা থেকে যেতে দেখেছে।

"হ্যা, সম্ভবত আপনার বাবাকে যে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেয়া হয় সেটা আমার চোখে পড়েছে ওইদিন সকালে।"

"হ্যা, আজ সন্ধ্যায় উনার জ্ঞান ফিরে আসার পর উনি আমাদেরকে যা জানান সেটা খুবই বিস্ময়কর লজ্জাজনক এবং ভয়ঙ্কর," আপনি আমার সাথে আসুন। বলে সে উঠে দাঁড়ালো। মারুফ তাকে অনুসরণ করলো।

লোকটা তাকে নিয়ে তার বাবার রুমের ভেতরে নিয়ে এলো। "এই জানালাটা দেখুন।" বলে সে একটা জানালার পর্দা টেনে দিলো। মারুফ অবাক হয়ে দেখলো এখান থেকে জাকির আদনানদের বাড়ির পুরোটাই বেশ পরিস্কার দেখা যায়।

"এবার এটা দেখুন," বলে সে একটা টেলিস্কোপ এবং সেটার সাথে অ্যাটাচ একটা ভিডিও সিস্টেম দেখালো।

"আমার বাবা স্ট্রোক করার পর মূলত একজন নার্সের অধীনেই থাকতেন এবং উনার একজন নিজস্ব চাকর আছেন সে-ই ছিলো বাবার সার্বক্ষণিক সঙ্গি। আমার বাবা এই জানালা দিয়ে এই টেলিস্কোপটা দিয়ে বাইরে দেখতেন, বিশেষ করে পাখি দেখার খুব খুব শখ ছিলো বাবার। এটা আমরা জানতাম। কিন্তু বাবা যে এটা দিয়ে আশেপাশের বাসার লোকজনের ওপরে নজর রাখতেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অবজার্ভ করতেন, অন্যদের ব্যক্তিগত ব্যাপর-স্যাপার ভিডিও করতেন এটা জানতাম না।"

"পিপিং টম," মারুফ আনমনে বলে উঠলো।

"জি, অনেকটা তাই কিন্তু এটা আমরা জানতাম না। আমি এটার সাথে অ্যাটাচ

BanglaBook.org

ভিডিও সিস্টেম চেক করে দেখেছি বাা প্রায়ই এখান থেকে জাকির আদনানের বাসার ওপরে নজর রাখতেন। যেদিন রাতে জাকির খুন হয় সেদিন বাবা এটা দিয়ে তার রুমের ভেতরে দেখছিলো এবং জাকির খুন হবার সময়ে সেটা এই টেলিস্কোপের সাথে অ্যাটাচ সিষ্টেমে ভিডিও হয়ে যায়। আজ সন্ধ্যায় বাবার জ্ঞান ফেলার পর এটা আমরা জানতে পারি এবং প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি কী করবো। এরকম একটা লজ্জাজনক ব্যাপার লোকসন্মুখে ফাঁস করা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরে চিন্তা করি এখানে মানুষের জীবন মরণের ব্যাপার, এটা লুকিয়ে রাখলে হয়তো এটার কারণে অনেকের জীবন নষ্ট হবে তাই সব ভেবে আপনাকে ব্যাপারটা জানানোর সিদ্ধান্ত নেই। আপনাকে কথা দিতে হবে এই ব্যাপারটা যেনো লোকসন্মুখে ফাঁস না হয়। ”

মারুফ হ্যা জানিয়ে বললো ও ভিডিওটা দেখতে চায়। রাজিব হায়দার সেই অ্যটাচ ভিডিও সিষ্টেমের একটা ছোট মনিটরে ভিডিওটা ওপেন করলো। মারুফ নির্দিষ্ট সময়ে এনে ওটাকে ছেড়ে দিলো। প্রথমেই দেখা গেলো জাকিরের ওপর একজন লোক ঝুঁকে আছে সে খুব সাবধানে জাকিরের গলা থেকে কিছু একটা খুলে নিলো। লোকটা সোজা হতেই দেখা গেলো হাসান পথিক। সে সোজা হবার সাথে সাথেই হঠাৎ সরে গেলো একটা আলমারীর আড়ালে।

রুমে আরেকটা মুর্তি প্রবেশ করলো। এই লোকটার মুখ সাদা মুখোশ দিয়ে ঢাকা এবং হাতে দস্তানা। সে রুমে ঢুকেই এক মুহূর্ত জাকিরকে দেখলো এবং বেডের পাশ থেকে একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে বাড়ি মারলো ঘুমন্ত জাকিরের মাথায়। ...হাত পা বেঁধে পানি ছিটালো জাকিরের চোখে মুখে। জাকিরের জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে তাকে ছুরি মারলো তলপেটে। ছুরির আঘাতে জাকিরের নগ্ন শরীর বাঁকা হয়ে গেলো। লোকটা আবারো তাকে ছুরি মেরে এবার ছুরিটা রেখে দিলো যেখানে মেরেছে সেখানেই। সে বিছানার পাশে বসে পড়লো। নিশ্চিত জাকিরের সাথে কথা বলছে। কথা বলতে বলতেই সে হঠাৎ খুলে ফেললো মুখোশটা।

খুনির চেহারা দেখা মাত্রই মারুফের হৃদপিন্ড একটা বিট মিস করলো।

* * *

ও ভিডিওটার মেমরি কার্ডটা নিয়ে হায়দারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলে কল দিলো কায়সারকে। বেরিয়ে আসার আগে রাজিব হায়দারের কাছে প্রমিজ করে এসেছে এই ব্যাপারটা ও লোকসন্মুখে প্রচার করবে না, ইনফ্যাক্ট কাউকেই ও এই ব্যাপারে বলবে না। বিনিময়ে ও রাজিবকে দিয়ে প্রমিজ করিয়েছে সে-ও যেনো এই ব্যাপারে কারো কাছে মুখ না খোলে।

BanglaBook.org

একবার, দুবার, কায়সার কল ধরলো না। আবার কল দিলো, এবারো ধরলো না। আবার কল দিতে যাবে কায়সারই তাকে কল করলো।

"হ্যা, মারুফ ভাই?"

"কায়সার, তুই কোথায়?"

"আমি সাফির অফিসে, মারুফ ভাই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে। আমি সাফির অফিসে এসেছি আর এই ব্যাটা আমার ওপরে আক্রমণ করে। আমি ওকে বন্দি করেছি। আর মারুফ ভাই আমি মার্ডার ওয়েপনটাও পেয়েছি ওর এখানে।"

"কায়সার, আমিও ভয়ঙ্কর একটা প্রমাণ পেয়েছি, তুই ওখানেই থাক আমি আসছি। ও কলটা কেটে পাটোয়ারীর নম্বরে কল দিলো। একটা জিনিস চেক করে দেখতে হবে আর খবর দিতে হবে অফিসে।

* * *

মারুফ সাইফুল সাফির অফিসে প্রবেশ করলো খুব সাবধানে, হাতে অস্ত্র নিয়ে। কিন্তু কেউ নেই। ও অফিসে খবর দিয়ে এসেছে কিছুক্ষণের ভেতরে ফোর্স চলে আসবে। ও ভেতরে ঢুকে দেখে কায়সার সাফির ডেস্কে বসে আছে। সাফি একটা চেয়ারের সাথে বাঁধা। পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে ওদিকে পিস্তল তুলে রেখেছিলো। ওকে দেখে নামিয়ে নিলো।

"ওহ তুমি! এসো ভেতরে এসো," বলে সে উঠে মারুফের কাছে চলে এলো। "আরে, আর বলো না এই ব্যাটা আরেকটু হলে দিয়েছিলো আমাকে। আমি মার্ডার ওয়েপনটাও পেয়েছি। টেবিলের ওপরে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা কিছু একটা দেখালো সে। মারুফ ভাই তোমার বিপদ কেটে গেছে। এই ব্যাটাই জাকিরকে খুন..."

কায়সার কথা বলতে বলতে সাফির দিকে ঘুরেছিলো হঠাৎ মারুফের হাতটা সাপের মতো ছোবল দিলো ওর পিস্তলের দিকে। ডান হাতে কায়সারের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বাম হাতে ওর কোমর বরাবর একটা হালকা কিন্তু শক্তিশালি ধাক্কা মারলো। মুহূর্তের ভেতরে কায়সার প্রথমে পিস্তল হারিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো এরপর ধাক্কটা খেয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে গেলো ফ্লোরের ওপরে। চরম বিস্মিত হয়ে সে ফিরে তাকালো মারুফের দিকে।

মারুফ খুব ধীরে ওর পিস্তলটা তুলে কায়সারের কপাল বরাবর ধরলো। খুব ঠান্ডা এবং ধীর-স্থির স্বরে সে কথা বলে উঠলো।

"কায়সার, সাইফুল সাফি না, জাকিরকে খুন করেছিস তুই। আমার প্রশ্ন হলো কেন? কেন কায়সার?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

দশ ঘন্টা...

"কি?" কায়সার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে মারুফের দিকে। "কি বললে, মারুফ ভাই? আমি? জাকির আদনানকে খুন? কেন?"

"হ্যা, তুই। তুই খুন করেছিস। আমারও প্রশ্ন হলো কেন এবং তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, জাকিরকে তুই যদি খুন করেই থাকিস তাহলে শুরু থেকেই কেন আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে এতো কষ্ট করে আসছিস?" মারুফ খুব ঠান্ডা স্বরে প্রশ্ন করলো। ওকে একদম শান্ত দেখাচ্ছে।

"মারুফ ভাই তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? এসব কি বলছো?" মারুফকে যতোটা শান্ত দেখাচ্ছে কায়সারকে লাগছে ততোটাই উদভ্রান্ত। "আমি জাকিরকে কেন খুন করতে যাবো? জাকিরকে খুন করেছে ও," বলে ও ইশারায় চেয়ারের সাথে বাঁধা সাফিকে দেখালো। দেখো আমি মার্ডার ওয়েপনও পেয়েছি ওর এখানে," আবারো ও টেবিলের ওপর কাপড়ে মোড়ানো জিনিসটা দেখালো। "জাকির ওর বড় ভাইকে মেরেছিলো এই কারণে ও..." কায়সার আবারো বলতে শুরু করার সাথে সাথে মারুফ ওকে থামিয়ে দিলো।

"কায়সার জাকির সাফির বড় ভাইকে মারেনি। আমি আলীমভাইকে কল করে আবারো চেক করিয়েছি। আলীমভাই প্রথমবার ভুল করেছিলো। সে জাকিরের ভাইয়ের মৃত্যুর লোকেশনটা চেক করেনি। জাকিরের বড় ভাই রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছিলো চট্টগ্রামে। ঢাকায় না। আর আমার পরিস্কার মনে আছে জাকির বলেছিলো সে একটা মেয়েকে চাপা দিয়ে মেরেছিলো। কোনো পুরুষকে না। সাফির অন্যান্য অনেক কারণে জাকিরের ওপর রাগ ছিলো। কিন্তু তার বড় ভাইকে জাকির খুন করেনি," বলে ও একটু থেমে আবার শুরু করলো।

"এখন অনেক কিছুই আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। বিশেষ করে কেন বার বার খুনির বর্ণনা আমার সাথে মিলে যাচ্ছিলো। এমনকি জুতোর মাপ এবং ব্র্যান্ডসহ। কারণ তুই আর আমি দেখতে অনেকটা একই রকম। শুধুমাত্র গায়ের রঙ বাদ দিলো হাইট বডি স্ট্রাকচার তোর আর আমার প্রায় একই। আর জুতো। আমি আর তুই একইসাথে শপিং করেছিলাম। পলওয়েল মার্কেট থেকে দুজনে একইসাথে ফাইটার ব্র্যান্ডের বুট কিনেছিলাম। আগে আমার মাথায় খেলেনি এখন আমি বুঝতে পারছি। আগে ধারণাও করতে পারিনি। কিন্তু কেন। কেন, কায়সার? কেন জাকিরকে খুন করা

BanglaBook.org

এবং কেনোই বা নিজের জীবন বাজি রেখে আমাকে বাঁচানোর এই আপ্রাণ চেষ্টা?"

"মারুফ ভাই তুমি কি যা তা বলছো? দেখো এখন তোমাকে আর কেউই আটকাতে পারবে না দোষ দিতে পারবে না। তুমি বোঝার চেষ্টা করছো না কেনো? এসব কি আবোল তাবোল বকছো! আমি কেনো...? " কায়সার মরিয়া।

"এখন আমি বুঝতে পারছি জিঞ্জিরাতে সেই গুদামের ভেতরে সাদেক যখন হাসানের মাথায় পিস্তল ধরে খুনির নাম জানতে চাইছিলো তুইই স্টিলের র‍্যাকটা ঠেলে ফেলে দিয়েছিলি। স্টিমারে হাসান যখন আয়নাটায় আঙুল দিয়ে ইশারা করে তখন ও আসলে আয়নায় তোর দিকেই দেখাচ্ছিলো এবং তুই সরে যাওয়াতেই ওখানে আমি আমাকে দেখেছিলাম। হাসান তোকে দেখিয়েছিলো। হাসান ঠিকই ফাঁদ পেতে জাকিরকে ফলো করে বের করে ফেলেছিলো জাকির ভিডিওগুলো ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছে এবং চাবিটা সর্বক্ষণ ওর গলায় থাকে। সেদিন রাতে ও জাকিরের বাড়িতে গেছিলে চাবিটা উদ্ধার করতে। ও চাবিটা উদ্ধার করা মাত্রই তুই ওখানে প্রবেশ করিস এবং হাসান আলমারীর আড়াল থেকে লুকিয়ে তোকে খুন করতে দেখে ফেলে। কিন্তু ও ওইরকম বিভৎস খুন দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি এবং অন্যসব বাদ দিয়ে ও বার বার শুধু টাকার চিন্তাই করছিলো। টাকার চিন্তা করতে করতেই ও ধ্বংস হয়েছে। আর তুই..."

"মারুফ ভাই তুমি..."

"কায়সার আমার কাছে প্রমাণ আছে, সরাসরি প্রমাণ," বলে ও পিস্তলটা তাক করে রেখেই ও বাম হাতে পকেট থেকে বের করে আনলো মোবাইলটা। ভিডিওটা ওপেন করে ওটা ছুঁড়ে দিলো কায়সারের দিকে। "তোর লাক খুব খারাপ খুনের দৃশ্যটা এক বুড়ো খাটাশ দূর থেকে ভিডিও করেছিলো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্স সহ্য করতে না পেরে ব্যাটা হার্ট অ্যটাক করে।"

কায়সার মোবাইলটা নিয়ে এক সেকেন্ড দেখলো। সাথে সাথে তার চেহারার রঙ পাল্টে গেলো। আরো কয়েক সেকেন্ড দেখে সে মোবাইলটা দেয়ালে ছুঁড়ে মারলো। "এসব ভূয়া, মারুফ ভাই," এক লাফে সে উঠে দাড়াঁলো মাটি থেকে। "তুমি তো আমাকে চেনো। তুমি তো আমাকে জানো। আমি..." মারুফ এগিয়ে এসে সর্বশক্তিতে একটা চড় মারলো ওর গালে।

শক্তিশালি চড়ের আঘাতে কায়সার আবারো পড়ে গেলো মাটিতে।

মারুফ এগিয়ে গেলো ওর দিকে। "এই কারণেই আমি জানতে চাইছি, কেনো, কায়সার? কেনো? কেন খুন করেছিস তুই জাকিরকে?" মারুফ এগিয়ে গিয়ে রাগের সাথে একটা লাথি মারলো ওর পাজরে। "কেন এই খুন এবং কেনই বা আমাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা?" বলে ও আবারো পা তুললো। "কেন?"

BanglaBook.org

ও পা তুলতেই এবার কায়সার ঘুরে গিয়ে চট করে ধরে ফেললো পা টা। ওটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে একটা গড়ান দিয়েই উঠে দাঁড়ালো। "কারণ," ওর দু চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। তীব্র আকুতি চোখ দুটোতে। "...কারণ," সে একইভাবে আবারো বললো। "কারণ...জাকির আমার বোনকে খুন করেছিলো। সাফির বড় ভাইকে না জাকির খুন করেছিলো আমার বোনকে। আমার একমাত্র বড় বোনকে সে নিষ্ঠুরভাবে গাড়ি দিয়ে পিষে মেরেছিলো।"

মারুফ আবারো ওকে মারার জন্যে পা তুলেছিলো, ওর পা থেমে গেলো মাঝপথে। "কি?"

"হ্যা," বমি করার সময়ে মানুষ যেভাবে কপাল চেপে ধরে অনেকটা সেভাবে কপাল চেপে ধরে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো কায়সার। তার দু চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসছে। "তুমি তো জানতে আমি ছোটবেলা থেকেই এতিম। এই কথাটা ঠিক। আমি ছোট থাকতেই আমার বাবা-মা মারা যান। কিন্তু এরপর আমাকে ছোট থেকে বড় করে তোলেন আমার একমাত্র বড় বোন। সালেহা আপা। এই কথাটা আমি কোনোদিনই কাউকে বলিনি, এমনকি তোমাকেও না। বাবা-মা মারা যাবার পর গ্রামে আমাদের জমি জমা সব আত্মীয়স্বজনরা দখল করে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। আমরা ঢাকা চলে আসি। আমার বড় আপা গার্মেন্টস এ চাকরি নেয়। আপা দিন রাত পরিশ্রম করে আমাকে স্কুলে পড়াতো, ঘর ভাড়া দিতো, আমার সব আবদার রাখার চেষ্টা করতো। সেদিন ছিলো আমার মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট দেবার দিন। আমি এ-প্লাস পেয়েছিলাম। আপাকে তার গার্মেন্টসে ফোন করে রেজাল্ট জানাই, সে ছুটি নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে আসছিলো। কাজী নজরুল ইসলাম সরণীতে আমি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সালেহা আপা রাস্তা পার হয়ে আসছিলো। হঠাৎ পুরোপুরি আইন অমান্য করে অপরদিক থেকে সিগন্যাল ভেঙে একটা জিপ ছুটে আসে। তখন লোকজন রাস্তা পার হচ্ছিলো। সবাই সরে যেতে পারলেও আমার আপা সরতে পারেনি। সে জিপের সামনে পড়ে যায়। জিপের ড্রাইভার একটুও দ্বিধা না করে একবারও জিপটাকে থামানোর চেষ্টা না করে আমার আপাকে স্রেফ পিষে দিয়ে চলে যায়। আপার রক্তের ছিটে এসে আমার চোখ মুখ ভাসিয়ে দেয়। জিপের ড্রাইভার একবার এমনকি পেছনে না ফিরে উন্মাদের মতো জিপ চালিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তায় গাড়ির নিচে একটা কুকুর পড়লেও মানুষ একবার দেখার চেষ্টা করে, সে তাও করেনি," কায়সার বলছে আর ওর চোখ থেকে স্রোতের মতো পানি ঝড়ছে।

মারুফ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। ও এতো বছর ধরে ছেলেটাকে চেনে। এই হাসিখুশি ছেলেটার ভেতরে যে এতো দুঃখ লুকিয়ে ছিলো কোনোদিনই টের পায়নি। "এরপর?"

BanglaBook.org

"এরপর?..." কায়সারের মুখ চোখ শক্ত হয়ে গেছে। "এর আর কোনো পর নেই। এরপর কিছুই হয়নি। এই দেশে গরীব অসহায় আর এতিম একটা ছেলের কোনোই দাবি-দাওয়া দুঃখ দেখার কেউ নেই। কে অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে? গাড়ির নম্বর এসব খোঁজা তো দূরে থাক এমনকি আমি আমার আপার লাশও পাইনি। আমার স্কুলের এক শিক্ষক একটু চেষ্টা করেছিলো কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। এরপর আমি পাগলের মতো হয়ে যাই। অনেকদিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম। আমার সেই শিক্ষক আমাকে তার বাড়িতে রাখেন, যত্ন করেন, কলেজে ভর্তি করান। স্বাভাবিক হবার পর জীবনে আমার একটাই নিয়ত ছিলো ক্ষমতা অর্জন করা। সেই কারণেই এই পুলিশের চাকরিতে আসা। ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর তোমার সহচর্যে আসি। অনেক বদলে যাই। আপার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করলেও কখনোই কোনোদিনই আমি আপার খুনির কথা ভুলতে পারিনি কিন্তু তাকে খুঁজেও বের করতে পারিনি। ওইদিন রাতে জাকির আদনান যখন তোমার কলার চেপে ধরে কথাগুলো বলছিলো তখন এক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিলো আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। আমি কেমন যেনো একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম। যখন হুঁশ ফিরলো মনের মধ্যে একটাই কথা ঘুরছিলো, এই ব্যাটাকে খুন করতে হবে। খুন করতে হবে। ওইদিন রাতে তোমাকে বার থেকে বাসায় নামিয়ে দেয়ার পর আমি আবার বারে যাই। আরো ড্রিঙ্ক করি। দ্বিতীয় দফা মদ খাবার সময়ই আমি পরিকল্পনা করে ফেলি জাকিরকে কিভাবে মারবো। বার থেকে বের হয়ে সোজা বাসায় গিয়ে কাপড় পাল্টে ফেলি। বাসাতেই সার্জিক্যাল গ্লাভস আর নিউমার্কেট থেকে কেনা একটা ছুরি ছিলো। সাদা বালিশের কভার কেটে মুখের মুখোশ বানিয়ে বেরিয়ে আসি। জিপের ড্যাশবোর্ডের নিচেই তোমার ছুঁড়ে দেয়া কাগজে জাকির আদনানের বাসার ঠিকানাটা ছিলো। ওই বাসাতে আমি বছরখানেক আগে একবার অন্য এক কাজে গেছিলাম। তাই বাসাটা ভালোভাবেই চিনতাম এবং বাসার ভেতরটা কেমন সেটাও জানতাম। ঠিকানাটা দেখে সোজা চলে যাই জাকিরের বাসার কাছে। জিপ রেখে আমার নিজের বাইক নিয়ে যাই। কারণ পুলিশের জিপ রাতে সবার নজরে পড়ে যাবে। বাইকটা দেয়ালের ওপাশে রেখে ওটার ওপরে উঠে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকি। ভেতরে ঢুকে মুখে পরে নেই মুখোশটা। লন পার হয়ে জানালার কার্নিশ দিয়ে জাকিরের রুমে প্রবেশ করে ওকে খুন করে বেরিয়ে এসে সোজা বাসায় গিয়ে ঘুম দেই। বিশ্বাস করো এতো শান্তির ঘুম আমি জীবনেও দেইনি। কিন্তু..."

এই পর্যন্ত বলে কায়সার ফিরে তাকালো মারুফের দিকে। "সকাল বেলা আমার ঘুম ভাঙে স্যারের কল পেয়ে। সে যা বলে শুনে আমার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। জাকিরের খুনের সন্দেহ গিয়ে পড়েছে তোমার ওপরে। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে

BanglaBook.org

আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক সেটা ধরতেই পারেনি। তোমার সাথে ঝগড়া হবার দিন রাতেই জাকির খুন হলে যে সন্দেহ গিয়ে পড়বে তোমার ওপরে এটা কিছুতেই আমার মাথায় আসেনি। সবার সন্দেহ যখন তোমার ওপরে গিয়ে পড়ে, সব দেখে শুনে পরিস্তিতি বিচার করে আমি পাগল হয়ে যাই। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমি আরেকজন সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে এই ভয়াভহ বিপদে ঠেলে দিয়েছি এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।"

"এই কারণেই তুই শুরু থেকে বার বার বলছিলি প্রয়োজনে খুনি পয়দা করবি তাও আমার কিছু হতে দিবি না, এই কারণেই তুই বার বার বলছিলি পরিস্তিতি আমি সৃষ্টি করেছি এর প্রতিকারও আমিই করবো। এই কারণেই তুই মরিয়া হয়ে বার বার চেষ্টা করছিলি কেইসটা সলভ করার। এই কারণেই সবসময় আমার চেয়ে তুই বেশি নিশ্চিত ছিলি যে জাকিরকে আমি খুন করিনি। কারণ জাকিরকে তুই খুন করেছিস ," মারুফ তীব্র দৃষ্টিতে কায়সারের দিকে তাকিয়ে আছে। "একদিকে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা, অন্যদিকে তীব্র অন্তর্দন্দ্ব তোকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো।"

"বিশ্বাস করো, এই ব্যাটাকে না পেলে শেষ পর্যন্ত আমি সব স্বীকার করতাম। তাও তোমার ওপরে কোনো দোষ আমি পড়তে দিতাম না, তোমার কিছু আমি হতে দিতাম না। এই কারণেই আমি ছুরিটা রেখে দিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত যাতে প্রমাণ করতে পারি..."

"খুন আসলে আমি করিনি তুই করেছিস," মারুফ আপন মনে মাথা নাড়লো। "কিন্তু কায়সার এখন আমার হাতে প্রমাণ আছে। আমি তোকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারবো না। কিছুক্ষণের ভেতরেই ফোর্স চলে আসবে...তোর প্রতি আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু আমি তোকে ছাড়তে পারবো না। আমি আজ পর্যন্ত কখনোই..."

"সে তোমার ইচ্ছে মারুফ ভাই। আমি তোমাকে সব বলতে পেরে এখন শান্তি পাচ্ছি। তবে এই লোক," বলে সে সাইফুলকে দেখালো। এই লোক আরেক বদমাশ। একে তুমি ছেড়ে..." কায়সার কথা শেষ করার আগেই ভীম বেগে ছিটকে এলো একটা চেয়ার। মারুফ চেয়ারের তীব্র বাড়িতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

কায়সার ঘুরে তাকানোর আগেই দেখলো ওর দিকে সেই নাক বোঁচা পিস্তলটা তাক করে আছে সাইফুল সাফি। তার এক হাতে এখনো বেধে রাখার দড়িটা প্যাঁচানো। ওরা কথা বলার সময়ে সে সাবধানে দড়িটা খুলে ফেলেছে। তারপর চেয়ারটা মারুফের দিকে ছুঁড়ে মেরে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়েছে ওরই পিস্তলটা। কায়সার ওকে বাঁধার সময়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিয়েছিলো ওটা।

"সিনেমার কাহিনী শেষ হলে এখন আমরা কাজের কথায় আসতে পারি," সে

BanglaBook.org

কায়সারের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেই বলতে লাগলো। "জাকিরকে কে খুন করেছে সেটা আমার মাথা ব্যাথা না। পুলিশের কাছে তোর কথা আমি অবশ্যই বলে দেবো। কিন্তু তার আগে আমার সেই ডিভিডিগুলো দরকার। আমি জানি তোরা ওগুলোর পেচনে লেগেছিস। মন্ত্রির ওখানে আমার লোক আছে, সে-ই জানিয়েছে তোদেরকে ওগুলো উদ্ধারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ওই ভিডিওগুলো টাকা এবং ক্ষমতার খনি। বল ওগুলো কই আছে?"

কায়সার একদম ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "মন্ত্রির ওখানে তোমার যে লোক আছে সে তোমাকে জানায়নি ওগুলো আমাদের কাছে নেই।"

"মিথ্যে কথা, আমি বিশ্বাস করি না। বল ওগুলো কোথায়? না হয় আমি আমি," বলে সে চট করে পিস্তল সরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা মারুফের দিকে তাক করলো। "ওকে গুলি করবো। বল এক্ষুণি না হয় আমি," বলে সে মারুফের শরীরে একটা লাথি মারলো। "বল,ওগুলো কোথায়?"

কায়সার অসহায়ের মতো হাত তুললো, সাইফুল আবারো এগিয়ে গিয়ে মারুফের পাজরে লাথি মারতে যাচ্ছিলো মারুফ চট করে শোয়া অবস্থা থেকেই একটু সরে গেলো। প্রথমবার লাথি খাবার সময়েই ওর জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। ও অপেক্ষা করছিলো সাফির কাছে আসার জন্যে।

মারুফ চট করে একটু সরে গিয়েই সাফির একটা পা ধরে ঠেলে দিলো ওপরের দিকে। সাফি ব্যালেন্স হারিয়ে টেবিলের একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেলো। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে টেবিলের নিচে চলে গেলো। মারুফ শোয়া অবস্থা থেকে একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কায়সার এগিয়ে গেলো সাফিকে ধরার জন্যে। সাফি টেবিলের ওপরে রাখা জাকিরকে খুন করা ছুরিটা তুলে নিয়ে লাফ দিলো মারুফের দিকে। কায়সার দেখলো সাফি লাফ দিয়ে ছুরিটা গেঁথে দিচ্ছে মারুফের বুকে,ও চট করে সরে এলো মারুফের ঠিক সামনে। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে ফেললো মারুফকে।

সাইফুল সাফির ছুরি ধরা হাতটা আর মাত্র এক ফুট দূরত্বে। নিজের অজন্তেই ছুরির আঘাত এড়ানোর জন্যে কায়সারের হাতটা উঠে এলো সামনে। চোখ মুখ কুঁচকে এলো আকস্মিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ভারি একটা গর্জনের সাথে সাইফুল সাফির এগিয়ে আসতে থাকা শরীরটা থেমে গেলো মাঝপথে। আবারো বাজ পড়ার মতো তীক্ষ্ণ শব্দের সাথে এবার ছিটকে পেছন দিকে চলে গেলো সে, হাত থেকে খসে গেলো ছুরি।

কায়সার চোখ খুলে দেখলো সাইফুল সাফির বুকে দুটো বড় বড় লাল গর্ত, সেগুলো থেকে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। কায়সার মাথা ঘুরিয়ে

BanglaBook.org

দেখতে পেলো রুমের দরজার ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে আছে এক সাব-ইন্সপেক্টর। তার উঁচিয়ে ধরা পিস্তল থেকে এখনো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার ঠিক পেছনেই বড় কর্তা সদরুল আনাম।

"কি ব্যাপার, মারুফ? কি হচ্ছে এখানে?" সে সামনে এগিয়ে এসে গর্জন করে উঠলো। "এই লোক তোমাদেরকে মারতে আসছিলো কেনো? আরেকটু হলেই তো কায়সারকে ছুরি মেরে বসেছিলো।"

মারুফ টেবিলের সাথে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। ওর ঠিক সামনে বসে আসে কায়সার। ওরও একই অবস্থা। দুজনেই এখনো পরিস্থিতির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

"কি ব্যাপার, মারুফ? জবাব দিচ্ছো না কেনো? তুমি না আমাদেরকে ডেকে আনলে, কেস সলভ করে ফেলেছো বলে?"

মারুফ শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার তাকালো এখনো মাটিতে বসে থাকা কায়সারের দিকে। এরপর ফিরে তাকালো বড়কর্তার দিকে। "স্যার, আমি কেইস সলভ করে ফেলেছি। এই লোক সাইফুল সাফি, জাকির আদনানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে-ই জাকির আদনানকে খুন করেছে। ওইযে মার্ডার ওয়েপন। ওটাতে আপনি ওর হাতের ছাপ পাবেন। আরো অনেক প্রমাণ আছে আমি এখন বিস্তারিত বলতে পারবো না। এই কেইসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কায়সার সবই জানাবে আপনাদের। আমার কিছু বলার নেই। যা বলার সে-ই বলবে। সে-ই অপনাদেরকে বিস্তারিত ব্রিফ করবে। সে-ই আপনাদেরকে জানাবে কিভাবে সাইফুল সাফি ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের কারণে নিজের বন্ধুকে খুন করেছে। অন্যান্য সব প্রমাণও ও-ই দাখিল করবে," বলে ও একবার ঘড়ি দেখলো। তারপর আবারো কর্তার দিকে তাকিয়ে বললো, "স্যার আপনি আমাকে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় দিয়েছিলেন, সেটা শেষ হতে এখনো প্রায় নয় ঘন্টা বাকি। তার আগেই খুনি ধরা পড়েছে। আশা করি এখন আমার ওপর থেকে সব চার্জ তুলে নেয়া হবে," বলে ও আরেকবার কায়সারের দিকে দেখলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ওর ভাঙা মোবাইল থেকে সিম কার্ড আর মেমরি কার্ডটা বের করে নিয়ে সোজা বেরিয়ে এলো ভবনটা থেকে।

BanglaBook.org

শেষ কথা

দুই সপ্তাহ পর...

ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক...একটা ধাতব আওয়াজের সাথে মারুফের ঘুমটা ভেঙে গেলো। অলস হাতে মোবাইটা তুলে নিয়ে অ্যালার্ম অফ করে দিলো ও। মোবাইলে সময় দেখলো, বিকেল পাঁচটা। অ্যালার্মের শব্দে ঘুমটা ভেঙে যাওয়াতে বিরক্ত লাগলেও মনে মনে একটা ব্যাপার শান্তি লাগলো। অন্তত দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভাঙেনি।

ঘুম ভেঙে যাবার পরও ওর কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন ও অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলো। নিশ্চই কোনো কাজ ছিলো তা না হলে বিকেলবেলা অ্যালার্ম দিয়ে রাখার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু কেন অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলো কিছুতেই মনে পড়লো না আর। জাহান্নামে যাক, বলে আবারো শুয়ে পড়লো ও।

গত দুই সপ্তাহ যাবৎই ও ছুটিতে আছে। আসলে ছুটি নিয়েছে এক মাসের। ওইদিন রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পরদিন একবার স্রেফ অফিসে গিয়ে ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে এসেছে। পাটোয়ারী বাদে আর কারো সাথে দেখাও করেনি। এই দুই সপ্তাহে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ভেতরে এবং বাইরে।

ওইদিন রাতের পর জাকির আদনান মার্ডার কেসের সমস্ত ব্যাপার নতুন চেহারা পায়। কেইসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার সাজ্জাদ কায়সার সমস্ত প্রমাণাদিসহ সাফ্যল্যের সাথে সলভ করে কেস। প্রিন্ট এবং টিভি মিডিয়াতে বড় বড় করে আবারো এই কেস দেখানো হয়। সবাই কায়সারকে সাধুবাদ জানায়। মিডিয়াতে বড় বড় করে প্রচার হয় পুলিশের এই সাফল্য। মারুফ পত্রিকাতেই সব পড়েছে এবং টিভিতে দেখেছে। ও আরো জানতে পেরেছে কায়সারই সব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে সবার কাছে। মারুফের ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। ওইদিনের পর কায়সারের সাথে ওর আর দেখা হয়নি। মারুফের নতুন কেনা মোবাইলে কারো নম্বর সেইভ করা নেই, তাই ও কারো সাথে ইচ্ছে করেই যোগাযোগ করেনি। কোনো আননোন নম্বরের কলও রিসিভ করেনি। এই দুই সপ্তাহে ও শুধু দেখা করেছিলো একজন মানুষের সাথে। মীরা।

একবার মীরাকে ফোন করে ওর সাথে দেখা করে ও। সেটাও ছিলো সম্পর্কটাকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্যে। ও মীরার সাথে দেখা করে খুব ঠান্ডা মাথায় মীরাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলে। মীরা শুধু শুনছিলো আর ওর চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছিলো। একইরকম অশ্রু ঝড়ছিলো মারুফেরও মনে কিন্তু সেটাকে ও বাইরে প্রকাশ করেনি। যে সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। যে সম্পর্ক সবার জন্যে শুধু অমঙ্গলই ডেকে

BanglaBook.org

আনবে সেই সম্পর্ক টেনে লম্বা করার কোনো মানে হয় না। মীরা এক পর্যায়ে ইমোশনাল হয়ে ওকে বলে প্রয়োজনে ও...মীরাকে ওখানেই চুপ করিয়ে দিয়ে মারুফ শুধু একটা কথাই বলে ওর উচিত মারুফের চেয়ে বেশি নিজের সন্তানদেরকে নিয়ে চিন্তা করা। এরপর মীরা আর কিছু বলেনি, চোখের পানি মুছে স্রেফ চলে গেছে। মীরা চলে যাবার পর মারুফ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলো। ওর খুব কষ্ট হচ্ছিলো, দিশেহারা লাগছিলো।

কিন্তু সেটাও আজ এক সপ্তাহ হতে চললো। সময়ের সাথে সবকিছু স্তিমিত হয়ে আসে। এর মাঝে একদিন আলীম পাটোয়ারীর সাথে দেখা করেছে তার বাসায়। পাটোয়ারীকে ও সব বলেছে। পাটোয়ারী সব শুনে মাথা নেড়েছে শুধু। আর একটা কথাই বলেছে 'প্রকৃতি তার নিজের বিচার নিজেই করে'। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, ও যা করেছে ভালোই করেছে। ও চলে আসার সময়ে পাটোয়ারী হার্ড- ড্রাইভটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মারুফ নেয়নি। বলেছে ওটা পাটোয়ারীর কাছেই বেশি নিরাপদে থাকবে। ওদের মোলাকাতের পর পাটোয়ারীও ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে গেছে তার ছেলে-মেয়ের সাথে দেখার করার জন্যে।

মারুফ এই কয়দিন সময় কাটিয়েছে বই পড়ে, ব্যায়াম করে আর ঘুমিয়ে। বহুদিন মনের মতো করে বিশ্রাম নেয়া হয়না। এই আলসেমিটাকে খুব উপভোগ করছে ও। আর অপেক্ষা করছে ইন্টারপোল থেকে কোনো খবর আসে কিনা। যদি ওখান থেকে এই সপ্তাহের ভেতরে কোনো খবর না আসে তাহলে দেশের বাইরে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে আছে বড় বোনের বাসায়।

মারুফ অ্যালার্ম অফ করে দিয়ে আবারো বালিশে মাথা গুঁজে দিতে না দিতেই ডোরবেল বেজে উঠলো। পৃথিবীতে আর শান্তি রইলো না, ও মনে মনে ভাবলো। বিছানা থেকে উঠে গায়ে একটা টি-শার্ট চড়িয়ে দরজা খুলে ও খুব অবাক হয়ে গেলো। দরজায় কায়সার দাঁড়িয়ে। এই কয়দিনে কায়সার বহুবার বহুভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে ও কোনো উত্তর দেয়নি। তাই এখন বাড়িতেই চলে এসেছে।

"ভেতরে আসতে বলবে না?" কায়সার পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক পরে আছে। ওর হাতে একটা খাম।

"তুই কি কোনো কাজে এসেছিস?" মারুফ ওর দিকে পেছন ফিরে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলো।

"ভেতরে ঢুকেই বলি, কী বলো?"

"এই বাড়িতে ঢোকার জন্যে তোর কি কখনো অনুমতির দরকার হয়েছে? আয়," মারুফ চেয়ার টেনে বসে একটা সিগারেট ধরালো। "বোস, কী দরকার বল।"

কায়সারও একটা চেয়ার টেনে নিলো। "এটা আজ দুপুরে অফিসে এসেছে তোমার নামে," বলে ও খামটা বাড়িয়ে দিলো।

BanglaBook.org

মারুফ খামটা হাতে নিয়েই চমকে গেলো। খামের বাইরে ইন্টারপোলের লোগো বসানো, ওপরে ওর নাম লেখা। খামটা খুলে ভেতরের কাগজ বের করে পড়লো। লেখাটা পড়ে ও প্রথমে বুঝতে পারলো না ওর কি খুশি হওয়া উচিত নাকি মন খারাপ করা উচিত। ভেতরে দুটো চিঠি, একটা ইন্টারপোলে ওর অফিসার হিসেবে চাকরি পাবার অফিসিয়াল লেটার, অন্যটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

ও চিঠিদুটো দেখে মুখ তুলে কায়সারের দিকে তাকালো। দেখলো কায়সার ওর প্যাকেট থেকে ইতিমধ্যেই একটা বেনসন ধরিয়ে টানছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। "মারুফ ভাই, আমি জানতাম তোমার ওখানে হয়ে যাবে।"

মারুফ কোনো কথা না বলে চিঠিদুটো আবারো দেখলো। তারপর কায়সারের দিকে ফিরে তাকালো। চিঠি দুটো হাতে নিয়ে খামের ভেতরে ভরে ওটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কায়সার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। "কী ব্যাপার? চিঠিটা এভাবে অবহেলায় রেখে দিলে!"

মারুফ ওর হাত থেকে অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা নিয়ে হাসি মুখে টান দিলো। "ঠান্ডা হয়ে বোস, বুঝিয়ে বলছি। সত্যি কথা হলো গত কয়েক মাস ধরে ঠিক এই জিনিসটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...দেখ আমি জানি আমাদের দেশে, আমাদের ফোর্সে অনেক সমস্যা আছে। এখানে তাবেদারি, দুর্নীতি, তেলবাজি, রাজনৈতিক লোকজনের প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদির কোনো শেষ নেই। তারপরও এটা আমারই দেশ। এই দেশের মানুষেরা সব আমার নিজেরই মানুষ। এদেরকে ছেড়ে আমি যাবো না। জানি, সিদ্ধান্তটা হয়তো বোকার মতো, হয়তো বাস্তবসম্মত না তবুও আমি এটাই করবো। "

"তাই বলে..." কায়সার কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো। "মারুফ ভাই, আমি যা করেছি সেটার জন্যে কি কখনো তুমি আমাকে মাফ করবে?"

"ইতিমধ্যেই করে দিয়েছি। বরং তোকে ধন্যবাদ অথরিটির কাছে সবকিছু সুন্দরভাবে প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করার জন্যে। আর জাকিরের ব্যাপারে আমি একটা কথাই বলবো, তুই যা করেছিস ঠিকই করেছিস, প্রকৃতি তার নিজের বিচার নিজেই করে," পাটোয়ারীর ডায়লগটাই ও ঝেড়ে দিলো। কথাটা বলে ও কায়সারকে চেয়ার থেকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরলো। দুজনারই চোখে পানি।

"চল, ছাদে যাই, অনেকদিন ছাদে যাওয়া হয়না।"

দুজনে মিলে উঠে এলো ছাদে।

গোধূলির শেষ আলো লালীমা ছড়াচ্ছে পশ্চিমের আকাশে।

আরেকবার সন্ধ্যে নেমে আসছে ব্যস্ত ঢাকা শহরে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG